

ভ, অব্রুচেভ

পাতালপুরী প্লুটোনিয়া

ভ, অবরুচেভ

পাতালপুরী প্লুটোনিয়া

॥ অনুবাদক ॥

শ্রীবিষ্ণু মুখোপাধ্যায়

॥ প্রচ্ছদপট শিল্পী ॥

শ্রীহেমন্ত মিশ্র

॥ মুদ্রাকর ॥

শ্যামল দে

হিন্দ পেপার প্রিন্টার্স

৭৯।৯ লোয়ার সার্কুলার রোড

কলিকাতা-১৪

॥ প্রকাশক ॥

ঈস্টার্ন ট্রেডিং কোম্পানীর পক্ষে

শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

৬৪-এ ধর্মতলা ষ্ট্রীট

কলিকাতা-১৩

॥ প্রথম সংস্করণ ১৯৫৭ ॥

মূল্য—তিন টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা



লেখকের নিবেদন

মাটির নিচে এক পাতালপুরী। নদী, সরোবর, আগ্নেয়গিরি আর আশ্চর্য গাছপালা নিয়ে সেই জগতের রয়েছে নিজস্ব সূর্য্য,—প্লুটো। সেখানে নানা রিকট জন্তু জানোয়ারের আর আদিম মানুষের বাস। সেই পাতালপুরীতে অতি অস্বাভাবিক অভিযানের এই কাহিনী। এ বর্ণনা পড়ে তরুণ পাঠকদের মনে হয়ত প্রবল সংশয় আর কৌতূহল জাগবে। পাঠক জানতে চাইবেন, আশ্চর্য অদ্ভুত এই জগৎ কি সত্যিই আছে? সুমেরুর তুষারক্ষেত্রের কোথাও কি এমন কোন ফাঁক রয়েছে, যা দিয়ে ভূগর্ভস্থ গহ্বরে নেমে আবিষ্কারের অভিযান চালান যায়?

বহু পাঠক আন্তরিক আগ্রহভরে আমার কাছে চিঠি লিখে জানতে চেয়েছেন যে, প্লুটোনিয়ায় যাবার নতুন অভিযান কখন সংগঠিত হবে, তাঁরাও যোগ দিতে পারবেন কিনা—এবং আশ্চর্য যেসব জিনিসের কথা তাঁরা পড়েছেন, তা নিজেরাই গিয়ে দেখতে পারেন কিনা। পাতালপুরীতে যাবার পথ—সুমেরুর বরফে সেই সুড়ঙ্গটি আর খুঁজে পাওয়া গেল না কেন, তাও তাঁরা জানতে চেয়েছেন।

প্রথমেই আমার বলে রাখা দরকার যে, যে-অভিযানের বর্ণনা দিয়েছি, তা কখনও হয়নি, হতেও পারে না, কেননা, পৃথিবীর অন্তস্তলে কোনো ফাঁকা জায়গায় প্রবেশ করার মতো কোনো সুড়ঙ্গ নেই, অমন কোনো গহ্বরও নেই, থাকতে পারেও না।

এই উপন্যাসখানি বৈজ্ঞানিক-কাল্পনিক বৃত্তান্ত। স্বাভাবিক পারিপার্শ্বিকে প্রাচীন ভূতাত্ত্বিক যুগগুলির প্রাণী-ও-উদ্ভিদজীবনের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় ঘটাবার উদ্দেশ্যেই এই আখ্যানবস্তু উদ্ভাবন করা হয়েছে। বড় হয়ে

জ্যুল ভ্যার্ন'এর উপন্যাস 'পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে গমন' (Journey to the Centre of the Earth) আবার পড়বার পর আমি এই বইখানি লিখতে মনস্থ করি। আবিষ্কারের জন্য অভিযানে আমি তখনই অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছিলাম; আমার মনে হয়েছিল যে, ভূগর্ভে যাত্রার সেই বর্ণনা যথেষ্ট বাস্তবানুগ নয়। তাছাড়া, ঐ উপন্যাসখানি লিখবার পর পৃথিবীর প্রাগৈতিহাসিক অধিবাসী-দের সম্পর্কে বহু নতুন তথ্যও আবিষ্কৃত হয়েছে। যেমন, সেভেরনাইয়া দ্বিনা'র খাড়া পাড়ে পার্মিয়ান যুগের প্রাগৈতিহাসিক তৃণভোজী এবং শিকারী সরী-সৃপের অবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। উরাল পর্বতের পারে পাওয়া গেছে শৃঙ্গবিহীন প্রকাণ্ড গণ্ডারের হাড়; পুরাণে বর্ণিত 'ইন্দ্রি' নামক জানোয়ারের নামে তার নাম দেওয়া হয়েছে ইন্দ্রিসাতেরিয়ম। একসময়ে ঠাণ্ডা আরণ্য-তুন্দ্রায় যে-বহুসংখ্যক ম্যামথ বাস করত, সেগুলির লাশ পাওয়া গেছে উত্তর সাইবেরিয়ার হিমস্তব্ধ অঞ্চলে। ১৮৯২ সালে আমি মঙ্গোলিয়ার স্তেপ অঞ্চলে তৃতীয়ক যুগের গণ্ডারের একটা দাঁত পেয়েছিলাম। তার থেকে প্রমাণ হয় যে, আগে যা মনে করা হত তা নয়—গোবি স্তেপ অঞ্চল আর মরুভূমি এককালে খান-খাই সমুদ্রবক্ষের অংশ ছিল না, ছিল শুষ্ক ভূমি। এই আবিষ্কারের ফলে, ১৯২৩ সালে আমেরিকার একটি প্রকাণ্ড অভিযাত্রীদল মঙ্গোলিয়ায় গিয়ে, একদা গোবি মরুভূমির বাসিন্দা ক্রেটাশাস্ ও তৃতীয়ক উভচর আর ভূচর সরীসৃপ ও স্তন্যপায়ী প্রাণীর হাড় আবি-ষ্কার করেছিলেন।

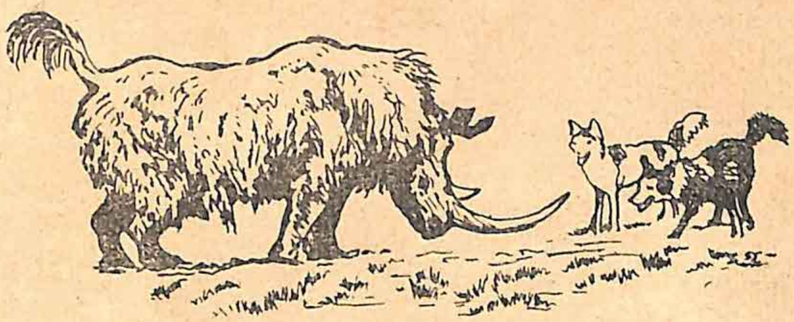
এক শ' বছরের কিছু বেশী কাল আগে বিদেশে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক রচনায় একটি প্রকল্প নিয়ে আলোচনা চলেছিল এবং তার বহু সমর্থকও ছিলেন। 'প্লুটোনিয়া' বইখানির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি হিসাবে আমি সেই প্রকল্পটি ব্যবহার করেছি। এই প্রকল্পের সমর্থকেরা জোরগলায় বলতেন যে, পৃথিবী ফাঁপা—এর ভিতরটা অধ্যুষিত, এবং একটি ছোট সূর্য্য দ্বারা আলোকিত। এই বইয়ের "বৈজ্ঞানিক আলোচনা" নামক পরিচ্ছেদে এই তত্ত্বটি বিশদভাবে উপস্থিত করা হয়েছে। উপন্যাসের নায়ক এবং প্লুটো-নিয়াতে অভিযানের সংগঠক ক্রখানভ ঐ পরিচ্ছেদে তত্ত্বটির সপক্ষে বলছেন; কিন্তু বিজ্ঞান তা বহুকাল আগেই বাতিল করে দিয়েছে। পৃথিবীর অন্তস্তল সম্পর্কে একেবারে সঠিক চিত্র এখনও প্রস্তুত হয়নি, কিন্তু, আভ্যন্তরিক সূর্য্য আর পৃথিবীর অন্তস্তলে যাবার কোনো সুড়ঙ্গ যে নেই, তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়। আমি অবশ্য বৈজ্ঞানিক-কাল্পনিক উপন্যাসের ভিত্তি হিসাবে সেই প্রকল্পটি ব্যবহার করেছি।

সম্প্রতি মধ্য-এশিয়ার গোবি মরুভূমির অবনমনগুলিতে অভিযানকালে সোভিয়েত অভিযাত্রীরা সেখানে প্রাগৈতিহাসিক যুগের ভূচর ও জলচর সরীসৃপ আর স্তন্যপায়ী প্রাণীর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সমাধি আবিষ্কার করেছেন।

এই রকমের অবনমনগুলি থেকে বিজ্ঞান আর আমাদের মিউজিয়মগুলির জন্য বহু অমূল্য বস্তু পাওয়া যাবে; এবং, কোনো আভ্যন্তরিক জায়গায় নয়, এই ভূপৃষ্ঠেই তরুণ অভিযাত্রীরা তা আবিষ্কার করতে পারেন।

আমার আশা যে, 'প্লুটোনিয়া'র এই নতুন সংস্করণখানি ভূতত্ত্ব নামে চিত্তাকর্ষক বিজ্ঞান সম্পর্কে আরও বেশি জানবার জন্য তরুণ-তরুণীদের উৎসাহিত করবে। যে-বিজ্ঞানে আমাদের পৃথিবীর সংযুতি আর গঠন নিয়ে অধ্যয়ন করা হয় এবং পুরাকালে এই পৃথিবীর বাসিন্দা উদ্ভিদকুল আর প্রাণিকুলের বর্ণনা করা হয়, এবং প্রাণিজগৎ থেকে উদ্ভূত যে-চিন্তাশক্তিসম্পন্ন সত্তা পৃথিবীর প্রভু হয়ে উঠেছে, তার উদ্ভব হওয়া অবধি ঐ সব উদ্ভিদ ও প্রাণিকুলে যেসব পরিবর্তন ঘটেছে এবং যেভাবে এক প্রজাতির স্থলে অন্য প্রজাতি দেখা দিয়েছে, তার বর্ণনা করা হয়, সেই হল ভূবিদ্যা।

ভ. আ. অবরুচেভ



অপ্রত্যাশিত প্রস্তাব

পিতর কাশ্‌তানভ সবে ল্যাবরেটরি থেকে ফিরেছেন। শরৎকালীন টার্ম ফুরিয়েছে—লেকচার আর পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। আগামী তিন-সপ্তাহের শীতের ছুটির জন্য তিনি সত্যিই প্রতীক্ষা করছিলেন, তবে সময়টা একেবারে বৃথা কাটিয়ে দেবার কোনো ইচ্ছাই তাঁর ছিল না। কাশ্‌তানভ ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূবিদ্যার অধ্যাপক—নোভাইয়া জেম্‌লিয়া আর স্পিট্‌স্‌বার্গে সমুদ্রযাত্রা এবং মেরু-আঞ্চলিক উরাল আবিষ্কারের জন্য বিখ্যাত। মধ্যবয়সী কর্মঠ মানুষ। তিনি ঠিক করেছিলেন যে, কয়েক দিন বিশ্রাম নিয়ে, উরাল আর নোভাইয়া জেম্‌লিয়ার মধ্যে ভূতাত্ত্বিক সম্পর্কের বিষয়ে যে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধটি লিখছেন, সেটা নিয়ে বসবেন।

ডিনারের অপেক্ষায় তিনি পড়ার ঘরে বসে সেদিনের চিঠিপত্র দেখছিলেন। কয়েকজন লেখক তাঁদের লেখা কয়েকখানি বৈজ্ঞানিক পুস্তিকা পাঠিয়েছেন; আর এসেছে জার্মানির সর্বসাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের একটি তালিকা। ছোট ছোট স্পষ্ট হরফে ঠিকানা লেখা একখানা বড় ম্যানিলা খাম শেষে নজরে পড়ল।

বিভিন্ন পত্রলেখকের হাতের লেখাগুলি অধ্যাপক সহজেই চিনতে পারতেন, তাই ঐ অপরিচিত চিঠিখানা দেখে একটু ধাঁধা লাগল।

চিঠিখানা খুলে নীচের কথাগুলি পড়ে তিনি বিস্মিত হলেন ঃ—

১লা ডিসেম্বর, ১৯১৩
মুস্কু-সার্দিক

প্রিয় অধ্যাপক কাশ্‌তানভ,

মেরু অঞ্চলে আবিষ্কারকার্যে অভিজ্ঞ এবং সুমেরুর ভূবিদ্যায় বিশেষ আগ্রহশীল ব্যক্তি বলেই আমি আপনাকে জানি। আগামী বসন্তকালে সুমেরু মহাসাগরের অনাবিষ্কৃত এলাকাগুলিতে যাবার জন্য আমি একটি বড় অভিযান সংগঠিত করছি। দু'-এক বছরের জন্য আমরা বাইরে থাকব।

আপনি যদি এ ব্যাপারে আগ্রহ বোধ করেন এবং আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে চান, তাহলে নিজে উপস্থিত থেকে বিষয়টি আলোচনা করবার জন্য ১৯১৪ সালের ২রা জানুয়ারি দুপুরে মস্কোয় মেট্রোপোল হোটেলে আমার সঙ্গে অনুগ্রহ করে দেখা করবেন। অভিযানের অন্যান্য সম্ভাব্য সদস্যরাও ঐ দিন একই সময় সেখানে উপস্থিত থাকবেন।

পরিকল্পনাটিতে যদি আপনার কোনো আগ্রহ না থাকে তবে অনুগ্রহ করে উপরিলিখিত ঠিকানায় চিঠি লিখে আপনার সিদ্ধান্ত জানাবেন। যা-ই হোক না কেন, সম্মেলনে এলে আপনার যাতায়াত খরচ বহন করা হবে।

একান্ত আপনারই
নিকলাই ত্রুখানভ

চিঠিখানা রেখে অধ্যাপক মনে করবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

"ত্রুখানভ? নামটা আগে শুনেছি নিশ্চয়ই। কিন্তু কোথায়, এবং কখন? বোধহয় জ্যোতির্বিদ্যা আর ভূ-পদার্থবিদ্যা প্রসঙ্গে—মিলিয়ে দেখতে হবে। ব্যাপারটা খুবই চমৎকার বলেই মনে হচ্ছে। উনি দূরে, মঙ্গোলিয়ার সীমান্তে কোথায় পড়ে আছেন, আর সুমেরু মহাসাগরে যাবার অভিযান সংগঠন করছেন!"

কাশ্‌তানভ ফোন তুলে সহকর্মীদের একজন, জ্যোতির্বিদ্যার এক অধ্যাপককে ডাকলেন। তিনি বললেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রাজুয়েট হবার পর থেকে ত্রুখানভ জ্যোতির্বিদ্যা আর ভূ-পদার্থবিদ্যা নিয়েই আছেন। পূর্ব সাইবেরিয়ার দীর্ঘ শীতকালে মেঘমুক্ত দিন-রাত্রিগুলিতে নির্মল বাতাসের সুযোগ গ্রহণ করবার জন্য তিনি মঙ্গোলিয়ার সীমান্তে সায়ান পর্বতমালার মুস্কু-সার্দিক শৃঙ্গে সম্প্রতি একটি মানমন্দির স্থাপন করেছেন। কিন্তু এর সঙ্গে সুমেরুদেশ খাপ খায় কেমন করে? সুমেরু মহাসাগরের উপর আবহাওয়া নিশ্চয়ই কখনও মুস্কু-সার্দিকের মানমন্দিরের চারদিকের নির্মল আবহাওয়ার সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে না।

জ্যোতির্বিদ্যার অধ্যাপকটি সে-প্রশ্নের জবাব দিতে পারলেন না। কৌতূহল মেটাবার জন্য ২রা জানুয়ারি পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া

কাশ্‌তানভের গত্যন্তর রইল না। তিনি অবশ্য মস্কো যাবেন বলে মনস্থির করে ফেলেছিলেন।

মস্কোতে সম্মেলন

অধ্যাপক কাশ্‌তানভ ২রা জানুয়ারি দুপুরে গাড়ি করে গিয়ে মেট্রোপোল হোটেলে উপস্থিত হলেন। হোটেলের আপিস থেকে জেনে ১৩৩ নম্বর কামরার দরজায় গিয়ে টোকা মারলেন। দরজা খোলা হলে তিনি প্রকাণ্ড একটা আলোকিত কামরায় ঢুকে দেখলেন, আরও কয়েক জন আগেই এসে গেছেন। তাঁদেরই একজন উঠলেন ওঁকে অভ্যর্থনা জানাতে।

করমর্দন করে তিনি বললেন, "বাইরে একেবারে আসল সাইবেরীয় তুষারঝঞ্ঝা সত্ত্বেও আপনি, অধ্যাপক মহাশয়, একেবারে ঘড়ির মতোই সময় রেখেছেন! ভবিষ্যতের জন্য এ শুভ লক্ষণ। আপনি এসেছেন বলে আনন্দিত হলাম—আপনাকে এখানে পাওয়াটা গৌরবের কথা। আমিই ক্রুখানভ। আসুন, আর সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।"

ক্রুখানভ পরিচয় করিয়ে দেবার সময় তাঁরা প্রত্যেকে উঠে দাঁড়ালেন।

"সেমিয়ন পাপচ্‌কিন—প্রাণিবিদ্যার লেকচারার।"

"কেন্দ্রীয় পদার্থবিদ্যা মানমন্দিরের একজন আবহবিদ্—ইভান বরোভই।"

"চিকিৎসক এবং উদ্ভিদবিদ্যাবিদ্ মিহাইল গ্রমেকো।"

কামরাটির মাঝখানে একখানা গোল টেবিলে খোলা রয়েছে সুমেরুর একটা বড় মানচিত্র। গত পঞ্চাশ বছর ধরে সুমেরুতে যেসব অভিযান হয়েছে সেগুলির পথ দেখিয়ে মোটা মোটা রঙীন রেখায় মানচিত্রখানি চিত্র-বিচিত্র। অল্প কিছুকাল আগে, ১৯১৩ সালের গ্রীষ্মকালে, ভিল্‌কিৎস্কি যে-ভূখণ্ড আবিষ্কার করেছেন, তাও মানচিত্রে তাইমির উপদ্বীপের* উত্তরে দেখান হয়েছে।

সবাই টেবিল ঘিরে বসলে ক্রুখানভ বলতে শুরু করলেন।

"মানচিত্র থেকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে, সাইবেরিয়া, উত্তর ইওরোপ, গ্রীনল্যাণ্ড আর উত্তর আমেরিকার মধ্যবর্তী সুমেরুদেশের ছ'ভাগের পাঁচ ভাগেই পূর্ববর্তী বিভিন্ন অভিযানের পথের মধ্যে পড়ে গেছে। কিন্তু ভিল্‌কিৎস্কি সম্প্রতি নতুন ভূখণ্ডের যে-বিস্ময়কর আবিষ্কার করেছেন, তার থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারও সম্ভব। পূর্ববর্তীদের অভিজ্ঞতা শুধু কাজে লাগাতে পারা চাই।

* এখনকার নাম—সেভেরনায়া জেমলিয়া

"সেদভ, ক্রুসিলভ আর রুসানভের নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযাত্রীরা এখন কারা কিংবা বেরেন্টস্ সাগরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন। ১৭ আর ১৮ শতকে প্রন্‌চিশ্‌চেভ, লাপ্‌তেভ, দেজ্‌নেভ আর বেরিং'এর নেতৃত্বে পরিচালিত বিখ্যাত অভিযান এবং ১৯ শতকের প্রথমার্ধে র‍্যাঙ্গেল আর মিডেন্‌ডর্ফ-এর নেতৃত্বে সাইবেরিয়ার সুদূরতম উত্তরে পরিচালিত অভিযানের যে-কাজ শুরু হয়েছিল, তাই ওঁরা চালিয়ে যাচ্ছেন। ভিল্‌কিৎস্কি' ঐ একই এলাকায় গবেষণা চালাচ্ছেন, এবং তিনি নিশ্চয়ই এই পরীক্ষা চালিয়েই যাবেন। তাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার কোনো ইচ্ছা আমার নেই।"

একটু থেমে ক্রখানভ বললেন, "সুমেরুর অন্য একটি অংশ নিয়ে আমার পরিকল্পনা।

"চুকোৎকা উপদ্বীপ আর আলাস্কার উত্তরে এই প্রকাণ্ড সাদা এলাকাটির দিকে চেয়ে দেখুন—এর উপর দিয়ে একটিও রঙীন রেখা পড়েনি! মন্দভাগ্য 'জানেৎ' বরফে আটকা পড়ে এই এলাকার দক্ষিণে ভেসে গিয়েছিল। স্বের্দরুপ আর আমুন্দ্‌সেন'এর শেষ অভিযানগুলি হয়েছিল এর পূবে—উত্তর আমেরিকা উপদ্বীপের দ্বীপগুলির মধ্যে।

"এই সাদা এলাকাটির কোথাও অন্ততঃ একটি দ্বীপ আছে, যা আয়তনে গ্রীনল্যাণ্ডের অর্ধেক, এবং এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। হয়ত একটা গোটা দ্বীপপুঞ্জই সেখানে থাকতে পারে। এই দেখুন, ক্রুকার দূর থেকে যে-অনিশ্চয় ভূখণ্ড দেখেছিলেন, তা তিনি এখানে, ঐ এলাকাটির পূবদিকে চিহ্নিত করেছেন। এর দক্ষিণে কীনান্‌স্‌ল্যাণ্ড। সুমেরু মহা-সাগরের এই অংশে শুকনো মাটির কোনো বড় এলাকা থাকতে পারে বলে নান্‌সেন মনে করেন না। পীরি কিন্তু একেবারে দৃঢ়নিশ্চিত যে, টমাস হবার্ড অন্তরীপের উত্তর-পশ্চিমে তিনি একটা প্রকাণ্ড মহাদেশের রূপরেখা দেখতে পেয়েছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপকূল ও ভূমানতাত্ত্বিক জরিপদলের অন্যতম সদস্য হ্যারিস আলাস্কার উত্তর উপকূলবর্তী জোয়ার-ভাঁটার গবেষণা থেকে এই মহাদেশটির অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত। বোফোর্ট সাগরে সাগরপৃষ্ঠের বিভিন্ন ওঠা-নামা পরিমাপ করে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, সংকীর্ণ অগভীর বেরিং প্রণালী দিয়ে জোয়ার-ভাঁটা আসে না—জোয়ার-ভাঁটা অতলান্তিক মহাসাগর থেকে নরওয়ে আর গ্রীনল্যাণ্ডের মধ্যবর্তী গভীর প্রণালী এবং তারপর প্রকল্পিত মহাদেশ এবং আলাস্কা আর সাইবেরিয়ার কূলের মাঝখান দিয়ে ক্ষীণ হতে হতে আসে। মহাদেশটির অস্তিত্ব না থাকলে, বেলোর্মি (tidal wave) গ্রীনল্যাণ্ড সাগর থেকে উত্তর মেরু পার হয়ে আলাস্কা আর চুকোৎকা ল্যাণ্ডের কূলে আসত, ক্ষীণ কিংবা শ্লথগতি হয়ে যেত না। মহাদেশটির অস্তিত্বের আরও প্রমাণ এই যে, বোফোর্ট সাগর পশ্চিম থেকে অরক্ষিত হওয়া

সত্ত্বেও; পশ্চিমী হাওয়ায় বেলোর্মি বাড়ে এবং পূবের হাওয়ায় ক্ষীণতর হয়, এবং ঢেউয়ের উচ্চতায় ছ' ফুটের ব্যবধান ঘটায়। একমাত্র দুটি মহাদেশের মধ্যে সংকীর্ণ সাগরেই এমন ব্যাপার ঘটতে পারে। প্রকল্পিত মহাদেশটি উত্তর আমেরিকার দ্বীপপুঞ্জের দ্বীপগুলি থেকে একটি সংকীর্ণ প্রণালী দিয়ে বিচ্ছিন্ন। এই প্রণালীটি যদি প্রশস্ত হত, তাহলে অতলান্তিকের বেলোর্মি ব্যাঙ্ক্‌স দ্বীপের কূলে পৌঁছতে পারত এবং পশ্চিম আর দক্ষিণ থেকে এই মহাদেশটি ঘুরে-আসা বেলোর্মির সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষ লাগাত, তারপর সেই দুই বেলোর্মি পরস্পরকে গ্রাস করে ফেলত। কিন্তু, ব্যাঙ্ক্‌স দ্বীপের পশ্চিম উপকূলে মাকৃক্লিওর'এর পর্যবেক্ষণের ফলে, পশ্চিম থেকে বোফোর্ট সাগর দিয়ে আগত একটি বেলোর্মির প্রাধান্য প্রমাণিত হয়েছে।

"কাজেই, সুমেরুর এই অংশে একটি মহাদেশ কিংবা বড় বড় দ্বীপের একটি ঘনসন্নিবিষ্ট সংঘের অস্তিত্ব সম্পর্কে আমরা আর সন্দেহ প্রকাশ করতে পারি না, এবং সেটা আবিষ্কার করে রুশ এলাকা বলে ঘোষণা করা এখন আমাদেরই উপর নির্ভর করছে।" উপসংহারে ক্রুখানভ বললেন, "আমি খবর পেয়েছি যে, কানাডা সরকার এবার গ্রীষ্মে পূব দিক থেকে ঐ অনাবিষ্কৃত এলাকায় একটি অভিযাত্রীদল পাঠাচ্ছেন। আমরা আর দেরি করতে পারি না। বেরিং প্রণালীর দিক থেকে, দক্ষিণ আর দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে ঐ একই এলাকায় আমাদের প্রবেশ করতে হবে।

"তাই, আমি সেখানে যাবার জন্য একটি অভিযাত্রীদল গঠন করতে মনস্থ করেছি এবং আপনাদের তাতে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

"এবার আমার আশু পরিকল্পনা সম্পর্কে আপনাদের বলতে চাই। 'ফ্রাম'-এর ধরনের একখানা জাহাজের নির্মাণকার্য গত শীতকালে শুরু হয়েছে, তবে কার্যক্ষেত্রে সর্বসাম্প্রতিক অভিজ্ঞতাগুলির ভিত্তিতে এই জাহাজ 'ফ্রাম'-এর চেয়ে অনেক দিক থেকে উন্নত। জাহাজখানি এই সপ্তাহে ভাসান হচ্ছে এবং এপ্রিল মাসের শেষাশেষি সব সাজসজ্জা শেষ হয়ে যাবে। অভিযাত্রীদের তুলে নেবার জন্য জাহাজটি ১লা মে ব্লাদিভস্তক ডকে এসে ভিড়বে। মে মাসের প্রথম সপ্তাহে নোঙর তুলে আমরা কাম্চাৎকা যাত্রা করব। পেত্রোপাব্‌লব্‌স্ক-এ জাহাজ ভিড়িয়ে একপাল কুকুর আর সেগুলিকে সামলাবার জন্য ওখানকার দু'জন কি একজন অভিজ্ঞ অধিবাসীকে সঙ্গে নিতে হবে। পেত্রোপাব্‌লব্‌স্ক-এ কুকুর পাওয়া না গেলে, বেরিং প্রণালীতে চুকোৎকা উপদ্বীপে পাওয়া যাবে—কুকুরগুলির জন্য 'উকোলা' মাছ আর আমাদের নিজেদের পরবার পশুলোমের পোশাক-পরিচ্ছদের জন্য সেখানে থামতেই হবে। বেরিং প্রণালী থেকে, 'জানেৎ'-এর মতো উত্তর-পশ্চিমে না গিয়ে, আমরা উত্তর-পূবে সোজা সেই অজ্ঞাত

ভূখণ্ডের দিকে যাত্রা করব। বরফের মধ্যে দিয়ে যতদূর সম্ভব আমরা ভিতরে ঢুকবার চেষ্টা করব, কিন্তু সম্ভবতঃ নৌকা করে ডাঙ্গায় পৌঁছন যাবে না—সে-ক্ষেত্রে, উত্তরাভিমুখে বাদবাকি পথে কুকুরে-টানা স্লেজে করে আমরা অভিযাত্রীদল পাঠাব। জাহাজ থেকে কুকুরে-টানা স্লেজে করে যে-অভিযাত্রীদল যাবেন, তাঁরা এক বছরের রসদ সঙ্গে নিয়ে যাবেন —কারণ, শীতকালের মধ্যে তাঁদের পক্ষে জাহাজে ফেরা সম্ভব নাও হতে পারে, কিংবা ভূখণ্ডের দক্ষিণ কূল বা তুষারক্ষেত্রের প্রান্ত বরাবর ভ্রাম্যমান জাহাজখানি মেরুর রাত্রি নামবার আগে হয়ত তাঁদের তুলে নিতে পারবে না। দুর্ভাগ্যবশতঃ যদি কূলে দ্বিতীয় বছরও কাটান দরকার হয়ে পড়ে, তখন অভিযাত্রীরা যাতে তাঁদের রসদ সংগ্রহ করতে পারেন, তাই উপকূল বরাবর নির্দিষ্ট কতকগুলি জায়গায় জাহাজ থেকে রসদ নামিয়ে রাখা হবে। আগামী বছর গ্রীষ্মের শেষের দিকেও যদি জাহাজখানি ইওরোপের সঙ্গে তার-যোগাযোগের কোনো বন্দরে না ফেরে, তাহলে, তার পরের বসন্তকালে জাহাজখানির সন্ধান করবার জন্য এবং অভিযাত্রীদের তুলে নেবার জন্য একটি উদ্ধারকারী দল পাঠান হবে।"

উপসংহারে ক্রখানভ বললেন, "তাহলে দেখতেই পাচ্ছেন, উত্তর মেরু আমাদের লক্ষ্য না হলেও, বেরিং প্রণালীর উত্তরে অজ্ঞাত মহাদেশ আবিষ্কারের কাজটি কিছু কম কঠিন নয়। এমনও হতে পারে যে এই বছর শীতকালের শেষের দিকে, ঈপ্সিত ভূমি না দেখেই, আমাদের ফিরতে হবে। তবে, তুষারক্ষেত্রের মধ্যে জাহাজে, কিংবা সেই মহাদেশেই শীতকালটা কাটিয়ে এক বছর কি দু'বছর পরে ফিরে আসবার সম্ভাবনাটাই বেশী। খুব খারাপ যা হতে পারে, তা হল এই যে, আমরা বেঁচে নাও থাকতে পারি। আমাদের প্রত্যেককে এই সম্ভাবনাটা মনে রেখে সেইভাবে নিজের নিজের ব্যবস্থা করা উচিত।"

তারপর একটু বিরতি। কামরায় উপস্থিত প্রত্যেকে পরিস্থিতিটি বুঝে এই অভিযান সম্পর্কে নিজের মনোভাব যাচাই করে নেবার সুযোগ পেলেন। নীরবতা ভঙ্গ করে ক্রখানভ বললেন, "পরিকল্পনাটি শুনে কেউ যদি স্থির করেন যে, আমাদের এই অভিযানে অংশ গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়, তাহলে আমার অনুরোধ, তিনি যেন মে মাস পড়বার আগে পরিকল্পনাটি প্রকাশ না করেন।"

কাশ্‌তানভ বললেন, "আমি বোধহয় ঠিকই শুনলাম যে, কুকুরে-টানা স্লেজে করে অভিযাত্রীদল পাঠাবার কথা বলবার সময় আপনি বললেন, 'আমরা পাঠাব...' তার মানে কি, আপনি নিজে সেই অজ্ঞাত মহাদেশের অভিযানে অংশ গ্রহণ করতে চাইছেন না?"

"সে সৌভাগ্য আমার হবে না। আমি আপনাদের সঙ্গেই যাত্রা

করলেও, জাহাজেই থেকে যাব। একবার সায়ান্ পর্বতের বন্য অঞ্চলে যাবার সময় দুর্ঘটনায় পড়ি। তখন আমার একখানা পা হাঁটুর নিচে থেকে কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে। আমার একখানা পা কৃত্রিম, কাজেই বরফের উপর দিয়ে অভিযানের সময় আমার বসে থাকা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।"

"কুকুরে-টানা স্লেজে তাহলে কারা যাবেন?"

"আমি আর ক্যাপ্টেন ছাড়া এখানকার আর সবাই, এবং দু'জন কি একজন চুকৃচি কিংবা কাম্চাৎকার লোক—মোট পাঁচ-ছ'জন। প্রকৃতির মোট তিনটি রাজ্যেই গবেষণার ব্যবস্থা রয়েছে—এবং আবহাওয়ার অবস্থা সংক্রান্ত তথ্যাদি রেকর্ড করার কাজ ছাড়াও, অক্ষাংশ আর দ্রাঘিমাগুলির ছক করতে আমাদের আবহবিদ্ রাজী হয়েছেন। ঠিক কিনা, ইভান?"

বরোভই বললেন, "হ্যাঁ, তা ঠিকই। আশা করি সমস্যাটা আমি দেখাশোনা করতে পারব।"

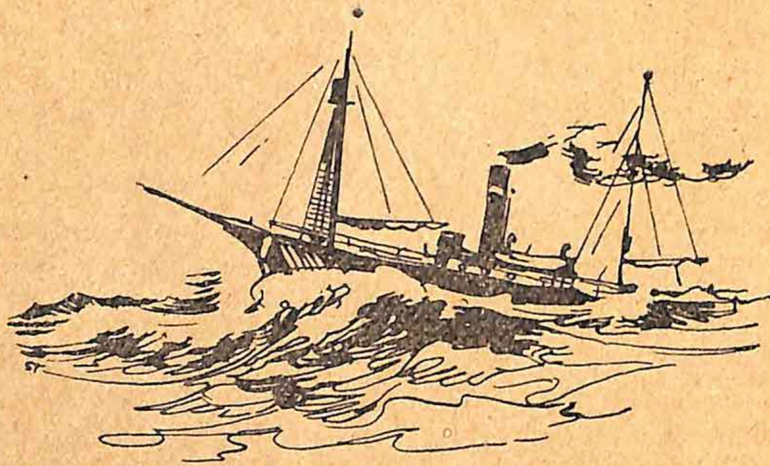
ক্রুখানভ বললেন, "প্রত্যেকের কাছে আমি এক্ষুনি জবাব আশা করছি না। আপনারা প্রত্যেকেই বিষয়টা যে-যার মতো ভেবে নিন, তাই আমি চাই।"

পাপচ্কিন জানতে চাইলেন, "আমাদের চূড়ান্ত জবাব দিতে হবে কখন?"

"আজ থেকে ঠিক এক সপ্তাহ পরে, এই একই সময়ে। ব্যাপারটা ভেবে দেখবার জন্য আরও বেশী সময় দিতে পারছি না বলে আমি দুঃখিত কারণ, আপনাদের যেকোনো একজন রাজী না হলে, আমায় অন্য বিশেষজ্ঞ খুঁজে বের করতে হবে। তাছাড়া, বেশ কিছুকালের জন্য মানমন্দির ছেড়ে যেতে হবে বলে, সেখানকার বিলিব্যবস্থা করবার জন্য জানুয়ারি মাসের শেষাশেষি আমায় সাইবেরিয়ায় ফিরতে হবেই।"

সপ্তাহ কেটে গেল। সপ্তম দিন দুপুর বেলায় সেই একই লোকেরা হোটেলে ক্রুখানভের কামরায় জড়ো হলেন। অভিযানে যোগ দেবার আমন্ত্রণ কোনো বিজ্ঞানীই প্রত্যাখ্যান করলেন না।—বিপদ কষ্ট আর দুর্ভোগ সত্ত্বেও, এ লোভনীয় প্রস্তাবে রাজী না হয়ে তাঁরা পারলেন না। ক্রুখানভ উল্লসিত হয়ে বললেন যে, অভিযাত্রীদের মধ্যে এমন সর্বসম্মতি আর দ্বিধাহীনতা নিশ্চয়ই সফল পরিসমাপ্তিরই গ্যারান্টি। আবার পরিকল্পনাটি নিয়ে আলোচনা হল। প্রত্যেক বিজ্ঞানী নিজের নিজের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত এবং বৈজ্ঞানিক সাজসরঞ্জাম সম্পর্কে মতামত দিলেন।

অভিযানের প্রস্তুতি এবং নিজ নিজ ব্যক্তিগত বিষয়গুলি ঠিকঠাক করবার জন্য পরদিন তাঁরা বিভিন্ন দিকে বেরিয়ে পড়লেন।



যাত্রা শুরু

মস্কো থেকে ২০এ এপ্রিল যে-সাইবেরিয়ান এক্সপ্রেস ছাড়ল, তাতে মিলিত হলেন চার জন—অধ্যাপক কাশ্‌তানভ, প্রাণিতত্ত্ববিদ পাপচ্‌কিন, আবহবিদ্‌ বরোভই এবং উদ্ভিদবিদ্যাবিদ্‌ গ্রমেকো; এই ব্যবস্থা আগে থেকেই ঠিক ছিল। দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে তাঁরা মস্কোতে এসে-ছিলেন। দশ দিন পরে তাঁরা পৌঁছলেন ভ্লাদিভস্তকে।

ক্রখানভের সঙ্গে দেখা করবার জন্য একটা হোটেলের নাম জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল; তাঁরা গিয়ে দেখলেন যে, তিনি তাঁদেরই জন্য অপেক্ষা করছেন। নানা জিনিস কেনাকাটা করার জন্য এবং আগে থেকে অর্ডার-দেওয়া জিনিসপত্তর ডেলিভারি নেবার জন্য ক্রখানভকে এক সপ্তাহ আগেই ভ্লাদিভস্তকে আসতে হয়েছে। পরদিন ছিল ১লা মে; পোতাশ্রয়ে এসে নোঙর ফেলল 'নর্থ স্টার' এবং ওঁরা পাঁচ জনে জাহাজ দেখতে গেলেন।

তার পরের তিন দিন ধরে জাহাজে কয়লা, চর্বি-তেল, খাদ্যসামগ্রী, বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম এবং অভিযাত্রীদের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র তোলা হল। অভিযাত্রীরা জাহাজে উঠলেন তৃতীয় দিনে।

৪ঠা মে সকালে নর্থ স্টার শোভন স্বচ্ছন্দ গতিতে গোল্ডেন হর্ন উপসাগর পাড়ি দিয়ে, দুপুরের মধ্যে 'ডক্কি ইয়ার্স' পেরিয়ে, রাশিয়ান দ্বীপের পাশ কাটিয়ে পূবদিকে চলল। অভিযাত্রী পাঁচ জন জাহাজের মঞ্চে দাঁড়িয়ে দেখলেন, সবুজ উপসাগরের পিছনে পাহাড়ের উপর অর্ধবৃত্তাকারে প্রসারিত শহরটি দৃষ্টি থেকে মিলিয়ে যাচ্ছে। সেখানে দাঁড়িয়ে সবার মনে আপনা হতেই উঠেছিল একই প্রশ্ন: "ঐ তীর, এই দেশ কি দেখতে পাব আর কখনও?" কিন্তু, মহাসমুদ্রের তাজা হাওয়া আর জাহাজের মৃদু দোলন অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁদের বিষাদময় চিন্তাগুলি দূর করে দিল।



একটা ঘণ্টা বাজিয়ে লাঞ্চ দেবার ঘোষণা করা হল। পর্যটকেরা স্বদেশভূমির ক্ষুদ্র খণ্ডটির দিকে শেষবারের মত চেয়ে নিয়ে নেমে খাবার ঘরে চলে গেলেন।

খাবার পর সবাই আস্কাল্ড দ্বীপ দেখবার জন্য আবার ডেক-এ উঠে গেলেন; কাম্চাৎকা পর্যন্ত পৌঁছবার মধ্যে এটাই হল শেষ রুশ ভূখণ্ড। দ্বীপটি পেরিয়ে নর্থ স্টার পুবে বেঁকল। বাতাস পড়ে গেল—দক্ষিণে আর পুবে যতদূর নজর চলে ততদূর প্রসারিত জাপান সাগরের হাল্কা আসমানী রঙের ঢেউগুলির উপর দিয়ে জাহাজ চলল তরতর করে। উত্তরে নয় থেকে বার মাইল দূরে দেখা যাচ্ছিল উস্থরি উপকুল। সূর্য্যাস্তের সঙ্গে পভোরৎনি অন্তরীপ ঘুরে যাবার পর সেই ক্ষীণ রেখাটিও দ্রুত মিলিয়ে গেল। জাহাজ একেবারে উত্তর-পুবদিকে মোড় নিল।

"এবার আমরা কোন বন্দরে চললাম?"

"ঝড়ের মধ্যে না পড়লে আমরা কোনো বন্দরেই ভিড়ব না, তাছাড়া, ব্যারোমিটার চড়া রয়েছে—কুরিল দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে কোনো ঝড়ের পূর্ব্বাভাস নেই।"

"তারপর?"

"তারপর ঠাণ্ডা ওখৎস্ক সাগরে হয়ত বা আমাদের ভাগ্যে হঠাৎ কিছু



কিছু অবাঞ্ছিত ব্যাপার ঘটতে পারে। এ হল প্রশান্ত মহাসাগরের ভীষণ এক কোণ—কাম্‌চাৎকাগামী জাহাজগুলি সাধারণতঃ সেখানে বসন্ত আর শীতের কুয়াশা, হঠাৎ-আসা ঝড় এবং বৃষ্টি কিংবা তুষারপাতের মধ্যে পড়ে যায়। মনে হয়, সেটাই হবে আমাদের সুমেরুর অবস্থায় ধাতস্থ হবার সূচনা।"

সাগর ছিল শান্ত। তীরে গত কয়েক দিনের উত্তেজনা আর হৈচৈ-য়ের পর সবাই রাত্রে বেশ ভাল ঘুমলেন—এবং বিশ্রামও হল। ক্রখানভের কথা পরদিন খেটে গেল। ব্যারোমিটার হুহু করে নেমে গেল—কনকনে ঠাণ্ডা উত্তর-পশ্চিমী হাওয়া উঠল, আকাশ ধূসর মেঘে ছেয়ে গিয়ে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হল। তের্‌পেনিয়া অন্তরীপের উল্টা দিকে নর্থ স্টার পূবে মোড় নিয়ে ওখৎস্ক সাগরের বাহির-দরিয়ায় পড়ে সাখালিন দ্বীপ থেকে ক্রমেই দূরে চলে যেতে লাগল। জাহাজ ভীষণ দুলতে লাগল এবং সবারই রাত্তির কাটল অস্থিরভাবে।

পরদিনও আবহাওয়ার কোনো উন্নতি হল না। থেকে থেকে বৃষ্টি আর তুষারপাত চলল। কালো কালো ঢেউগুলির সাদা ফেনায়িত শীর্ষগুলি জাহাজের গায়ের উপর দিয়ে গড়িয়ে যেতে থাকল, আর জলের ঝাপটায় জাহাজের ডেক ধুয়ে যেতে লাগল। সবাইকে নিচেয় গল্পগুজবে সময় কাটাতে হল। পাপচ্‌কিন আর বরোভই দু'জনেরই গা গোলাচ্ছিল বলে প্রাতরাশে কিংবা লাঞ্চ-এ এলেন না। ক্যাপ্টেন মাঝে মাঝে শুধু অল্প সময় ছাড়া সারাদিন প্রায় সর্বক্ষণই তত্ত্বাবধানমঞ্চেই রইলেন। সৌভাগ্যবশতঃ ঝড়টা তেমন মারাত্মক ছিল না—রাত্রের দিকে একটু কমেও গেল। উত্তর কুরিল দ্বীপপুঞ্জের সবচেয়ে বড়—পারামুসির দ্বীপ সকালে আবছা হয়ে দেখা দিল। ডাইনে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাকানরুসি আর অনেকোতান দ্বীপ, তার উপর ধূমায়মান তুরুসির আগ্নেয়গিরি। হাওয়ার বেগ কমে যেতে, ধোঁয়া সোজা উপরে উঠে ঝাপসা ধূসর মেঘের মত ছড়িয়ে পড়তে লাগল। কয়েক মাইল দক্ষিণে আভোসি ক্লিফ্‌ [ভৃগু] সোজা জলের মধ্যে থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। বিশাল

একটা স্তম্ভের মত খাড়া পাহাড়টা যেন জাহাজখানার উদ্দেশে উদ্যত একটা প্রকাণ্ড কালো তর্জনির শাসানি। ধূসর আলোয় দেখতে হরিদ্বর্ণ সাগরের পটভূমিতে সাদা ঢেউগুলি খাড়া পাহাড়টার পাদদেশ ঘিরে ভেঙে ভেঙে পড়ছে।

পাপচ্‌কিন গলা চড়িয়ে বলে উঠলেন: "ক্লিফ্‌গুলি শুধু কালো আর লাল ঝোপে ঢাকা। দ্বীপগুলি কি বিদঘুটে!"

ক্রুখানভ তাঁর কথায় সায় দিয়ে বললেন, "আর সব সময়ই কুয়াশা। গ্রীষ্মকালে বর্ষা, আর শীতে বরফের ঝড়, তবু মানুষ বাস করে ঠিকই।"

কাশ্‌তানভ বললেন, "কুরিল দ্বীপপুঞ্জের সব দ্বীপেরই উৎপত্তি আগ্নেয়। এখানে তেইশটা আগ্নেয়গিরি আছে, তার ষোলটা জীবন্ত—সেগুলি থেকে কম-বেশী নিয়মিতভাবেই অগ্ন্যুৎপাত হয়। এই পর্বতমালা জাপানের সঙ্গে কাম্‌চাৎকাকে যুক্ত করেছে; গভীরতম বিন্দুতে সাড়ে আটাশ হাজার ফুট পর্যন্ত সমুদ্রগর্ভে তুস্কারোরা খাঁজের (indenture) পশ্চিম ধার বরাবর এই পর্বতমালা প্রসারিত। ভূত্বকে বড় বড় ভাঙনের রেখাগুলিই সাধারণতঃ আগ্নেয়গিরির এলাকা, এবং সেখানে ঘন ঘন ভূমিকম্প থেকে প্রমাণিত হয় যে, ভূত্বকে এখনও পরিবর্তন ঘটে এবং সাম্য নষ্ট হয়ে যায়।"

ধূমায়িত আগ্নেয়গিরির দেশ

বিকালের দিকে সমস্ত পাল তুলে দেওয়া হল। একটা অনুকূল হাওয়া নর্থ স্টারের গতি দ্বিগুণ করে, দূরদিগন্তে রেখায়িত কাম্‌চাৎকা উপদ্বীপ অভিমুখে নিয়ে চলল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওঁরা লোপাৎকা অন্তরীপের সামনাসামনি গিয়ে পড়লেন। সেখানে সম্মুখে প্রসারিত একটি দীর্ঘ আগ্নেয়পর্বতমালা। তার কতকগুলি থেকে চূড়া উঠেছে, আবার কতকগুলি চাপা—সুষম নীচু শৈলশিরা দিয়ে সেগুলি সংযুক্ত। আগ্নেয়গিরিগুলির সমুন্নত শঙ্কু-আকৃতি জমকাল শীর্ষ আর শৈলশিরাগুলি সুশুভ্র বরফে আবৃত হয়ে কালো আকাশের পটভূমিতে ঝলমল করছে। চাঁদের আলো ছিল উজ্জ্বল, তাই আভাচি উপসাগরের সংকীর্ণ দ্বারপথ দিয়ে নিরাপদে পার হওয়া গেল। নর্থ স্টার পাল গুটিয়ে দ্বারপথের দুধারে খাড়া উঁচু পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে ধীরে ধীরে উন্মুক্ত উপসাগরে গিয়ে পড়ল। তীরে কোথাও একটিও আলো দেখা যাচ্ছিল না। মধ্যরাত্রি পার হয়ে গেছে; ছোট্ট শহর পেত্রোপাব্‌লব্‌স্ক গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। উপসাগরের শান্ত জল রুপোলী চাঁদের আলোয় ঝিকমিক করছিল; উত্তরে দূরে আভাচি শৃঙ্গের শীর্ষটিকে মনে হচ্ছিল যেন রাত্রির অন্ধকারে দাঁড়ান



একটা শ্বেত দানব। হাওয়ায় কনকনে ঠাণ্ডার আমেজ ; কাম্‌চাৎকা তখনও যেন দীর্ঘ শীতের রাতের ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে।

এক ঘণ্টা পরে জাহাজখানা ঘুমন্ত শহর থেকে এক শ ফুট দূরে নোঙর ফেলল। নোঙরের শিকলের ঝনঝনায় কুকুরগুলি সব জেগে উঠল ; সেগুলির সমবেত ঘেউ ঘেউ আওয়াজ আর গজরানিতে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হল, কিন্তু তীরের অধিবাসীরা তাতে একটুও কর্ণপাত করল না—স্পষ্টতঃই এরকমের ঐকতান এখানে সাধারণতঃই ঘটে থাকে।

পরদিন সকালে লোকের পায়ের আওয়াজে আর সব মিলিয়ে একটা হট্টগোলে পর্যটকদের ঘুম ভাঙল। জাহাজে খাবার জিনিসপত্র, পানীয় জল আর কয়লা তোলা হচ্ছিল ; সবাই চটপট উপরে উঠে গেলেন। পাহাড়গুলির মাথার উপর দিয়ে সূর্য্য অনেকখানি উঠে এসেছে—শহরও জেগে উঠেছে।

এতদিন জাহাজে কাটিয়ে পায়ের তলায় নিরেট মাটি অনুভব করবার জন্য উদ্‌গ্রীব পর্যটকেরা তাড়াতাড়ি প্রাতরাশ সেরে, খাবার আনবার জন্য তীরগামী একখানা নৌকায় চড়ে ডাঙায় গেলেন। পেত্রোপাব্‌লব্‌স্ক-এর ছোট্ট বাচ্চা থেকে বৃদ্ধ মানুষটি পর্যন্ত সমস্ত অধিবাসী জাহাজ আর তার যাত্রীদের দেখবার জন্য, সুদূর স্বদেশভূমির নতুন খবর শোনবার জন্য এবং এই জাহাজে তাদের প্রয়োজনীয় সরবরাহাদি এল কিনা দেখবার জন্য ততক্ষণে কূলে এসে সমবেত হয়েছে।

বিশৃঙ্খল মাধুর্যময় সেই ভিড়ের পিছনে পাহাড়ের ঢালে অধিবাসীদের হতচ্ছাড়া ছোট ছোট বাড়িগুলি ছড়ান রয়েছে। তার মধ্যে থেকে বড় হয়ে নজরে পড়ে স্কুলবাড়ি, হাসপাতাল, নতুন প্রাদেশিক সংসদ-ভবন এবং কয়েকটি গুদামঘর।

রাস্তা বলা যেতে পারে, এমন কিছু নেই দেখে নবাগতেরা হতভম্ব হয়ে গেলেন। ছোট্ট বাড়িগুলিকে দেখে মনে হয়, সেগুলিকে যেন এনে যেখানে-সেখানে ফেলে দেওয়া হয়েছে ; তার কতকগুলি উপসাগরমুখো, আবার কতকগুলি উল্টোদিকে মুখ ফেরান। প্রত্যেকটি বাড়ি ঘিরে রয়েছে চালা, গোলাবাড়ি, আর মাছ শুকোবার তাক। অনেক জায়গায় বরফ তখনও গলেনি, এবং নোংরা বরফের গাদা আর কাদামাটির তলা দিয়ে ছোট ছোট ঘোলাজলের ধারা সাগরের দিকে চলে গেছে। ফুটপাথ

কিংবা সাঁকো কোথাও নেই, তাই পথচারীদের তার উপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। হাঁস মুরগী কিংবা অন্য কোনো ছোট প্রাণী দেখতে পাওয়া যায় না, কারণ কাম্‌চাৎকা উপদ্বীপে কাজের জন্য অপরিহার্য কুকুরগুলি সমস্ত ক্ষুদ্র প্রাণী খেয়ে ফেলে। বিশেষতঃ শীতের শেষ দিকে সেটা ঘটে, কেন না, 'উকোলা' তখন শেষ হয়ে আসে—কুকুরগুলিকে প্রায় না খেয়েই কাটাতে হয়।



সুন্দর ঝাঁকড়া লোমওয়ালা কুকুরগুলি বাড়ির চারদিকে সব উঠান সরগরম করে রেখেছে। কতকগুলি শুয়ে রোদ পোহাচ্ছে, কতকগুলি আবর্জনাস্তূপে মাথা গুঁজে দিচ্ছে, আবার কতকগুলি কামড়াকামড়ি কিংবা খেলা করছে। আগন্তুকেরা বেশ খুঁটিয়েখুঁটিয়ে কুকুর দেখছিলেন—কারণ এমনি সব কুকুরই নর্থ স্টারের অভিযানে যোগ দিয়ে সেই অজ্ঞাত মহাদেশের বরফ আর তুষারের উপর দিয়ে স্লেজগাড়ি টানবে। শীতকালের কাজ শেষ হয়েছে, বসন্তের বরফ-গলা পুরাদমে শুরু হয়ে গেছে। তাই কুকুরগুলি এখন তাদের খুবই ন্যায্য পাওনা বিশ্রাম উপভোগ করছে, আর ভোগ করছে অন্যায্য অনশন—বসে-যাওয়া পেট, আর চোখে ক্ষুধিত দৃষ্টি থেকে তা স্পষ্ট।

বাড়ি আর বারবাড়িগুলির মাঝখান দিয়ে অনবরত এঁকেবেঁকে চলতে হলেও, গোটা শহরটা দেখে নিয়ে তার প্রান্তের খোলা ময়দানে পৌঁছতে আগন্তুকদের আধ ঘণ্টার বেশি লাগল না। সেই খোলা জায়গায় গিয়ে উদ্ভিদবিদ্যাবিদ কিছু বাসন্তী উদ্ভিদের নমুনা সংগ্রহ করবার আশায় ছিলেন। কিন্তু তিনি খুবই হতাশ হয়ে গেলেন, কারণ, সেখানে মাটি তখনও বরফের আস্তরণে ঢাকা; তবে, আরও খাড়াই ঢালুতে বরফ গলে গিয়েছিল, সেখানে তিনি পেলেন সেখানকার একমাত্র উদ্ভিদ—সবুজ আনীল পুষ্পের (anemone) কয়েকটি অঙ্কুর। এখানে তুষারপাত হয় প্রবল, আর শীতল ওখৎস্ক সাগর খুবই কাছে বলে কাম্‌চাৎকায় বসন্ত আসে দেরিতে এবং মে মাসের শেষাশেষি ছাড়া বরফ পুরোপুরি গলে না। যেন এই

ঘাটতি মেটাবার জন্যই শরৎ আসে খুবই দেরি করে এবং বেশ দীর্ঘস্থায়ী হয়, প্রায় নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি কিংবা শেষ অবধি থাকে।

পর্বতের পর পর্বতের একটি বৃত্তে ঘেরা আভাচি উপসাগরকে শহরের উপরকার পাহাড় থেকে দেখতে বড়ই চমৎকার। পর্বতগুলির কালো ক্লিফ্‌গুলি শান্ত সাগরজলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, কিংবা ক্রমে ঢালু হয়ে নেমে গেছে—আর সেগুলির গা চিরে চিরে ছুটেছে বরফমুক্ত জলধারা।

বৃত্তাকার পর্বতমালা পশ্চিমে ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে সরে যাওয়ায়, আভাচি নদীর নিচু বদ্বীপ আর সেখানকার ছোট ছোট কুটিরগুলি নজরে পড়ে। ঐই হল আভাচি গ্রাম। সমগ্র তটভূমিতে পেত্রোপাব্‌লব্‌স্ক ছাড়া এটাই একমাত্র বসতি এলাকা। অপূর্ব সেই উপসাগরটি পারাপারে প্রায় কুড়ি মাইল। দুনিয়ার প্রত্যেকটি নৌবহরের নোঙর ফেলার পক্ষে যথেষ্ট স্থান সেখানে আছে আর সমুদ্র থেকে বেশ ভালোভাবে সুরক্ষিত। কিন্তু প্রথমবার যারা দেখে তারা উপসাগরটিকে একেবারে ফাঁকা দেখে স্তম্ভিত হয়ে যায়। চারিদিকের জঙ্গলাকীর্ণ পর্বতগুলি যেন সাদা ধপধপে শীতের লেপ মুড়ি দিয়ে রয়েছে, কিন্তু সে-শুভ্রতার পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে, এমন একটি পালও নেই সমুদ্রের জলে।

সকলে বেড়িয়ে সমুদ্রতীরে ফিরে একটা মজার ব্যাপার দেখলেন। অভিযানের জন্য কেনা তিরিশটা কুকুর দেখবার জন্য নাবিক আর কৌতূহলী দর্শকদের একটা ভিড় জমে গেছে। জোড়ায় জোড়ায় বাঁধা কুকুরগুলি চিৎকার করছে, খপ করে কামড়াতে যাচ্ছে, আর চেষ্টা করছে পালিয়ে যেতে। কূলের কাছে রয়েছে বড় ভারী একখানা জবড়জঙ্গ নৌকা। নাবিকরা ঐ ঘেউ ঘেউ-করা দঙ্গলটাকে নৌকায় পুরবার জন্য মতলব করছে। কুকুরগুলি ক্রমাগত পাক খাচ্ছে আর ঘেউ ঘেউ করে ডাকছে; খোলা-বুক তাগড়াই একটি লোক—নিশ্চয়ই কাইউর (কুকুরেটানা স্লেজ-চালক)—তারই এক জোড়ার ঘাড়ের চামড়া চেপে ধরে নৌকায় নিয়ে গিয়ে তার মধ্যে ফেলে দিল। কিন্তু যে-মুহূর্তে সে আর এক জোড়া আনার জন্য ফিরেছে, অমনি ঐ চতুর কুকুর দুটি ছুটে ডাঙায় গিয়ে অন্য কুকুরগুলির মধ্যে মিশে গেল; নৌকা-ভ্রমণে যাওয়াটা ওদের যেন মনঃপূত হচ্ছে না। কয়েকবার ধরে ঐ একই ব্যাপার চলল, এবং যারা ভিড় জমিয়েছে এটা হল তাদের কাছে মহা কৌতুকের বিষয়। গলায় বকলস কিংবা গালমন্দ কিছু দিয়েই ওদের আবাসস্থল ত্যাগ করতে বাগান যাচ্ছিল না। রাগের চোটে বিবর্ণ হয়ে কাইউরটি রুশ এবং কাম্‌চাৎকার ভাষায় কুকুরগুলিকে গালি পাড়তে লাগল, ভিড় থেকে হাসির হুল্লোড়ের সঙ্গে আসতে লাগল হাজার রকমের পরামর্শ। কুকুরগুলি ঘেউ ঘেউ করেই চলেছে—এই সব মিলিয়ে যা হৈ চৈ শুরু হল তা কল্পনাও করা যায় না।

কাইউরটি শেষপর্যন্ত এমন একটা উপায় বের করল যা ঐ ঝাঁকড়া-রোমশ যাত্রীদের পক্ষে মোটেই আরামদায়ক নয়। নৌকাখানাকে কূল থেকে প্রায় পাঁচ ফুট ঠেলে দিয়ে সে গুণটা দিল একজন নাবিকের কাছে। তারপর সেই অনিচ্ছুক কুকুরগুলিকে জোড়ায় জোড়ায় তুলে জলের উপর দিয়ে নৌকার মধ্যে ছুঁড়ে দিতে লাগল। কুকুরগুলি হাওয়ায় দাপাদাপি করতে করতে নৌকার খোলে পড়ে হেঁচড়ে উঠে নৌকার পাশে সামনের থাবা তুলে দাঁড়িয়ে দুঃখের সঙ্গে হাউ-হাউ করতে লাগল, কিন্তু জলে ঝাঁপ দিতে সাহস করল না। ভীত-সন্ত্রস্ত ঘেউ ঘেউ-করা সেই তিরিশটি কুকুর তোলা হয়ে গেলে নৌকাখানাকে কূলের দিকে একটুখানি টেনে আনা হল। নাবিকরা এবং কাইউরটি লাফিয়ে লাফিয়ে নৌকায় উঠে ঠেলে এগিয়ে গেল। নৌকার দাঁড় পড়বার সঙ্গে সঙ্গে দঙ্গলটা চুপ করে গেল এবং জাহাজ অবধি পৌঁছন পর্যন্ত চুপ করেই রইল, কিন্তু যেই নৌকাখানা নর্থ স্টারের গায়ে গিয়ে ভিড়ল, অমনি সেই ঐকতান আগের চেয়ে একেবারে দ্বিগুণ হয়ে উঠল। ডাঙা থেকে সবাই দেখল যে, দড়িতে ঝুলান ঝুড়ি জাহাজ থেকে নৌকায় নামিয়ে তার মধ্যে করে কুকুরগুলিকে জোড়ায় জোড়ায় ডেক্‌'এ তোলা হচ্ছে। তারপর কাইউর কুকুরগুলিকে বিশেষ ধরনে তৈরি একটি খোঁয়াড়ে নিয়ে বেশ দরাজ হাতে উকোলা দিলে তবেই তারা নিজেদের ভাগ্য মেনে নিল।

ডেক্‌'এ হুলুস্থূল, নোঙরের শিকলের ঝঞ্ঝনা আর সন্ত্রস্ত কুকুরগুলির ঘেউ ঘেউ আওয়াজে পরদিন সকালে পর্যটকদের ঘুম তাড়াতাড়ি ভেঙে গেল। ওঁরা সব চটপট উঠে শহর আর তার অধিবাসীদের শেষবারের মতো দেখবার জন্য উপরে গেলেন। জাহাজখানিকে বিদায় জানাবার জন্য শহরবাসীরা তখন কূলে জড় হয়েছে। নর্থ স্টার শোভন স্বচ্ছন্দভাবে হেলে বেঁকে উপসাগরে পাড়ি ধরে দ্বারপথের দিকে চলতে শুরু করলে, ডাঙায় সবাই আওয়াজ তুলছিল—'হুর্‌রা,' 'শুভযাত্রা,' এবং টুপি আর রুমাল নেড়ে বিদায় জানাচ্ছিল ; কুকুরগুলির কিন্তু চিৎকারের কোনো বিরাম নেই। তীরভূমি দ্রুত দৃষ্টি থেকে মিলিয়ে যেতে যেতে শহরের সবচেয়ে কাছাকাছি পর্বতগুলির পিছন থেকে বরফের টুপি-পরা আভাচি শৃঙ্গ নজরে পড়ল। শৃঙ্গটির শিখর থেকে উঠছিল সূক্ষ্ম ধোঁয়ার একটা কুণ্ডলী।

সবাই রেলিং'এ দাঁড়িয়ে ছিলেন ; তাঁদের পিছন থেকে একজনের গলা শোনা গেল—"আমাদের পাহাড় ধোঁয়া ছাড়ছে।"

সবাই মুখ ফিরিয়ে তাকালেন। আগের দিন সেই যে কর্মঠ লোকটি কুকুরগুলিকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে নৌকায় ফেলেছিলেন, তিনিই। এখন তাঁর পরনে একটা কুখ্‌লিয়াঙ্কা—বাইরের দিকে লোমওয়ালা বলৃগা-হরিণের চামড়ার জ্যাকেট। তাঁর মুখে মৃদু হাসি ; একটু তেরচা তাঁর বাদামী



রঙের সরু সরু চোখ আর উঁচু চোয়ালের হাড়ে মঙ্গোলীয় বংশপরিচয়ের লক্ষণ।

কাইউরকে অভিবাদন জানিয়ে ক্রখানভ তাঁকে পরিচয় করিয়ে দিলেনঃ "ইনি আমাদের অভিযাত্রীদলের একজন নতুন সদস্য—ইলিয়া ইগল্‌কিন। ওঁরই উপর এই তিরিশটি কুকুরের ভার—কুকুরে-টানা প্রথম স্লেজের কাইউর। উনি আমাদের এই অস্থির জানোয়ারগুলিকে বাগে আনতে শেখাবেন।"

তিনি আপত্তি জানিয়ে বললেন, "আমাদের কুকুরগুলি কিন্তু খুবই ঠাণ্ডা। দেখুন, এরই মধ্যে ওরা কেমন শান্ত হয়ে গেছে। জানেন ত, স্বদেশ ছেড়ে কেউই যেতে চায় না—ওরাও কিছু ব্যতিক্রম নয়।"

ইলিয়া কুকুরগুলিকে খাওয়াতে গেলে ক্রখানভ এই নতুন সঙ্গী সম্পর্কে বন্ধুদের সব বললেন।

বৈকাল হ্রদের ওধারে মঙ্গোলিয়ার সীমান্তবর্তী একটি গ্রামে ইগল্‌কিনের জন্ম হয়। রুশ-জাপান যুদ্ধে উনি লড়াই করেছিলেন, পরে ব্লাদিভস্তকে থেকে যান। একটি বৈজ্ঞানিক অভিযাত্রীদলের সঙ্গে কাম্‌চাৎকায় এসে, ধূমায়িত আগ্নেয়গিরি, বিস্তীর্ণ উন্মুক্ত প্রান্তর, প্রচুর মাছ আর ভাল্লুক-শিকারের এই জায়গাটা ওঁর ভাল লেগে গিয়েছিল। ওখানেই বসবাস করে উনি দক্ষ কাইউর আর গাইড হিসাবে পেত্রপাবৃলবৃস্ক'এ খ্যাতিলাভ করেন।

মোটা মাইনে দিয়ে, এবং নতুন বাড়ি করা, কিছু গবাদি পশু কেনা, আর শিকারের সাজসরঞ্জাম কিনবার জন্য এক বছরের মজুরি আগাম দিয়ে ক্রখানভ ওঁকে অভিযাত্রীদলে যোগ দিতে রাজী করিয়েছিলেন।

যাত্রা করবার এক ঘণ্টা পরে নর্থ স্টার আভাচি উপসাগরের তিন মাইল লম্বা দ্বারপথে প্রবেশ করছিল। ডাইনে, বাবুশ্‌কিন অন্তরীপের খাড়া ক্লিফ্‌গুলির উল্টা দিকে—জলের মধ্যে থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে তিন শ' ফুটেরও বেশি উঁচু, বোঁচা-মাথা, কালো একটা শিলা।

এই হল বাবুশ্‌কিন শিলা। শত শত গাংচিল, ন'ডি, আর অন্যান্য পাখি এঞ্জিনের আওয়াজে আতঙ্কিত হয়ে বাসা ছেড়ে বেরিয়ে খাড়া

পাহাড়টার উপর দিয়ে ঘুরে ঘুরে আকাশফাটা চিৎকার করতে লাগল।

দাল্‌নি অন্তরীপ পেরিয়ে, একেবারে উত্তর-পূবে মোড় ঘুরে নর্থ স্টার কাম্‌চাৎকার পূব উপকূল বরাবর সোজা এগিয়ে গিয়ে ঐ উপকূল থেকে ক্রমেই আরও দূরে চলে যেতে লাগল।

হিমশীতল উত্তর-পশ্চিমী হাওয়ার তাড়নায় এল বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, আর তুষার, তাই দুদিন ধরে আর কিছুই দেখা গেল না। পিছল ডেক আর উপরে অস্থির সাগরের চেয়ে গরম আমেজী কেবিনগুলিই তখন ঢের বেশি আকর্ষণীয়।

বাতাস থেমে গিয়ে কুয়াশা নামল—ওঁরা পড়লেন গিয়ে ভাসমান তুষাররাশির মধ্যে। তুষারক্ষেত্রের মধ্যে ঢুকে না পড়ে, তাই জাহাজ এগিয়ে চলল আস্তে আস্তে। আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেলে, ডাইনে সেণ্ট লরেন্স দ্বীপের শিলাময় তীর, আর বাঁয়ে চুকৎস্কি অন্তরীপ দেখা দিল। অন্তরীপের পশ্চিমে—প্রভিদেনিয়া উপসাগরের তীরে—একটা গঞ্জ; বিশেষভাবে নির্দিষ্ট একখানা স্টীমার নর্থ স্টার'এর জন্য সেখানে বেশ কিছু কয়লা রেখে গিয়েছিল। নোঙর ফেলে সেই কয়লা বোঝাই শুরু হল। যদিও খাড়া পাহাড়গুলি সেখানে একরকম জলের ধারেই এসে মিশেছে কিন্তু দেখতে সেগুলি অত্যন্ত বিশ্রী বিদঘুটে। পাহাড়ের ঢালুগুলি তখনও বরফে ঢাকা এবং গঞ্জের চারধারে শুধু একটা ছোট্ট এলাকা পরিষ্কার করা হয়েছে, তবু এক সপ্তাহ জাহাজে কাটাবার পর সবাই আবার একবার ডাঙায় যেতে উদ্‌গ্রীব হলেন।

বেরিং প্রণালী

তৃতীয় দিনে নর্থ স্টার চুকৎস্কি অন্তরীপ ছাড়িয়ে বেরিং প্রণালীতে ঢুকে এশীয় মহাদেশের ভূখণ্ডের কাছ দিয়ে এগিয়ে চলল। নিচু নিচু পর্বতগুলি সেখানে সহসা সাগরের মধ্যে নেমে এসেছে, কিংবা ক্রমে ঢালু হয়ে, শীতল নিরানন্দ ভূখণ্ডের ভিতর দিকে প্রসারিত বিস্তীর্ণ উপত্যকা রচনা করেছে। যদিও মে মাস শেষ হয়ে এসেছে, তবু বহু বিস্তীর্ণ এলাকা তখনও বরফে ঢাকা। শুধু দক্ষিণ আর দক্ষিণ-পশ্চিমী খাড়া ঢালুগুলিতে বরফ নেই—নবোদ্গত ঘাস কিংবা লতানো মেরু-মজনু (উইলো) আর বার্চ গাছের ঝোপে ঢাকা।

প্রণালীর পার থেকে কুয়াশা ভেসে ভেসে আসতে থাকল—দিগন্ত গেল মিলিয়ে। নিচু-দিয়ে সঞ্চরণশীল পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ ডেকের উপর

নিয়মিতভাবে বৃষ্টি কিংবা তুষার ছিটিয়ে দিতে থাকল। মাঝে মাঝে মেঘের ফাঁক দিয়ে সূর্য্য ফেটে বেরোয়, এবং উত্তাপ না দিলেও, সেই উজ্জ্বল কিরণে এশিয়ার দূরতম উত্তর-পূর্ব কোণের অনাকর্ষণীয় তীর-ভাগটিকে একটু যেন কম নিরানন্দ মনে হয়।



কুয়াশা যখন কেটে যায়, কিংবা সবুজ ঢেউয়ের শীর্ষে ফেনার টুপি পরিয়ে-দেওয়া দমকা বাতাসের তাড়নায় উড়ে যায়, তখন পুবে দেখা দেয় আমেরিকার আনীল ঋজু তট-রেখা। অভিযাত্রীরা এখন ভাসমান তুষার রাশির এলাকায়, কিন্তু নিরেট কোনো তুষারক্ষেত্র এখনও পথে পড়েনি। প্রায়ই যেসব তুষারস্তূপ পথে পড়ছিল সেগুলির আকৃতি এমনই অদ্ভুত যে, যারা আগে কখনও উত্তর সাগর দিয়ে যায়নি তাদের চোখে দৃশ্যটি বড়ই মনোরম।

কোনো বড় তুষারক্ষেত্র যখন এগিয়ে আসে তার সামনের দিকে প্রায়ই একফালি কুয়াশা দেখা দেয়। তাই দেখে কাছাকাছি জাহাজের ক্যাপ্টেনরা এপথ ওপথ দিয়ে ঘুরে যাবার যথেষ্ট সুযোগ পায় এবং তুষারের ভিতরে পড়ে যাবার বিপদ এড়াতে পারে। এ জায়গাটা উত্তর অতলান্তিকের মতো তেমন বিপজ্জনক নয় কেননা সেখানে জাহাজ প্রায়ই বিপজ্জনক হিমশৈলের সম্মুখীন হয়। এই তুষার-পর্বতগুলি দক্ষিণাভিমুখে ভেসে ভেসে চলে। ক্রমে ক্রমে গলে গিয়ে জলে-ডোবা অংশের ভারসাম্য যায় নষ্ট হয়ে এবং অতর্কিতে সমগ্র পিণ্ডটি হুড়মুড় করে পড়ে যায়।

তটভূমি যেন প্রাণহীন। কোথাও এতটুকু ধোঁয়ার রেখা, একটিও মানুষ কিংবা কোনো প্রাণী দেখা যাচ্ছিল না। তাই, নৌকা করে একটি লোককে সমস্ত শক্তি দিয়ে দাঁড় টেনে 'নর্থ স্টার'এর দিকে এগিয়ে আসতে দেখে পর্যটকদের বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। একটা শিলাময় অন্তরীপের আড়ালে রয়েছে একটা ছোট্ট উপহ্রদ—সেখান থেকে লোকটি হঠাৎ বেরিয়ে এল। জাহাজ তাকে ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে দেখে লোকটি কি যেন চিৎকার করতে লাগল, আর উত্তেজিত হয়ে রুমাল নাড়তে থাকল।

জাহাজের গতি কমিয়ে ক্যাপ্টেন মেগাফোন দিয়ে চেঁচিয়ে নৌকার লোকটিকে জাহাজের দিকে বেয়ে আসতে বললেন। ভালোভাবে নজর করে দেখা গেল, ছোট্ট নৌকাখানা একটা দেশী 'কাইয়াক্'। লোকটি চুক্‌চা, এদিক ওদিক কথা বলে কিছু মদ কিংবা তামাক আদায় করে নেবার মতলব আছে ভেবে ক্যাপ্টেন আর একটু হলেই "পুরাদমে সামনে *এগিয়ে" যাবার নির্দেশ দিচ্ছিলেন*, এমন সময় ঢেউয়ের মধ্যে থেকে দাঁড়বাহক চিৎকার করে উঠল :

"দয়া করে আমাকে জাহাজে তুলে নিন।"

জাহাজের এঞ্জিন থামিয়ে একটা দড়ির মই নামিয়ে দেওয়া হল। অপরিচিত লোকটি টেনেহেঁচড়ে ডেকএ উঠে এল এবং পশুলোমের প্রকাণ্ড টুপিটা খুলে ফেলল।

গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে লোকটি বলল "ধন্যবাদ, আপনাদের ধন্যবাদ —আমাকে বাঁচিয়েছেন আপনারা।"

লম্বা-কাঁধওয়ালা দীর্ঘাকৃতি মানুষটির রোদে-পোড়া মুখে নীল চোখ; উস্কোখুস্কো পাতলা দাড়ি; লম্বা হয়ে উঠেছে লালচে চুল, তা হাওয়ার তাড়নায় এলোমেলো। পরনে স্থানীয় পোশাক এবং বাঁ হাতে ভারী গোছের একটা চামড়ার থলে।

ক্রুখানভ হাত বাড়িয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "জাহাজডুবি হয়েছিল?"

রুশভাষা শুনে অপরিচিত লোকটির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অন্যান্য অভিযাত্রীদের দিকে তাকিয়ে থলেটি ডেকে রেখে একে একে সবার সঙ্গে করমর্দন করতে করতে অনর্গল কথা বলে চলল।

"তাহলে আমার স্বদেশবাসীদের মধ্যেই ফিরে এসেছি! আমিও রুশ— একাতেরিন্‌বুর্গ'এ আমার বাড়ি, নাম মাকৃশেইয়েভ। কী সৌভাগ্য— জাহাজ, এবং তাতে আবার সবাই রুশ! আমি চুকোৎকায় একটা সোনার খনি আবিষ্কার করেছি, কিন্তু রসদ ফুরিয়ে যাওয়ায় সেটা ছেড়ে আসতে হয়েছে। যদি কোনো গ্রামে পৌঁছতে পারি, এই আশায় আজ দুদিন ধরে নৌকা বাইছি, খাবারের মধ্যে শুক্তি ছাড়া কিছুই জোটেনি। আমাকে কিছু খেতে দিতে পারেন?"

সবাই নিচেয় নেমে গেলেন। তখনও ডিনার তৈরি হয়নি, বলে নতুন যাত্রীটিকে চা আর ঠাণ্ডা মাংস খেতে দেওয়া হল। খাবার গিলতে গিলতে মাকৃশেইয়েভ তাঁর অ্যাড্‌ভেঞ্চারের কাহিনী বলে গেলেন:

"খনির এঞ্জিনিয়ার আমি…গত কয়েক বছর সাইবেরিয়া আর দূর-প্রাচ্যের সোনার খনিগুলিতে কাজ করেছি…আমি ছটফটে স্বভাবের… ভ্রমণ করতে, নতুন নতুন জায়গা দেখতে ভালবাসি। গত বছর গুজব শুনলাম যে, চুকোৎকায় সোনা রয়েছে…ঠিক করে ফেললাম গিয়ে বার

করব। সত্যি কথা বলতে কি···সোনার চেয়ে চুকোৎকার বিজনভূমিই ছিল আমার বড় আকর্ষণ।

"দুজন স্থানীয় লোক গিয়েছিল আমার সঙ্গে···চুকোৎকায় নামলাম গিয়ে···কোনো কষ্টই হল না···শিগগিরই একটা সমৃদ্ধ সোনার খনি আবিষ্কার করে ফেললাম এবং বেশ কিছুটা সোনা সেঁচে তুললাম। আমরা সঙ্গে বেশি খাবার নিইনি···কিন্তু আমি আরও কিছুকাল থাকব ঠিক করলাম। তাই, সঙ্গে যে-দুজন ছিল তাদের সবচেয়ে কাছের চুকৃচা বসতিতে খাবারের জন্য পাঠালাম···এক মাসেরও বেশি হয়ে গেছে, কিন্তু এখনও তারা ফেরেনি।"

মাকৃশেইয়েভের কথা শেষ হলে ক্রখানভ তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন যে, নর্থ স্টার মালবাহী জাহাজ নয়—নর্থ স্টার দ্রুত চলেছে উত্তরে, সুতরাং ওঁকে কোনো বন্দরে নিয়ে যাবার সময় দেওয়া সম্ভব হবে না।

শেষে তিনি বললেন, "আমরা শুধু আপনাকে কোনো জাহাজ পাশ দিয়ে যেতে থাকলে তাতে তুলে দিতে পারি।"

"কিন্তু এটা যদি মালবাহী জাহাজ নয়, তাহলে কি? আর আপনারাই বা চলেছেন কোথায়?"

"এক রুশ মেরু-অভিযাত্রীদলের সভ্য আমরা, চলেছি বোফোর্ট সাগরে।"

মাকৃশেইয়েভ হেসে বললেন, "তাহলে, আপনারা আমাকে কোনো জনশূন্য দ্বীপে নামিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত বেশ কিছুকাল আপনাদের সঙ্গেই থাকতে হবে দেখছি। কিন্তু আমি আগেই বলেছি, আমার পরনে যা আছে তা ছাড়া আর কিছুই আমার নেই—না কাপড়, না উপযুক্ত পোশাক, এই সোনা ছাড়া আর কিছুই না, অন্ততঃ তা দিয়ে একটা কিছু উপায়ে আপনাদের শোধ দিতে পারব।"

ক্রখানভ বাধা দিয়ে বললেন, "অমন কথা আমরা কানেও তুলব না। একজন দেশের মানুষকে বিপদে একটু সাহায্য করতে পেরেই আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। জাহাজে যথেষ্ট কাপড়চোপড় আছে; আপনার গায়ে কিছু লেগে যাবে নিশ্চয়ই।"

মাকৃশেইয়েভকে একটা বাড়তি কেবিন দেওয়া হল। সেখানে তিনি গা-হাত-পা ধুয়ে সোনার থলি রেখে দিলেন। সেদিন সন্ধ্যায় তিনি যখন আর সবাইকে নিজের নানা অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী শোনাচ্ছিলেন, তখন তিনি এক নতুন মানুষ। নতুন যাত্রীটি সম্পর্কে সবার বেশ ভালো ধারণা হল এবং সেদিন রাত্রে মাকৃশইয়েভ কেবিনে যাবার পর ক্রখানভ বললেন,

"ওঁকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে বলব নাকি? আপনাদের কি মত?

মনে হয়, উনি বেশ কিছু ঘোরাঘুরি করেছেন। তাছাড়া বলিষ্ঠ এবং অভিজ্ঞ, সঙ্গী হিসাবেও চমৎকার। এমন মানুষ রীতিমত একটা সহায়।"

কাশ্‌তানভ বললেন, "ঐ বিজন দেশে কঠোর জীবন যাপন সত্ত্বেও উনি বেশ সংস্কৃতিবান।"

গ্রমেকো বললেন, "আবার এস্কিমো ভাষাও বলতে পারেন। অজ্ঞাত মহাদেশে সেটা নিশ্চয়ই কাজে লাগবে, কারণ, সেখানে লোকের বসতি থাকলে, তারা এস্কিমোই হবে।"

"বেশ, তাহলে আমি ওঁকে অভিযানে যোগ দিতে বলব আর ধরে নিচ্ছি যে, এতে আপনাদের সম্মতি আছে।" ক্রুখানভ এই বলে কথা শেষ করলেন "তবে, আমার মনে হয়—ওঁকে আর একটু ভালো করে জানবার জন্য আরও কয়েকটা দিন অপেক্ষা করা উচিৎ। ওঁর তো কোথাও যাবার জায়গা নেই।"

পরদিন সকালে নর্থ স্টার গতিপথ পরিবর্তন করে প্রশস্ত সেণ্ট লরেন্স উপসাগরে গিয়ে পড়ল—উত্তর কূলে অবস্থিত মাকৃশেইয়েভের সোনার খনিও সেই দিকেই। নিজের কয়েকটা জিনিস তুলে নেবার জন্য মাকৃশেইয়েভ জাহাজকে একটু ঘুরিয়ে দিতে বলেছিলেন। আরও বলেছিলেন যে, সেখান থেকে ওঁর ছোট্ট কুটিরখানা খুলে তুলে নিলে অজ্ঞাত দেশে শীতকালে অভিযাত্রীদের ছাউনি ফেলতে কাজে লাগবে। কুটিরখানি আর তার সংলগ্ন গুদামঘরটি বেশ সযত্নে খাপখাওয়ানো তক্তা দিয়ে তৈরি—সেগুলিকে খুব কম সময়ের মধ্যে খুলে তুলে নেওয়া যায়। নর্থ স্টার তীরের কাছে গিয়ে নোঙর ফেলতে জাহাজের সমস্ত নাবিক আর অভিযাত্রীরা কাজে হাত লাগালেন। দুপুরের মধ্যেই সবকিছু তুলে নিয়ে জাহাজ আবার উত্তর মুখে চলল।

অজ্ঞাত দেশের সন্ধানে

সেদিন অনেক রাত্রে লালচে সূর্য্য যখন উত্তর দিগন্তের দিকে ঢলে পড়ছে, নর্থ স্টার তখন বেরিং প্রণালী থেকে বেরিয়ে সুমেরু মহাসাগরে গিয়ে পড়ল।

সুদূর পশ্চিমে হল এশিয়ার উত্তর-পুর্ব প্রান্ত—দেজ্‌নেভ অন্তরীপ। সূর্য্য সেখানে কখনও অস্ত যায় না—সেই সূর্য্যের ঝলমল আলোয় অলক্তবর্ণ তুষারক্ষেত্রগুলি অন্তরীপটির খাড়াই ঢালুটিকে চিত্র-বিচিত্র করে তুলছিল। বিমুখ নিঃস্ব সেই তীরভূমিও অভিযাত্রীদের স্বদেশভূমির অংশ; তাঁরা শেষবারের মতো একবার সেদিকে চেয়ে দেখলেন।

কুয়াশা ভেসে ভেসে পুবে চলে যাচ্ছে—তার ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স অন্তরীপ। প্রণালীর যে-পাশে আমেরিকা সেই দিক থেকে প্রবাহিত উষ্ণ বায়ুর সঙ্গে মিশে দক্ষিণ বাতাস প্রায় সমস্ত তুষার উত্তর দিকে ঠেলে দিয়েছে, তাই জাহাজের সামনে সাগর প্রায় তুষারমুক্ত। অভিযাত্রীদের এগিয়ে চলার পথে সেটা অনুকূলই হল।

পরদিন তাঁরা সকালে ডেক্‌এ গিয়ে দেখলেন যে, পশ্চিমে কোনো স্থলভাগ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। পুবে তখনও নজরে আসছে আলাস্কার তীরভূমি—কোজেবু সাউণ্ড্'এর উত্তর সীমান্তে বন্ধুর পর্বতাকীর্ণ লিস্‌বার্ন অন্তরীপ, আর পয়েন্ট্ হোপ্।

বাতাস ছিল অনুকূল। পালতোলা জাহাজখানা ঢেউ কেটে চলল যেন বিপুলকায় একটা গাংচিল। মাঝে মাঝে পথে পড়ছিল তুষারপিণ্ড, আর ছোট ছোট হিমশৈল; সেগুলি একটু দুলতে দুলতে উত্তর-পুবে ভেসে যাচ্ছে।

অন্যান্যের সঙ্গে রেলিং'এর পাশে মাক্‌শেইয়েভও দাঁড়িয়ে ছিলেন। আলাস্কার তটভূমি দিগন্তে মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলে উঠলেন,

"এ ছিল একদিন রুশভূমি—বিদায়! এ মহাসম্পদ দান করা হয়েছে আমেরিকানদের হাতে।"

বরোভই প্রকৃত বিস্ময়সহকারে বললেন, "তার মানে? আমার যতদূর মনে পড়ে, আমাদের সরকার ত এই ভীষণ জায়গাটা আমেরিকাকে বিক্রি করেছিল।"

"ঠিকই। সত্তর লক্ষ ডলারে বিক্রি করা হয়েছিল। কিন্তু, জানেন, ইয়াঙ্কিরা এরই মধ্যে ঐ 'ভীষণ জায়গা' থেকে কত পেয়েছে?"

"তা বোধ হয় দামটা তুলেছে, কিংবা তার দ্বিগুণ।"

"ব্যাপারটা কিছুই জানেন না দেখেছি। আলাস্কায় ওরা শুধু সোনাই তুলেছে বিশ কোটি ডলারের, এবং তাও যেন একটু মাটি আঁচড়ানো হয়েছে মাত্র। ওখানে রুপো আছে, তামা আছে, সীসা আছে—খনি থেকে কয়লা তোলা সবে শুরু হয়েছে। তাছাড়া আছে পশুলোমের ব্যবসা, আর ইউকন্ নদীর ধারা বরাবর রয়েছে বিরাট বিরাট সব জঙ্গল। আমেরিকানরা একটা রেলপথও বসাচ্ছে এবং ইউকন্ নদীতে এখন জাহাজ চলাচল করছে।"

ক্রুখানভ বললেন, "কি এসে যায় তাতে? আলাস্কা এখন আমাদের থাকলে ত চুকোৎকারই মতো আদিম পর্যায়ে থেকে যেত—প্রচুর সোনা, কয়লা, আর পশুলোম তো চুকোৎকায়ও আছে, তার জন্য আমাদের কী সুখই না হচ্ছে!"

কাশ্‌তানভ আপত্তি জানিয়ে বললেন, "চিরকাল হয়ত এমন থাকবে না। এখন যা অবস্থা তাতে আমাদের দেশের স্বাভাবিক উন্নয়নের সম্ভাবনা

নেই, কিন্তু দিন যদি আসে, সরকার-বদল হয়, তখন আমরা হয়ত বেশ বড় রকম পরিসরেই সব কিছু করতে পারব।"

পরদিন সকালে আর কোনো ভূভাগ দৃষ্টিগোচর হল না। নর্থ স্টার গতি কমিয়ে অগণন ভাসমান তুষারপিণ্ডের মধ্যে ঘন কুয়াশার ভিতর দিয়ে সুকৌশলে পথ করে করে চলল। দুপুরবেলা সূর্য্যের মুখ দেখা গেলে অভিযাত্রীরা নিজেদের অবস্থান স্থির করতে পারলেন: অক্ষাংশ ৭০°৩' উত্তর। বায়ু অনুকূল ও সাগর তুষারমুক্ত থাকার ফলে নর্থ স্টার ছত্রিশ ঘণ্টায় বেরিং প্রণালীর মোহনা থেকে অজ্ঞাত মহাদেশের তটভূমি পর্যন্ত দূরত্বের তিনভাগের একভাগ অতিক্রম করে এসেছে।

পরের দু'দিনও সমান অনুকূল অবস্থা রইল—জাহাজ ৭৩°৩৯' অক্ষাংশে পৌঁছে গেল। চতুর্থ দিন সন্ধ্যার দিকে বোফোর্ট সাগরে তুষার-পিণ্ডগুলি গলতে শুরু করার দরুণ, তুষারক্ষেত্রগুলিও নিরেট হয়ে উঠেছিল, ফলে, জাহাজখানি তুষারক্ষেত্রের ফাঁকে ফাঁকে সংকীর্ণ জল-পথ দিয়ে ধীরে ধীরে চলতে বাধ্য হল।

এতদিনে একখানাও জাহাজ দেখা যায়নি; অর্থাৎ কিনা, তিমিমাছ-ধরা জাহাজের এখনও বেরুবার মরশুম হয়নি। এটা স্পষ্ট বোঝা গেলে, ক্রখানভ মাকৃশেইয়েভকে বললেন,

"দেখুন, আপনার পছন্দ হোক, চাই না হোক, আপনাকে এখানে আমার অতিথি হয়েই থেকে যেতে হচ্ছে। তবে, যে-ভূখণ্ডের সন্ধানে আমরা বেরিয়েছি, তা পাওয়া গেলে, আপনি হয়ত অভিযাত্রীদের সঙ্গেই যেতে চাইবেন।"

মাকৃশেইয়েভ বললেন, "আগামী ছ'মাস, কি একবছর নিষ্কর্মা হয়ে তুষারক্ষেত্রে আটকেপড়া জাহাজে বসে থাকাটা আমি কিন্তু বরদাস্ত করতে পারব না, আমার এ কথা যেন ব্যক্তিগতভাবে নেবেন না আপনি। আমি সানন্দে অভিযাত্রীদের সঙ্গেই যোগ দেব এবং কিছু কাজে আসব নিশ্চয়ই। আমি স্কি করতে পারি, কুকুরের দল চালাতে পারি, রান্না জানি, জরিপের কাজ করতে পারি, তাছাড়া ভূতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণেও অধ্যাপক কাশ্‌তানভকে সাহায্য করতে পারব।"

ক্রখানভ বললেন, "বেশ, তাহলে এটা ঠিক হয়ে গেল। আপনার মতো উৎসাহী অভিজ্ঞ একজনকে পেয়ে আমরা আনন্দিত।"

অভিযানে মাকৃশেইয়েভের স্থান তখনই স্থির হয়ে গেল। আলাস্কা আর চুকোৎকার সোনার খনি থেকে যে-খনিজগুলি সংগ্রহ করে এনেছেন, মাকৃশেইয়েভ তা সেই দিনই রাত্রে কাশতানভকে দেখালেন।

মাকৃশেইয়েভের জ্ঞান দেখে অধ্যাপক খুবই আগ্রহশীল এবং সন্তুষ্ট হলেন; ভবিষ্যতের কাজে মাকৃশেইয়েভ নিশ্চয়ই সুযোগ্য সহায়কই হবেন।

চলা অসম্ভব হয়ে পড়ায় জাহাজখানি সে-রাত্রে থামল। পরদিন সকালে উত্তর দিক থেকে মন্দবায়ু উঠলে কুয়াশা একটু একটু করে নড়তে এবং সরে যেতে শুরু করল। জাহাজ আবার চলবার উদ্যোগ করছে, এমন সময় সেই মন্দবায়ু রীতিমতো হাওয়ায় পরিণত হয়ে কুয়াশা তুলে দক্ষিণ দিকে ঠেলে নিয়ে গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে তুষারক্ষেত্রগুলিকেও সরাতে লাগল।

সামনে মোটামুটি প্রশস্ত একটা জল-পথ খুলে গেল, নর্থ স্টার তখন তুষারপিণ্ডগুলির সঙ্গে সংঘর্ষ এড়াবার জন্য, এবং মুহূর্তে থামবার কিংবা ঘুরে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে ধীরে উত্তর-উত্তরপুব অভিমুখে এগোতে লাগল। জাহাজ দাঁড়িয়ে-থেমে এইভাবে এগোল মধ্যরাত্রি পর্যন্ত। সূর্য্য দুপুর থেকেই লুকোচুরি খেলছিল—এখন হঠাৎ কুয়াশার আবরণে মিলিয়ে গেল এবং সেই কুয়াশা নর্থ স্টারকেও আচ্ছাদিত করে ফেলল। সে-রাত্রিটা আগের রাত্রির মতো তেমন নিরাপদে কাটল না।

পাক খেতে খেতে কুয়াশা চলেছে, ফলে কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

জাহাজকে প্রায় সর্বক্ষণই একেবার দাঁড়িয়ে থাকতে হল; পাছে দুটি তুষারপিণ্ডের মাঝে পড়ে যেতে হয়, তাই ক্যাপ্টেন সতর্ক হয়ে রইলেন।

সকালের দিকে উত্তুরে হাওয়ার বেগ বাড়ল। কুয়াশা ফেটে ফেটে ছড়িয়ে গেলেও তুষার কিন্তু নড়ছিল, তাই সারাদিন কাটল অত্যন্ত উৎকণ্ঠায়। কখনও পিছনে হটে, কখনও এঁকেবেঁকে তুষারক্ষেত্রগুলির মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে জাহাজ চালাতে ক্যাপ্টেনকে সমস্ত অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করতে হল। জাহাজের চারিপাশে তুষার চেপে ধরছে, সেগুলি ঠেলে সরিয়ে দেবার জন্য নাবিকরা লম্বা লম্বা নৌকাটানা আঁকসি নিয়ে জাহাজের দুদিকে রেলিং বরাবর সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে গেল।

সৌভাগ্যক্রমে, তুষারক্ষেত্রগুলির কিনার ছিল এবড়োখেবড়ো, এবং হিমশৈল ছিল না একেবারেই—তুষারক্ষেত্রগুলিতে এখানে-ওখানে পুঞ্জীভূত ছিল শুধু ছোট ছোট তুষারশৈলশিরা, সেগুলি বরং আরও কিছুটা গুরুতর সমস্যা রূপে দেখা দিল।

নাবিকরা যাতে পালা করে একটু বিশ্রাম করতে পারে, তাই সে-রাত্রে যাত্রীরা সবাই বরফের সঙ্গে লড়াইয়ে হাত লাগালেন। পরদিন সকালে এক ঝাঁক পাখি উত্তরে উড়ে যেতে দেখা গেল এবং জাহাজ থেকে প্রায় এক মাইল দূরে একটা প্রকাণ্ড তুষারক্ষেত্রের উপর দেখা গেল দুটো ভাল্লুক ঘুরে বেড়াছে। এরাই হল ভূভাগের প্রথম লক্ষণ।

দুপুরে জাহাজ পৌঁছল ৭৫°১২'৫" উত্তর—অর্থাৎ, কুয়াশা এবং তুষার সত্ত্বেও নর্থ স্টার তিন দিনে ১°৩৩'৫" উত্তরে এগিয়েছে।

ক্যাপ্টেন জাহাজের গতিপথ নির্ধারণ করবার পর, টেবিলে মানচিত্র ঘিরে সমবেত সবাইকে ক্রুখানভ বললেন,

"এ যাবত আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন। ১৮৭৯ সালে 'জানেৎ'ও বেরিং প্রণালী থেকে বেরিয়ে নর্থ স্টারের মতো একই পথ ধরেছিল, কিন্তু সারা গ্রীষ্মকাল তুষারপিণ্ডগুলির মধ্যে আটকা পড়ে গিয়ে সে উত্তরে ৭৩° অক্ষাংশেও পৌঁছতে পারেনি। শেষপর্যন্ত, সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ায় র‍্যাঙ্গেল দ্বীপের উত্তর-পূবে কোন এক জায়গায় জাহাজখানি তুষারের চাপে চূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। আমরা কিন্তু তেমন বিশেষ কিছু বিপদআপদ ছাড়াই ৭৫° অক্ষাংশ পেরিয়ে এসেছি।"

ক্যাপ্টেন বললেন, "বরফে যদি আমাদের পথ আটকে যায় তাহলে আপনারা এখন হেঁটেই ডাঙ্গায় পৌঁছতে পারেন। পঞ্চাশ-ষাট মাইলের বেশি পথ যে আর বাকি নেই তা বলতে পারি।"

ফ্রিদ্‌তিঅফ নান্‌সেন ল্যাণ্ড

সেদিন সন্ধ্যার পর উত্তর দিগন্ত ছিল অস্বাভাবিক নির্মল, এবং সূর্য্য একেবারে জলের প্রান্তে নেমে এলে অলক্তবর্ণ আকাশের পটভূমিতে দূরে নিচু একটি পর্বতশ্রেণী দেখা দিল।

শৈলশিরাটির উপর ছোট্ট দূরবীনটা বাগিয়ে ধরে ক্যাপ্টেন বলে উঠলেন, "ভূমিই দেখা যাচ্ছে; এতে কোনো সন্দেহ নেই।"

মাকৃশেইয়েভ বলে উঠলেন, "আমরা যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে অনেক কাছেই। তিরিশ-চল্লিশ মাইলের বেশি হবে না।"

ক্রখানভ উল্লসিত হয়ে উঠলেন: "সুমেরু মহাদেশ রয়েছে। আমরা তাহলে বোকার মত আসিনি!"

ভূমি আবিষ্কার হওয়ায় সবাই এত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন যে, সেদিন অনেক রাত্রি অবধি কেউ শুতে গেলেন না।

আকাশ পরিষ্কার থাকার দরুন সবাই অতি বিরল একটি দৃশ্য দেখতে পেলেন। মধ্যরাত্রির সূর্য্য সুদূর পর্বতমালার মাথার উপর দিয়ে অগ্নি-গোলকের মত গড়িয়ে গিয়ে আবার ধীরে ধীরে উঠছে।

সারা রাত্রি এবং পরদিন সকাল পর্যন্ত সদা-উপস্থিত তুষারপিণ্ডগুলির মধ্যে দিয়ে নর্থ স্টার ঠেলে ঠেলে এগিয়ে চলল। দুপুরে আবার অবস্থান নির্ণয় করে দেখা গেল যে, জাহাজখানি চব্বিশ ঘণ্টায় প্রায় আধ ডিগ্রী উত্তরে এগিয়েছে।

সন্ধ্যার দিকে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে সূর্য্য মেঘের পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেল এবং সহসা শুরু হল শীতের তুষার-ঝড়। বরফে-ঢাকা সমুদ্রবক্ষে হাওয়ার জন্য যদিও বিশেষ কোনো বিপদের সৃষ্টি হল না, কিন্তু তুষারক্ষেত্রগুলি

নড়াচড়া করতে শুরু করল এবং সেগুলির পাড় বরাবর মাথা তুলতে লাগল বিশ ফুট উঁচু উঁচু তুষারপিণ্ড। জাহাজ বিপন্ন হয়ে পড়ল। বরফের সঙ্গে লড়াই চালাতে চালাতে কখনও এগিয়ে, কখনও পিছিয়ে জাহাজ এগুতে লাগল ইঞ্চি ইঞ্চি করে। প্রত্যেককে সাবধান করে দেওয়া হল। জাহাজের খোলটা বিশেষভাবে তৈরি ছিল বলেই সেটা বরফের প্রচণ্ড চাপ সহ্য করতে পারল।

শেষপর্যন্ত নর্থ স্টার একটা বিশাল তুষারক্ষেত্রের পূর্ব-প্রান্তে একটা বড় ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে বাকি রাত্রিটা বিপদের এলাকার বাইরে কাটিয়ে দিল।

দুপুর নাগাদ তুষার-ঝড় থেমে গেল। শেষে সূর্য্য মেঘের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলে অভিযাত্রীরা অবাক হয়ে দেখলেন যে, একটা বেয়াড়া ঘটনা ঘটেছে। প্রবল উত্তুরে হাওয়া জাহাজকে দিয়েছে ঠেলে দক্ষিণে আর তারই সঙ্গে তুষারক্ষেত্রগুলিও অনেক জায়গায় ফেটে গেছে। তাই পরবর্তী শান্ত মেঘাচ্ছন্ন দিনগুলিতে নর্থ স্টার দ্রুত উত্তরে এগিয়ে চলল।

আগে, বোফোর্ট সাগরে জলমাপ-সূত্র সব সময়ই পাঁচ শ থেকে সাত শ ফ্যাদম পর্যন্ত গভীরে পৌঁছেছিল, কিন্তু এখন আশী ফ্যাদমেই তলদেশ ছুঁয়ে যাচ্ছে দেখে বোঝা গেল যে, ভূভাগ আর বেশি দূর নয়। স্পষ্টতঃই, ওঁরা সুমেরু মহাদেশের সাগরগর্ভস্থ বালুকাতটে পৌঁছে গেছেন, কিন্তু খারাপ আবহাওয়ার দরুন তটরেখা একেবারে অদৃশ্য হয়ে রয়েছে।

সেদিন, ২রা জুন, সন্ধ্যায় গভীরতার মাপ পাওয়া গেল মাত্র বিশ ফ্যাদম। পাছে মাটিতে আটকে যায়, তাই জাহাজ ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল। সকালের সঙ্গে ছুটে এল পুবের হাওয়া, দূর হয়ে গেল কুয়াশা। নর্থ স্টার তখন ষাট ফুট উঁচু এক তুষার-প্রাচীরের কাছে; তুষার-প্রাচীরটি পুবে পশ্চিমে যতদূর নজর চলে ততদূর প্রসারিত।

ক্রুখানভ সঙ্গীদের বললেন, "দক্ষিণ মেরুতে যেমন আছে, এটাও বোধ হয় ঠিক তেমনি। মূলভূভাগীয় তুষার-প্রাচীরটি মেরুমহাদেশকে ঘিরে রেখেছে।"

সেখানে স্লেজ নামান যাবে না, তাই কোনো উপসাগর কিংবা প্রাচীরে কোনো ছেদ পাওয়া গেলে স্লেজ নামান সম্ভব হবে, এই আশায় জাহাজ পুবে বেঁকল। গভীরতার মাপ পাওয়া গেল পনর ফ্যাদম; তার থেকে মনে হল যে, বরফের প্রাচীরটি সমুদ্রগর্ভের উপর দাঁড়িয়ে।

প্রাচীরটাকে বেশ তফাতে রেখে চলতে হল, কেননা খাড়া পাহাড় থেকে প্রায়ই প্রকাণ্ড তুষারখণ্ড ভেঙে ভেঙে জলে পড়ে চাপা গর্জন তুলছিল। এমন কি, সংকীর্ণ সুগভীর পার্বত্য খাতের মতো কোনো কোনো ফাটলে জলস্রোতও ছিল।

সেদিন কিন্তু চল্লিশ মাইলের বেশি এগোন গেল না। সন্ধ্যার দিকে দেখা গেল সামনে লম্বা একটা পাড় বেরিয়ে এসেছে। মনে হল তুষার-প্রাচীরটা যেন দিক পরিবর্তন করে দক্ষিণে প্রলম্বিত হয়ে যাচ্ছে; কিন্তু আরও কাছে গিয়ে অভিযাত্রীরা দেখলেন যে, সেটা তুষার-প্রাচীরের অংশ নয়—সেটা হল খাস ভূভাগেরই একটা শৈলান্তরীপ।

নতুন আবিষ্কৃত এই ভূভাগের নামকরণের জন্য রাত্রে খাবার সময় জোর আলোচনা চলল। সিদ্ধান্ত হল যে, সুমেরুতে নানা ভূখণ্ড আর সাগরের আবিষ্কর্তা নরওয়ের বিশিষ্ট আবিষ্কারকের নামে এর নাম হবে ফ্রিদ্‌তিঅফ নানসেন ল্যাণ্ড। আর, এই অভিযাত্রীদলের নেতা হিসাবে ক্রখানভের আপত্তি সত্ত্বেও, তাঁরই নামে অন্তরীপটির নাম রাখা হল।

অন্তরীপটির প্রান্তে তুষার-প্রাচীরটি একটু উত্তরে সরে গিয়ে ছোট একটা নামবার জায়গা তৈরি হয়ে গিয়েছে—স্লেজগুলি নামাবার পক্ষে তা যথেষ্ট।

রসদ নামাবার কাজে সবাই হাত লাগালেন এবং কাজ চলল সারা রাত্রি ধরে পুরোদমে। দক্ষিণ হাওয়া উঠে কূলের দিকে তুষার ঠেলে দিয়ে নামবার জায়গাটার মুখ আটকে ফেলতে পারে বলে খুব তাড়াতাড়ি কাজ চালিয়ে যেতে হল। অভিযাত্রীরা যখন কূলে নেমে রসদগুলি বেছে বেছে স্লেজগাড়িতে বাঁধাছাঁদা করতে ব্যস্ত, নাবিকরা তখন ক্রখানভ অন্তরীপের শীর্ষে উঠে একটা খুঁটি ঘিরে পিরামিডের আকৃতি উঁচু স্তূপ তৈরি করে রুশ ঝাণ্ডা উড়িয়ে দিল। নর্থ স্টার'এর কামান তিনবার গর্জন করে উঠল।

জাহাজ এবং অভিযাত্রীদল উভয়ের জন্য স্তূপটি নিশানার কাজ করবে। জাহাজখানা উপকূল বরাবর ঘুরে ঘুরে জরিপ করবে, নানা অনুসন্ধানের কাজ চালাবে; আবার, যাঁরা ভূভাগের ভিতরে ঢুকে গিয়ে পর্যটন করবেন তাঁদেরও অন্তরীপের ঐ একই জায়গায় ফিরে আসতে হবে এবং তখন তাঁদের জাহাজে তুলে নেওয়া হবে। চারপাশ ঝালাই-করা একটা দস্তার বাক্স স্তূপটির পাথরগুলির মধ্যে রাখা হল। তাতে একখানা কাগজে লেখা থাকল যে, ক্রখানভের অভিযাত্রীদল নর্থ স্টার জাহাজে গিয়ে ১৯১৪ সালের ৪ঠা জুন ভূভাগটি আবিষ্কার করেন এবং তার নাম দেওয়া হয় ফ্রিদ্‌তিঅফ. নান্‌সেন ল্যাণ্ড। অভিযাত্রীদলের সবাই সেই বিবৃতি সই করলেন এবং জাহাজের সীলমোহর দিয়ে সেটিকে এঁটে দেওয়া হল।

পরদিন সন্ধ্যায় সবাই বিদায়-ভোজে মিলিত হলেন। সেখানে জাহাজের পরবর্তী গতিপথ স্থির করা হল এবং স্লেজে যাত্রীদল নির্দিষ্ট সময়ে ফিরে আসতে না পারলে, তাঁদের সাহায্য দেবার উপায় নিয়েও আলোচনা হল।

:

জাহাজখানি যদি কোনো কারণে অভিযাত্রীদের জন্য অপেক্ষা করে থাকতে না পারে, সে-ক্ষেত্রে ওঁরা যাতে ঐ অন্তরীপে শীতকালটা কাটাতে পারেন, তার জন্য ব্যবস্থা হল যে, নর্থ স্টার ঐ স্তূপটার কাছে কয়েক মাসের খাদ্যাদি, জ্বালানি আর কাপড়চোপড়ের রসদ রেখে যাবে।

অভিযাত্রীরা ছয় কিংবা আট সপ্তাহ ধরে উত্তরে এগোবেন, তারপর ক্রখানভ অন্তরীপের দিকে দক্ষিণে ফিরবেন। রসদের বোঝা যাতে একটু হাল্কা হয়, আর ফেরত-পথের জন্যও ব্যবস্থা থাকে, তাই প্রতি মাইল তিরিশেক অন্তর ওঁরা তিন দিনের খাদ্য রেখে যাবেন; আবার, যদি অনুসন্ধানকারী দল পাঠাবার প্রয়োজন ঘটে তারজন্য, ওঁরা কোন দিকে গেলেন তাও সেখানে লিখে রেখে যাবেন।

পরদিন নর্থ স্টার সংকেত-নিশানে সজ্জিত হল। কাশ্‌তানভকে বিদায় জানাবার সময় ক্রখানভ একখানা বন্ধ খাম দিয়ে বললেন,

"নান্‌সেন ল্যাণ্ডের ভিতর দিয়ে যাবার সময় কখনও যদি নিদারুণ অবস্থায় পড়ে যান কিংবা যা দেখবেন তাতে বিহ্বল ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন—কোনো ব্যাখ্যা করতে যদি না পারেন, এবং কি করতে হবে বুঝতে না পারেন, তা হলেই এই খামখানা খুলবেন। এতে যা লেখা আছে তা হয়ত আপনাদের পরবর্তী কর্মসূচী নির্ধারণে সহায়ক হবে। কিন্তু একেবারে নাচার অবস্থায় না পড়লে, খাম খুলবেন না। সবই যদি মোটামুটি পরিকল্পনা অনুযায়ী ঘটে, তাহলে আমার পরামর্শের প্রয়োজন হবে না—আমার পরামর্শ তখন হয়ত নিতান্ত অসংলগ্ন বলে মনে হতে পারে।"

কয়েকজন ছাড়া নর্থ স্টারের সমস্ত লোকলস্করই বিদায় জানাতে এল। তুষার-প্রাচীরের কিনারে তাঁদের শেষ-বিদায় জানিয়ে করমর্দন করে ছ' জন অভিযাত্রী আর আটটা কুকুরে-টানা তিনখানা ঠাসাবোঝাই স্লেজ উত্তর দিকে রওনা হল। ছ'টা বাড়তি কুকুর স্লেজগুলির পাশে পাশে ছুটে চলল।

কামান গর্জনে নর্থ স্টার তাঁদের অভিবাদন জানাল।

রুশ শৈলশিরার উপর দিয়ে

নান্‌সেন ল্যাণ্ডের ভেতরে ঢোকার প্রথম দুদিন অভিযাত্রীদের পথ পড়ল তুষারাচ্ছন্ন একঘেয়ে এলাকার মধ্যে দিয়ে। এলাকাটা উত্তরদিকে একটু উঠে গেছে, কিন্তু তাতে ওঁদের দ্রুতগতি শ্লথ হল না; বরফে ফাটল ছিল খুবই কম এবং তাও আবার প্রায় সবটাই তুষারে ভর্তি। দিনগুলি ছিল ম্লান; দক্ষিণ হাওয়ায় ঘন মেঘ ভেসে ভেসে এসে দৃষ্টিপথে

বাধা সৃষ্টি করে মাঝে মাঝে তুষারপাত ঘটাতে থাকল। ওঁরা এবং সঙ্গী কুকুরগুলিও নিজেদের নতুন কাজে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে লাগল। কম্পাসের (দিক্‌দর্শী) উপর নজর রেখে এবং বরফে ফাটল আছে কিনা দেখবার জন্য স্কি'র ডাণ্ডা দিয়ে বরফ পরখ করতে করতে পথ দেখিয়ে চললেন বরোভই। মাক্‌শেইয়েভ, পাপচ্‌কিন আর ইগলকিন নিজের নিজের স্লেজের কাছাকাছি থেকে কুকুরগুলিকে চালাতে লাগলেন। গ্রমেকো একটু একপাশ ধরে চললেন, তবে কোনো স্লেজ বরফে আটকে গেলে সাহায্য করতে পারেন, এমন কাছাকাছিই রইলেন। সবার পিছনে চললেন কাশ্‌তানভ। তাঁর কাছেও একটা কম্পাস; তিনিও পথ জরিপ কর্‌ছিলেন। শেষের স্লেজখানিতে একটা পথমান যন্ত্র লাগান ছিল।

অভিযাত্রীদের সবারই পোশাক ছিল একই চুকোৎস্ক্‌ কুখ্‌লিয়াঙ্কি—ভিতর দিকে পশুলোম-দেওয়া ঘোমটাওয়ালা লম্বা ফার-শার্ট। পরনে যা রয়েছে তার উপর দিয়ে পরবার জন্য বাইরের দিকে পশুলোম-ওয়ালা ফার-শার্টও স্লেজে রয়েছে, প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়লে এগুলি দরকার হবে। তখনও গ্রীষ্মকাল, তাই একটা শার্টই যথেষ্ট। বৃষ্টি হলে পরবার জন্য পশমী জ্যাকেটও সঙ্গে রয়েছে; আর আছে সাধারণ ফার-প্যাণ্ট, ভিতরের দিকে লোমওয়ালা ফার-প্যাণ্ট, এবং নরম ফার-বুট্। আবহাওয়া যদি ফারের পোশাকের পক্ষে বেশি গরম হয়ে ওঠে, তাই প্রত্যেকেরই সঙ্গে এক প্রস্থ পশমী কাপড়চোপড়ও রয়েছে।

সবাই চলেছেন স্কি করে। সমভূমির সর্বত্র তুষারস্তূপ। শীতের তুষার-ঝড়ে বরফের যেখানে-সেখানে গর্ত হয়ে এলাকাটি জর্জরিত। বরফ সবে গলতে শুরু করেছে। বরফে যে-কয়েকটা ফাটল ওঁরা পার হয়ে এসেছেন সেগুলির চেয়ে বিভ্রমাত্মক হল ঐ স্তূপ আর গর্তগুলি।

মাক্‌শেইয়েভ সমানে তাঁর কুকুরগুলির সঙ্গে কথা বলে চললেন। বৈশিষ্ট্য অনুসারে তিনি কুকুরগুলির নামও রেখেছেন। আগের বড় কালো কুকুরটা পথ দেখিয়ে চলেছে—তার নাম হয়েছে সর্দার।

সেদিন রাত্রে থেমে ওঁরা মজবুত বাঁশের কাঠামো দিয়ে হাল্কা তাঁবু খাটালেন—তাঁবুর ভিতরের দেওয়াল ঘিরে গোল করে রাখা হল স্লিপিং-ব্যাগগুলি। রান্নার উনুন হিসাবে মাঝখানে রাখা হল একটা কোহল-বাতি, আর উপরের বাতা দিয়ে একটা লণ্ঠন ঝুলিয়ে দেওয়া হল। কুকুরগুলিকে বাইরেই স্লেজের সঙ্গে বেঁধে রাখা হল।

দ্বিতীয় দিনের শেষাশেষি ওঁরা মোট ছত্রিশ মাইল পথ অতিক্রম করে ফিরতি-পথের জন্য প্রথম দফা রসদ মজুত করলেন। কতকগুলি বরফের চাংড়া দিয়ে গড়া পিরামিডের উপর একটা ছোট্ট লাল ঝাণ্ডা দিয়ে জায়গাটা চিহ্নিত করা হল।

তৃতীয় দিনে চড়াই আরও লক্ষণীয় হল। ফাটল দেখা দিতে লাগল আরও বেশি, ফলে, গতি শ্লথ হয়ে গেল। তুষারের পাতলা আস্তরণের মধ্যে দিয়ে কোনো অদৃশ্য খাতে পড়ে যেতে না হয়, তাই বরফ পরখ করে করে আরও সতর্ক হয়ে চলতে হল। সন্ধ্যার দিকে অঞ্চলটার চেহারায় পরিবর্তনের কিছু কিছু লক্ষণ দেখতে পাওয়া গেল।

উত্তর দিকের হাওয়া মেঘ ছিঁড়ে-খুঁড়ে দিচ্ছিল, এবং দিগন্ত বরাবর প্রসারিত রহস্যময় একটা উঁচু পর্বতমালা এক-একবার সহসা দেখা দিয়ে আবার রুক্ষ বন্ধুরতা আর মেঘপুঞ্জের মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছিল। পর্বতগুলির সাদা পটভূমিতে শৈলবাহুগুলি একটা কালো নকশা গড়ে তুলেছিল।

শৈলবাহুগুলির মধ্যবর্তী উপত্যকায় বরফে বহু ফাটল, তাই নতুন নাম-দেওয়া 'রুশ শৈলশিরা'টিতে চড়তে অভিযাত্রীদের তিন দিন লাগল।

শৈলশিরাটির দক্ষিণ ঢালু বরাবর হিমবাহ আর উপত্যকাটি এক মাইল চওড়া। এর দুই পাশই খাড়া শিলাময় সুড়ঙ্গ দিয়ে চাপা, এবং তার মাঝে মাঝে তুষারে-আচ্ছন্ন ক্রমোন্নত ঢাল। শিলাগুলির উপর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে ছোট-বড় সব বেজাল্ট্ আগ্নেয় প্রস্তর; যেখানে-যেখানে আড়াল পেয়েছে সে-সব জায়গায় ছোট্ট খণ্ড খণ্ড জমিতে সুমেরুদেশীয় উদ্ভিদ। কাশ্তানভ শিলাগুলি পরীক্ষা করলেন, আর গ্রমেকো পথে যেতে যেতে নানা উদ্ভিদের নমুনা সংগ্রহ করলেন। পাপচ্কিন সেদিন বিশেষ কিছু দেখাতে পারলেন না—তিনি শুধু পেয়েছিলেন বরফের উপর আধ-মরা কয়েকটা পতঙ্গ আর জমির টুকরোগুলিতে কয়েকটা জ্যান্ত পতঙ্গ।

পুঞ্জ পুঞ্জ ঘন মেঘ যেন ওঁদের মাথা ছুঁয়ে নেমে এসেছিল। ওঁরা যেখান দিয়ে চলছিলেন সেটাকে মনে হচ্ছিল যেন নিচু একটা প্রশস্ত করিডর—তার ফাটা ফাটা সাদা মেঝে, কালো শিলাময় দেওয়াল, আর ছাদটা ধূসর। উতরাই যেসব জায়গায় অপেক্ষাকৃত খাড়া, সেসব জায়গায় বরফের সমতল পৃষ্ঠ তুষার-প্রপাতে পরিণত হয়েছে। সেই তুষার-প্রপাতগুলি হয় হাজার হাজার জায়গায় ফেটে গেছে, নইলে নিছক পুঞ্জ পুঞ্জ তুষারখণ্ড—তার উপর দিয়ে স্লেজগুলিকে কখনও টেনে টেনে, কখনও মাল নামিয়ে নিজেদেরই বয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছিল। তৃতীয় দিন সন্ধ্যার দিকে অভিযাত্রীরা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৪৫০০ ফুট উপরে একটা গিরিপথে পৌঁছলেন। হাল্কা কুয়াশায় একশ' গজের বেশি দূরে কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না—তারই মধ্যে দিয়ে ওঁরা চললেন এগিয়ে।

আবহাওয়া পরিষ্কার থাকলে শৈলাশিরার চূড়া থেকে সব কিছু চমৎকার দেখা যেত—প্রায় সমগ্র নানসেন্ল্যাণ্ডের নকশা তৈরি করে ফেলা যেত; কিন্তু ঐ কুয়াশার ফলে সকলে হতাশ হলেন।

গিরিপথটিতে আর একবার রসদ মজুদ করা হল। দক্ষিণের ঢালুতে কাশ্তানভ যেসব শিলার নমুনা সংগ্রহ করেছিলেন, তাও সেখানে রেখে দেওয়া হল। গিরিপথটির কাছে এক পাল কস্তুরী বৃষ সামনে পড়েছিল; প্রাণিবিদ্যাবিদ্ পাপচ্‌কিনের ক্ষুদ্র সংগ্রহে পতঙ্গকটির সঙ্গে যুক্ত হল তারই একটির চামড়া আর করোটি।

অন্তহীন উতরাই

শৈলশিরাটি পার হয়ে অভিযাত্রীরা দেখলেন যে, উত্তরের ঢালু তুষারাচ্ছন্ন—তার বিস্তৃতির কোনো শেষ নেই। এই ঢালু পথে স্লেজ টানতে কুকুরগুলির একটুও কষ্ট হচ্ছিল না। হাওয়া বইছিল পিছন দিক থেকে, এবং প্রায়ই তুষারপাত হলেও, উষ্ণতা একবারও ১৪° ডিগ্রীর নিচেয় নামেনি। একমাত্র সেই কারণেই দলটি অত সহজে এগিয়ে যাচ্ছিল। চারিদিকে অসংখ্য ফাটল—যদিও সংকীর্ণ কিন্তু বিপজ্জনক, কারণ হাওয়ার দরুণ সেগুলির উপর দিয়ে বারবার তুষারের একটা নতুন আস্তরণ পড়ে যাচ্ছিল। সেদিনের শেষে তুষারঝঞ্ঝা এমন প্রচণ্ড হয়ে উঠল যে, ওঁদের তাঁবু খাটানোই কঠিন হয়ে পড়েছিল।

পরদিন সকালে ওঁরা বরফে ঢাকা পড়ে গিয়েছিলেন। যন্ত্রপাতিগুলি দেখবার জন্য বরোভই সবার আগে ঘুম থেকে উঠে পড়েছিলেন। তাঁবু থেকে বেরোবার পর্দাটা টেনে নিতেই তাঁর মাথাটা একটা তুষারের দেওয়ালের মধ্যে আটকে গেল। তাঁবুর ভিতর থেকে সুড়ঙ্গ কেটে বেরিয়ে আসা ছাড়া উপায় ছিল না। সবাই হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এসে দেখলেন যে, কুকুর আর স্লেজগুলি অদৃশ্য হয়ে গেছে। চারিপাশের বড় বড় তুষারস্তূপ দেখে বোঝা গেল যে, কুকুর, স্লেজ, সব বরফের তলায় চাপা পড়ে গেছে। তখন সবাই মিলে সেই বরফের স্তূপগুলি খুঁড়তে শুরু করলেন।

গলার আওয়াজ শুনতে পেয়ে সকালের বরাদ্দ খাবারের জন্য উদ্‌গ্রীব কুকুরগুলি নিজেরাই পথ করে বেরিয়ে আসতে লাগল। এক-এক জায়গায় বরফ ঠেলে উঠে ফেটে পড়ছে, আর কালো, সাদা কিংবা ডোরা কাটা একটা করে ঝাকড়া মাথা খুশির আওয়াজ করে বেরিয়ে আসছে; দৃশ্যটা মজারই।

প্রায় দু'ফুট গভীর তুষার পড়েছিল, কিন্তু সেগুলি অত্যন্ত নরম থাকার দরুণ কুকুর আর স্লেজ ক্রমাগত বসে যেতে থাকল। যাঁরা স্কি করে চলছিলেন, তাঁদের অবস্থা অনেকটা ভাল; প্রথম স্লেজখানা পথ করে

দিয়ে গেলেও পরের স্লেজগুলিকে ক্রমাগত ঘুরে-ফিরে যেতে হচ্ছিল, ফলে কুকুরগুলিও তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হয়ে পড়ল। সেদিন মাত্র চোদ্দ মাইল পথ এগোন গেল ; গিরিপথ থেকে চৌত্রিশ মাইল দূরে রাত্রি যাপন করবার জন্য থেমে তৃতীয় কেন্দ্রে রসদ গুদামজাত করা হল।

সারারাত ধরে আবার বইল প্রবল তুষার-ঝড় ; পরদিন সকালেও বরফ খুঁড়ে বেরুতে হল—তবে এবার তুষারের দেওয়াল ছিল অনেক ছোট। নতুন তুষারের আস্তরণ তখন প্রায় তিন ফুট পুরু ; মহা অসুবিধার মধ্যে বহু কষ্টে পা টেনে টেনে এগোতে হচ্ছিল। প্রায় দশ মাইল চলার পর সবাই এত ক্লান্ত হয়ে পড়লেন যে, অন্যান্য দিনের চেয়ে অনেক আগেই তাঁবু ফেলবার ব্যবস্থা হল। যেমন আশপাশটা, তেমনি দিনটাও ছিল একেবারে একঘেয়ে নিরানন্দময়।

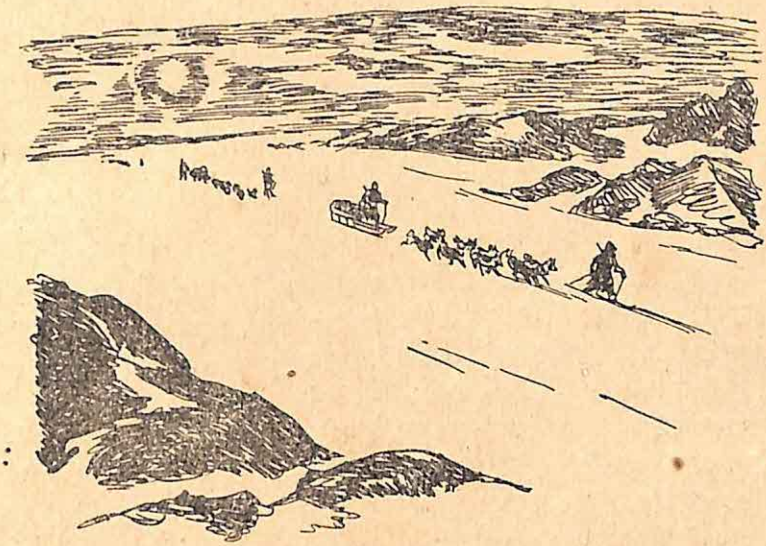
সন্ধ্যার দিকে তুষার-ঝড় থেমে গেল। মেঘের একটা স্তর তুষারাচ্ছন্ন নিঃসীম সমতলটাকে যেন সমগ্রভাবেই সর্বক্ষণ আচ্ছন্ন করে রয়েছে। দিগন্তে ঢলে-পড়া সূর্য্য এক-একবার তারই ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছিল। তুষারশুভ্র সমভূমি, নিয়ত-পরিবর্তনশীল মেঘের কুণ্ডলী আর নিচে দিয়ে দ্রুত সঞ্চরণশীল পুঞ্জ পুঞ্জ ধূসর মেঘ ; সূক্ষ্ম তুষারকণার ঘূর্ণায়মান স্তম্ভ ; আর অগ্নিময় গোলকটি মেঘ ফেটে বেরুবার সময় কিংবা ধূসর যবনিকার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যাবার সময় আন্দোলিত ধূসর-শ্বেত ঝাপসাটার উপর বিচ্ছুরিত উজ্জল-গোলাপী সূর্য্যরশ্মি—সব মিলিয়ে সে এক অপরূপ দৃশ্য। রাত্রে খাওয়ার পরে সবাই মুগ্ধ হয়ে অনেকক্ষণ ধরে সেই দৃশ্য দেখছিলেন ; শেষে নিতান্ত ক্লান্তির জন্যই তাঁবুতে গিয়ে স্লিপিং-ব্যাগে ঢুকতে হল।

উতরাইয়ের তৃতীয় দিনে ব্যারোমিটারে দেখা গেল যে, ওঁরা সমুদ্রপৃষ্ঠ বরাবর পৌঁছে গেছেন, নিম্নাভিমুখী ঢাল কিন্তু উত্তরে বিস্তৃতই রইল।

ব্যারোমিটারের মাপ টুকে নিয়ে বরোভই সবাইকে সেটা জানালেন, মাক্‌শেইয়েভ বলে উঠলেন,

"এ ত বড় অদ্ভুত ব্যাপার! রুশ শৈলশিরা দিয়ে আমরা গড়গড়িয়ে নেমে এলাম, অথচ একটাও তুষারপ্রপাত কিংবা ফাটল পড়ল না পথে!"

কাশ্‌তানভ বললেন, "সমুদ্রকূল নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোথাও রয়েছে, এবং যে তুষারক্ষেত্র শৈলশিরাটার চল্লিশ-মাইল ব্যাপী উত্তুরে ঢালটাকে আচ্ছন্ন করে রয়েছে তারও এখানে শেষ হওয়া উচিত—ব্যাপারটা সত্যিই আশ্চর্যের। কুমেরু মহাদেশের প্রান্তের মতন, এখানেও ঠিক একই হওয়া উচিত ছিল—যেমন, প্রকাণ্ড একটা খাড়াই, শ' দুই ফুট উঁচু একটা তুষারপ্রাচীর আর তার পাদমূলে উন্মুক্ত সাগর, কিংবা এবড়োখেবড়ো দাঁড়-করান তুষারখণ্ডের সমাবেশ। পৃথক পৃথক উন্মুক্ত জলভাগ, এবং



হিমশৈলও থাকবে—কেননা, হিমবাহ একেবারে অবিরাম বরফ ঠেলে ঠেলে মহাসমুদ্রে নিয়ে ফেলে দেয়।"

পরদিনও কোনো পরিবর্তন দেখা গেল না, কিন্তু সবারই নিশ্চিত মনে হতে লাগল যে, উতরাই শেষ হতে আর দেরি নেই। ওঁরা এগিয়ে চললেন দ্রুত, দূরের পানে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন, আর পথের শেষ নিয়ে আলোচনা চলতে থাকল। কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল, মাইলের পর মাইল চলে গেলেন, এবং শেষে অবসন্ন হয়ে আর চলতে না পেরে অভিযাত্রীরা রাতের মতো তাঁবু ফেললেন।

তাঁবু খাটাবার সঙ্গে সঙ্গে সবাই বরোভইকে ঘিরে বসলেন। বরোভই তখন পারদ-ব্যারোমিটারটা বসাচ্ছিলেন। সবারই পকেট-অ্যানেরয়েড যন্ত্রের (অপারদ চাপমান) কাঁটা ডায়াল-প্লেটের সমস্ত সংখ্যা ছাড়িয়ে গেছে। সেই যন্ত্রে বায়ুচাপ আর সঠিকভাবে ধরা পড়ছে না বলে সবাই বরোভইয়ের মাপের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে চাইছিলেন।

আবহাওয়াবিদের মনে মহা সংশয় দেখা দিল; তিনি বললেন, "নান্‌সেনল্যাণ্ডে এখন যদি একেবারে অশ্রুতপূর্ব ধরনের কোনো প্রতীপ-ঘূর্ণবাত (anti-cyclone) এলাকা না থাকে তাহলে মোটামুটি হিসাব অনুসারে আমরা এখন সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে বার শ' ফুট নিচেয় আছি! ব্যারোমিটারে ৮০০ মিলিমিটার চাপ দেখা যাচ্ছে।"

কাশ্‌তানভ বললেন, "আমি যতদূর জানি, এত বেশি চাপের কোনো প্রতীপঘূর্ণবাত পৃথিবীতে নেই। তাছাড়া, নানসেন্‌ল্যাণ্ডে আমাদের নামবার

পর থেকে আবহাওয়ায় কোনো পরিবর্তন হয়নি, এটা কিছুতেই প্রতীপ-ঘূর্ণবাতের আবহাওয়া হতে পারে না।"

পাপচ্‌কিন প্রশ্ন করলেন, "তাহলে ব্যাপার কি?"

"দেখা যাচ্ছে যে, এখানে ভূভাগের শেষ নয়, এবং এর উত্তরের প্রান্তটা হল একটা গভীর গর্ত কিংবা কোটর—সেটা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে শত শত ফুট নিচে নেমে গেছে।"

গ্রমেকো বললেন, "তাও কি সম্ভব?"

"কেন হবে না? পৃথিবীতে এমন-সব জায়গা রয়েছে যেমন, জর্ডান উপত্যকা আর প্যালেস্টাইনে মর্মর সাগর, কাস্পিয়ান সাগর, মধ্য-এশিয়ায় লুক্‌চুম কোটর, তাছাড়া সাইবেরিয়ায় বৈকাল হ্রদের তলদেশ তো সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে তিন হাজার ফুটের বেশি নিচে।"

সায় দিয়ে মাকৃশেইয়েভ বললেন, "মর্মর সাগরের তলদেশ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় বার শ' ফুট নিচে।"

শেষে বরোভই বললেন, "যা-ই হোক না কেন, সুমেরু মহাদেশে এমন গভীর অবনমনের আবিষ্কার আমাদের অভিযানের পক্ষে খুবই চিত্তাকর্ষক এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হবে।"

পরদিনও উতরাই চলল দেখে সবাই একেবারে বিস্মিত হয়ে গেলেন।

মাকৃশেইয়েভ কৌতুক করে বললেন, "আমরা একটা অতল গহ্বরের মধ্যে গুড়ি মেরে মেরে চলেছি। এটা গর্ত নয়, এটা বরং একটা চোঙ, হয়ত বা একটা মৃত আগ্নেয়গিরির মুখও হতে পারে, কি বলেন?"

কাশ্‌তানভ বললেন, "এর আগে দুনিয়ার কোথাও এমন কোনো আগ্নেয়গিরির মুখ ছিল না। গত চার দিন ধরে আমরা এই চোঙয়ের মধ্যে দিয়ে নেমে চলেছি এবং মুখটার ব্যাস পারাপারি প্রায় দু'শ মাইল হবে। যতদূর আমি জানি, এত বড় আগ্নেয়গিরি শুধু চাঁদেই আছে। মুশকিলের কথা যে এই গর্তটার উৎপত্তি বোঝা যায় এমন একটা ক্লিফ্‌ কিংবা একটা খনিজের টুকরাও এখানে নেই। আগ্নেয়গিরির মুখের ঢালে তো টুফ আর লাভাই থাকা উচিত।"

পাপচ্‌কিন মনে করিয়ে দিলেন, "দক্ষিণের ঢালুতে আর রুশ শৈলশিরার চূড়ায় আমরা কিন্তু বেজাল্ট আর বেজাল্ট-লাভা দেখেছিলাম। কাজে কাজেই, অবনমনটার আগ্নেয় উৎপত্তির কিছু নিদর্শন রয়েছে ঠিকই।"

মাকৃশেইয়েভ বলে উঠলেন, "আলাস্কায় তো চারিদিকে মৃত আগ্নেয়-গিরির মুখ ছড়িয়ে আছে এবং সেগুলি বরফ আর তুষার দিয়ে কাণায় কাণায় ভর্তি।"

সেদিন সন্ধ্যায় পারদ-ব্যারোমিটারও সম্পূর্ণ হার মেনে গেল; পারদ একেবারে নলের মাথায় উঠে সেখানে দাঁড়িয়ে পড়ল। এবার হিপশোমিটার

(উচ্চতা-মান যন্ত্র) বের করে জলের স্ফুটনাঙ্ক থেকে বাতাসের চাপ মাপতে হল। দেখা গেল—সাগরপৃষ্ঠ থেকে ২৫২০ ফুট নিচে যা হয় এখানে সেই চাপ।

সবাই লক্ষ্য করলেন যে, সেদিনের সন্ধ্যায় অন্ধকার আগের চেয়ে একটু বেশি। মেরু-সূর্য্যের আলো সরাসরি এত গভীরে পৌঁছতে পারে না। সেদিনও কম্পাসগুলি বিকল হয়ে গেল দেখে ওঁরা আরও হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। কম্পাসের কাঁটা ঘুরে ঘুরে কাঁপছে, কিন্তু উত্তর দিক দেখাবার মত যতক্ষণ স্থির হয়ে থাকার দরকার তা থাকছে না। আগের মত উত্তরে চলবার জন্য হাওয়ার অপরিবর্তী গতিমুখ, আর মোটের উপর নিম্নাভিমুখী ঢাল হল ওঁদের পথপ্রদর্শক। কাশ্‌তানভ ভাবলেন যে, অবনমনটার আগ্নেয় উৎপত্তিই কম্পাসের ঐ পাগলা ঘূর্ণনের কারণ, কেননা বেশি পরিমাণ বেজাল্ট থাকলে চৌম্বক কাঁটার উপর তার প্রভাব পড়ে।

কিন্তু তার পরদিনই, আগেকার তাঁবু ফেলবার জায়গাটা থেকে কয়েক মাইল দূরে ওঁরা এক অপ্রত্যাশিত বাধার সম্মুখীন হলেন। দু'দিকে যতদূর দৃষ্টি চলে ততদূর প্রসারিত একটা খাড়াই তুষার-পাহাড়শ্রেণী এবং তারই পাদদেশে গিয়ে তুষারাচ্ছন্ন ঢালটা শেষ হয়েছে, খাড়া পাহাড়গুলি এক-এক জায়গায় একেবারে তিরিশ চল্লিশ ফুট উঁচু মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, আবার কোথাও বা সেগুলি একটার উপর একটা বিশৃঙ্খলভাবে পাঁজা করা ছোট-বড় বরফখণ্ড দিয়ে গড়া। মালে বোঝাই স্লেজগুলি সঙ্গে না নিলেও ঐসব বরফের গণ্ডশিলা টপকান কঠিন দেখে অভিযাত্রীরা থামলেন। সামনের দিকে কি আছে না-আছে তার খোঁজখবর আনবার জন্য গেলেন মাক্‌শেইয়েভ আর বরোভই। সবচেয়ে উঁচু বরফের পাঁজাটার উপর টেনে-হেঁচড়ে উঠে ওঁরা নিশ্চিত হলেন যে, ঐ খাড়াই ভৃগুশ্রেণীটি সামনে একেবারে দিগন্ত পর্যন্ত প্রসারিত।

বরোভইয়ের সঙ্গে ফিরে এসে মাক্‌শেইয়েভ সবাইকে বললেন, "এটা সমুদ্রের বরফবেষ্টনী নয়। মাইলের পর মাইল এমন একটানা বরফের প্রাচীর কোথাও থাকে না।"

কাশ্‌তানভ বললেন, "আমরা বোধহয় অবনমনটার তলায় এসে পৌঁছেছি। যে-উত্তরের ঢালু বরাবর আমরা নেমে এলাম, সেটারই হিমবাহ এক প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে ঐসব বিশৃঙ্খল ব্যাপার ঘটিয়েছে।"

বরোভই বললেন, "তাহলে তো পুরো তলদেশটাই এইসব বরফের নিচেও আচ্ছন্ন থাকা উচিত, এবং যেসব হিমবাহ তলের দিকে চলছে তাই দিয়েই অন্যান্য ঢালুও আচ্ছন্ন থাকা উচিত।"

মাক্‌শেইয়েভ বলে উঠলেন, "এই সমগ্র অববাহিকাটা যে আলাস্কার

আগ্নেয়গিরিগুলির মুখের মত বরফে ভর্তি নয়, তার একমাত্র কারণ হল এই যে, এটা বিপুল।"

কাশ্‌তানভ প্রস্তাব করলেন, "অবনমনটার আয়তন বার করবার জন্য এবং অন্য দিকটা কেমন তা দেখবার জন্য, যদি সম্ভব হয় তাহলে আমাদের ঐ এলাকা পার হবার চেষ্টা করতে হবে।"

গ্রমেকো পরামর্শ দিলেন, "বরফের চাঙড়াগুলির ধার বরাবর তলদেশ ঘুরে ওধারে যাওয়াই সবচাইতে ভালো উপায়।"

পাপচ্‌কিন বললেন, "কিন্তু, অবনমনটা যদি আগ্নেয়গিরির মুখ না হয়ে দুটো শৈলশিরার মধ্যে একটা উপত্যকা হয়, তখন কি হবে? আর তাই যদি হয় তাহলে, এটা শ' দুই মাইল লম্বাও হতে পারে, এবং তখন আমরা নানসেন্‌ল্যাণ্ডের ভিতরে পাড়ি দেবার আর সময় পাব না।"

বরোভই জিজ্ঞাসা করলেন, "যা-ই হোক গে, এখন কোন দিকে আমরা চলব, ডাইনে, না, বাঁয়ে?"

কাশ্‌তানভ বললেন, "বাঁদিকেই চেষ্টা করে দেখা যাক। ক্লিফ্‌গুলির মধ্যে হয়ত এমন একটা জায়গা পাওয়া যেতে পারে যেখান থেকে এই তলদেশ পাড়ি দেওয়া একটু সহজ হবে।"

কাশ্‌তানভের কথা মতোই কাজ করা হবে ঠিক হল। ওঁরা বাঁদিকে রওনা হলেন। কম্পাসের কাঁটা তখনও পাগলের মতো ঘুরছে। হাওয়া থেকে বোঝা গেল যে সেটা হচ্ছে পশ্চিম দিক। সমভূমি ধীরে ধীরে উঠে গেছে বাঁদিকে, ডাইনে মাথা তুলে রয়েছে বরফের স্তূপের পর স্তূপ আর খাড়া ক্লিফ্‌; আকাশ তখনও মেঘাচ্ছন্ন এবং সবচেয়ে উঁচু বরফের চাঙড়াগুলির মাথার আশেপাশে ঘনিয়ে এসেছে নিচু মেঘ। প্রায় দুপুর নাগাদ অভিযাত্রীরা কি যেন দেখতে পেলেন, সেটাকে তুষারক্ষেত্রের একটা গিরিপথ বলে মনে হল। বরফের স্তূপগুলি একটু একটু খাটো হয়ে গেছে এবং মাঝে মাঝে ফাঁক।

রসদের চতুর্থ গুদাম সেখানে খোলা হল; তুষারক্ষেত্রটির অভ্যন্তরভাগ দেখে আসবার জন্য বরোভই আর মাক্‌শেইয়েভ আবার গেলেন। সন্ধ্যার দিকে ফিরে এসে জানালেন যে, তুষারবেষ্টনীটা প্রায় দু'মাইল চওড়া। এটা পার হওয়া যদিও কঠিন, কিন্তু সম্ভব; তাছাড়া উল্টাদিকের ঢালু যেখান থেকে শুরু সেইখানে তুষারবেষ্টনীটার শেষ।

দু'দিন ধরে পরিশ্রমের পর ওধারে পৌঁছনো গেল। বরফের পাঁজাগুলির মধ্যে দিয়ে প্রায়ই পথ কেটে কেটে যেতে হচ্ছিল। মানুষ আর কুকুর কাজ করছিল একসঙ্গে—পর পর সারি করে দাঁড়িয়ে সংকীর্ণ পথ দিয়ে স্লেজগুলি টেনে নেওয়া হল। সে-রাত্রে তাঁবু ফেলা হল না। ঝুলে-পড়া একটা প্রকাণ্ড বরফ-স্তূপের পিছনে হাওয়ার হাত থেকে আশ্রয়

পাওয়া গেল। বরফের চাঙড়ার ফাঁকে ফাঁকে কিংবা গর্তে ঢুকে গেল কুকুরগুলি। একটানা বিকট আর্তনাদ তুলে হাওয়া রাশি রাশি বরফস্তূপের ভিতর দিয়ে ছুটে চলেছে, তবুও সবার ঘুম ভালোই হল।

শেষপর্যন্ত ওঁরা তুষারবেষ্টনীর প্রান্তে এসে পৌঁছলেন। রাত্রের মতো তাঁবু ফেলবার সময় বরোভই নিশ্চিত ছিলেন যে, হিপসোমিটার যন্ত্রে মোটামুটি ২৭০০ ফুট মাপ পাওয়া যাবে; অর্থাৎ, তুষারবেষ্টনী পার হবার আগে যা ছিল তাই হবে। স্টোভ জ্বেলে ফুটন্ত জলের ট্যাঙ্কের নলের মধ্যে থার্মমিটার (তাপমান) বসিয়ে দেখলেন, পারদ ২২০° পৌঁছে আরও উপরে উঠতে লাগল।

বরোভই চেঁচিয়ে উঠলেন, "এটা এক্ষুণই ফেটে যাবে যে!"

সবাই হুড়মুড় করে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "কী হল?"

"এ অসম্ভব! এমন ত কখনও দেখিনি।" বরোভই কম্পিতকণ্ঠে বললেন, "এই ভুতুড়ে গর্তটায় জল ফোটে ২৪৮ ডিগ্রীতে।"

"তার মানে কি?"

"মানে হল এই যে, বেষ্টনীটা পার হবার সময় আমরা একটা অতলস্পর্শ খাতের মধ্যে এসে পড়েছি। এই স্ফুটনাঙ্ক যে সাগরপৃষ্ঠ থেকে কত হাজার ফুট নিচেয় হতে পারে, তাও আমি এমনি বলতে পারছি না। একটু অপেক্ষা করুন, হিসেব করে বলছি।"

নিজের স্লিপিং-ব্যাগটার উপর বসে, উচ্চতা আর গভীরতার একটা ছক পকেট থেকে টেনে বের করে বরোভই সেটা পড়তে পড়তে একটা পৃষ্ঠার কিনারে কতকগুলি সংখ্যা টুকতে লাগলেন। ইতিমধ্যে আর সবাই থার্মমিটারের উপর ঝুঁকে দেখছিলেন যে, কোনো ভুল না হয়ে থাকে। কিন্তু পারদ ২৪৮ ডিগ্রীতেই থেমেছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

সে-নিস্তব্ধতার মধ্যে শুধুমাত্র আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল ট্যাঙ্কের মধ্যে ফুটন্ত জলের টগবগানি। বরোভই শেষে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে অত্যন্ত গম্ভীরভাবে জানালেন,

"২৪৮° হল মোটামুটি ১৭,২০০ ফুট গভীরতার সমান।"

"ঠিক বলছেন তো?"

"হতেই পারে না!"

"আসুন, তবে নিজেরাই মিলিয়ে দেখে নিন। এই ছকগুলি নিন। ল্যাবরেটরির বাইরে কিন্তু কেউ কখনও এমনটা দেখেনি, তাই ২৪৮° স্ফুটনাঙ্কের জন্য কোনো অঙ্ক এতে পাবেন না। হিসাব মোটামুটিভাবে কষে নিতে হবে।"

কাশ্‌তানভ হিসাবটা মিলিয়ে নিয়ে বললেন, "উনি ঠিকই বলেছেন।

গত দু'দিন ধরে বরফের চাঙড়াগুলির উপর দিয়ে টেনে-হেঁচড়ে চলবার সময় আমরা ছ'-সাত মাইলের ভিতর ১৫ হাজার ফুট নেমে এসেছি।"

"অথচ, তা আমরা একটুও বুঝতে পারলাম না!"

"মণ্ট ব্ল্যাঙ্ক'এর মতো পর্বতের চূড়া থেকে নেমে এলাম, কিন্তু তা জানতেই পারলাম না! এটা বিশ্বাস করা যায় না।"

"না, এ একেবারে বুদ্ধির বাইরে! তবু এর একমাত্র কারণ হতে পারে এই যে, খাড়া একটা ক্লিফের কিনারে একটা তুষার-প্রপাত রয়েছে এবং সেটা সোজা বিশাল আগ্নেয়গিরির অন্তস্থলে নেমে এসে বরফের এই তাণ্ডব সৃষ্টি করেছে।"

"তাহলে ওধারে গিয়ে আবার ঠিক এমনি একটা তুষার-প্রপাত বেয়ে উঠতে হবে!"

বরোভই বললেন, "আকাশে জমাট মেঘের স্তর, আর এতদিন ধরে যে অবিরাম দক্ষিণ হাওয়া বইছে, এ ব্যাপারটা আমি এখনও বুঝতে পারছি না।"

আরও একটি তুষারবেষ্টনী সম্বন্ধে ওঁদের অনুমান ছিল ভুল। পরদিন সকলে সামান্য চড়াই বরাবর এগিয়ে চললেন। উষ্ণতা হিমাঙ্কের সামান্য উপরে ছিল বলে এবার চলা আরও কঠিন হয়ে উঠল। তুষার গলে থকথকে হয়ে গিয়ে স্লেজগাড়ির পাটিতে জড়িয়ে যাচ্ছিল, এবং কুকুর-গুলি পা টেনে টেনেও যেন চলতে পারছিল না। কঠোর পরিশ্রম করে চড়াই বেয়ে ওঠা সত্ত্বেও সন্ধ্যার মধ্যে পনর মাইলের বেশি ওঁরা এগোতে পারলেন না। বরোভই হিপসোমিটারটা বসালেন—তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, উষ্ণতা ২৪৮ ডিগ্রীর কম হবে।

জল ফুটতে অনেক সময় লাগল, শেষপর্যন্ত ফুটলে, বরোভই ট্যাঙ্কে থার্মমিটার লাগালেন। পরমুহূর্তেই চিৎকার করে উঠলেন, "এখানে এ সব কী চলেছে!"

"থার্মমিটার ফেটে গেল নাকি?"

"কী হল?"

বরোভই একেবারে গর্জে উঠলেন: "হয় আমি নিজেই ফেটে যাব, নইলে এই গর্তের মধ্যে পাগল হয়ে যাব! দেখুন ত এসে, পাগল কে—আমি, না, এই থার্মমিটারটা?"

বরোভই যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেইখানে সবাই ছুটে গেলেন। পারদ উঠেছে ২৫৭ ডিগ্রীতে।

বরোভই জিজ্ঞাসা করলেন, "আমরা আজ উপরে উঠছিলাম, তাই না?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই!"

"সারা দিন ধরেই ত।"

“এতে আবার সন্দেহ কিসের ?”

“কিন্তু, গতকাল তুষারবেষ্টনীতে যা ছিল, তার চেয়ে ৯ ডিগ্রী উপরে জল ফুটছে। তার মানে হল এই যে, আজ আমরা প্রায় ৪৩০০ ফুট নেমেছি,—উঠিনি।”

মাকৃশেইয়েভ তাড়াতাড়ি হিসাব কষে বললেন, “তাহলে আমরা এখন সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ২১,৫০০ ফুট নিচে।”

পাপচ্‌কিন হেসে বললেন, “এ একেবারে পাগলা কাণ্ড !”

কাশ্‌তানভ বললেন, “তুষারবেষ্টনীতে যখন ছিলাম, তখন এটা মেনে নিলেও নেওয়া যেতে পারত যে, আমরা দ্রুত নিচেয় নেমে চলছিলাম ; কিন্তু যখন আমরা স্পষ্টতঃই উপরে উঠছিলাম তখনই প্রায় এক মাইল নিচেয় নেমে এলাম, এ বিশ্বাস করা যায় কেমন করে ? এ যে নিতান্ত অসম্ভব ব্যাপার !”

বরোভই বিরস বদনে জবাব দিলেন, “আমরা সবাই যদি পাগল না হয়ে গিয়ে থাকি, তাহলে আপনার সঙ্গে আমি একমত !”

গ্রমেকো আর ইগল্‌কিন কুকুরগুলিকে খাওয়াতে গিয়েছিলেন ; ভিতরে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রমেকো বললেন, “আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার কি জানেন ! গতকাল বেষ্টনীতে যা আলো ছিল, তার চেয়ে আজ আলো অনেক বেশি।”

মাকৃশেইয়েভ বলে উঠলেন, “আবার, বরফ পার হবার আগের চেয়ে গতকাল আলো ছিল বেশি।”

বরোভই বললেন, “হ্যাঁ, উনি ঠিকই বলেছেন ! পিতাসবুর্গের শুভ্র-রাত্রি যেমন সেই রকম সবচেয়ে অন্ধকার রাত্রি আমরা পেয়েছি তুষার-বেষ্টনী পার হবার আগে। ক্ষীণ আলোর ব্যাপারটা তখন বোধগম্য ছিল, কেননা আমরা ভেবেছিলাম যে, অবনমনটার একেবারে তলায় চলে আসা হয়েছে এবং মেরু-সূর্য্যের রশ্মি এত গভীরে পৌঁছতে পারে না।”

“কিন্তু, এখন আমরা অনেক গভীরে নেমে এসেছি, অথচ, রাত্রে আলো বেড়েই চলেছে !”

এইসব পরস্পরবিরোধী ঘটনা নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা চলল। শেষে তার কোনোটারই মীমাংসা ছাড়া সবাই ঘুমিয়ে পড়লেন। আব-হাওয়ার অবস্থা পরীক্ষা করবার উদ্দেশ্যে বরোভই পরদিন যথারীতি সকলের আগেই উঠলেন।

বরাবরের মতো হাওয়া বইছিল দক্ষিণ থেকে। তার তাড়নায় সেই একই ভাবে নিচু-দিয়ে মেঘ ভেসে চলেছে। এক শ গজের উপরকার সব কিছু ঢাকা।

তখন তাপ ৩৯°, এবং তুষার পড়ছিল।

মাক্‌শেইয়েভ প্রস্তাব করলেন, "আজ আমরা উপরে উঠছি, না, নিচেয় নামছি, সেটা পরখ করে দেখা দরকার। যন্ত্রপাতির মধ্যে একটা লেভ্‌ল (সমতল মাপ যন্ত্র) যেন কোথায় রয়েছে।"

সমভূমিটা অব্যাহতই রইল, কিন্তু তুষার কিছুটা জমাট বেঁধেছে বলে পথ-চলা একটু সহজ হল। সেদিনের মধ্যে কয়েকবার লেভ্‌ল পেতে দেখা গেল যে, চোখে যা দেখা যাচ্ছে, আর কুকুরগুলির চলা থেকে যা বোঝা গেছে, তা ঠিকই। ঢালু ছিল সামান্যই, কিন্তু নিঃসন্দেহে ঊর্ধ্বমুখী।

লেভ্‌ল পেতে পেতে পরখ করতে অনেকটা সময় গিয়েছে, তাই সেদিন মাত্র চোদ্দ মাইল এগোতে পারা গেল।

তাঁবু ফেলবার সঙ্গে সঙ্গে বরোভই যন্ত্রপাতি বের করে ফেললেন। পারদ উঠল ২৬২°!

কয়েকটা বাছাবাছা কথা উচ্চারণ করে তিনি থুঃ করে থুথু ফেললেন।

কাশ্‌তানভ বললেন, "আমার মাথায় ত একটি মাত্র ব্যাখ্যা আসছে যে, পৃথিবীপৃষ্ঠের অন্য সব জায়গার জন্য বিজ্ঞানের যে সব নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেগুলি এই চমৎকার জায়গাটিতে খাটে না—এখানকার জন্য নতুন নতুন নিয়ম বের করতে হবে।"

বরোভই গজগজ করে বললেন, "বলা যেমন সহজ, করা তেমন সহজ নয়, তাছাড়া এক মুহূর্তে এসব ত আর করে ফেলা যায় না। শত শত বিজ্ঞানী বহু বছরের পর বছর কাজ করে এখনকার এই নিয়মগুলি আবিষ্কার করেছেন, আর এখন তার এক কানাকড়িরও দাম নেই! এ যেন আমরা অন্য কোনো গ্রহে এসে পড়লাম। এ অবস্থা আমি মোটেই মানতে রাজী নই; আমি পদত্যাগ করতেও প্রস্তুত!"

তাঁর হুমকি শুনে সবাই হাসলেন। বরোভই আর একবার হিসাব করে বললেন যে, সেদিন উপরে ওঠা গেছে, অর্থাৎ নামা গেছে ২৫৮০ ফুট—সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে তখন সবাই ২৭,০০০ ফুট নিচেয়।

কাশ্‌তানভ বললেন, "পদার্থবিদ্যার একখানা করণ দেখছিলাম। তাতে দেখলাম, দুই বায়ুমণ্ডল চাপ হলে জল ফোটে ২৪৮ ডিগ্রীতে, আর তিন বায়ুমণ্ডল চাপে ২৭৩ ডিগ্রীতে। তার মানে, এখন আমরা প্রায় আড়াই বায়ুমণ্ডল চাপের তলায় আছি।"

বরোভই বললেন, "তাহলে আপনারও নিশ্চয়ই আমার মতো শরীর খারাপ লাগছে এবং এমন চাপের ফলে মাথা ঘুরছে।"

এই কথা শুনে সবাই বললেন যে, তাঁরাও বুকে চাপ অনুভব করছেন, মাথা ভারী, চলাফেরায় অস্বাভাবিক রকম জড়তা এসে গেছে এবং বরফ-বেষ্টনীর চাঙড়াগুলির মধ্যে যে-রাতটা কাটান হয়েছে তারপর থেকেই ঘুমটা ভাল হচ্ছে না, কেমন যেন ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে।"

ইগল্‌কিন বললেন, "কুকুরগুলিরও একই অবস্থা। তারা যেন একটু দুর্বল হয়ে পড়েছে; যদিও ঢালু তেমন খাড়া নয়, তবু তেমন ভালো করে টানছে না। আমি ভাবছিলাম, বুঝি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, কেন এমন করছে।"

গ্রমেকো বললেন, "ইভান, আমি একবার আপনার নাড়ী দেখতে চাই। সাধারণতঃ আপনার স্পন্দন কত?"

আস্তিন গুটিয়ে নিতে নিতে বরোভই জানালেন, "বাহাত্তর।"

"এখন কিন্তু চুয়াল্লিশ! এ ত বেশ রীতিমত তফাত। এরকম বায়ুচাপে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন কমে যায়, আর সমগ্র দেহযন্ত্রেরই উপর প্রভাব পড়ে।"

মাকৃশেইয়েভ প্রশ্ন করলেন, "এইভাবে নিচেয় নামতে থাকলে আমাদের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন কি একেবারেই থেমে যাবে নাকি?"

গ্রমেকো হেসে বললেন, "পৃথিবীর কেন্দ্র পর্যন্ত ত যাচ্ছি না!"

বরোভই বললেন, "তা নয়ই বা কেন? এই সৃষ্টিছাড়া খাদ ত একেবারে পৃথিবীর কেন্দ্রে নিয়ে যেতে পারে। এখন আমি সবকিছুই বিশ্বাস করতে প্রস্তুত—অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে দক্ষিণ মেরুর বরফের চাঙড়াগুলির মধ্যে গিয়ে পড়লেও আমি মোটেই আশ্চর্য হব না।" তাঁর স্বরে খুশির লক্ষণ মোটেই ছিল না।

কাশ্‌তানভ বললেন, "ও-সব বাজে কথা। পৃথিবীর ভিতর দিয়ে কোনো সুড়ঙ্গও থাকতে পারে না এবং কেন্দ্র পর্যন্ত কোনো খাদও থাকতে পারে না। ও-সব কথা ভূপদার্থবিদ্যা আর ভূবিদ্যার প্রত্যেকটি নিয়মের বিরোধী।"

"তাই বুঝি? কিন্তু আবহবিদ্যার প্রত্যেকটি নিয়মের বিরোধী যা-কিছু আমরা দেখলাম, সেগুলি সবই ত আপনি মানতে প্রস্তুত! আর একটু অপেক্ষা করুন, দেখবেন আপনার ভূবিদ্যার চমৎকার নিয়মগুলি জানালা দিয়ে উড়ে পালাবে।"

কাশ্‌তানভ হাসলেন।

তিনি একটু খুনসুটি করে বললেন, "দেখুন, প্রিয় বন্ধু ইভান, এই আবহবিদ্যাটা একটা চপল বিজ্ঞান। বায়ুমণ্ডলের নিয়ত-পরিবর্তনশীল মাধ্যম, আর ঘূর্ণবাত এবং প্রতীপঘূর্ণবাত, ইত্যাদি যেসব ব্যাপার বিজ্ঞানীরা এখনও সত্যি সত্যি বোঝেন না, তাই নিয়ে হল এর কারবার। ভূবিদ্যার কিন্তু একটা মজবুত ভিত্তি রয়েছে। সেটা হল কঠিন ভূত্বক।"

"মজবুত!" বরোভই চটে গিয়ে বললেন, "বেশ ভালো রকমের একটা ভূমিকম্পে নাড়া না-খাওয়া পর্যন্ত মজবুতই বটে, কিন্তু সেই সময় যে কোনো ভূতত্ত্ববিদের মাথা খারাপ হয়ে যেতে পারে, এমন কি আরও অনেক কিছু ঘটতে পারে।"

সবাই হেসে উঠলেন।

বরোভই খোঁটা দিয়ে বলে চললেন, "ভূত্বক সম্পর্কে জানা আছে ত মাত্র কয়েক মাইল ভিতর পর্যন্ত—অথচ পৃথিবীর অন্তস্তল সম্বন্ধে ফতোয়া দেওয়া হয়! এই অন্তস্তলের স্বরূপ কি, তা নিয়ে ত ডজন ডজন প্রকল্প রয়েছে। কেউ বলেন, অন্তস্তলটা নিরেট, কেউ বা বলেন সেখানটা তরল, কেউ কেউ আবার বলেন, সেটা গ্যাসীয়! দেখুন, যদি মাথা খাটিয়ে ধাঁধাঁ মিলিয়ে ফেলতে পারেন।"

"ঠিক সময়েই আমরা করব। সুষ্ঠু ভিত্তি থাকলে, প্রত্যেকটি প্রকল্পই পরম সত্যে যাওয়ার পথে এক-একটি পদক্ষেপ। ভূত্বক সম্পর্কে আপনি ভুল কথা বললেন। ভূমিকম্প সংক্রান্ত বিজ্ঞান—ভূকম্পবিদ্যার সাহায্যে আমরা পৃথিবীর অন্তস্তল সম্পর্কে আবিষ্কারের জন্য নতুন নতুন পদ্ধতির সন্ধান পাই।"

কাশ্‌তানভ শেষে বললেন, "জানি না আগামীকাল আমাদের ভাগ্যে কি জুটবে। এখন প্রতিদিনই ত এমন সব নতুন নতুন তথ্যের সম্মুখীন হতে হচ্ছে যেগুলির অর্থ প্রথম দৃষ্টিতে স্পষ্ট নয়, কিন্তু সযত্নে বিচার-বিবেচনা করে দেখলে একই কার্য-কারণের সূত্রে গিয়ে যুক্ত হয়।"

তুষার-সমভূমির ঢালুটা পরদিন একটু কম ছিল। দুপুরের দিকে সেটা একরকম মিলিয়েই গেল এবং সন্ধ্যার দিকে ওঁরা নিচের দিকে চলতে শুরু করলেন। উষ্ণতা হিমাঙ্কের একটু নিচে, সুতরাং চলা যাচ্ছিল সহজে। কুকুরগুলি আগে আগে ছুটতে লাগল; যাঁরা স্কি করে চলছিলেন তাঁদের পক্ষে কুকুরগুলির সঙ্গে তাল রেখে চলা কঠিন হয়ে উঠল। বরোভই চলছিলেন পথ দেখিয়ে। তিনি হঠাৎ দুই হাত তুলে নাড়তে লাগলেন। "থামুন!" তিনি চেঁচিয়ে বললেন, "আমরা বোধ হয় ভুল পথে এসে পড়েছি!"

সবাই এসে ওঁকে ঘিরে দাঁড়ালেন। তিনি নিবিষ্টভাবে কম্পাসটা লক্ষ্য করছিলেন।

কাশ্‌তানভ প্রশ্ন করলেন, "কী—গোলমালটা কি হল?"

"আমরা চলেছি দক্ষিণে—তুষারবেষ্টনীর দিকে ফিরে, উত্তরে নয়।"

"সেটা প্রথম কখন লক্ষ্য করলেন?"

"এই, এক্ষুণই। কম্পাস আমাকে ধাঁধাঁয় ফেলে দেওয়াতে আমি ওটার উপর ভরসা ছেড়ে হাওয়ার গতি দিয়ে পথ ঠিক করছিলাম; হাওয়া সব সময়ই বইছিল দক্ষিণ থেকে। আমরা নিশ্চয়ই এখনও গর্তটা থেকে বেরিয়ে আসিনি, তাই সমভূমির বিপরীত ঢালুটার জন্য আমি দিশাহারা হয়ে গেলাম। কম্পাসটা আবার বের করে দেখি যে, সেটা আবার স্বাভাবিক ভাবে কাজ করছে। তাতে দেখাচ্ছে, আমরা এখন চলেছি সোজা দক্ষিণে।"

"কিন্তু হাওয়া ত এখনও আমাদের পিছন থেকেই বইছে!"

"রাতের মধ্যে বদলে গিয়ে থাকতে পারে।"

মাকৃশেইয়েভ বললেন, "না, হাওয়া দিক বদলায়নি। হাওয়া আটকাবার জন্য আমরা তাঁবুর পর্দা উত্তরমুখী করে তাঁবু খাটিয়ে আসছি। আমার স্পষ্ট মনে আছে, আজ সকালেও তাঁবুর পর্দা হাওয়ার বিপরীত মুখেই ছিল।"

"তার মানে, হাওয়াটা সারা দিনে ক্রমে ক্রমে দিক বদলেছে এবং আমরা আধপাক ঘুরে পিছনে ফিরেছি।"

"এমনও হতে পারে যে, কোনো না কোনো ভাবে কম্পাসটা আবার চৌম্বক হয়ে গিয়েছে!"

বরোভই দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "সূর্য্য যদি একবার মেঘ ফেটে বেরুত, কিংবা আকাশে যদি তারা দেখা দিত, শুধু তাহলেই আমরা দিকটা পরখ করে নিতে পারতাম।"

কাশ্‌তানভ বললেন, "আর না এগিয়ে, সারাক্ষণ কম্পাসের উপর নজর রেখে, কয়েক মাইল পিছিয়ে যাওয়া যাক। পায়ের চিহ্ন তুষারের উপর এখনও স্পষ্ট রয়েছে—আমরা চক্কর দিচ্ছি কিনা, সেটা কিছুক্ষণের মধ্যেই ধরা পড়ে যাবে।"

রাত্রের মতো তাঁবু ফেলা হল। মাকৃশেইয়েভ আর গ্রমেকো পায়ের চিহ্ন বরাবর তাড়াতাড়ি এগিয়ে চললেন; জল ফোটাবার ট্যাঙ্কটা বসিয়ে বরোভই দেখলেন যে, উষ্ণতা কার্যতঃ আগের রাত্রির মতোই রয়েছে। সেদিন সকালের সামান্য চড়াই অপরাহ্নের উতরাইয়ে নাকচ হয়ে গিয়েছিল।

স্কাউটরা দু'ঘণ্টার মধ্যে ফিরে এলেন। হাওয়ার মুখোমুখি দশ মাইল ফিরে চলার পথে তাঁরা একবারও সোজা পথ থেকে বাঁকেননি। তাঁরা স্থির করলেন যে, কম্পাসের চেয়ে হাওয়াই এখন বেশি নির্ভরযোগ্য সুতরাং হাওয়ার দিকে পিঠ রেখেই অভিযাত্রী দলটি এগিয়ে চলবে।

সেদিন রাত্রেও অন্ধকার হল না। তখনও মেঘের পিছন থেকে একটা আবছা আলো আসতে থাকল।

ঢালুটার নিম্নাভিমুখ পরদিন আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। পারদ উঠল হিমাঙ্কের উপরে এবং তুষার ঘামতে শুরু করল। অপরাহ্নের ভিতর ছোট ছোট জলে-ভরা গর্ত আর সরু সরু জলধারা পেরিয়ে চলতে হচ্ছিল। ধারাগুলি তুষারস্তূপের মধ্যে দিয়ে ঝির ঝির করে গিয়ে শেষপর্যন্ত তুষারে-ঠাসা ফাটলগুলির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল। সে-রাত্রে তাঁবু ফেলবার জন্য একটা উঁচু জায়গা খুঁজে বের করতে হল। বরফ গলছিল, সেই জল বের করে দেবার জন্য তাঁবু ঘিরে ছোট একটা পরিখা খুঁড়তে হল।

হিপসোমিটার বসাবার সময় বরোভই নিশ্চিত ছিলেন যে, সারাদিন নিচেয় নামা হয়েছে, সুতরাং আগের রাত্রের চেয়ে উচ্চতর স্ফুটনাঙ্ক দেখা যাবে। কিন্তু পারদ ২৫৯ ডিগ্রীতে থেমে গেল—তার অর্থ হয় যে, ওঁরা আগের দিনের চেয়ে ১৭০০ ফুট উঁচুতে।

আবহবিদ্‌ এর কোনো ব্যাখ্যা দিতে না পেরে বিব্রতভাবে হাসলেন।

"আরও একটি অসম্ভব মাপ! আজ সকালেই আমরা স্থির করে-ছিলাম যে, কম্পাসের উপর আর ভরসা করা যাচ্ছে না। এবার ত প্রশ্ন উঠছে যে, হিপসোমিটারটিও নির্ভরযোগ্য কিনা!"

আবার সবাই যন্ত্রটা ঘিরে জড়ো হলেন, সেটার উপর আর নির্ভর করা যায় না। যন্ত্রের চিহ্ন বারবার দেখে বুঝে যাচাই করে নেওয়া হল; জলও ফুটানো হল বারবার, কিন্তু প্রতিবারই ফল পাওয়া গেল সেই একই। বরফ-গলা জল ওদের গতিমুখের দিকেই বইছিল—এবার তাই দিয়েও ঢালুর সুস্পষ্ট নিম্নাভিমুখীনতা প্রমাণিত হল, কিন্তু তা সত্ত্বেও বায়ুমণ্ডলের চাপ না বেড়ে কমেছে, অথচ, আগের দিনগুলিতে ছিল ঠিক বিপরীত ব্যাপার।

স্পষ্ট দেখা গেল যে, পুরুষানুক্রমে বিজ্ঞানীরা পৃথিবীপৃষ্ঠ পর্যবেক্ষণ করে ভৌতিক ব্যাপারগুলির নিয়ামক যে সব নিয়ম আবিষ্কার করেছিলেন, সেগুলি এখানে, সুমেরু মহাদেশের এই অবনমনে, হয় প্রযোজ্য নয়, কিংবা এখানে সেগুলির অর্থ ভিন্ন। এমনি ধাধাঁনো তথ্যের সংখ্যা বেড়েই চলল। পর্য্যটকেরা উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, সন্দেহ দেখা দিল তাঁদের মনে; কিন্তু কি যে সব ঘটছে, তা কেউই বুঝতে কিংবা ব্যাখ্যা করতে পারলেন না। মনে শুধু আশা রইল যে, অদূর ভবিষ্যতেই রহস্যের সমাধান রয়েছে।

পাপচ্‌কিন বলে উঠলেন, "এ কি ধরনের তুষার-মরুভূমি। গ্রমেকো আর আমি দু'জনেই পথে কিছু আগ্রহজনক নমুনা পাবার আশা করেছিলাম, কিন্তু বার দিনের মধ্যে, এই এক শ পঁচিশ মাইলের বেশি চলার পথে, গিরিপথের শুধু সেই কস্তুরী বৃষ বাদ দিলে বরফ আর তুষার ছাড়া কিছুই দেখা গেল না!"

গ্রমেকো বললেন, "সংগ্রহের ব্যাপারে কাশ্‌তানভের ভাগ্য আমাদের সবার চাইতে ভালো, কিন্তু তিনিও পথ চলার এই শেষের দিকে কিছুই দেখাতে পারেননি।"

মাকৃশেইয়েভ হেসে বললেন, "আমাদের মধ্যে সংগ্রহকার্যের ব্যাপারে রীতিমত ব্যস্ত হলেন একমাত্র বরোভই!"

"আমি? এ যাবৎ আমি কি পেয়েছি?"

মাকৃশেইয়েভের বক্তব্যটা অনুমান করে কাশ্‌তানভ হেসে বললেন, "অবিশ্বাস্য এক গাদা ভৌতিক ব্যাপার!"

বরোভই পাল্টা জবাব দিলেন, "অদ্ভুত সংগ্রহ, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেগুলি স্লেজগাড়ির বোঝা বাড়াবে না—কেননা হাল্কা। আপনার পাথরগুলি সম্বন্ধে কিন্তু তা বলতে পারছি না বলে আমি সত্যিই দুঃখিত।"

পড়তি ঢালুটা পরদিন আরও লক্ষণীয় হল। বরফের সমভূমিটা টুকরো টুকরো হয়ে চ্যাপ্টা-মাথা ঢিবি দেখা দিয়েছে—সেগুলির মাঝখান দিয়ে জলধারা বয়ে চলেছে। ভিজে তুষারের উপর স্কি হড়কে যেতে লাগল। কাজেই সবাই স্লেজে উঠে বসলেন। উঁচু-নিচু পথে কুকুরে-টানা স্লেজগুলিকে সামলে নিয়ে ঠিক করে চালাবার জন্য স্কি'র ডাণ্ডা ব্যবহার করতে লাগলেন।

নিচু দিয়ে সঞ্চরণশীল মেঘগুলিতে সবাই এবার পরিবর্তন লক্ষ্য করতে পারলেন। সেগুলিতে লাল আভার ছোপ যেন কোন অদৃশ্য অস্তগামী সূর্য্যালোকের প্রতিফলন।

বরফাচ্ছন্ন মরুভূমিও যেন লালচে হয়ে উঠেছে। বরোভইয়ের সংগ্রহে এবার আরও একটা অদ্ভুত ব্যাপার যুক্ত হল:—দিগন্তে ঢলে-পড়া মেরু-সূর্য্যের রশ্মি এত নিচুতে পৌঁছন সম্ভব নয়, তবু গভীর এই অববাহিকার তলাটা এত আলোকিত হল কেমন করে, তা ওঁরা বুঝতে পারলেন না।

পাহাড়ের উপরে সেদিন ওঁরা তাঁবু খাটালেন, পাশ দিয়ে উদ্দাম গতিতে একটি স্বচ্ছ ঝরনা বয়ে চলেছে, ঝরনাটা থাকায়, চা আর স্যুপের জন্য তুষার গলাবার হাঙ্গামা থেকে ওঁরা রেহাই পেলেন।

সূর্য্যের অদ্ভুত অবস্থান

নৈশ-ভোজনের পর বরোভই তাঁর জল ফোটাবার ট্যাঙ্কটা বসালেন। মুহূর্তের জন্যও তাঁর লেশমাত্র সন্দেহ হয়নি যে, পারদ অন্ততঃ ২২৬ ডিগ্রীতে উঠবে, কেননা সারাদিন ওঁরা খাড়াই ঢালে নিচে নেমেছেন। এত নিচেয় ওঁরা এর আগে আর পৌঁছননি, মনে হয় সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ওঁরা অন্ততঃ ৩০,০০০ ফুট নিচে নেমে এসেছেন—এমনকি সবাইকে চমকে দেবার জন্য ২২৬ থেকে ২৭২ ডিগ্রী পর্যন্ত স্ফুটনাঙ্ক অনুযায়ী গভীরতাও কষে ফেলেছিলেন। কিন্তু, চমকে যেতে হল নিজেকেই—পারদ ২৪৮ ডিগ্রীতে থেমে গেল!

তিনি রীতিমত গুরুগম্ভীরভাবে ঘোষণা করলেন, "আমার সংগ্রহে এই হচ্ছে আর একটি জহরত! আজ সারাদিন আমরা নিচের দিকে চলেছি, তাতে কারও কি কোনো সন্দেহ আছে?"

"না কোনো সন্দেহ নেই।"

"জলও ত উপর দিকে বয় না।"

"তা, বেশ। কিন্তু এখানে এই হিপসোমিটার বলছে যে, আমরা উপরের দিকে চলেছি এবং আজ ৫০০০ ফুটের বেশি উপরে উঠেছি। কারও কোনো মন্তব্য আছে?"

সবাই যন্ত্রটার মাপ যাচাই করে দেখে বুঝে যখন নিশ্চিত হলেন যে, উনি রসিকতা করছেন না, তখন বরোভই বললেন,

"দেখা যাচ্ছে, এইভাবে নিচের দিকে চলতে থাকলে আমরা শিগ্‌গিরই এই বিস্ময়কর গহ্বর থেকে বেরিয়ে পড়ব; এমন কি উত্তর মেরুতেও গিয়ে পড়তে পারি।"

গ্রমেকো রহস্যমাখা সুরে বললেন, "আমার কিন্তু মনে হয়, একটা কিছু ঘনিয়ে আসছে। বাতাস তনুভূত হয়ে উঠছে, চাপ কমেই চলেছে, এ ঝঞ্ঝা ঘূর্ণবাত, তাইফুন, জলস্তম্ভ, কিংবা অমনি একটা কিছুর পূর্বাভাস। অতএব, আমি বলি, এই আসন্ন তাণ্ডব আসা অবধি স্লিপিং-ব্যাগের মধ্যে ঢুকে অপেক্ষা করাই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ!"

ডাক্তারের কথা শুনে বরোভইও হাসলেন, কিন্তু ওঁর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করলেন সবাই। তবে, আবহবিদ্‌টি ঢুকবার আগে একবার নিশ্চিত হয়ে নিলেন যে, বরফে তাঁবুটা বেশ মজবুত করে আটকান আছে কিনা। আবহাওয়ায় একটা কিছু বিপর্যয়ের আশঙ্কায় তিনি সত্যিই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন; কোনো ঝঞ্ঝা ওঠার যেকোনো লক্ষণের জন্য কান পেতে জেগে জেগে রাতটা তাঁর কাটল অস্থিরভাবে। কিন্তু সবই নিস্তব্ধ। হাওয়া আগের মতোই সমানে বয়ে চলছিল; সঙ্গীরা শান্তিতে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছিলেন; কুকুরগুলি ঘুমের মধ্যে গজরাচ্ছিল। তারপর তিনি আতঙ্কের চিন্তাগুলি হটিয়ে বালিশে মাথা দিলেন এবং ঘুমিয়ে পড়লেন।

পরদিন সকালে তিনিই সবার আগে উঠে রাত্রে বসানো যন্ত্রগুলি দেখতে গেলেন। অন্যান্যরা তখনও স্লিপিং-ব্যাগে।

পর মুহূর্তেই তিনি টলতে টলতে তাঁবুর মধ্যে ফিরে গেলেন; চেহারা একেবারে মড়ার মতো সাদা। উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে তিনি তোতলাতে তোতলাতে বললেন,

"একলা থাকলে নিঃসন্দেহে ভাবতাম যে আমি পাগলের প্রলাপ বকছি।"

"আরে কি হল আবার?"

"ব্যাপার কী?"

কারও কারও প্রশ্নে অবিশ্বাসের সুর, কেউ কেউ আবার উদ্বিগ্ন।

বরোভই চেঁচিয়ে বললেন, "মেঘ কিংবা ওই কুয়াশা প্রায় কেটে গেছে, আর সূর্য্য—হ্যাঁ, খেয়াল রাখবেন, মেরু-সূর্য্য কিন্তু—আকাশে উঠেছে!"

হুড়মুড় করে সবাই বাইরে গেলেন, তুষারাচ্ছন্ন সমভূমিটা একটা হাল্কা ঝাপসায় ঢাকা আর তার মধ্যে দিয়ে জ্বলজ্বল করছে লাল সূর্য্যমণ্ডল। জুন মাসের গোড়ায় সকাল পাঁচটার সময় ৮০° উত্তর অক্ষাংশে মেরু-সূর্য্য দিগন্তে থাকা উচিত, কিন্তু এ তা নয়—এ সূর্য্য সোজা মাথার উপরে।

সবাই তাঁবুর বাইরে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আকাশে নিজস্ব স্থান থেকে বিচ্যুত সেই অদ্ভুত সূর্য্য দেখতে লাগলেন।

মাকৃশেইয়েভ বললেন, "অদ্ভুত দেশ বটে এই নান্‌সেনল্যাণ্ড।"

পাপচ্‌কিন বললেন, "চাঁদ নয়ত? হয়ত বা এটা পূর্ণিমার চাঁদ?"

বরোভই তাঁর পকেট-বুকখানার পাতা উল্টাতে থাকলেন।

"হ্যাঁ, এখন পূর্ণিমার চাঁদ উঠবারই কথা বটে, কিন্তু এই লাল চাকৃতিটাকে আমার কিন্তু চাঁদ বলে মনে হচ্ছে না। এটা ঢের বেশি উজ্জ্বল এবং এর থেকে তাপও আসছে।

"নান্‌সেনল্যাণ্ডে হয়ত..." এই বলে মাকৃশেইয়েভ কি যেন বলতে গেলে তাঁকে বাধা দিয়ে কাশ্‌তানভ বললেন,

"গ্রীষ্মকালে মেরু-অঞ্চলে চাঁদ কখনও মাথার উপরে আসে না। চাঁদ হয় সম্পূর্ণ অদৃশ্য থাকে, নইলে দিগন্তে অনেক নিচেয় দেখা দেয়।"

"সূর্য্যও নয়, চাঁদও নয়, তাহলে ওটা কি?"

এই শেষের প্রশ্নে কারও কোনো জবাব ছিল না। প্রাতরাশ খাবার সময় সারাক্ষণ ধরে নানা নতুন অনুমান করা হল এবং সেগুলি সমানে বরখাস্ত করাও চলতে থাকল। তারপর আবার যাত্রা শুরু হল। একটা বড় নদীর পাড় বরাবর ওঁরা নেবে চললেন, সূর্য্য তখনও সোজা মাথার উপরে, কখনও সে-সূর্য্যের স্থান পরিবর্তন ঘটল না। কুকুরগুলি স্লেজ-গাড়ি টানছিল ভালোই। কখনও একটা লাগাম ঠিক করে দেবার জন্য, কখনও বা একটা ঝরনা পার হবার জন্য ওঁরা মাঝে মাঝে স্লেজ থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে নেমে পড়ছিলেন।

লাঞ্চ খাবার জন্য থামলে ওঁরা শুধু ঘড়ি দেখেই বুঝলেন যে, দুপুর হয়েছে। সূর্য্য কিন্তু তখনও মাথার উপরে, অবস্থান-পরিবর্তনের কোনো লক্ষণ নেই।

বরোভই অস্বস্তির সুরে বললেন, "৮০° উত্তর অক্ষাংশেও ত সূর্য্যের স্থির হয়ে না থেকে আকাশের পারাপারি চলা উচিত ছিল! পৃথিবীর আবর্ত্তন ত থেমে যায়নি! কি বলেন?"

ওঁরা যখন একটু বিশ্রাম করবার জন্য আবার থামলেন তখনও সূর্য্য সেই ৯০ ডিগ্রীতে দাঁড়িয়ে।

সূর্য্যের অবস্থান টুকে রাখতে রাখতে বরোভই বললেন, "আমরা ত দেখছি ২১এ জুন ক্রান্তিবৃত্তে, কিংবা বিষুবকালে নিরক্ষরেখার উপর এসে

পড়লাম যেন! এখন অক্ষাংশটা কি লিখি? কোথায় আছি, কি যে ঘটছে আমাদের চারপাশে, তার মাথামুণ্ডু কিছুই আমি কিন্তু বুঝতে পারছি না। আমার চিন্তা সব তালগোল পাকিয়ে গেছে—মনে হচ্ছে, এ সবটাই যেন একটা দুঃস্বপ্ন!"

আসলে, অবস্থা সবারই ঐ একই। এই নতুন আবিষ্কারটি আগের আবিষ্কারের মতো, যেমন, যন্ত্রপাতিগুলিতে পরস্পরবিরোধী মাপ, অবিরাম দক্ষিণ হাওয়া, জমাট বোঁচা বোঁচা মেঘপুঞ্জ, অপ্রত্যাশিত বরফগলা, লালচে আলো এবং পৃথিবীতে যা জানা আছে তার চেয়েও গভীর এই অবনমন; সে-সবগুলির চাইতেও হতবুদ্ধিকর—কেউই এর কোনো ব্যাখ্যা বের করতে পারলেন না।

লাঞ্চ খাবার সময় সবাই জল্পনাকল্পনা করতে লাগলেন যে নর্থ স্টার জাহাজে রওনা হয়ে নান্‌সেনল্যাণ্ডে অবতরণ করে বাদবাকি দুনিয়ার সঙ্গে সংযোগ নষ্ট হয়ে যাবার পর, কি জানি পৃথিবীতে কোনো বিপর্যয় ঘটে গেল নাকি।

সন্ধ্যা নাগাদ ওঁরা চলছিলেন বরফের ঢিবির উপর দিয়ে। সূর্য্য সেই মাথার উপরেই—সেখান থেকে যেন কৌতুক করছিল।

রাত্রিতে থামবার সময় হয়ে এসেছে, কিন্তু বরফের শৈলশিরায় তাঁবু খাটাবার জন্য সুবিধামত কোনো জায়গা পাওয়া যাচ্ছিল না। জায়গা অবশ্যি অনেক ছিল, কিন্তু জল বইছে অনেক নিচু দিয়ে। মসৃণ বরফের ঢালু দিয়ে নেমে গিয়ে তা আনা অসম্ভব। সুতরাং এর চেয়েও ভালো একটা জায়গা যদি পাওয়া যায়, সেই আশায় ওঁরা চললেন এগিয়ে। কুয়াশার মধ্যে দিয়ে সামনে কালো সমভূমির মতো একটা যেন কি দেখা যাচ্ছিল, তাই সকলে একটু উৎসাহ পেলেন।

রাত সাতটা নাগাদ বরফের ঢিবিগুলি সমতল হয়ে আসতে থাকল। অন্ধকারাচ্ছন্ন সেই সমভূমিটাকে ঘিরে রয়েছে বরফের দীর্ঘশুভ্র ফালি, মনে হয় ফুলের নক্সা কাটা হয়েছে। অগভীর জলাভূমির পাড়ের মাঝখান দিয়ে ছুটে চলেছে জলের ধারা। স্লেজগুলি বরফের উপর দিয়ে সড়সড়িয়ে নেমে এসে কাদায় আটকে গেল।

কুকুরগুলির দম বেরিয়ে গেছে, তারা এক পাও আর নড়তে চাইছিল না। এই আজব দেশে তুষারশূন্য সমভূমির দেখা পাওয়া যাবে—সেই নতুন বিস্ময়ে অপেক্ষায় অধীর হয়ে সবাই শেষের এক মাইল পথ অতিক্রম করলেন।

এতদিনের বরফ আর তুষারের পর, বহু-প্রতীক্ষিত এই ভূভাগ স্পর্শ করে পরীক্ষা করবার জন্য ওঁরা সবাই ঝুঁকে পড়লেন। জলাভূমির মাটির রং কালচে-বাদামী, আঁঠাল। জমি কিন্তু একেবারে রিক্ত নয়, ফাঁকা ফাঁকা

হয়ে ছড়িয়ে আছে খাটো খাটো খাড়া পাঁশুটে ঘাস, আর ছোট ছোট ঝোপঝাড়, আঁকাবাঁকা টানাটানা পত্রবিহীন সেগুলির ডালপালা।

ভিজে পচপচে নরম মাটিতে পা ডুবে যায়, আর বুটের তলা দিয়ে হলদে জল ফিন্‌কি দিয়ে ওঠে।

কাশ্‌তানভ বিড়বিড় করে বললেন, "এবার কি মনে হচ্ছে বলুন ত? ৮১° উত্তর অক্ষাংশে এসে তুষার মিলিয়ে গেল; বসন্তের শুরুতে যেমন ঠিক তেমনি উষ্ণতা, আর স্ূর্য্য রয়েছে সোজা মাথার উপর।"

পাপচ্‌কিন করুণ স্বরে বললেন, "আমরা কি এই জলাভূমিতেই তাঁবু ফেলব?"

মাকৃশেইয়েভ বুঝিয়ে দিলেন, "জলাভূমি নয়, এটা মেরুদেশের তুন্দ্রা।"

বরোভই বললেন, "তাই বল্লে ত শুকনো হয়ে যাবে না। কুকুরগুলি নড়তে নারাজ, তা ছাড়া এই কাদার মধ্যে রাত কাটাবার ব্যাপারটা আমার কাছে মোটেই ভালো মনে হচ্ছে না। এর চেয়ে বরং বরফের উপর ফিরে যাওয়াই ভালো।"

সবাই এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন যদি কোথাও একটু শুকনো জায়গা পাওয়া যায়।

বরফের প্রান্ত থেকে প্রায় এক মাইল দূরে একটা বোঁচা পাহাড়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে গ্রমেকো বলে উঠলেন, "ঐ দেখুন—ঐ, ওখানে!"

"ওখানে যাব কি করে?"

"কুকুরগুলিকে সাহায্য করলে যেতে পারা যাবে।"

"স্কি পরে নেওয়া যাক্, তাহলে পা আর অত বসে যাবে না।"

সত্যিই দেখা গেল, কাদা ভেঙে যাবার চেয়ে, কাদার উপর দিয়ে স্কি করে যাওয়াই সহজ। স্লেজগুলি একটু হাল্কা হওয়াতে কুকুরগুলি সেগুলিকে আস্তে আস্তে টানতে লাগল এবং ওঁরা সবাই পিছন থেকে স্কির ডাণ্ডা দিয়ে স্লেজ ঠেলে ঠেলে কুকুরগুলিকে সাহায্য করতে লাগলেন। পাহাড়ের কাছে পৌঁছতে প্রায় আধ ঘণ্টা লাগল। পাহাড়টা সমভূমি থেকে প্রায় পঁচিশ ফুট উঁচু, এবং রাত্রি কাটাবার জন্য উপযোগী শুকনো জায়গা। গত বছরের শুকনো পাঁশুটে ঘাসের মধ্যে থেকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে উজ্জ্বল সবুজ ঘাস আর ছোট ছোট ঝোপগুলিতে ফুলের কুঁড়ি ধরেছে।

পাহাড়টার মাথায় তাঁবু খাটিয়ে ওঁরা ঢালুর নিচে স্লেজগুলির সঙ্গে কুকুরগুলি বেঁধে রাখলেন। পিছনের তুষারক্ষেত্রটি তখন দিগন্তের পারাপারি প্রসারিত, দেখতে কেটকেটে সাদা একটা চূড়ার মতো, আর সামনে বাদামী কালো সমভূমিতে ফিকে সবুজ রং ধরেছে।

পাহাড় থেকে পঞ্চাশ ফুট দূরে স্যাঁতসেঁতে পাড়ের মধ্যে দিয়ে

একটা প্রশস্ত শান্ত ধারা বয়ে চলেছে। লালচে সূর্য্য কুয়াশার মধ্যে দিয়ে মাঝে মাঝে উঁকি দিচ্ছিল—সময় তখন রাত্রি ৮টা ৩০, তবু সূর্য্য সেই সোজা মাথার উপরেই। সেদিন অভিযাত্রীরা তিরিশ মাইল পথ অতিক্রম করেছিলেন।

বরোভই জল গরম করছিলেন ; আর সবাই তখন জল্পনাকল্পনা করছিলেন যে, সুদীর্ঘ এই সুস্পষ্ট উতরাইয়ের পর স্ফুটনাঙ্ক কত হতে পারে।

কেউ কেউ বল্লেন ২৫৭° হবে, কেউ বললেন—২৩৯°। মাকৃশেইয়েভ ত পাপ্‌চকিনের সঙ্গে বাজিই ধরে ফেললেন।

পারদের ওঠা বন্ধ হল দেখে বরোভই বললেন, "আপনারা সবাই ভুল বলছেন—উষ্ণতা এখন মাত্র ২৩০° ।

মাকৃশেইয়েভ বললেন, "আমিই সবচেয়ে কাছাকাছি গিয়েছিলাম আমি বলেছিলাম ২৩৯°।

বিষাদের সুরে বরোভই বললেন, "আমার নিজের কিন্তু মনে হচ্ছে যে, এইসব বাজে যন্ত্রপাতির হাত থেকে রেহাই পেলে আমরা অনেক ভালো থাকব।"

কাশ্‌তানভ তাঁকে একটু সান্ত্বনা দেবার আশায় বললেন, "আবহাওয়ার এইসব ডিগবাজি দেখছি আপনার প্রাণে বড় বেশি লেগেছে—যেন আপনি নিজেই তার জন্য দায়ী।"

"ব্যাপারটা তা নয়। যন্ত্র যদি অকেজো হয়ে দাঁড়ায়, সেটাকে টেনে নিয়ে বেড়িয়ে কোনো লাভ নেই।"

"কোনো অজানা কারণে এখন অকেজো হয়ে গিয়ে থাকতে পারে, কিন্তু পরে আবার কাজে লাগবার যথেষ্ট সম্ভাবনাই রয়েছে।"

সেদিন রাত্রে দেরিতে নৈশভোজ সেরে ওঁরা পরবর্তী পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করলেন। এই তুষারহীন তুন্দ্রা উত্তরে আরও চলতে থাকলে, প্রায় সমস্ত রসদই কোনোও কাজে লাগবে না—এমনকি এক বোঝা হয়ে উঠবে। স্কি স্লেজ, কুকুরগুলি আর শুকানো মাছের রসদ, মোটা কাপড়ের অতিরিক্ত যোগান, প্রায় কোহলের সমস্তটা, এমনকি কুটিরখানাও চলার গতি দেবে কমিয়ে। যেরকম গরম পড়েছে, তাতে হাল্কা তাঁবুই যথেষ্ট এবং তুন্দ্রাতে জ্বালানি কুড়িয়ে নেওয়া যাবে।

পরদিনটা পাহাড়েই কাটান হবে এবং ছুটো স্কাউট-দল ভিন্ন ভিন্ন দিকে পাঠান হবে বলে ঠিক হল। সামনের পথটা জরিপ করে, এগোবার সবচেয়ে ভালো পদ্ধতিটা ঠিক হয়ে গেলে, সমস্ত অপ্রয়োজনীয় রসদ পাহাড়ে রেখে যাওয়া হবে এবং পরে বরফের মধ্যে দিয়ে ফিরবার পথে সেগুলি আবার নিয়ে নেওয়া যাবে, বলে স্থির করা হল।

চলন্ত পাহাড়

পরদিন ইগল্‌কিন কুকুরগুলির উপর নজর রাখবার জন্য পাহাড়ে রইলেন, আর যন্ত্রপাতির মাপজোখ দেখবার জন্য রইলেন বরোভই। বাকি চার জন দু'দলে ভাগ হয়ে গেলেন—কাশ্‌তানভ আর পাপচ্‌কিন গেলেন দক্ষিণ-পূবে, মাক্‌শেইয়েভ আর গ্রমেকো দক্ষিণ-পশ্চিমে। সবাই বেরুলেন স্কি করে—মাটি যথেষ্ট শুকিয়ে উঠলে সেগুলি খুলে নেওয়া যেতে পারে।

প্রত্যেকেরই সঙ্গে একটা রাইফেল, কারণ তুন্দ্রার শিকার মিলবার সম্ভাবনা খুবই। মানুষদের মতো কুকুরগুলিরও টাটকা মাংসের প্রয়োজন তীব্র হয়ে উঠেছে; কুকুরগুলি সারারাত্রি ধরে ছটফট করেছে, তা থেকে যেন এলাকাটায় জীবজন্তু থাকবার আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

বেরুবার অল্পক্ষণ পরেই কাশ্‌তানভ আর পাপচ্‌কিন একটা চওড়া জলধারা পার হলেন। আরও এগিয়ে যাওয়ার পর মাটি যা শুকিয়ে এল তাতে ওঁরা স্কি খুলে ফেললেন। চারটে স্কি খাড়া করে দাঁড় করিয়ে মাথাগুলি বেঁধে ফেললে, একটা শঙ্কু তৈরি হয়ে গেল; ফিরবার পথে সেটা সহজেই নজরে পড়বে।

নতুন গজান ঘাস আর ফুলে-ভরা লতান ঝোপে শুকনো মাটি ঢেকে ছিল। সূর্য্যকে আড়াল করে দিয়ে সমভূমিটার উপর দিয়ে হাল্কা কুয়াশা ভেসে ভেসে চলেছে। কিন্তু সূর্য্য যখনই মেঘ ফেটে বেরুচ্ছিল তখন গরম লাগছিল।

তাঁবু থেকে প্রায় ছ'মাইল দূরে গিয়ে ওঁরা হঠাৎ দেখলেন সামনে কুয়াশার মধ্যে দিয়ে আবছা দেখা যাচ্ছে কালো কালো কয়েকটা খাড়াই পাহাড়।

পাপচ্‌কিন বললেন, "কুয়াশাটা কেটে গেলেই ঐ পাহাড়গুলির একটার উপর থেকে এই চেটাল সমভূমিটা বেশ ভালো করে দেখে নেওয়া যাবে।"

কাশ্‌তানভ বললেন, "আমার মনে হচ্ছে, ওখানে যেসব ক্ষারকীয় শিলা পাওয়া যাবে, সেগুলি হবে আরও আগ্রহজনক। এ অভিযানের ভূতাত্ত্বিক দিকটা এখনও পর্যন্ত নিতান্ত খারাপ অবস্থায় রয়ে গেছে।"

"আর, প্রাণিবিদ্যার দিকটা?"

"তুন্দ্রা এবার আমাদের কিছু দেবে নিশ্চয়ই। পাহাড়গুলির রঙ আর আকৃতি দেখে ওগুলিকে আমার বেজাল্টের গম্বুজ কিংবা অন্য কোনো আগ্নেয় শিলা বলেই মনে হচ্ছে।"

বেশ তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে ওঁরা পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চললেন,

আর পাহাড়গুলি কুয়াশার মধ্যে এক-একবার মিলিয়ে গিয়ে আবার দেখা দিতে লাগল।

প্রায় পনের মিনিট ধরে ওঁরা একনাগাড়ে ছুটছিলেন, কিন্তু পাহাড়-গুলি যেমন দূরে ছিল ঠিক তেমনিই রয়ে গেল।

পাপচ্‌কিন একবার দম নেবার জন্য থেমে বললেন, "এই কুয়াশায় দূরত্ব বোঝা অসম্ভব। আমি ত নিশ্চিত ছিলাম যে, আমরা পাহাড়গুলির কাছাকাছিই রয়েছি, কিন্তু সেই ত ছুটছি আর ছুটছি, তবু, যখন শুরু করেছিলাম তার চেয়ে কাছে এগিয়েছি বলে ত মনে হচ্ছে না। আমি ত আর পারছি না।"

কাশ্‌তানভ রাজী হয়ে বললেন, "তাহলে একটু থামা যাক, পাহাড়-গুলি ত আর আমাদের ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে না।"

রাইফেলে ভর দিয়ে ওঁরা দাঁড়ালেন। পাপচ্‌কিন সোজা পাহাড়গুলির দিকে তাকিয়ে ছিলেন, তিনি হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন,

"আমার চোখে হয়ত কিছু হয়েছে, কিন্তু আমি হলফ করে বলতে পারি যে পাহাড়গুলি এখুনি নড়ে উঠল!"

কাশ্‌তানভ পাইপ জ্বালিয়ে ধীরস্থিরভাবে বললেন, "কুয়াশা নড়ছে; সেটাই আপনার দৃষ্টি বিভ্রম ঘটাচ্ছে।"

"না! এখন আমি একেবারে নিশ্চিত যে, ওগুলি নড়ে বেড়াচ্ছে! দেখুন, দেখুন—শিগ্‌গির! দেখুন!"

ওঁদের কাছ থেকে কিছু দূরেই চারটে কালো কালো পিণ্ড তুন্দ্রার মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে চলছিল।

পাপচ্‌কিন ব্যঙ্গ করে বললেন, "আমি ত বরাবর জানতাম, বেজাণ্টের এবং অন্যান্য আগ্নেয় পাহাড় স্থির হয়ে থাকে, কিন্তু এখন আবার ভেবে দেখছি এই পাগলা দেশের পাহাড়গুলিও বুঝি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায়! সত্যিই, আহা! এমন সময় বরোভই এখানে নেই!"

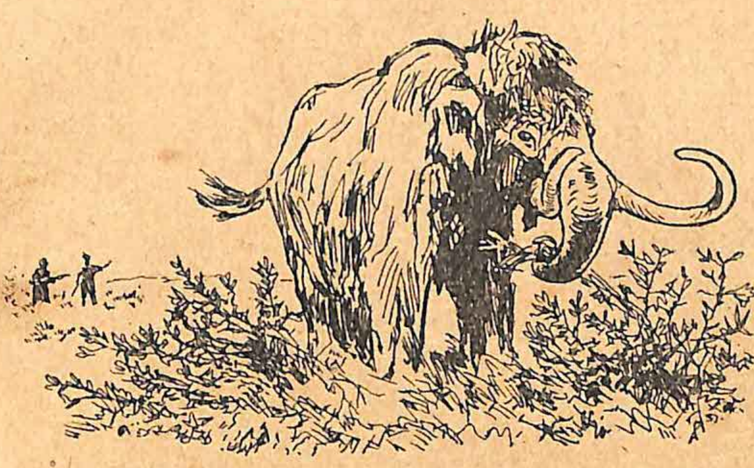
কাশ্‌তানভ ইতিমধ্যে দূরবীনটা বের করে চলমান ঢিবিগুলির উপর নজর ফেললেন।

উত্তেজনায় কম্পিত স্বরে তিনি বললেন, "জানেন সেমিয়ন, ঢিবিগুলি কিন্তু আমার চেয়ে বেশি আপনার লাইনের জিনিস—কারণ, ওগুলি হাতির মতো একটা কিছু জানোয়ার। একটা লম্বা শুঁড় আমি বেশ স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি।

ওঁরা ফের ছুটতে আরম্ভ করলেন এবং কুয়াশাটা আবার ফরসা না হওয়া পর্যন্ত থামলেন না। কালো ঢিবিগুলি এখন অনেক কাছে।

পাপচ্‌কিন বললেন, "শুয়ে পড়া যাক, নইলে আমাদের দেখে ওগুলো পালিয়ে যেতে পারে।"

6466



ওঁরা মাটিতে শুয়ে পড়লেন। পাপচ্‌কিন চোখে দূরবীন লাগিয়ে কুয়াশা সরবার জন্য অপেক্ষা করতে থাকলেন। শেষপর্যন্ত প্রায় একশ গজ দূরে হাতির মতো জানোয়ারগুলিকে তিনি স্পষ্ট দেখতে পেলেন। লতান ঝাড় থেকে ছোট ছোট ডাল উপড়ে শুঁড়ের সাবলীল বাঁকান গতিতে সেগুলি মুখে তুলে নিচ্ছিল। জানোয়ারগুলির মধ্যে একটা অন্য তিনটির চেয়ে ছোট।

পাপচ্‌কিন বললেন, "বাঁকান বাঁকান প্রকাণ্ড দাঁত রয়েছে। সারা গায়ে লালচে-বাদামী লোম; ছোট ছোট লেজ আছে, তা বেশ খেলিয়ে খেলিয়ে ঘোরাচ্ছে। ম্যামথ বহুকাল আগেই পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, তা না জানা থাকলে আমি বলতাম, ওগুলি হাতি নয়—ম্যামথ।"

"কে জানে, এই আশ্চর্য দেশে ম্যামথও হয়ত টিকে রয়েছে!"

কাশ্‌তানভ ইতিমধ্যে তাঁর দূরপাল্লার রাইফেলটিতে দমদম বুলেট পুরে সবচেয়ে কাছের জন্তুটার দিকে তাক্‌ করলেন। গুলি ছুঁড়বার সঙ্গে সঙ্গে কানে-তালা লাগান একটা গর্জন উঠল। জন্তুটা শুঁড় উল্টে সামনের পা দুমড়ে পড়ে গেল; তারপর লাফিয়ে উঠে কয়েক ফুট ছুটে গিয়ে স্তূপাকার হয়ে পড়ে গেল।

অন্য জন্তুগুলি চমকে সরে গেল; তারপর শুঁড় উঁচিয়ে ষাঁড়ের মতো একটানা গর্জন করতে করতে তুন্দ্রার উপর দিয়ে থপথপ করে জোরকদমে ছুটে কুয়াশার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দু'জনেই কৌতূহলে উত্তেজিত হয়ে শিকারের দিকে ছুটে গেলেন। দাঁতাল প্রকাণ্ড মাথাটা পিছনে বেঁকিয়ে পাগুলি একেবারে ছড়িয়ে দিয়ে জানোয়ারটা ডান পাশে পড়ে। তার বাঁ কাঁধের পাখনার নিচেয় একটা

প্রকাণ্ড ক্ষত হাঁ করে রয়েছে। সেই ক্ষত থেকে গলগল করে রক্তের নদী বয়ে যাচ্ছে; গোল পেটটা তড়কায় ওঠানামা করছিল আর শুঁড়টা কাঁপছিল।

কাশ্‌তানভ হুঁশিয়ারি জানালেন, "সাবধান! শেষ যন্ত্রণায় ওটা এখনও শুঁড় বা পা জোরের সঙ্গে দাপালে, আমাদের দু'জনকেই পিষে ফেলবে।"

জানোয়ারটা থেকে প্রায় দশ ফুট দূরে দাঁড়িয়ে ওঁরা উত্তেজনা আর কৌতূহলভরে সেটাকে পরীক্ষা করতে লাগলেন।

কাশ্‌তানভ বললেন, "আমার মনে হয়, এটা ম্যামথই। দেখুন, এটা প্রায় কুড়ি ফুট লম্বা, দাঁতগুলো ভিতরের দিকে পাক দিয়ে বাঁকান, লম্বা লম্বা লালচে লোম রয়েছে—ম্যামথ যেমন ছিল বলে আমরা কল্পনা করি, হুবহু তাই। তাছাড়া মেরুদেশে হাতি কখনও ছিল না, কিন্তু সাইবেরিয়ার তুন্দ্রায় ম্যামথ ছিল।"

পাপচ্‌কিন রুদ্ধশ্বাস হয়ে বললেন, "সবই নিজের চোখে না দেখলে, আমি এ কখনও বিশ্বাস করতাম না! কী বিরাট আবিষ্কার।"

"এই গভীর অববাহিকাটা, এবং ৮১° উত্তর অক্ষাংশে তুন্দ্রায় ফুল ফোটা, এসবের চেয়ে বড় কিছু আবিষ্কার কিন্তু এটা নয়। বাদবাকি জগৎ থেকে তুষার-প্রাচীর দিয়ে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে, এখানে—এই মৃদু-মেরুদেশীয় আবহাওয়ায় ম্যামথ আজও টিকে রয়েছে। এ জানোয়ারগুলি জীবন্ত জীবাশ্ম।"

"কিংবা, নান্‌সেনল্যাণ্ডে জীবনযাত্রার নতুন অবস্থায় অভিযোজিত 'জীবাশ্মীভূত' জন্তু এরা। আমার ত মনে হয় যে, এ দেশটা বরাবরই বাদ-বাকি পৃথিবী থেকে তুষার আর বরফ দিয়ে বিচ্ছিন্ন ছিল না। এখানকার প্রাণিকূল এবং উদ্ভিদকূল আমেরিকা আর এশিয়ার উত্তরাঞ্চলেরই মতো ছিল। তারপর হয়ত সেই তুষার-যুগ থেকেই ম্যামথরা শেষ আশ্রয় নিয়েছে এখানে।"

"আর আমরা এসে তা আবিষ্কার করলাম! কিন্তু এই দত্যিটাকে নিয়ে এখন কী করা যায়? এটাকে তাঁবুতে নিতে হলে ত একখানা গোটা মালগাড়ির দরকার হবে।"

পাপচ্‌কিন বললেন, "ম্যামথ যদি তাঁবুতে যেতে না পারে, তাঁবু নিশ্চয়ই ম্যামথের কাছে আসতে পারে!"

"খাসা মতলব। কিন্তু, এ তুন্দ্রায় যখন ম্যামথ রয়েছে, তখন ভাল্লুক, নেকড়ে, মরু-খেঁকশিয়াল এবং অন্যান্য শিকারী জন্তুও থাকা সম্ভব, সে-কথা কি মনে আসেনি? আমাদের ফিরে আসতে আসতে সে-সব জন্তু এই পুরস্কারটিকে খতম করে ফেলতে পারে!"

"ঠিক বলেছেন! তাহলে এখন ম্যামথটার মাপজোখ করে ফোটো

তুলে নেওয়া যাক। তারপর একটা দাঁত, একটু চামড়া, মস্তিষ্ক আর মাংসের টুকরো কোহলের ভিতরে রেখে নর্থ স্টারে নিয়ে যাওয়া যাবে।"

"আমার মনে হয়, আর সবাইকে দেখাবার জন্য শুঁড়টাও নেওয়া দরকার। আমি ত ওঁদের মুখের চেহারা দেখতেই পাচ্ছি! তারপর—ওটা খাওয়া যাবে! সে যা রান্না হবে, তা কোনো প্রাণিশাস্ত্রবিদ কখনও স্বপ্নেও ভাবেননি। লোকে বলে, হাতির শুঁড় খেতে সুস্বাদু! হ্যাঁ, কিন্তু, আমাদের শুঁড়ের আগাটা রাখতে হবে—কেননা, ম্যামথের দেহাবশেষ আবিষ্কার করবার সময় কেউ এখনও শুঁড়ের আগা পায়নি, ও জিনিসটা দেখতে কেমন তা কেউ জানে না।"*

জন্তুটার স্পন্দন থামলে, শিকারীরা সেটার কাছে গিয়ে সযত্নে মাপ-জোখ করে, পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন।

পাপচ্‌কিন মাপ নিতে থাকলেন এবং কাশ্‌তানভ সেগুলি টুকে নিতে লাগলেন। তারপর কাশ্‌তানভ সব রকম কোণ থেকে লাশটার ফোটো তুলবার সময় পাপচ্‌কিন অনর্গল কথা বলতে বলতে, গর্বভরে সেটার পাশে কিংবা উপরে উঠে দাঁড়াতে লাগলেন আয়তনটা বোঝাবার জন্য।

"এ সত্যিই এক অসাধারণ ব্যাপার : অভিযানের বিবরণীতে পাপচ্‌কিন নামে একজন বিজ্ঞানীর ছবি থাকবে ম্যামথের লাশের উপর দাঁড়ান অবস্থায়, এবং সে-লাশটা জীবাশ্ম নয়—তখনও টাটকা গরম!"

জন্তুটার লেজ, শুঁড় এবং লম্বা লোমের একটা গুচ্ছ ওঁরা কেটে নিলেন। তারপর কাঁধের উপর রাইফেল ঝুলিয়ে দ্রব্যসামগ্রী সব গুছিয়ে নিয়ে তাঁবুতে ফিরবার জন্য প্রস্তুত, এমন সময় পাপচ্‌কিন হকচকিয়ে চারিদিকে তাকিয়ে বললেন,

"এখন আমরা কোন পথ দিয়ে যাব? চারিদিকেই ত সমতল তুন্দ্রা, কুয়াশা পাক খেতে খেতে আসছে, বেশি দূর দেখাও যাচ্ছে না। আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছি! কোন দিকে যাব, কিছু বুঝতে পারছি না।"

কাশ্‌তানভ একটু ঘাবড়ে গিয়ে পরে মৃদু হেসে বললেন,

"পকেটে একটা কম্পাস থাকলে এবং কোন দিক থেকে আসা হয়েছে সেটা জানা থাকলে কেউ কুয়াশার মধ্যেও কখন হারিয়ে যায় না। তাঁবু থেকে বেরুবার সময় আমরা দক্ষিণ-পুবে এসেছিলাম, সুতরাং ফিরবার সময় এখন উত্তর-পশ্চিমে যেতে হবে।"

"কিন্তু, ম্যামথগুলিকে দেখে যখন আমরা তাদের তাড়া করতে শুরু করেছিলাম তখন ত কম্পাস দেখে চলা হয়নি!"

* চুকোৎকা অন্তরীপে ১৯৪০ সালের শেষের দিকে ম্যামথের একটা শুঁড় আবিষ্কার করা হয়েছে। সেই শুঁড়ের আগা পাঠান হয় অ্যাকাদমী অফ সায়েন্সেস—র.স.ফ.স.র.

প্রকাণ্ড ক্ষত হাঁ করে রয়েছে। সেই ক্ষত থেকে গলগল করে রক্তের নদী বয়ে যাচ্ছে; গোল পেটটা তড়কায় ওঠানামা করছিল আর শুঁড়টা কাঁপছিল।

কাশ্‌তানভ হুঁশিয়ারি জানালেন, "সাবধান! শেষ যন্ত্রণায় ওটা এখনও শুঁড় বা পা জোরের সঙ্গে দাপালে, আমাদের দু'জনকেই পিষে ফেলবে।"

জানোয়ারটা থেকে প্রায় দশ ফুট দূরে দাঁড়িয়ে ওঁরা উত্তেজনা আর কৌতূহলভরে সেটাকে পরীক্ষা করতে লাগলেন।

কাশ্‌তানভ বললেন, "আমার মনে হয়, এটা ম্যামথই। দেখুন, এটা প্রায় কুড়ি ফুট লম্বা, দাঁতগুলো ভিতরের দিকে পাক দিয়ে বাঁকান, লম্বা লম্বা লালচে লোম রয়েছে—ম্যামথ যেমন ছিল বলে আমরা কল্পনা করি, হুবহু তাই। তাছাড়া মেরুদেশে হাতি কখনও ছিল না, কিন্তু সাইবেরিয়ার তুন্দ্রায় ম্যামথ ছিল।"

পাপচ্‌কিন রুদ্ধশ্বাস হয়ে বললেন, "সবই নিজের চোখে না দেখলে, আমি এ কখনও বিশ্বাস করতাম না! কী বিরাট আবিষ্কার।"

"এই গভীর অববাহিকাটা, এবং ৮১° উত্তর অক্ষাংশে তুন্দ্রায় ফুল ফোটা, এসবের চেয়ে বড় কিছু আবিষ্কার কিন্তু এটা নয়। বাদবাকি জগৎ থেকে তুষার-প্রাচীর দিয়ে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে, এখানে—এই মৃদু-মেরুদেশীয় আবহাওয়ায় ম্যামথ আজও টিকে রয়েছে। এ জানোয়ারগুলি জীবন্ত জীবাশ্ম।"

"কিংবা, নান্‌সেনল্যাণ্ডে জীবনযাত্রার নতুন অবস্থায় অভিযোজিত 'জীবাশ্মীভূত' জন্তু এরা। আমার ত মনে হয় যে, এ দেশটা বরাবরই বাদ-বাকি পৃথিবী থেকে তুষার আর বরফ দিয়ে বিচ্ছিন্ন ছিল না। এখানকার প্রাণিকূল এবং উদ্ভিদকূল আমেরিকা আর এশিয়ার উত্তরাঞ্চলেরই মতো ছিল। তারপর হয়ত সেই তুষার-যুগ থেকেই ম্যামথরা শেষ আশ্রয় নিয়েছে এখানে।"

"আর আমরা এসে তা আবিষ্কার করলাম! কিন্তু এই দত্যিটাকে নিয়ে এখন কী করা যায়? এটাকে তাঁবুতে নিতে হলে ত একখানা গোটা মালগাড়ির দরকার হবে।"

পাপচ্‌কিন বললেন, "ম্যামথ যদি তাঁবুতে যেতে না পারে, তাঁবু নিশ্চয়ই ম্যামথের কাছে আসতে পারে!"

"খাসা মতলব। কিন্তু, এ তুন্দ্রায় যখন ম্যামথ রয়েছে, তখন ভাল্লুক, নেকড়ে, মরু-খেঁকশিয়াল এবং অন্যান্য শিকারী জন্তুও থাকা সম্ভব, সে-কথা কি মনে আসেনি? আমাদের ফিরে আসতে আসতে সে-সব জন্তু এই পুরস্কারটিকে খতম করে ফেলতে পারে!"

"ঠিক বলেছেন! তাহলে এখন ম্যামথটার মাপজোখ করে ফোটো

তুলে নেওয়া যাক। তারপর একটা দাঁত, একটু চামড়া, মস্তিষ্ক আর মাংসের টুকরো কোহলের ভিতরে রেখে নর্থ স্টারে নিয়ে যাওয়া যাবে।"

"আমার মনে হয়, আর সবাইকে দেখাবার জন্য শুঁড়টাও নেওয়া দরকার। আমি ত ওঁদের মুখের চেহারা দেখতেই পাচ্ছি! তারপর—ওটা খাওয়া যাবে! সে যা রান্না হবে, তা কোনো প্রাণিশাস্ত্রবিদ কখনও স্বপ্নেও ভাবেননি। লোকে বলে, হাতির শুঁড় খেতে সুস্বাদু! হ্যাঁ, কিন্তু, আমাদের শুঁড়ের আগাটা রাখতে হবে—কেননা, ম্যামথের দেহাবশেষ আবিষ্কার করবার সময় কেউ এখনও শুঁড়ের আগা পায়নি, ও জিনিসটা দেখতে কেমন তা কেউ জানে না।"*

জন্তুটার স্পন্দন থামলে, শিকারীরা সেটার কাছে গিয়ে সযত্নে মাপ-জোখ করে, পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন।

পাপচ্‌কিন মাপ নিতে থাকলেন এবং কাশ্‌তানভ সেগুলি টুকে নিতে লাগলেন। তারপর কাশ্‌তানভ সব রকম কোণ থেকে লাশটার ফোটো তুলবার সময় পাপচ্‌কিন অনর্গল কথা বলতে বলতে, গর্বভরে সেটার পাশে কিংবা উপরে উঠে দাঁড়াতে লাগলেন আয়তনটা বোঝাবার জন্য।

"এ সত্যিই এক অসাধারণ ব্যাপার: অভিযানের বিবরণীতে পাপচ্‌কিন নামে একজন বিজ্ঞানীর ছবি থাকবে ম্যামথের লাশের উপর দাঁড়ান অবস্থায়, এবং সে-লাশটা জীবাশ্ম নয়—তখনও টাটকা গরম!"

জন্তুটার লেজ, শুঁড় এবং লম্বা লোমের একটা গুচ্ছ ওঁরা কেটে নিলেন। তারপর কাঁধের উপর রাইফেল ঝুলিয়ে দ্রব্যসামগ্রী সব গুছিয়ে নিয়ে তাঁবুতে ফিরবার জন্য প্রস্তুত, এমন সময় পাপচ্‌কিন হকচকিয়ে চারিদিকে তাকিয়ে বললেন,

"এখন আমরা কোন পথ দিয়ে যাব? চারিদিকেই ত সমতল তুন্দ্রা, কুয়াশা পাক খেতে খেতে আসছে, বেশি দূর দেখাও যাচ্ছে না। আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছি! কোন দিকে যাব, কিছু বুঝতে পারছি না।"

কাশ্‌তানভ একটু ঘাবড়ে গিয়ে পরে মৃদু হেসে বললেন,

"পকেটে একটা কম্পাস থাকলে এবং কোন দিক থেকে আসা হয়েছে সেটা জানা থাকলে কেউ কুয়াশার মধ্যেও কখন হারিয়ে যায় না। তাঁবু থেকে বেরুবার সময় আমরা দক্ষিণ-পুবে এসেছিলাম, সুতরাং ফিরবার সময় এখন উত্তর-পশ্চিমে যেতে হবে।"

"কিন্তু, ম্যামথগুলিকে দেখে যখন আমরা তাদের তাড়া করতে শুরু করেছিলাম তখন ত কম্পাস দেখে চলা হয়নি!"

* চুকোৎকা অন্তরীপে ১৯৪০ সালের শেষের দিকে ম্যামথের একটা শুঁড় আবিষ্কার করা হয়েছে। সেই শুঁড়ের আগা পাঠান হয় অ্যাকাদমী অফ সায়েন্সেস—র.স.ফ.স.র.

"আপনি ভুল করছেন! কম্পাসটাকে তুলে রাখবার সময় অভ্যাস-বশেই আমি দিকটা লক্ষ্য করেছিলাম। কিছু ভাববেন না, আমি আপনাকে একেবারে আস্ত ফিরিয়ে নিয়ে যাব!"

প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে ওঁরা সেই সমতল ভূমির উপর দিয়ে হেঁটে চললেন। কুয়াশা মাটির উপর নিচু হয়ে ঝুলে থাকলেও মাঝে মাঝে সেগুলি ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছিল। কাশ্‌তানভ হঠাৎ দেখলেন, সামনে একটু দূরে, ডাইনের দিকে সমতল ভূমির উপর দিয়ে অদ্ভুত কি একটা উঠছে। তিনি সেদিকে সঙ্গীর দৃষ্টি ফেরালেন।

পাপচ্‌কিন প্রশ্ন করলেন, "ওটা কি বলুন ত? দেখতে যেন এস্কি-মোদের তাঁবুর কাঠামোর মতো। এখানে কি আবার মানুষও আছে নাকি?"

"ওগুলি বোধ হয় আমাদের স্কি। আপনি বোধ হয় ওগুলির কথা ভুলেই গিয়েছিলেন?"

"তাহলে ঠিক পথেই এসেছি!"

স্কিগুলির কাছে পৌঁছবার পর আর কম্পাসের দরকার হল না, কেন না, স্যাঁতসেঁতে মাটিতে ওঁদের পায়ের চিহ্ন বেশ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিল। খানিক বাদেই ওঁরা দূরে পাহাড় আর তাঁবুটা দেখতে পেলেন।

রবাহূত অতিথি

পাহাড়ের বেশ কাছাকাছি পৌঁছতে লোক আর কুকুরগুলির আকৃতি স্পষ্ট হয়ে উঠলে কাশ্‌তানভ বললেন,

"কিছু একটা ঘটেছে। কুকুরগুলি চিৎকার করছে, আর সবাই ছুটোছুটি করছেন।"

শুনবার জন্য ওঁরা একটু থামলেন। কুকুরগুলির হিংস্র ডাকের পরই শোনা গেল গুলির আওয়াজ, তারপর আর একটা, আরও একটা।

পাপচ্‌কিন বললেন, "ম্যামথ কিংবা অন্য কোনো জানোয়ার হয়ত ওঁদের আক্রমণ করেছে?"

"চলুন, দৌড়ে যাই, আমাদের সাহায্য দরকার হতে পারে!"

সেই ক্লান্ত অবস্থায় ভারি বোঝা নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওঁরা ছুটে চললেন। স্কিগুলি আর গুঁড়টা পাহাড়ের গোড়ায় রেখে ওঁরা এক-ছুটে পাহাড়ের উপরে উঠে গেলেন।

কুকুরগুলি ঘেউ ঘেউ করছিল আর দড়িতে টান মারছিল—তাঁবু খালি। তারপর উল্টো দিকের ঢালুতে বরোভই আর ইগল্‌কিনকে দেখতে

পেলেন। তাঁদের হাতে রাইফেল; প্রকাণ্ড কালো কি একটার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

ওঁরা ছুটতে ছুটতে তাঁদের কাছে গিয়ে থামলেন।

"কী ব্যাপার?"

"দেখুন একবার," বরোভইয়ের কথায় প্রবল উত্তেজনা, "এই অদ্ভুত জন্তুটা কুকুরগুলিকে আক্রমণ করেছিল কিংবা কুকুরগুলি আক্রমণ করেছিল ওটাকে। আমরা ছিলাম তাঁবুর ভিতরে, কীভাবে শুরু হল দেখিনি। যাই হোক, রাইফেল নিয়ে ছুটে বাইরে গিয়ে দেখি যে এই জন্তুটা দুটো কুকুরকে পিষে ফেলেছে! বার দুই গুলি করে আমরা শিকারটাই মাটি করলাম, কেন না জন্তুটা হঠাৎ মরে গেল।"

ইগলৃকিন মরা জন্তুটার কাছ থেকে কুকুরগুলি সরিয়ে নিয়ে গেলেন, বাকি তিন জন তখন ঝুঁকে পড়ে আরও ভালো করে সেটা পরীক্ষা করতে লাগলেন; জন্তুটার মাথাটা দেখে পাপচকিন আর কাশ্‌তানভ সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন,

"আরে, এ যে গণ্ডার!"

বরোভই অবিশ্বাসের সুরে বললেন, "এখানে এই মেরু-মহাদেশে গণ্ডার? তা, ছবিতে যা দেখেছি, ঠিক তেমনই দেখতে বটে, কিন্তু সত্যই কি আপনারা মনে করেন যে, গ্রীষ্মমণ্ডলের জন্তু এখানে, এই তুন্দ্রাতে থাকা সম্ভব? তা অসম্ভব!"

কাশ্‌তানভ তাঁর কথার মধ্যে বললেন, "তাহলে ভাবুন ত একবার, আমরা এক্ষুণই ম্যামথ শিকার করে এলাম! বুঝতে পারছেন—আজ পর্যন্ত যাকে অযুত অযুত বছর আগে এই পৃথিবীর বাসিন্দা বলে গণ্য করা হত এবং কেবল জীবাশ্ম হিসাবেই আছে বলে মনে করা হত, সেই ম্যামথ!"

"থামুন।" বরোভই চিৎকার করে উঠলেন, "এ অন্যায়। এখানে আমার মাথা খারাপ হয়ে যাবে নিশ্চয়। গত ক'দিনে যা কিছু দেখলাম সে-সবই এমন অসাধারণ, এমন অস্বাভাবিক! হয়, এ সবই স্বপ্ন, নইলে আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি!"

কাশ্‌তানভ তাঁর হাত ধরে বললেন, "অত বিচলিত হবেন না। আমরা সবাই আপনারই মতো স্তম্ভিত এবং হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছি। এ যাবত এখানে যা দেখা গেছে সবই অদ্ভুত এবং এখনও পর্যন্ত তার কিছুরই ব্যাখ্যা সম্ভব হয়নি, কিন্তু প্রকৃতিতে কখনও কিছু অস্বাভাবিক নয়। আমরা এখন রয়েছি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অনেক নিচেয়, শুকভূমি থেকে প্রশস্ত বরফের প্রাচীর দিয়ে বিচ্ছিন্ন একটি সুমেরু-মহাদেশে, সে-কথাটি ভুললে চলবে না। এখানকার ভৌতিক অবস্থা অনন্যসাধারণ। বাদবাকি দুনিয়ায় বহুকাল

আগেই ম্যামথ বিলুপ্ত হয়ে গেছে, অথচ তা আজও এখানে বেঁচে রয়েছে। তাহলে ম্যামথের সমসাময়িক গণ্ডারও এখানে টিকে থাকবে না কেন?"

"সুমেরুর তুন্দ্রায় আফ্রিকান কিংবা ভারতীয় গণ্ডার?"

"আফ্রিকান নয় এটা সাইবেরিয়ান। ম্যামথের যুগে সাইবেরিয়ার তুন্দ্রায় যে লম্বা লোমওয়ালা গণ্ডার বাস করত, এ তাই।"

"এমন জানোয়ার এখনও আছে বলেই ত জানতাম না। কিন্তু, আফ্রিকান নয় বলে মনে করছেন কিসের জন্য?"

"জন্তুটাকে দেখুন। এর গায়ে রয়েছে লম্বা লম্বা লালচে লোম, কিন্তু গণ্ডারের গায়ে পুরু চামড়ার সাহায্যে নিজেকে রক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই থাকে না। যে সব প্রজাতি এখনও রয়েছে এটা তাদের চেয়ে বেশ বড়। এর সামনের খড়্গটাও বিরাট আর দুই পাশে চাপা।"

কাশ্‌তানভ আর পাপচ্‌কিন এই আশ্চর্য খবর খুবই নির্বিকারভাবে নিচ্ছেন দেখে বরোভই নিজেও একটু শান্ত হয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনারা যে ম্যামথটা শিকার করেছেন, সেটা কোথায়?"

পাপচ্‌কিন হেসে বললেন, "আপনি কি মনে করেন যে, সেটাকে পিঠে করে বয়ে নিয়ে আসব আমরা, অ্যাঁ? এখান থেকে অনেক দূরে, তুন্দ্রার মধ্যে, সেটাকে আমরা শিকার করেছি। চারটে ছিল সেখানে এবং আমাদের ভূতত্ত্ববিদ্ সেগুলিকে বেজাল্টের খাড়া পাহাড় মনে করেছিলেন! এমন সময় সেই আগ্নেয় পাহাড়গুলিকে তুন্দ্রার মধ্যে দিয়ে বিচরণ করতে দেখে আমরা ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। তাইত, শুঁড়টা কই? শুঁড় আর লেজ আমরা শুধু নিয়ে এসেছি। আশা করি, কুকুরগুলির নজরে পড়ে যায়নি।"

"চলুন, ওগুলি নিয়ে আসা যাক।"

তারপর তিন ঘণ্টা ধরে চলল গণ্ডারটার ফোটো তোলা, মাপজোখ করা আর নানা বর্ণনা টুকে নেবার কাজ। কাজ একেবারে শেষ করে তবে মনে হল যে, একটু বিশ্রাম করা দরকার। এখনও স্কাউটরা ফিরে আসেননি মনে পড়তে, তাঁদের দীর্ঘ অনুপস্থিতির জন্য সকলেই চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

বরোভই গজগজ করে বললেন, "এই সূর্য্যটা সর্বক্ষণ মাথার উপর থেকে আমাদের সব হিসাব দিচ্ছে গুলিয়ে। সকালবেলা দুপুর, রাত্রেও সেই দুপুর! দিনের যেন কখনও শেষ নেই!"

কাশ্‌তানভ সায় দিয়ে বললেন, "সূর্য্য সব সময়ে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলে সত্যিই দিনের শেষ নেই।"

বরোভই বললেন, "গত রাত্রে কিন্তু আজকের মতো এত আলো ছিল না। আপনারা ভেবেছিলেন যে কুয়াশা আরও ঘন হয়েছে, তাই, কিন্তু

আমি প্রায় মাঝরাত্রে বাইরে এসে দেখি, কুয়াশা দিনের বেলার মতোই ঘন, অথচ অদ্ভুত এই সূর্য্যটা আগের চেয়ে ম্লান এবং বড় বড় কালো দাগে যেন সূর্য্যপৃষ্ঠ ছেয়ে গেছে।"

কাশ্‌তানভ বলে উঠলেন, "এ ত বড় আশ্চর্য ঘটনা! এমন অদ্ভুত ব্যাপারের কথা আগে বলেননি কেন?"

"এখানে যে-সব অদ্ভুত ব্যাপার ঘটছে, তা দিয়ে ত একখানা বই লিখে ফেলা যায়! তাছাড়া ব্যাপারটা আমি নিজে একটু পরখ করতে চাইছিলাম। আজ দুপুর নাগাদ আবার তাকিয়ে দেখলাম, তখন একেবারে নিশ্চিত দেখতে পেলাম, সূর্য্যে কোনো কালো দাগ নেই। তাই ভাবলাম, গত রাত্রে নিশ্চয়ই ভুল হয়েছিল।"

পাপচ্‌কিন বললেন, "আমার মনে হয়, নান্‌সেনল্যাণ্ডের কুয়াশার মধ্যে দিয়ে আমাদের চলবার সময় সূর্য্যে কোনো বিপর্যয় ঘটে গেছে। বোধ হয় সেই জন্যই সূর্য্য হঠাৎ ৮১° উত্তর অক্ষাংশের উপরে দেখা দিয়ে চব্বিশ ঘণ্টাই জ্বলজ্বল করছে।"

"এমনও হতে পারে যে পৃথিবী হয়ত ঘুরে গেছে, যার ফলে উত্তরের মেরু-অঞ্চলটা এখন সোজা সূর্য্যের বিপরীত দিকে এসে গেছে!"

বরোভই বললেন, "পৃথিবীর অক্ষ এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন তীব্র-ভাবে নত হয়ে গেল, অথচ তার কোনে লক্ষণীয় ফলাফল ঘটল না? এ আমি বুঝতে পারছি না।"

কাশ্‌তানভ জোর দিয়ে বললেন, "কুয়াশা আর বরফের জন্য অসাধারণ কিছু আমরা লক্ষ্য করিনি, এমনও ত হতে পারে? এছাড়া আর কোনো ব্যাখ্যাই ত আমি দেখতে পাচ্ছি না।"

বরোভই জিজ্ঞাসা করলেন, "কিন্তু, রুশ শৈলশিরার উপরে আমরা শেষ যা দেখে এসেছি, একে সেই একই জ্যোতিষ্ক বলে নিশ্চিত মনে করবার কারণটা কি?"

পাপচ্‌কিন বিনয় সহকারে বললেন, "তা ছাড়া আবার কি হতে পারে?"

বরোভই একটু রহস্যমাখা হাসি হেসে বললেন, "চাঁদ হয়ত আবার জ্বলতে শুরু করেছে, কিংবা নতুন কোনো স্বয়ংপ্রভ জ্যোতিষ্ক আকস্মিক-ভাবে আমাদের সৌরজগতে ঢুকে পড়ে পৃথিবীটাকে নিজের উপগ্রহ করে নিয়েছে।"

কাশ্‌তানভ চেঁচিয়ে উঠলেন, "এই সব অদ্ভুত কাল্পনিক ব্যাখ্যা নিয়ে মাথা ঘামাবার কি দরকার? পৃথিবীর অক্ষের অবস্থান অতীতে পরিবর্তিত হয়ে গেছে, এমন সব তত্ত্ব ভূতাত্ত্বিক তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। যে-সব হিমবাহ ভারত, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া আর চীনকে আচ্ছন্ন করেছিল

এবং ফ্রাঞ্জ জোসেফল্যাণ্ড, গ্রীনল্যাণ্ড আর অন্যান্য জায়গায় যে সব মন্দোষ্ণমণ্ডলীয় উদ্ভিদকূলের রেশ আছে, কয়েকটি ভূতাত্ত্বিক কল্প অনুযায়ী এগুলির ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।"

"আমি তর্ক করতে চাই না—কেননা এটা আপনার বিষয়; কিন্তু আজ আমি মাপ নিয়ে দেখলাম, জ্যোতিষ্কটির কৌণিক ব্যাসার্ধ কুড়ি মিনিট। আমায় বলতে হবে না, আপনারা দুজনেই জানেন যে সূর্য্যের কৌণিক ব্যাসার্ধ প্রায় ষোল মিনিট।"

কাশ্‌তানভ আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন, "এত বড় অদ্ভুত ব্যাপার!"

"কিন্তু, সাধারণতঃ যে-হলদে আলো থাকে, তার বদলে এই লালচে আলোর ব্যাপারটা তাহলে কি?"

পাপচ্‌কিন অনুমান করে বললেন, "হয়ত কুয়াশার জন্য হতে পারে।"

"প্রথমে আমি নিজেও তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু, আজ অল্পক্ষণের জন্য কুয়াশা সম্পূর্ণ কেটে গেলে, জ্যোতিষ্কটিকে আমি একেবারে স্পষ্ট দেখেছি। রংটা সত্যিই ছিল লালচে, প্রায়-অস্তগামী সূর্য্যের কিংবা ধুলা-ঝঞ্ঝার মধ্যে দিয়ে সূর্য্যের যে-রং তাই।"

"এও ত বড় আশ্চর্যের কথা।"

"যে-অন্ধকার দাগগুলি রাত্রের কোনো এক সময়ে আলোর তেজ কমিয়ে দেয়, সেগুলিই বা কি? আজ রাত্রিতে আমি ব্যাপারটা আবার নজর করবার চেষ্টা করব। দাগগুলি যদি আবার দেখা দেয়, তাহলে বুঝব, এখানে ঐ যেটা উপরে রয়েছে, ওটা সূর্য্য ছাড়া অন্য কিছু।"

"তাহলে সূর্য্য গেল কোথায়? সেটার হল কি?"—পাপচ্‌কিনের কথায় সুর উদ্বেগপূর্ণ।

"তা আমি কি করে জানব! গত কয়েক দিন যাবত আমরা ব্যাখ্যার বাইরে যত সব ব্যাপারের মধ্যে পড়েছি। সেই দীর্ঘ ঘটনাসূত্রের এ আর একটি গ্রন্থি।"

কাশ্‌তানভ চিন্তান্বিত হয়ে বললেন, "মূল ভূখণ্ডে একটা বিপুল অবনমন, চৌম্বক কাঁটার অদ্ভুত আচরণ, বায়ুচাপের ভুতুড়ে পরিবর্তন, ৮১° উত্তর অক্ষাংশে উষ্ণ আবহাওয়া, তুষারক্ষেত্রগুলির প্রান্ত আর চারদিকের সবুজ তুন্দ্রা যা বিচার করলে কিছু আকস্মিক নয়, ম্যামথ আর গণ্ডারের বায়ু-সেবন, আর সোজা মাথার উপর সারা দিন-রাত একটা সূর্য্য, যা কিনা সূর্য্যই নয়—হাঁ সব মিলিয়ে দীর্ঘ একটা সূত্র বটে!"

"আমি ত নিশ্চিত যে, এ হল সবে শুরু......ঐ দেখুন এতক্ষণে আর সবাইও আসছেন! ওঁরা কি যেন আবার বয়ে নিয়ে আসছেন; আমি হলফ করে বলতে পারি যে ওটাও অদ্ভুত একটা কিছু হবে।"

সবাই লাফিয়ে উঠে দূরে তাকিয়ে দেখলেন যে সঙ্গী দু'জন আসছেন;

একটা ডাণ্ডায় ঝুলিয়ে কি যেন কালো একটা জিনিস দু'জনে বয়ে আনছেন। পাপচ্‌কিন কোহলের উনুনে কেটলি চাপিয়ে গণ্ডারের মাংস দিয়ে 'শাশ্‌লিক' তৈরি করতে লেগে গেলেন। যাঁরা ফিরে আসছিলেন তাঁদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য আর সবাই ছুটে এগিয়ে গেলেন।

মাকৃশেইয়েভ বললেন, "আজ একটা দিনের মতো দিন বটে। গরু আর ষাঁড় দেখতে পেলাম, গুলিও চালালাম, কিন্তু ঘায়েল করেছি শুধু এই বাছুরটা। আমরা তিন ঘণ্টা ধরে এটাকে টেনে টেনে নিয়ে আসছি।"

নিজের কাঁধের ব্যাগটার দিকে দেখিয়ে গ্রমেকো বললেন, "তুন্দ্রার গাছপালার কিছু চমৎকার নমুনাও পাওয়া গেল। একেবারে দুর্লভ জিনিস। নিজের হাতে না তুললে আমি ত বলতাম এগুলি হচ্ছে শিলীভূত (ফসিল) গাছপালা।"

খাওয়া আরম্ভ হল। চায়ে চুমুক দিতে দিতে মাকৃশেইয়েভ আর গ্রমেকো অন্য সবাইকে সেদিনকার অ্যাডভেঞ্চারের কথা বললেন।

"তুন্দ্রার প্রথম ছ'মাইল এখানকার মতোই, শুধু এত স্যাঁতসেঁতে নয়। উদ্ভিদাদি একটু বেশি আর বিভিন্ন রকমের। পথে ঝোপঝাড় এবং ছোট ছোট গাছও আছে।"

গ্রমেকো বলে উঠলেন, "এমন কী, এক জাতীয় মেরুদেশীয় বার্চ আর মজনু (উইলো), তা আগে কখনও দেখিনি; আর তারপর দেখতে পেলাম একটা সরু দেবদারু জাতীয় গাছ। কোনো কোনো উদ্ভিদে আবার ফুলও ফুটেছে। তার কতকগুলি আমি আগে কখন দেখিনি এবং সে-সম্পর্কে পড়িওনি। ক্যানাডার শিলীভূত উদ্ভিদাদির বর্ণনায় অন্যান্যগুলির কথা পড়েছি।"

"তারপর আমাদের পথে পড়ল খুব গভীর সংকীর্ণ একটা জলস্রোত। সেটা পার হতে না পেরে তার ধার বরাবর নিচের দিকে এগোলাম। সেই জায়গার গাছগুলি ছ'ফুটের বেশি লম্বা এবং নিচেকার লতাগুল্ম রীতিমত ঝোপঝাড়ের মতো ঘন হয়ে উঠেছে। সেখানেই হঠাৎ আমাদের সামনে পড়ল এক পাল ষাঁড়; সেগুলি এসেছিল জল খেতে।"

আগ্রহান্বিত হয়ে পাপচ্‌কিন জানতে চাইলেন, "কী ধরনের ষাঁড়?"

গ্রমেকো বুঝিয়ে বললেন, "আসলে বুনো চমরীর সঙ্গেই সেগুলির সাদৃশ্য বেশি। লম্বা লম্বা লোমওয়ালা কালো জানোয়ার—মোটা বড় বড় শিং আর পিঠে কুঁজ।"

মাকৃশেইয়েভ বললেন, "গরুগুলো একটু বেঁটে, শিংও পাতলা আর ছোট। কয়েকটা বাছুরও ছিল। আমি ত বিলের হাঁস-মুরগী আর ছোটখাট জন্তু ছাড়া কিছু আশাই করিনি, তাই সঙ্গে নিয়েছিলাম শুধু পাখি-মারা বন্দুক।"



"আর আমি সঙ্গে বন্দুকই নিইনি!"

"কাজেই বুঝতে পাচ্ছেন, টোটার ঝুলিতে ছিল কিছু হরিণ-মারা গুলি, তাই দিয়ে একটা বাছুর ঘায়েল করা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। ষাঁড়ের পাল ঝোপঝাড়ের মধ্যে পালিয়ে গেল, কিন্তু বাছুরটা পড়ল গিয়ে জলে। সেখান থেকে টেনে তুলে ছুরি দিয়ে ওটাকে খতম করলাম।"

"ওটার ওজন ছিল প্রায় ১২৫ পাউণ্ড, আর তখন আমরা তাঁবু থেকে প্রায় সাত মাইল দূরে, তাই বোঝাটা একটু হাল্কা করার জন্য নাড়িভুঁড়ি বের করে দিলাম। একথা শুনে সেমিয়ন যে পাগল হয়ে যাবেন সে খেয়াল ছিল, তবুও করতে হল।"

কাশ্তানভ হেসে বললেন, "পাপচ্কিনের জন্য ভাববেন না, উনি আজ বেশ খোশমেজাজেই আছেন। ঐ যে 'শাশ্লিক'টা এক্ষুণই খেলেন, জানেন ওটা কিসের?"

"মেরুদেশের কোনো খরগোশ-টরগোশের হবে বলে মনে হয়, অবশ্যি, তেমন কিছু যদি এখানে থাকে।"

"খরগোশের নয়—গণ্ডারের, এবং সেটা জীবাশ্ম গণ্ডার!"

"ওঃ বুঝেছি, জমাট মাটিতে একটা গণ্ডারের শব পেয়ে আপনারা হাজার হাজার বছর আগেকার মাংসের স্বাদ কেমন তাই দেখবার ব্যবস্থা করেছেন?" গ্রমেকো এই প্রশ্ন করেই আবার বললেন, "এটা কি জানলে আমি কখনও ও জিনিস খেতাম না। সত্যিই, কেমন যেন বমি বমি পাচ্ছে।"

মাক্শেইয়েভ বললেন, "কিন্তু মাংসটা একটু শক্ত হলেও, শাশ্লিকটা সুস্বাদু তা অস্বীকার করতে পারবেন না।"

"শক্ত হবে, তাতে আর আশ্চর্য কি? পড়ে রয়েছে ত বহুকাল!"

পাপচ্কিন অত্যন্ত গোবেচারীর মতো বললেন, "আজকে রাতের খাবারের ফর্দটা কি জানেন? ম্যামথের শুঁড় দিয়ে ভুনা গোস্ত্ হয়েছে!"

গ্রমেকো চটে গিয়ে বললেন, "না, এ বড় বাড়াবাড়ি হচ্ছে! আপনাদের মতলবটা কি—বিষ খাইয়ে মারা? আধুনিক মানুষের পাকস্থলিতে যত সব জন্তু-জানোয়ারের শবের ভূতাত্ত্বিক নমুনার ফলাফল দেখবার পরীক্ষা চালাচ্ছেন নাকি?"

আলাস্কা আর চুকোৎকা উপদ্বীপে কয়েক বছরের ঘোরাঘুরির ফলে মাকৃশেইয়েভের খাওয়া নিয়ে কোনো বাদ-বিচার নেই ; তিনি এবার বললেন,

"কোথায় যেন আমি পড়েছি হাতির শুঁড় সুস্বাদু খাদ্য, তাহলে ম্যামথের শুঁড় নিশ্চয়ই একেবারে পরম উপাদেয়।"

গ্রমেকো দমে গিয়ে বললেন, "ধন্যবাদ, আমার ও-সবের দরকার নেই। আমি বরং বাছুরের একটু মেটে ভেজে নেব—ওটা অন্ততঃ টাটকা তা জানি।"

একটু পরে সবাই গ্রমেকোকে রেহাই দিয়ে সেদিনের ঘটনা বললেন। গ্রমেকো তখন তাঁর স্বাভাবিক সুস্থ অবস্থায় ফিরে এসেছেন। এমনকি, ঐ বিখ্যাত শুঁড়টাকে কিভাবে রাঁধলে সবচেয়ে খেতে ভালো হয়, এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটির মীমাংসাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করলেন।

পকেট থেকে কয়েকটা বুনো রসুন বের করে গ্রমেকো বললেন, "এতে খোশবায় বাড়বে। কি আর করব, এর চাইতে বেশি পাইনি।"

মরা ম্যামথটা যেখানে রয়েছে সেখানে পরদিন সকালে গিয়ে কিছুটা টাটকা মাংস আনতে হবে, এবং ম্যামথের সেইসব অংশগুলিও সংগ্রহ করতে হবে যার বৈজ্ঞানিক প্রয়োজন আছে, তাই সেদিন রাত্রে খাবার সময় ঠিক হল যে, আরও একদিন ঐ পাহাড়ে তাঁবু ফেলে থাকা হবে।

খাওয়া শেষ হলে কাশ্‌তানভ বললেন, "আমার মনে হয়, এবার আমাদের পরবর্তী পরিকল্পনা সম্পর্কে একটু বিশদভাবেই আলোচনা করা দরকার। আমরা এখন কোথায় এবং কি ভাবে এগোব? অনুসন্ধান-অভিযান মারফত আমরা কিছু তথ্যও পেয়েছি, যা নিয়ে এখন আলোচনা করা দরকার। আমরা কথা বলতে বলতেই বাছুর আর গণ্ডারের করোটি পরিষ্কার করবার কাজে পাপচ্‌কিনকে সাহায্য করতে পারি। আচ্ছা, সেমিয়ন, বাছুরটি কোন প্রজাতীয় বলে আপনার মনে হয়?"

পাপচ্‌কিন জবাবে বললেন, "নিজের চোখে জীবন্ত ম্যামথ আর সাইবেরীয় গণ্ডার না দেখলে হয়ত বলতাম, তোমরা যে-ষাঁড় দেখেছ, তা সমকালীন তিব্বতীয় চমরীর নিকট-সম্পর্ক। কিন্তু এখন আমার মনে হচ্ছে যে, ম্যামথ আর গণ্ডারের সঙ্গে এই পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল যে-আদিম ষাঁড়, এ তাই।"

ক্রুখানভের চিঠি

পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করতে করতে সবাই একমত হলেন যে, নান্‌সেনল্যাণ্ডের অভিযানকালে ইতিমধ্যেই নতুন, সম্পূর্ণ ব্যাখ্যার অতীত বহু তথ্য পাওয়া গেছে এবং আশ্চর্য অপ্রত্যাশিত সেই সব ব্যাপার প্রতিদিন বেড়েই চলেছে।

স্কাউট-দল দুটি আবিষ্কার করেছে যে, ওঁদের ওখান থেকে অল্প দূরেই, তুন্দ্রার প্রান্তে একটা অরণ্যবেষ্টনী শুরু হয়েছে। কুকুর আর স্লেজ সঙ্গে নেবার চেষ্টা নিতান্ত বোকামির কাজ হবে। সুতরাং ঠিক হল, কুকুর, স্লেজ, স্কি, এবং রসদেরও খানিকটা রেখে অভিযাত্রীরা অতি প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র পিঠে-ঝোলান থলিতে নিয়ে পায়ে হেঁটে এগোবেন।

আবার, এই অরণ্যবেষ্টনী কত চওড়া হতে পারে, কিংবা এর ওপাশে কি থাকতে পারে, সে-বিষয়ে ওঁদের কোনো ধারণাই ছিল না, তবে মনে হচ্ছিল যে, উষ্ণ আবহাওয়া, গাছপালা, আর জন্তু-জানোয়ারের অস্তিত্ব গভীর অববাহিকার তলদেশের বৈশিষ্ট্য, অরণ্যবেষ্টনীর ওদিকটা বরফ আর তুষারাচ্ছন্ন। সুতরাং কুকুর, স্লেজ আর স্কি সেখানে আবার দরকার হবে বলেই মনে হচ্ছিল।

এই প্রকারের সম্ভাবনা আছে, তাই আর একটা বিকল্প পরিকল্পনা হল এই যে, অবনমনটার পরিধি দেখবার জন্য স্লেজে করে তুন্দ্রার বরফাচ্ছন্ন প্রান্ত বরাবর যাওয়া হবে এবং এই ভাবে যেতে যেতে গভীরতর প্রদেশগুলিতে মাঝে মাঝে পায়ে হেঁটে গিয়ে দেখে আসা হবে। তার ফলে অবশ্য অবনমনের কেন্দ্রস্থলটি অদেখা থেকে যাবে, প্রাণী ও উদ্ভিদজগৎ আর ভূতাত্ত্বিক আবিষ্কারের দিক থেকে ঐ কেন্দ্রস্থলটিই হয়ত সবচেয়ে বেশি কৌতূহলজনক এলাকা। বহু জলস্রোত বয়ে চলেছিল কেন্দ্র-স্থলটির দিকে, সুতরাং সেখানে হয়ত অন্ততঃ একটা বড় হ্রদও থাকতে পারে।

দুটি পরিকল্পনারই ভালো-মন্দ দু'দিকই ছিল। এখন কথা হল যে, দুটির মধ্যে কোনটা ভালো? বরোভই, ইগল্‌কিন আর মাক্‌শেইয়েভ অববাহিকাটির বরফাচ্ছন্ন কিনারে কিনারে চলবারই পক্ষপাতী; কিন্তু সংগ্রহের জন্য সেখানে বহু আগ্রহজনক নমুনা পাবার আশা আছে বলে প্রকৃতিবিজ্ঞানীরা কেন্দ্রের দিকেই যেতে চান।

ওঁরা অবশ্যি দুটি দলে ভাগ হয়ে এগোতে পারেন। একটি দল ভারি ভারি রসদ নিয়ে বরফের কিনার বরাবর যেতে পারেন এবং অন্য দলটি পায়ে হেঁটে সোজা তলদেশ পার হয়ে অন্য দিকে গিয়ে প্রথম দলটির সঙ্গে মিলিত হতে পারেন। কিন্তু, কে জানে, অবনমনটা

পুবে-পশ্চিমে কতদূর বিস্তৃত, কে জানে ওটা ঘুরে যাওয়া সম্ভব হবে কিনা। তাছাড়া কোনো একটি, কিংবা দুটি দলই বিপদে পড়ে গেলে, কি হবে? ঐ ভাবে শক্তি ভাগ করে ফেললে, তা গোটা অভিযাত্রী দলটারই ধ্বংসের কারণ হয়ে উঠতে পারে।

এই ধরনের সিদ্ধান্ত করাও কঠিন।

তুমুল আলোচনার মধ্যে বাধা দিয়ে কাশ্‌তানভ বললেন, "বিভ্রাটে পড়ে গেলে ত্রুখানভ একখানা সীল-করা খাম দিয়েছিলেন সেটা ভুলবেন না। আমাদের এখন কি করা উচিত, কোথায় এসেছি, এসব বুঝতে না পারলে সেটা খুলবার কথা। আমার মনে হয়, এবার সেই অবস্থাই হয়েছে। হালে আমরা বহু আশ্চর্য আর ব্যাখ্যার অতীত ব্যাপার দেখেছি, কিন্তু এখন আমরা কোন দিকে যাব, সেটাই বুঝতে পারছি না!"

রহস্যময় সেই খামখানার কথা সবাই ভুলেই গিয়েছিলেন—এখন কাশ্‌তানভের প্রস্তাবে প্রত্যেকে একবাক্যে সম্মতি দিলেন। বেশি মূল্যবান যন্ত্রপাতি আর টাকাকড়ি যে কাঠের বাক্সে ছিল সেখান থেকে চিঠিটা বের করে কাশ্‌তানভ সীল ভেঙে জোরে জোরে পড়লেন:

১৪ই জুন, ১৯১৪
নর্থ স্টার জাহাজ

প্রিয় বন্ধুগণ,

এই চিঠিখানা পড়বার সময় আপনারা হয়ত খুবই মনমরা অবস্থায় থাকবেন। আশা করি, আমার পরামর্শ আর প্রস্তাব পড়ে আপনারা হতাশ হবেন না।

প্রথমেই আমি স্বীকার করছি, এমন বিপজ্জনক আর অসাধারণ কাজে আপনাদের টেনে এনেছি যে, গন্তব্য স্থান সম্পর্কে কোনোকিছু ধারণা থাকলে আপনারা আমাকে উন্মাদ ভেবে এই অভিযানে যোগ দিতে অস্বীকার করতেন। আমার সুপরিচিত একজন বিজ্ঞানীর সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে একবার আলোচনা করি। আমার অর্থে তাঁকে একটি অভিযান সংগঠন করতে বলে আমি এই সম্ভাবনাটা পরখ করতে চেয়েছিলাম। তিনি সরাসরি প্রস্তাবটা অস্বীকার করে আমাকে বলেছিলেন একজন দায়িত্ব-জ্ঞানহীন স্বপ্নচারী।

সুতরাং, আমি বুঝলাম, আমার তত্ত্বগুলির সত্যতা যাচাই করবার জন্য অভিযাত্রী দল গঠনকার্যে সফল হতে হলে, যাঁরা অভিযানে অংশ গ্রহণ করবেন তাঁদের কাছ থেকে এর প্রকৃত গন্তব্যস্থল আর লক্ষ্য গোপন রাখতে হবে। বলতে গেলে, সুমেরু বৃত্তের একটি অজ্ঞাত এলাকা আবিষ্কার করাই ছিল অভিযানের লক্ষ্য। আমার তত্ত্বগুলি ভুল হতে পারে, সে সম্ভাবনাও যথেষ্ট রয়েছে। এমনও হতে পারে যে অভিযাত্রী দলটি শুধু

একটি দ্বীপ কিংবা বরফাচ্ছন্ন একটি মহাদেশ আবিষ্কার করে সেই নব আবিষ্কৃত ভূখণ্ডে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চালিয়ে নিরাপদে ফিরে আসবে। তাই যদি হয়, এই অভিযানকে আমি ব্যর্থ মনে করব না, কারণ, সে-ক্ষেত্রে আমার প্রকল্পটি চূড়ান্তভাবে ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হবে এবং সুমেরুর মানচিত্রে শেষ বড় শূন্য স্থানটিও সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ হয়ে যাবে।

এবার আসল কথা বলি। আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, আধুনিক ভূতত্ত্ববিদ আর ভূপদার্থবিদরা পৃথিবীর অন্তস্থল সম্পর্কে যা মনে করেন মোটেই তা সে-রকমের নয়। মঁণ্ট ব্লাঁক আর মুস্কু-সার্দিক থেকে পর্যবেক্ষণ করে, এবং যেসব বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ অধ্যয়ন করেছি, তার থেকে ভূকম্পননির্দেশক কেন্দ্রগুলির বহু ছক পর্যবেক্ষণ, এবং মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির বণ্টন ও অনিয়মের ক্ষেত্রে গবেষণা থেকে পাওয়া তথ্যাবলীর ভিত্তিতে আমি এই কথা বলছি। আমি নিশ্চিত যে, পৃথিবীর অভ্যন্তরে বেশ বড় রকমের একটা ফাঁকা জায়গা রয়েছে। সে-জায়গার নিজস্ব ছোট্ট কেন্দ্রীয় একটি জ্যোতিক থাকতে পারে—অবশ্যি সেটা হয়ত এতদিনে নিভে গেছে। একটা কি দুটো ছোট কিংবা বড় সুড়ঙ্গ দিয়ে পৃথিবীপৃষ্ঠের সঙ্গে সেই গহ্বরের যোগপথ থাকতে পারে, এবং তাই দিয়ে এই ফাঁপা গোলকের ভিতরে পৌঁছন সম্ভব।

ঐ ধরনের সুড়ঙ্গের একটিকে খুঁজে বের করবার জন্য একটি বিশেষ অভিযাত্রী দল পাঠানই আমার তত্ত্বের সত্যতা পরখ করবার একমাত্র উপায় এবং কোনো একটি মেরু-অঞ্চলের অনাবিষ্কৃত বিজন স্থানেই সে-সুড়ঙ্গ থাকতে পারে। রুশ অভিযাত্রী দলের পক্ষে অধিকতর অধিগম্য বলে আমি উত্তর-মেরুই বেছে নিয়েছি।

আপনারা যদি একটা সুড়ঙ্গ পেয়ে থাকেন, সেটা দিয়ে নেমে যাবার চেষ্টা করুন। ইতিমধ্যে আপনারা হয়ত তার মধ্যে ঢুকে পড়ে ভাবছেন যে, আপনারা বুঝি মূল ভূখণ্ডের একটা গভীর অবনমনের মধ্যে নামছেন। তাই যদি ঘটে থাকে, তাহলে এগিয়ে চলবার মতো উপযুক্ত শক্তি আর রসদ থাকলে, অযথা জীবন বিপন্ন না করে, আরও ভিতরে এগিয়ে গিয়ে, ভিতরদিকটা যতখানি সম্ভব পুরোপুরি অনুসন্ধান করবার চেষ্টা করুন।

যদি কোনো কারণে আপনারা অঞ্চলটার অনুসন্ধান করতে না পারেন তাহলে ফিরে আসবেন, কেননা, এমন একটা সুড়ঙ্গ আপনারা যে খুঁজে পেয়েছেন, সেটাই হবে একটা বিরাট আবিষ্কার। পরে, ভিতরটা অনুসন্ধান করবার জন্য, আপনাদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সজ্জিত হয়ে একটা নতুন অভিযাত্রী দল বেরিয়ে পড়তে পারবে। প্রকৃত বিজ্ঞানী বলে আপনাদের জানি বলেই আমি নিশ্চিত যে, আপনাদের সামনে যেসব বিরাট আর আশ্চর্যপূর্ণ আবিষ্কার রয়েছে সেগুলি আপনাদের এগিয়ে চলবার প্রেরণা

দেবে। কিন্তু, পরিস্থিতি সযত্নে বিচার-বিবেচনা করে চলবেন—ইতিমধ্যেই আপনারা যে-সব সাফল্য লাভ করেছেন তার নষ্ট হবার ঝুঁকি এড়িয়ে সবচেয়ে বিচক্ষণ যে-পথ তাই অনুসরণ করবেন, এই আমার অনুরোধ।

আপনারা হয়ত দুটি দলে ভাগ হয়ে যাবেন; তার একটি দল যাবে আভ্যন্তরিক পৃষ্ঠের ভিতরে এবং অন্য দলটি প্রবেশপথে প্রস্তুত থাকবে, যাতে প্রয়োজন হলে প্রথম দলটিকে উদ্ধার করতে যেতে পারে, কিংবা আপনাদের আশ্চর্য আবিষ্কারের সংবাদ বৈজ্ঞানিক জগতে পৌঁছে দিতে পারে।

আপনাদের কাজে, আপনাদের ক্লেশে, এবং আপনাদের আবিষ্কারে অংশ গ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত হয়ে আমি অত্যন্ত মর্মাহত; আমি দিতে পারি শুধু এই চিঠিখানি। এতে যদি ব্যাপারটা একটু স্পষ্ট না হয়ে থাকে, তাহলে এটা অগ্রাহ্য করবেন। যাই হোক না কেন, আমি সর্বান্তঃকরণে আপনাদের শ্রেষ্ঠ সাফল্য কামনা করছি।

একান্ত আপনাদের
ন. ক্রুখানভ

চিরন্তন আলোকের দেশ

চিঠি শুনতে শুনতে ওঁদের আগ্রহ আর বিস্ময় বেড়ে চলল। কাশ্‌তানভের পড়া শেষ হলে একটুক্ষণ কাটল নীরবে।

এক্ষুণই যা শুনলেন সেই কথাই প্রত্যেকে ভাবছিলেন। প্রত্যেকে গত কয়েকদিনে যত আশ্চর্য ব্যাপার আর জিনিস দেখেছেন তার সঙ্গে চিঠিখানার যোগসূত্রটি দেখবার চেষ্টা করছিলেন।

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বরোভই বললেন, "সত্যই, সব কিছু এখন বেশ স্পষ্ট হয়ে গেল। এবার বুঝতে পারছি সূর্য্য কেন মাথার উপরে, এখানে ম্যামথ আর গণ্ডার কেন, আর কম্পাসই বা আমাদের সঙ্গে এত ছলনা করে আসছে কেন। এখনও কিন্তু একটিমাত্র রহস্য রয়ে গেল, তা হল ব্যারোমিটারটার আশ্চর্য আচরণ।"

কাশ্‌তানভ তাঁর সঙ্গে একমত হয়ে বললেন, "হ্যাঁ, অনেক ব্যাপারই এবার স্পষ্ট হয়ে গেছে। আমার মনে হয়, রুশ শৈলশিরা পার হওয়ার পর থেকেই আমরা ভূপৃষ্ঠের সুড়ঙ্গে নামতে শুরু করেছি। বরফাচ্ছন্ন শৈল-শিরাটাই বোধহয় আভ্যন্তরিক পৃষ্ঠের অন্ত এবং আমরা একবারও দিক পরি-বর্তন না করলেও, ভিতরে ঢুকবার পর আমরা উত্তরে না গিয়ে চলছিলাম দক্ষিণেই—কম্পাস ঠিকই ছিল। তারপর বরফের একটা বোঁচা

শৈলাশিরায় চড়ে সেটা পার হয়ে তার অন্য ধারে নেমে এসে তুন্দ্রায় পৌঁছলাম। জলহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ, আর মহা-শিকারী মানুষ এই পটভূমিতে নেই বলে ম্যামথ, গণ্ডার এবং আদিম ষাঁড় এখানে টিকে রয়েছে।"

গ্রমেকো বললেন, "ঠিক কথা। আমরা এই সবে নেমে এসেছি, আর এরই মধ্যে তিনটি স্থানীয় অধিবাসীকে ঘায়েল করলাম।"

"দেখা যাচ্ছে, আমাদের মাথার উপরে এই সূর্য্যটা হল পৃথিবীর একটা ছোট নিউক্লিয়স। এটা এখনও গন্‌গন্ করে জ্বলে, যে-ভূত্বকের বাইরের দিকটাকে আমরা এত ভালোভাবেই জানি তারই পুরু এবং সম্পূর্ণতঃ কঠিন ভূত্বকের আভ্যন্তরিক পৃষ্ঠে আলো এবং তাপ দিচ্ছে। এবার আমরা আভ্যন্তরিক পৃষ্ঠের খানিকটা অংশে অনুসন্ধান চালাবার সুযোগ পাব এবং সেখানে আরও বহু চিত্তাকর্ষক অপ্রত্যাশিত ব্যাপার নিশ্চয়ই আমাদের ভাগ্যে রয়েছে।"

মাক্‌শেইয়েভ বললেন, "এই নতুন দেশের একটি নাম দেওয়া দরকার, নইলে সব সময়েই আমরা সেই 'আভ্যন্তরিক পৃষ্ঠ'ই বলতে থাকব। জানেন ত আপনারা, এ আর সেই নান্‌সেনল্যাণ্ড নয়!"

কাশ্‌তানভ বললেন, "এখানে সব সময়ই দিন। পৃথিবীর ভিতরে, গভীরে জ্বলন্ত এই কেন্দ্রীয় জ্যোতিষ্কটি যেন প্রাচীনেরা সেই যে ভূনিম্নস্থ অগ্নি-দেবতার কথা ভাবতেন, তারই মতো। আমি বলি প্লুটোর সম্মানে এই জ্যোতিষ্কটির নাম রাখা হোক 'প্লুটো', আর দেশটার নাম হোক 'প্লুটোনিয়া'।"

আরও কয়েকটা নাম প্রস্তাব করা হল, কিন্তু জোর, গরম গরম আলোচনার পরে ঠিক হল—'প্লুটোনিয়া'ই সবচেয়ে উপযোগী নাম।

কাশ্‌তানভ বলে চললেন, "আমাদের এখনও একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া বাকি আছে। সুড়ঙ্গটা আবিষ্কার করে, সেটা দিয়ে ঢুকে, এমনকি প্লুটোনিয়ার একটা ছোট্ট অংশে অনুসন্ধান চালিয়েই কি আমরা সন্তুষ্ট থেকে যাব? এবার কি আমরা নর্থ স্টারে ফিরে গিয়ে ত্রুখানভকে বলব যে তাঁর তত্ত্ব কেমন পুরোপুরি সত্য প্রমাণিত হয়েছে? না, এই আলোর দেশের আরও ভিতরে যাবার চেষ্টা করব?"

"নিশ্চয়ই, আমরা এগিয়েই যাব।"

"অন্ততঃ যতক্ষণ পারি!"

"এখনও প্রচুর সময় রয়েছে আমাদের হাতে!"

কাশ্‌তানভ বললেন, "আমি আপনাদের সঙ্গে একমত। কিন্তু, আমাদের বাদবাকি পথ যাবার ব্যবস্থাটা কী ভাবে হবে?"

বরোভই বললেন, "আমার মনে হয় যে, বরফ আর তুষার থেকে দূরে সরে গিয়ে, দেশটার যত ভিতরে প্রবেশ করব, উষ্ণতা ততই

বাড়তে থাকবে। কুকুর, স্লেজ এবং স্কি পথে বাধাই সৃষ্টি করবে, সুতরাং এগুলি রেখে যাওয়া উচিত।”

“কুকুরগুলিকে এখানে একলা ফেলে যাওয়া চলে না। আমার মনে হয়, ক্রখানভের পরামর্শ অনুসারেই অন্ততঃ দু'জনকে থেকে যেতে হবে —কারণ, এখানে কেউ একলা বেশিক্ষণ থাকতে চাইবেন না। কুটিরটাকে এখানে খাটিয়ে দেওয়া যাবে; কুকুরগুলি এবং অতিরিক্ত রসদাদি নিয়ে এখানে যে-দু'জন থাকবেন তাঁরা চারিদিকের তুন্দ্রা আর তুষারক্ষেত্রের প্রান্তে অনুসন্ধান চালাতে পারবেন। একটা নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে অন্যান্যেরা ফিরে না এলে, ঐ দু'জন একখানা স্লেজ নিয়ে নর্থ স্টারে ফিরে যাবেন। সেখানে গিয়ে আমাদের আবিষ্কারগুলির বিবরণী দিয়ে যাঁরা নিখোঁজ তাঁদের খুঁজবার জন্য এবং প্লুটোনিয়ায় অনুসন্ধান চালিয়ে যাবার জন্য নতুন অভিযাত্রী দলকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসবেন।”

মাক্‌শেইয়েভ প্রশ্ন করলেন, “নিখোঁজ লোকেরা যদি কয়েক দিন পরে এসে হাজির হয়, তাহলে কি হবে? তাঁরা তুষারক্ষেত্র পার হবেন কেমন করে?”

“যদি তেমন ব্যাপার ঘটে, তার জন্য দু'খানা স্লেজ, স্কি, আর কিছু খাবার এখানে রেখে যাওয়া যেতে পারে। যাঁরা পরে আসবেন, তাঁদের কুকুর ছাড়াই ফিরতে হবে, নিজেরাই স্লেজ টানবেন এবং সেটা খুব কঠিন হবে না, কেননা, সারা রাস্তায় আমরা যা খাবার গুদামজাত করে এসেছি তাতে স্লেজের বোঝা অনেকটা হাল্কাই থাকবে।”

সবাই একমত হয়ে গেলেন যে, এটাই হচ্ছে সেরা পরিকল্পনা, কিন্তু রহস্যময় দেশটির একেবারে দরজায় এসে এই তুন্দ্রায় পড়ে থাকতে কেউ চাইলেন না। প্লুটোনিয়ার অভ্যন্তরভাগে অভিযান কালে কে কে সবচেয়ে বেশি কাজে লাগবেন, সেটা এখন স্থির করতে হবে। প্রাণি-বিদ, উদ্ভিদবিদ আর ভূতত্ত্ববিদকে যে যেতেই হবে, তা স্পষ্ট। তাছাড়া তাঁদের তুন্দ্রায় থেকে তেমন কিছু করবারও নেই। সুতরাং ঠিক হল পাপচ্‌কিন, গ্রমেকো আর কাশ্‌তানভ যাবেন। ওঁদের মধ্যে শুধু ইগল্‌-কিন বিজ্ঞানী নন তাই এই তুন্দ্রায় বসে থাকাই রয়েছে ওঁর ভাগ্যে। তাহলে বাকি রইলেন বরোভই আর মাক্‌শেইয়েভ—দু'জনের একজন যাবেন।

ওঁরা দু'জনেই উদারতার সঙ্গে একে অপরকে অভিযানে যোগ দেবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছিলেন, তাই ঠিক হল লটারি করা হবে। বরোভই কাগজের যে-টুকরোটা তুললেন, তাতে লেখা ছিল “বসে থাক,” আর মাক্‌শেইয়েভের কাগজে লেখা ছিল “যাও”।

অভিযানের পরিকল্পনা নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা চলল। আগে

ঠিক করতে হবে যে, কিভাবে যাওয়া হবে, এবং সঙ্গে কি নেওয়া হবে, সেটা ঠিক হবে সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে। শিকার করে খাদ্যের প্রয়োজন মেটান যাবে বলে ভরসা আছে, ওঁরা তাই টিনে-রাখা খাবার নিয়ে যাবার বিরোধী। তবুও, প্রত্যেককে বেশ বোঝা বয়ে নিয়ে যেতে হবে এবং সেখানে গিয়ে ত আর পাকা রাস্তা পাবার কোনো সম্ভাবনা নেই।

গ্রমেকো বললেন, "আচ্ছা, কয়েকটা কুকুর সঙ্গে নিয়ে রসদগুলি ওদের উপর চাপালে কেমন হয়?—অবশ্যি এ ধরনের কাজে এদের অভ্যাস করান হয়নি এবং গরমেও বোধ হয় কষ্ট পাবে।"

মাকৃশেইয়েভ বললেন, "ঐ রকম ব্যবস্থা আমার তেমন ভালো মনে হচ্ছে না। ওরা মারা যেতে পারে, অথচ বরফের মধ্যে দিয়ে ফিরে যাবার পথে এই জন্তুগুলি আমাদের দরকার। আমি বলি যে, আমাদের এবং আমাদের লটবহরও বইবার জন্য আরও বেশি মজবুত এবং আরও বেশি নির্ভরযোগ্য শক্তি ব্যবহার করতে হবে।"

"সেটা কি?"

"জল—আজ আমরা যে-গভীর স্রোতটা দেখলাম সেটা পার হতে পারিনি। সেই স্রোত বয়ে চলেছে দক্ষিণ দিকে, এবং আমরা যাচ্ছি ত দক্ষিণেই। তুষারক্ষেত্রে জলভাগ পার হবার জন্য ক্যানভাসের ছোট নৌকা দু'খানা নেওয়া হয়েছিল, তা রয়েছে আমাদের সঙ্গে। আমরা বোধ হয় নৌকার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম, তবে, সেটা কিছু আশ্চর্য নয় কেননা যাত্রা শুরু করবার পর থেকে একবারও তা ব্যবহার করতে হয়নি। এই এক-একখানা নৌকায় দু'জনের জায়গা রয়েছে, তাতে চড়েই ভেসে যাওয়া যাক! নৌকা বেশি বোঝাই হয়ে গেলে, বন-এলাকায় গিয়ে একটা ভেলা তৈরি করে নেওয়া যাবে। নদী যত দূরে নিয়ে যেতে পারে, ততদূরই এইভাবে ভেসে যাওয়া যাবে।"

কাশ্‌তানভ বলে উঠলেন, "চমৎকার পরিকল্পনা!"

পাপচ্‌কিন সোৎসাহে বললেন, "ব্যবস্থাটা যেমন সহজ, তেমনি সুবিধা-জনক! বসে বসে চারিদিক সব দেখা যাবে, আর ভেসে চলতে চলতে যা দেখা যাবে সব টুকে নিতে পারব।"

গ্রমেকো আপত্তি জানিয়ে বললেন, "নদীর দু'ধার সম্ভবতঃ ঘন পত্রপল্লবে ঢাকা থাকবে এবং সেই সবুজ পথ দিয়ে আমরা শুধু ভেসে ভেসে চলে যাব—দেখতে পাব না কিছুই, এ কথাটা বোধ হয় ভুলে গেছেন।"

মাকৃশেইয়েভ বললেন, "তেমন চিত্তাকর্ষক কোনো জায়গায় গিয়ে পড়লে মাঝে মাঝে ডাঙায় উঠে টহল দিয়ে আসতে ত কোনো বাধা নেই। আমরা ঘুমাবও ডাঙায়।"

পাপচ্‌কিন সায় দিলেন, “এদিক-ওদিক একটু ঘুরে আসবার সময় পিঠে ভারি ন্যাপ্‌সাক থাকবে না, এটা ভেবেই আনন্দ।”

কাশ্‌তানভ বললেন, “তা ছাড়া দুখানা নৌকা আর ভেলা থাকতে আমাদের সংগ্রহে নতুন নতুন জিনিস পাওয়া গেলে, তার জন্য কিছু চিন্তা করতে হবে না। সংগ্রহ প্রতিদিন বাড়তে থাকত, আর সেগুলি যদি টেনে টেনে নিয়ে বেড়াতে হত তাহলে সত্যিই ব্যাপারটা হত কঠিন।”

গ্রমেকো বললেন, “নৌকায় গেলে জঙ্গল আর জলার জন্তু-জানোয়ার এবং সাপের হাত থেকেও আত্মরক্ষার ভালো ব্যবস্থা হবে। রহস্যময় এই দেশে আরও কত কি অপ্রত্যাশিত ব্যাপার রয়েছে আমাদের ভাগ্যে, তা কে জানে!”

কাশ্‌তানভ এবার বললেন, “ইয়াকভ, আপনি চমৎকার একটা উপায় বাতলে দিয়েছেন,—আমরা সবাই আপনার কাছে ঋণী। তাই, আমি প্রস্তাব করছি যে আপনার নামে এই নদীর নাম রাখা হোক মাকৃশেইয়েভ নদী। এবার তাহলে স্লিপিং-ব্যাগে ঢুকে পড়া যাক, তবে, এখানে যা গরম তাতে স্লিপিং-ব্যাগের উপরেই থাকতে হবে, ম্যামথটাকে কালই দেখতে যেতে হবে আর স্লেজে করে চামড়া, দাঁত আর কিছু মাংস নিয়ে আসা যাবে।”

পাপচ্‌কিন কাশ্‌তানভকে মনে করিয়ে দিলেন, “কিন্তু ম্যামথ যেখানে রয়েছে সেখানেই তাঁবু সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে বলে ঠিক হয়েছিল, তা আপনার মনে আছে?”

“এখন আর তাঁবু সরাবার কোনো মানেই হয় না, কেননা নদী চলেছে বিপরীত দিকে ; ওখানে গেলে নদী থেকে দূরে চলে যেতে হবে। তাছাড়া এই পাহাড়টার কতকগুলো গুণাগুণ রয়েছে—এটা শুকনো, চিহ্ন হিসাবে ভালো, জঙ্গল আর বুনো জানোয়ার থেকে যথেষ্ট দূরে, বরফের বেশ কাছে, জায়গাটায় হাওয়া আছে যা কুকুরগুলির পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয় বিশেষতঃ, আরও গরম পড়তে থাকলে বাতাসের প্রয়োজন বেড়েই যাবে। এখান থেকে অনেক দূর অবধি দেখা যায় এবং কোনো শত্রু আসতে থাকলে সহজেই নজরে পড়ে যাবে।”

বরোভই বললেন, “একটা হাওয়া-আপিস এখানে আমরা বসাতে পারি। আশা করি, আমার ব্যারোমিটারগুলি বায়ুচাপের পরিবর্তনে সাড়া দেবে।”

অনাহূত কবর-খোঁড়ার দল

ওঁদের কাছে এটা একটা দিনের মতো দিন বটে। শেষপর্যন্ত যখন শুতে যাওয়া ঠিক হল তখন ঘড়ির কাঁটায় দশটা বাজে।

পরদিন সকালে প্রাতরাশের সময় আলোচনা হল যে, ম্যামথের মাংস আনতে যাবে কে, অথবা ঐ নিয়ে আর মাথা ঘামাবার প্রয়োজনই আছে কিনা, কিংবা ওসব বাদ দিয়ে এগিয়ে যাবার প্রস্তুতির শুরু করাটা ভালো হবে কিনা।

কাশ্‌তানভ বললেন, "ম্যামথের ফোটো এবং বর্ণনা আগেই নেওয়া হয়ে গেছে, সুতরাং পথে আরও ম্যামথ পড়বে, এমন জানা থাকলে ওটার জন্য আর ফিরবার দরকার নেই। কিন্তু এখান থেকে একটু দূরেই বন-এলাকা শুরু হচ্ছে, বিশেষতঃ, তুষারক্ষেত্রে প্রান্ত বরাবর শুধু তুন্দ্রাতেই যদি ওদের বাস হয় তা হলে ম্যামথ দেখা যাবে না তারই যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।"

ঠিক হল ম্যামথের ওখানে যাওয়া হবে। ওঁদের চার জন আর তিনখানা কুকুরে-টানা স্লেজ একটু পরেই রওনা হয়ে গেল। থেকে গেলেন গ্রমেকো আর কাশ্‌তানভ। পাহাড়টার চারদিকে বসন্তকালের নানা উদ্ভিদাদি গজাচ্ছিল,—গ্রমেকোর ইচ্ছে তার কিছু সংগ্রহ করেন; আর কাশ্‌তানভ ঠিক করলেন পাহাড়ের ঢালে খুঁড়ে তার গঠন-প্রকৃতিটা বুঝে নেবেন। সমতল তুন্দ্রাটার মধ্যে এই একটি মাত্র পাহাড় দেখে ওঁর ধাঁধাঁ লাগছিল।

ম্যামথটাকে যেখানে ঘায়েল করা হয়েছিল সেখানে সবাইকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন পাপচ্‌কিন। জলার মোরগ নদীর ধারে ঘুরছিল—পথে যেতে যেতে তার কয়েকটা এবং অদ্ভুত দেখতে একটা খরগোশ শিকার করা হল। অন্য কিছুর চেয়ে বরং বেশ বড় একটা যেরবোয়ার সঙ্গেই সেটার সাদৃশ্য অনেক বেশি। পাপচ্‌কিনের খুশি ধরে না।

দূর থেকে ম্যামথের দেহটাকে মনে হচ্ছিল যেন তুন্দ্রায় একটা ছোট্ট পাহাড়। ইগল্‌কিনের দৃষ্টি আর সবার চাইতে প্রখর। ওঁরা এগোতে এগোতে তিনি বললেন, ম্যামথটাকে ঘিরে ধূসর রঙের কী যেন ছুটোছুটি করছে।

স্লেজগুলি একটু দূরে রেখে সকলে সন্তর্পণে ম্যামথটার দিকে এগোতে লাগলেন। সহসা ওঁরা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন—ধূসর রঙের যে-জন্তুগুলি এদিক-ওদিকে ছুটোছুটি করছিল সেগুলি মিলিয়ে গেছে, মাটি যেন সেগুলিকে একেবারে গিলে ফেলেছে।

অবশেষে ম্যামথটার কাছে সবাই পৌঁছলে পাপচ্‌কিন বললেন, "তাই-তো, এখানে কে যেন বাঁদরামি করছিল!"



মনে হল যেন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সব ছুঁচো জায়গাটা দখল করে ফেলেছে, ম্যামথটার চারিদিকে তিন ফুট উঁচু উঁচু মাটির ঢিবি, সেগুলির তলা দিয়ে ঝোপের শিকড় বেরিয়ে আছে, আর ম্যামথের পিছনের দিকটা একটা গর্তের মধ্যে, গর্তটা তুন্দ্রার মাটির উপর প্রায় অদৃশ্য।

"এসব কারা করল?" ব্যাপারটা ওঁরা কেউ বুঝতে পারছিলেন না।

মাকৃশেইয়েভ বললেন, "কবর খুঁড়তে তারা খুবই ওস্তাদ! আমার ত মনে হয় যে, নেকড়ের খপ্পর থেকে লুকোবার জন্য কিংবা ভবিষ্যতের খাদ্যের যোগানের জন্য তারা গোটা ম্যামথটাকেই কবর দেবার মতলব আঁটছিল।"

একটা কুকুরকে ইগল্‌কিন একটা মাটির ঢিবির কাছে নিয়ে গেলেন। কুকুরটা সেটা শুঁকে হঠাৎ ম্যামথটার পেটের তলায় ঢুকে গিয়ে এক সেকেণ্ডের মধ্যে দেখতে অদ্ভুত একটা জীবের পা ধরে টেনে নিয়ে এল।

ছোট জীবটা ভীষণভাবে ছোট ছোট থাবা নাড়ছিল, আর শূয়োরের বাচ্চার মতো চিঁচিঁ করছিল। কুকুরের কাছ থেকে সেটা নিয়ে ওঁরা তার গলা চিরে সযত্নে পরীক্ষা করলেন।

রঙে এবং আকারে বিজ্জুর সঙ্গে সেটার সাদৃশ্য আছে।

ভালোভাবে নজর করতে, ম্যামথটার তলায় গুড়িশুড়ি মেরে রয়েছে অমনি আরও কয়েকটা জীব পাওয়া গেল; লাশটাকে কবর দিয়ে পরে একটু একটু করে খাবার মতলব ছিল তাদের।

অনাহূত ঐ কবর-খোঁড়ার দল যা ব্যাপার করেছে তাতে চামড়াটাকে গোটা অবস্থায় ছাড়ান অসম্ভব, তাই ম্যামথটার বাঁ পাশ থেকে খানিকটা

চামড়া ছাড়ান হল। ভিতরটা পরীক্ষা করে ওঁরা একখানা সামনের আর একখানা পিছনের পা কেটে নিলেন আর একটা বৃহৎদন্ত ভেঙ্গে নিলেন। একটা চোখ, মস্তিষ্কের অর্ধেকটা, জিবটা আর ভিতরের দুটো দাঁতও উপড়ে নিলেন। কুকুরগুলি মাংস যত খেতে পারে দেওয়া হল এবং উরু থেকে কয়েকটা প্রকাণ্ড টুকরো কেটে স্লেজে বোঝাই করা হল। তারপর ওঁরা আস্তে আস্তে তাঁবুর দিকে ফিরে চললেন। সেদিন পাওয়া গেল একটা কবর-খোঁড়া, একটা খরগোশ আর কয়েকটা জলার মোরগ, পাপচ্‌কিন ত এগুলি পেয়ে মহা খুশি।

বরোভই কৌতুক করলেন, "কবর-খোঁড়ারা এখন বাকিটা পুঁতে ফেলুক। কুকুরের মাংস ফুরিয়ে গেলে ইগল্‌কিন আর আমি আবার একবার এসে কিছু রসদ নিয়ে যাব। মাংসটা পচে উঠবার আগেই হয়ত আমাদের আসতে হবে।"

পাপচ্‌কিন জিজ্ঞাসা করলেন, "আবার এলে কি ম্যামথের খুলিটাও নিয়ে যাবেন? আমার মনে হয় কবর-খোঁড়ারা তার আগেই ওটাকে পরিষ্কার করে রাখবে।"

শিকারীরা পাহাড়ের কাছাকাছি পৌঁছে দেখলেন কাশ্‌তানভ আর গ্রমেকো যেন কি একটা কাজে ব্যস্ত। পাহাড়ের গায়ে খোঁড়া একটা গর্ত থেকে সাদা পাথরের মতো একটা কিছুর চাংড়া টেনে টেনে তাঁরা পাঁজা করে সাজিয়ে রাখছেন।

কাশ্‌তানভ চেঁচিয়ে ডেকে ওঁদের বললেন, "আমাদের তরফ থেকে এই পাহাড়টা একটা রীতিমত আবিষ্কার। পাহাড়ের গঠন পরীক্ষা করার জন্য একটা গর্ত খুঁড়ছিলাম—দেখি পাঁচ ফুট গভীরে নিরেট বরফ। একটু দূরে আর একটা গর্ত খুঁড়ে আবার বরফ পেলাম। তখন পাহাড়ের গায়ে একটা গভীর গুহা খুঁড়বার মতলব আমার মাথায় এল। আমাদের খাদ্য আর চামড়াগুলি গুদামজাত করে রাখবার জন্য সেই হবে আমাদের আইস-বক্স। ম্যামথ আর গণ্ডার ত আর সব সময়ই আমাদের খাবার সময় এসে হাজির হচ্ছে না!"

বরোভই প্রশ্ন করলেন, "আপনার কি মনে হয় যে গোটা পাহাড়টাই মাটির আস্তরণে ঢাকা নিরেট বরফ?"

"হ্যাঁ তাই। সাইবেরিয়ার উত্তরে এই রকমের শিলীভূত হিমবাহ পাওয়া গেছে। এটা হয় একটা শীতকালীন তুষারের চাংড়া—কোনো না কোনো কারণে উষ্ণ আবহাওয়ায় টিকে গেছে, নইলে, পশ্চাদগামী বরফপিণ্ডের একটা অংশ। হিমবাহের উপর দিয়ে যেসব নদী বয়ে যেত তার বালি আর কাদা দিয়ে এটা ক্রমে ঢেকে যায় এবং সেই জন্যই এটা বজায় রয়েছে।"

যে-দু'জন পাহাড়ে থাকবেন তাঁদের পক্ষে কাশ্তানভের আবিষ্কারটি হল অমূল্য জিনিস কেননা এখন একেবারে কুটিরের তলায় তাঁরা খাদ্যাদির জন্য চমৎকার গুদামঘর পেয়ে গেলেন।

বরোভই বললেন, "গুহাটাকে আরও চওড়া, আরও প্রশস্ত করে আমরা বাইরে রীতিমত একটা দরজা তৈরি করে নেব।"

ইগল্কিন সায় দিয়ে বললেন, "তারপর পাহাড়ের ওধারে আর একটি বরফের গুহা আমরা কাটব, খুব গরম পড়লে কুকুরগুলিকে সেখানে রাখা যাবে।"

স্লেজগুলি থেকে মাল খালাস হবার সঙ্গে সঙ্গে কুটিরখানা খাড়া করে নিয়ে ওঁরা গুহাটাকে যথেষ্ট বড় করবার কাজে কাশ্তানভ আর গ্রমেকোকে সাহায্য করলেন, যাতে ম্যামথের সব টুকরোগুলি আর গণ্ডারের শবটার অবশেষও পুরে রাখা যায়। গুদামঘর তৈরি করে, ভর্তি হবার পর তার মুখে বরফের চাংড়া সাজিয়ে স্কি আর স্লেজ দিয়ে সেটার চারধারে বেড়া করে দেওয়া হল যাতে কুকুরগুলি মাংসের কাছে পৌঁছতে না পারে।

আবার যাত্রার জন্য পরদিন সকালে প্রস্তুতি শুরু হল। প্রথমে, যা ছিল সব বেছে ভাগ করে ফেলা হল। তারপর টিনে-ভরা খাবার, কোহল আর শুকনো উকোলা রাখা হল বরফের ঘরে, পথে যে-নৌকা দরকার হবে সেটা এবং রসদ বোঝাই করা হল স্লেজে। শেষবারের মতো একত্রে ভোজের পর সবাই চললেন মাক্শেইয়েভ নদীর দিকে, শুধু বরোভই রইলেন তাঁবু আর গুদামঘর পাহারা দেবার জন্য। ব্যবস্থা হল যে, স্লেজগুলি নিয়ে ইগল্কিন সন্ধ্যার দিকে ফিরে আসবেন। ঠিক করা হল পাহারাদারির জন্য সর্দারকে সঙ্গে নেওয়া হবে। সর্দারের লোম ছেঁটে দেওয়া হল যাতে সে একটু ঠাণ্ডা বোধ করে। নাপিত মাক্শেইয়েভ কুকুরটার মাথায় একগোছা চুল, দু'পাছায় দুটো ঝালর, আর লেজের মাথায় একটা থোকা রেখে দেওয়ায় আগের সেই ঝাঁকড়া-রোমশ কুকুরটা এখন দেখতে এমন বোকা-বোকা হল যে, সবাই হো-হো করে হেসে উঠলেন। মাক্শেইয়েভ বললেন পথে কোনো বুনো জানোয়ার পড়লে সে ঐ সাজ দেখে ভয়ে পালিয়ে যাবে।

ওঁরা নদীতে গিয়ে পৌঁছলেন। নদীটা প্রায় কুড়ি ফুট চওড়া আর প্রায় পাঁচ-ছ' ফুট গভীর। এক একটি নৌকায় দু'জন করে উঠলেন। একজন দাঁড়ে, এবং একজন হালে বসলেন। সামনের নৌকায় মাক্-শেইয়েভ আর গ্রমেকোর সঙ্গে উঠে সর্দার বসল গিয়ে গলুইয়ে। সর্দারের বড় বড় স্থঁচালো কানওয়ালা অদ্ভুত মুখ আর দুই কানের মধ্যে এলোমেলো চুলের গুচ্ছটা পাশ দিয়ে উঁকি দিচ্ছিল।

দ্রুতগামী নৌকা দু'টি দৃষ্টির বাইরে চলে যাওয়া পর্যন্ত ইগল্কিন কূলে

অপেক্ষা করেছিলেন। দিগন্তে কোনো মতে দৃষ্টিগোচর কুটিরখানার উপর উড়ছিল একটা সাদা নিশান। অভিযাত্রী দলটি ভাগ হয়ে গেল। এতদিন ছয় জনই একসঙ্গে সমস্ত কাজে অংশ গ্রহণ করে এসেছেন; কিন্তু এবার তাঁদের চার জন চলে গেলেন সেই অজানা দেশের অভ্যন্তরে। তাঁরা কবে ফিরবেন, কিংবা সবাই নিরাপদে ফিরবেন কিনা তা বলা অসম্ভব।

মাক্‌শেইয়েভ নদীপথে

নৌকা দু'খানা দ্রুত ভেসে চলল। মেরু-মজনুর তাজা সবুজ পাতা কালো জলের উপর ঝুলে পড়েছে, নদীর দু'ধার বরাবর রয়েছে লতান ঝোপঝাড়ে ভর্তি সমতল তুন্দ্রা। হাওয়া তখনও বইছে পিছন দিক থেকে, কিন্তু এখন ওঁরা জানেন যে, এটা উত্তুরে হাওয়া; ভূত্বকে শীতল ফোকরের তুষারক্ষেত্র থেকে এসে এ হাওয়া উষ্ণ আভ্যন্তরিক ভাগের দিকে বেগে ধেয়ে চলেছে। কুয়াশা তখনও ঘন, কিন্তু মাঝে মাঝে কেটে যাওয়ার সময়ে আরক্তিম নিশ্চল জ্যোতিষ্কটিকে তখনও মাথার উপরে দেখা যাচ্ছিল। উষ্ণতা উঠল ৫৩°, মাঝে মাঝে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়তে থাকল।

নৌকা দু'খানা চলেছে ঘণ্টায় প্রায় পাঁচ মাইল বেগে। যাঁরা হালে বসেছিলেন তাঁরা নদীর প্রত্যেকটি বাঁক আর মোড়ের ছক কেটে নিলেন। প্রায় পনর মাইল পথ গিয়ে ওঁরা রাত্রের মতো থামলেন।

নদীর পাড়ে অল্প সময়ের জন্য ঘুরবার মধ্যে ওঁরা দেখলেন যে তুন্দ্রার ঝোপগুলি সেখানে একটু উঁচু হয়ে উঠেছে, আর ঝোপের আশেপাশে খর্বাকৃতি লার্চগাছ, মজনু আর বার্চগাছ মিলে এখানে-ওখানে ঘন ঝোপ-জঙ্গল সৃষ্টি করেছে। জন্তু-জানোয়ারের পায়ে পায়ে তৈরি সংকীর্ণ পথ রয়েছে। সেগুলি ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে নদীর ধার বরাবর জল খাবার জায়গা পর্যন্ত চলে গেছে।

গ্রীষ্মকালের জন্য হাল্কা তাঁবুতে সেদিন রাত্রি কাটল; এবং যাত্রা শুরু করবার পর সেই প্রথম ওঁরা স্লিপিং-ব্যাগ ছাড়াই ঘুমলেন।

সব ঠিকঠাক করে নিয়ে মাকৃশেইয়েভ বললেন, "এখানে সারাক্ষণ ধরে এই আলো আমাদের সময়ের ধারণা একেবারে তছনছ করে দিয়েছে। সূর্য্য ত সর্বক্ষণই সোজা মাথার উপরে, যেন বিদ্রূপ করছে। শুধু ঘড়ি দেখে বলা যায় যে এটা সকাল, দুপুর, না রাত্রি।"

বিশ্রামের সময় মানে রাত্রিটা শান্তভাবেই কেটে গেল।

পরদিন ওঁরা প্রায় তিরিশ মাইল বেয়ে গেলেন। রাত্রের মতো

থামলেন কিন্তু আগেই—ইচ্ছা যে, নদীর কূল আরও ভালো করে অনুসন্ধান করে দেখবেন এবং আগের দিনের চেয়ে আরও বেশি ভিতরে ঢুকে পড়বেন। নদীর দু'পাড়েই উঁচু উঁচু ঝোপ আর গাছের পাঁচিল উঠে দৃষ্টিপথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ করে দিয়েছে।

ডিনারের পর গ্রমেকো উদ্ভিদ সংগ্রহ করবার জন্য তাঁবুর কাছেই রইলেন। সর্দারকে সঙ্গে নিয়ে মাকৃশেইয়েভ গেলেন পশ্চিম দিকে, আর ঘন ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে জন্তু-জানোয়ারের আঁকাবাঁকা চলার পথচিহ্ন ধরে কাশ্‌তানভ এবং পাপচ্‌কিন গেলেন পূব দিকে। সে-পথে মাঝে মাঝে পায়ের ছাপ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। পাপচ্‌কিন তার মধ্যে থেকে একটা কিছু পশুর গোটা খুরসুমেত পায়ের চিহ্ন আর নানা আকারের শিকারী পশুর নরম থাবার ছাপ বুঝতে পারলেন। এই রকমের এক সারি পায়ের চিহ্ন দেখে ওঁদের শিরদাঁড়া দিয়ে যেন একটা হিমধারা নেমে গেল। প্রত্যেকটা পায়ের চিহ্ন প্রায় আট ইঞ্চি লম্বা, আর নখর-গুলি মাটিতে দু'ইঞ্চি করে বিঁধে গেছে। পাপচ্‌কিন বললেন, ওটা কোনো বিপুলকায় ভাল্লুকের পায়ের ছাঁচ।

কাশ্‌তানভ বললেন, "ম্যামথের সমসাময়িক গুহা-ভাল্লুক পায়ের ছাপ হতে পারে।"

পাপচ্‌কিন একটু ভেবে বললেন, "কে জানে ঐ জন্তু গুহার মানুষ শিকার করে কিনা?"

তার জবাবে কাশ্‌তানভ বললেন, "তা, কোথাও কোথাও আদিম মানুষের গুহায় এইসব ভাল্লুকের হাড় পাওয়া গেছে, কিন্তু ভাল্লুকের গুহায় মানুষের কঙ্কাল পাবার কোনো ঘটনা আমি শুনিনি।"

"তাহলে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে আমাদের চলা উচিত!"

"সেকি! আমাদের পূর্বপুরুষরা লাঠি আর পাথরের কুড়ুল দিয়ে ওদের সঙ্গে লড়াই করে গেছে, আর আপনি বলছেন রাইফেল আর বুলেট হাতে থাকা সত্ত্বেও আমরা পালিয়ে যাব! এত ভয় পাবার কি আছে?"

একটু পরেই ওঁরা পুষ্প-শোভিত একটি প্রকাণ্ড সবুজ প্রান্তরে গিয়ে পড়লেন; সেখানে নানা স্তন্যপায়ী প্রাণী আলাদা আলাদা কিংবা দলে দলে চরে বেড়াচ্ছে। ওঁরা ঝোপের ভিতর দাঁড়িয়ে গেলেন। সহজেই বোঝা যাচ্ছিল যে, এইসব প্রাণী বহু কাল আগেই পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে—সেখানে রয়েছে প্রকাণ্ড শিং আর ঝুঁটওয়ালা কুচকুচে কালো ষাঁড়, আর তেমনি বড় বড় শিং সমেত বিশালকায় হরিণ, খাটো কেশর আর লেজে কম লোমবিশিষ্ট ছোট ছোট ঝাঁকড়া রোমশ বুনো ঘোড়া। একটা ঝোপের মধ্যে মাথা গুঁজে রয়েছে দুটো গণ্ডার, আর

কয়েকটা ম্যামথ দল বেঁধে দাঁড়িয়ে। ঝাঁক ঝাঁক মশা, ক্ষুদে ডাঁশমশা আর অশ্বদংশের উপদ্রব থেকে রেহাই পাবার জন্য তারা মাথা আর শুঁড় দোলাচ্ছে।

"জীবন্ত জীবাশ্মগুলি" বিচরণ করছে—এই দৃশ্য বেশ ভালো ভাবে দেখে নিয়ে ওঁরা গোটাকয়েক পশুর ফোটো তুলবার জন্য একটু কাছে এগিয়ে যাবেন বলে ঠিক করলেন। ফাঁকা জায়গাটার প্রান্ত ধরে গুড়ি মেরে এগিয়ে ষাঁড়গুলির কাছাকাছি পোঁছে কয়েকটা ছবি তুললেন। তারপর গণ্ডারের দিকে এগিয়ে গেলেন। গণ্ডার ছুটো ঘাস মাড়িয়ে মাটির তাল ছিটকে প্রকাণ্ড শিংয়ে শিং বাধিয়ে পরস্পরের দিকে খেলাচ্ছলে যেই লাফিয়ে উঠেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে ওঁরা তাদের ফোটো নিয়ে নিলেন।

ম্যামথগুলি ছিল প্রায় মাঝখানে। ওঁরা সেগুলির যথেষ্ট কাছে পোঁছবার আগেই প্রান্তরের অপর দিকে, যেখানে হরিণগুলি চরছিল, সেখানে একটা উত্তেজনা সৃষ্টি হল। হরিণগুলি হঠাৎ মাথা তুলে, এক মুহূর্ত উদ্যত হয়ে থেকে, একটা অদৃশ্য কিন্তু স্পষ্টতঃই কোনো হিংস্র শত্রুর ভয়ে দৌড়ে পালাতে লাগল। হরিণগুলি তীরবেগে ম্যামথগুলির পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় তারাও ভয় পেয়ে শুঁড় উঁচু করে ভারি ভারি পা ফেলে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল। যেখানে দু'জন গুড়ি মেরে ছিলেন, সোজা সেই দিকে ছুটে চলল হরিণ আর ম্যামথের দল।

কাশ্‌তানভ তাড়াতাড়ি বললেন, "হরিণগুলি একশ ফুটের মধ্যে এলেই, সামনেরটাকে গুলি করবেন। ওরা যখন নিমেষের জন্য থামবে অমনি আমি ফোটো তুলে নেব, তারপর আপনি আবার গুলি ছুঁড়বেন, নইলে আমাদের থেঁতলে দিতে পারে।"

রাইফেল বাগিয়ে থাকলেন পাপচ্‌কিন। সামনের প্রকাণ্ড বলগা-হরিণটার গলা বাড়ান, নাসা স্পন্দিত হচ্ছে—সে যখন প্রায় ওঁদের উপরে গিয়ে পড়ল অমনি পাপচ্‌কিন সোজাসুজি গুলি চালিয়ে সেটাকে বুকে বিঁধলেন। সামনের দু'পা কুঁকড়ে হরিণটা পড়ে গেল। বাকিগুলি থেমে ঠাসাঠাসি হয়ে নিজেদের মধ্যে ঠেলাঠেলি করতে লাগল।

কাশ্‌তানভের ক্যামেরার শাটার ক্লিক্ করল; পাপচ্‌কিন হরিণের পালের মধ্যে আর একবার গুলি চালালেন। একটা হরিণ সামনে লাফিয়ে পড়ে মরে গেল; বাকিগুলি একেবারে ঘুরে ফাঁকা জায়গাটার ধার বরাবর ছুটতে লাগল।

ম্যামথগুলি ততক্ষণে শিকার দু'টির কাছে পোঁছে থেমে পড়েছে। পাপচ্‌কিন রাইফেলে কার্তুজ পুরে নিতে নিতে কাশ্‌কানভ আর একটা ফোটো তুলে নিলেন।



উত্তেজিত হয়ে কাঁপা গলায় পাপচ্‌কিন প্রশ্ন করলেন, "গুলি করব নাকি?"

"কী দরকার? মাংস ত যথেষ্টই পাওয়া গেছে। তাছাড়া আগে একটা ম্যামথের শবব্যবচ্ছেদও করা গেছে। আমাদের আক্রমণ না করলে আমরা গুলি ছুঁড়ব না।"

ছ'টা ম্যামথ কাছাকাছি ঘেঁষে দাঁড়িয়ে শুঁড় নাড়তে লাগল—যেন ভাবছে কী করা যায়। দুটো তখনও বাচ্চা, তাদের দাঁত ছোট ছোট, লোমও খাটো। বাচ্চা দুটো অল্পক্ষণের মধ্যেই শান্ত হয়ে গিয়ে বড়দের চারপাশ ঘিরে লাফিয়ে লাফিয়ে নিজেদের মধ্যে খেলা করতে লাগল; বড় ম্যামথগুলি মাঝে মাঝে উদ্বিগ্ন হয়ে গর্জন করে উঠতে লাগল। শেষে, একটা বুড়ো মদ্দা ম্যামথ ডাইনে বেঁকলে বাকিগুলিও তার পিছনে পিছনে ফাঁকা জায়গাটার ধার বরাবর চলে গেল। রইল শুধু গণ্ডার দুটো।

কাশ্‌তানভ একটু চিন্তা করে বললেন, "তাইত, ওরা ভয় পেল কিসে। হয়ত গুহা-ভল্লুক?"

"কিংবা আপনার প্রত্নজীববিদ্যার চিড়িয়াখানার আরও বেশি হিংস্র কোনো জীবন্ত জীবাশ্ম!"

“কে জানে! আমি বলি, আমরা ফাঁকা জায়গাটার এধারেই থাকি, কারণ, জন্তুটা যা-ই হোক না কেন, ঝোপের মধ্যে থেকে অতর্কিতে আক্রমণ করতে পারে, তখন আমরা গুলি চালাবারও সময় পাব না!”

“বেশ, তাহলে হরিণ দুটো দিয়ে শুরু করা যাক। ওদের মাপ নিয়ে চামড়া ছাড়াতে হবে, তারপর টেনে নৌকায় নিয়ে যেতে হবে।”

দুটোরই চামড়া ছাড়িয়ে, ছোটটার পিছনের পা দুখানা কেটে, সেই বোঝা নিয়ে ওঁরা আস্তে আস্তে নদীর দিকে চললেন। ওঁরা ঠিক করলেন যে, আর সবাই যদি কিছুই শিকার না পেয়ে থাকেন, তাহলে আরও কিছু মাংসের জন্য ফিরে আসা যাবে—অবশ্য ফাঁকা জায়গাটার কাছে যে-অজানা পশুটা ঘুরছে সে যদি কিছু অবশিষ্ট রেখে দিয়ে থাকে।

শিকারীকে শিকার করা

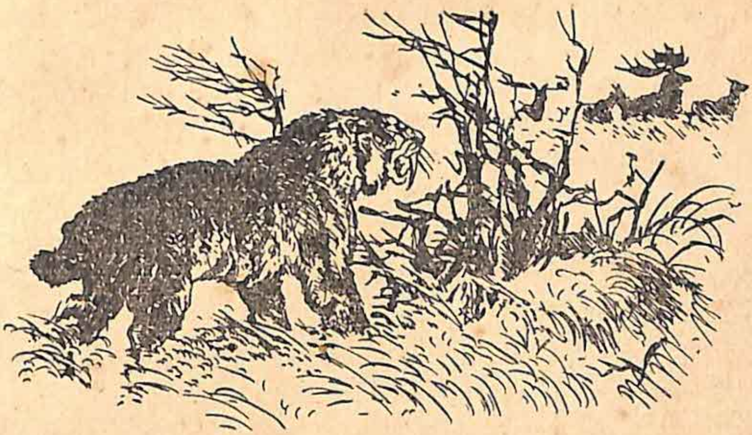
তাঁবুতে ফিরে দেখলেন, গ্রমেকো সকলের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছেন। কাছাকাছি জায়গাগুলি ঘুরে দেখে, নানা রকম উদ্ভিদ সংগ্রহ করে নিয়ে এসে গ্রমেকো সেদিন সকালে শিকার-করা একটা হাঁস রোস্ট করছিলেন। হঠাৎ ছুটে এল সর্দার। সে ছিল একা, কিন্তু তার বকলসে একটা রোকা বাঁধা ছিল। মাক্‌শেইয়েভ লিখেছেন:

“একটা প্রকাণ্ড জানোয়ার মেরেছি—সেটাকে তাঁবুতে টেনে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার ইচ্ছা যে, সেমিয়ন এসে এটাকে একবার দেখেন, সর্দার পথ চেনে, তবু আমি পথটা এঁকে দিলাম।”

কাগজটির অন্য পিঠে পেন্সিলে আঁকা একটা নক্সায় দূরত্বগুলি ফুট হিসাবে চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছে।

অল্পক্ষণ বিশ্রাম করে পাপচ্‌কিন আর গ্রমেকো মাকৃশেইয়েভের সন্ধানে বেরুলেন। সর্দার পথ দেখাচ্ছিল ভালোই, কিন্তু যে-সব জায়গায় পথ ভাগ হয়ে গেছে সে-সব জায়গায় একটু গুলিয়ে ফেলছিল; তখন নক্সাটা ওঁদের কাজে লাগছিল। প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে ওঁরা দু'জন বেশ তাড়াতাড়িই হেঁটে চললেন, তারপর, যেখানে মাক্‌শেইয়েভকে পাবার কথা তার বেশ কাছাকাছি আসতেই দুটো গুলির আওয়াজ শুনতে পেলেন। প্রচণ্ড ঘেউ ঘেউ করতে করতে সর্দার সামনে ছুটে গেল; বন্ধু হয়ত বিপদে পড়ে থাকতে পারেন ভেবে ওঁরা দু'জনও সর্দারের পিছু পিছু চললেন।

একটু পরেই ওঁরা বড় একটা ফাঁকা জায়গায় গিয়ে পৌঁছলেন। তার মাঝখানে গাছ আর ঝোপঝাড়ের একটা কুঞ্জ; হলদেটে একটা



পিণ্ডের উপর দেখতে পেলেন মাকৃশেইয়েভের মাথা। তাঁকে ঘিরে রয়েছে লাল মরচে-পড়া রঙের ডজন খানেক জানোয়ার—সেগুলি নেকড়ে।

সর্দার থমকে গেল। দুই তরফের শক্তি এত অসম—তাই আক্রমণ করতে ইতস্ততঃ করছিল।

ওঁদের আসতে দেখে নেকড়েগুলি সরে যেতে লাগল; মাকৃশেইয়েভ চেঁচিয়ে বললেন,

"বন্দুক থাকলে গোটা দুই হরিণ-মারা টোটা ওদের উপর ছেড়ে দিন, আমি বুলেট নষ্ট করতে চাইছি না।"

গ্রমেকো তাড়াতাড়ি বন্দুকে টোটা পুরে নেকড়ের পালটার মধ্যে গুলি করলেন। নেকড়েগুলি ঝোপের দিকে ছুটতে সর্দার ওদের পিছু ধাওয়া করে, আহত পশুগুলির একটাকে পথে সাবাড় করে দিল। মাকৃশেইয়েভ দু'জনের কাছে ঘটনাটা বললেন:—

"ফাঁকা জায়গাটায় এসে, সর্দার গজরাতে লাগল আর কাঁপতে লাগল, তাই আমি বনের কিনারে দাঁড়িয়ে গেলাম। এই ঝোপঝাড়টার ওদিকে হরিণ চরতে দেখে ঠিক করলাম কয়েকটিকে গুলি করব—কারণ, সেই প্রথম হরিণ দেখছি। বনের কিনার ধরে আমি ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চললাম, কিন্তু এই ঝোপটায় পৌঁছে দেখি প্রকাণ্ড একটা হলদে জন্তু, সেটারও নজর হরিণগুলির উপর, ঝোপের পিছন থেকে সেটা গুড়ি মেরে মেরে হরিণগুলির দিকে এগোচ্ছিল। হলদে জন্তুটাকে হরিণের চেয়ে বেশি আগ্রহের জিনিস ধরে নিয়ে আমি প্রায় শ'খানেক পা দূরে থেকে সেটার পিছু নিলাম। হলদে জন্তুটা শিকারের প্রতি এমনই তন্ময় ছিল, সে আমাকে লক্ষ্য করেনি, কিংবা আগে কখনও না-দেখা এই দ্বিপদ

প্রাণীটির দিকে মনোযোগ দেয়নি। ছোট্ট ঝোপটায় পৌঁছে হিংস্র দৃষ্টিতে একটা শিকার পৃথক করে নিয়ে জন্তুটা পুরোপুরি সোজা হয়ে উঠল। জন্তুটার উপস্থিতি সম্পর্কে হরিণগুলি একেবারে অচেতন হয়ে শান্তভাবে চরছিল—সেই জন্তু আর হরিণগুলির মাঝে রয়েছে শুধু ঝোপটা। তখন পশুটার দুপাশে কতকগুলি কালো ডোরা দেখে বুঝলাম সেটা একটা বিরাট বাঘ।

"সেখানে দাঁড়ান অবস্থায় জন্তুটাকে খুবই জমকাল দেখাচ্ছিল, আমি সেই সুযোগে ওটার এক পাশে গুলি চালালাম। বুলেটের ঘায়ে জন্তুটা সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেল।

"গুলির আওয়াজে ভয় পেয়ে হরিণগুলি ঝোপের পাশ দিয়ে তীর বেগে ছুটে যেতে যেতে বাঘের দেহটাকে তখনও কাঁপতে দেখে একেবারে ঘুরে সোজা আমার দিকে ছুটে এল। আমি কোনোমতে লাফিয়ে এক পাশে সরে গেলাম। সেগুলিকে দেখতে সত্যিই চমৎকার—প্রকাণ্ড শিং-ওয়ালা একটা বুড়ো বলগা হরিণ, কয়েকটা মেয়ে-হরিণ আর শাবক।

"প্রথমে ভেবেছিলাম নিজেই বাঘটার ছাল ছাড়াব, কিন্তু ভালো করে দেখে বুঝলাম যে, বাইরের দুনিয়ায় বহুকাল আগে লুপ্ত কোনো প্রজাতির জন্তু এটা নিশ্চয়ই। ভেবেছিলাম নিজেই গিয়ে সেমিয়নকে ডেকে নিয়ে আসব, কিন্তু অন্য কোনো জানোয়ার শবটা পেয়ে চামড়াটা নষ্ট করবে ভেবে আমি সর্দারের উপরেই ভরসা করলাম। নিজে না গিয়ে ভালোই করেছি কেননা একটু পরেই একটা নেকড়ের ডাক শুনতে পেলাম। তার সঙ্গে জুটল আর একটা, তারপর আরও একটা, শেষে প্রায় ডজন খানেক নেকড়ে শিকারের আশায় ফাঁকা জায়গাটার চারিদিকে ঘুরতে লাগল। মরা বাঘটার পাশে আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নেকড়েগুলি প্রথমে এগিয়ে আসতে সাহস পায়নি, কিন্তু পরে এত বেপরোয়া হয়ে উঠল যে, কয়েকটা বুলেট ওদের উপর খরচ করতে হল।"

মাক্‌শেইয়েভ যে-জন্তুটা শিকার করেছিলেন সেটার রং ম্যাড়মেড়ে হলদে, পিঠে লম্বালম্বি কয়েকটা ঘোর-বাদামী রঙের ডোরা, আর দুই পাশে একটু ছোট ছোট আরও কয়েকটা ডোরা। ডোরা কাটা দেখে বাঘের মতোই মনে হয়, কিন্তু মাথা আর দেহের যা আকৃতি, সুরু ছুঁচালো লেজ এবং থাবার গঠন দেখে পাপচ্‌কিন বলে উঠলেন, "এ ত বাঘ নয়, এ এক প্রকারের ভাল্লুক!"

মাক্‌শেইয়েভ খুবই হতাশ হয়ে পড়লেন। জন্তুটাকে বেশ ভালোভাবে দেখে তাঁকে স্বীকার করতে হল যে, বিড়াল পরিবারের সবচেয়ে ভয়ানক সদস্যটির সঙ্গে এর একমাত্র সাদৃশ্য হল ডোরা-কাটা দাগ, বাকি আর সবই ভাল্লুকের মতো।

৭

পাপচ্কিন বুঝিয়ে বললেন, "আমার মনে হয় এটা গুহা-ভাল্লুক। শুধু কঙ্কালের টুকরোটাকরা থেকেই মানুষ একে এতকাল জানত। যে-কোনো সাধারণ বাঘ থেকে এটা ঢের বড়।"

জন্তুটার মাপ নেবার পর চামড়া ছাড়িয়ে ওঁরা চামড়া, খুলি আর একখানা পিছনের পা নিয়ে তাঁবুতে ফিরে গেলেন।

সেদিন রাত্রের খাওয়াটা হল রীতিমত একটা ভোজ—জংলী পেঁয়াজ দিয়ে হাঁসের ঝোল, হরিণের মাংসের শাশ্লিক, আর ফালি করে কাটা ভাল্লুকের মাংসের ভুনা, কিন্তু ভাল্লুক-মাংসের ভুনাটায় একটা তীব্র গন্ধ থাকায় সেটা তেমন মুখরোচক হল না।

সেদিন কুয়াশা তেমন ঘন ছিল না। পাতলা কুয়াশা ভেদ করে প্লুটো জলজল করছিল ; একেবারে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হচ্ছিল খুব কমই। পারদ ৫৫ ডিগ্রীতেই স্থির হয়ে রয়েছে এবং হাওয়ার বেগ কিছুটা পড়ে গিয়েছিল।

গ্রমেকো বললেন, "মনে হচ্ছে, আর ছু' একদিনের মধ্যে কুয়াশা কেটে যাবে—তখন এই পাতালপুরীর আকাশের রংটা অন্ততঃ বোঝা যাবে।"

শুধু দূরে নেকড়ের গর্জন ছাড়া ওঁদের বিশ্রামে কোনো ব্যাঘাত হয়নি। নেকড়েগুলো বোধ হয় হরিণ, ভাল্লুক আর নিজেদেরই সগোত্রীয়দের মাংসে ভুরিভোজন করছিল। সর্দার শুয়েছিল তাঁবুর পর্দার কাছে, সেখানে আগুনের ধোঁয়ায় একগুঁয়ে কীটপতঙ্গগুলো তত সুবিধে করতে পারছিল না, এমনকি সেও নেকড়েগুলোর দিকে কর্ণপাত করেনি।

তারপর ওঁরা আবার চললেন নদীর ভাটি বেয়ে এগিয়ে। নদীটা সমানে আরও চওড়া, আরও গভীর হয়ে উঠছিল। তাই প্রত্যেকটি বাঁকের মাথায় এবং মোড় নেবার সময় ভারি বোঝাই নৌকা ছু'টির ধাক্কা খাবার ভয় আর রইল না।

নদীর দুই পাড়ে সবুজ ঘন ঝোপগুলি প্রায় বার ফুট উঁচু। কয়েক রকমের মজনু, বনচেরী, বনসঞ্জলি আর জয়ঘন্টি গোলাপগাছ পাশাপাশি জড়াজড়ি করে রয়েছে ; সেই লম্বা ঝোপঝাড়ের উপর এখানে-ওখানে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে সাদা ভুর্জ আর লার্চগাছ। উষ্ণতা ৫৭°। আকাশ তখন কুয়াশায় ঝাপসা হচ্ছিল ক্বচিৎ-কদাচিত ; কুয়াশাটাকে বরং উপর আকাশে তালগোলপাকান ছিন্নভিন্ন মেঘের মতো মনে হচ্ছিল। সেই ঝাপসার মধ্যে দিয়ে প্লুটোর লাল চাকতিখানা বেশ উজ্জ্বল হয়ে জলছে।

মাক্শেইয়েভ বললেন, "আমার মনে হয় কুয়াশা শিগগিরই কেটে যাবে। কিন্তু এই সবুজ প্রাচীরের কি কোনো শেষ নেই ? নৌকা থেকে ঝোপঝাড় আর গাছ ছাড়া ত কিছুই দেখবার জো নেই।"

একমাত্র উদ্ভিদবিদ গ্রমেকোই ঐ সবুজ প্রাচীর সম্পর্কে সত্যিই আগ্রহশীল

ছিলেন—তিনি বললেন, "পিঠে ভারি বোঝা নিয়ে পা টেনে টেনে ঐ ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেতে হলেও, এর চেয়ে বড় বেশি দেখা যেত না, তাছাড়া চলার গতিও এর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারত না।"

নদীর পাড়ে ছোট্ট একটা ফাঁকা জায়গায় ওঁরা লাঞ্চ খাবার জন্য থামলেন। চারপাশের জঙ্গল দেখতে গেলেন কাশ্‌তানভ আর গ্রমেকো; পাপচ্‌কিন গেলেন মাছ ধরবার আশায়; আর সবচেয়ে উঁচু গাছটায় গিয়ে চড়লেন মাকৃশেইয়েভ। গাছ থেকে নেমে তিনি পাপচ্‌কিনকে বললেন,

"অঞ্চলটার চেহারা শিগগিরই বদলে যাবে। দূরে কয়েকটা চাপা পাহাড় আর প্রান্তর দেখতে পেলাম; আমাদের নদীটা সোজা সেই দিকেই চলেছে।"

"আমাদের এই চারপাশটা কেমন?"

"চারিদিকে শুধু জঙ্গল, ফাঁকা জায়গার চিহ্ন কোথাও নেই—যেন গাছের সমুদ্র"।

"চারিদিকে যখন গাছ ছাড়া আর কিছুই নেই তাহলে ওঁরা এখুনি এসে যাবেন।"

প্রথম দু'জন ঘণ্টাখানেকের মধ্যে প্রায় খালি হাতেই ফিরে এলেন। উঁচু সবুজ প্রাচীরের মাঝখান দিয়ে একটা সরু পথ ধরে নিয়ে ওঁরা গোটাকয়েক উদ্ভিদ সংগ্রহ করেছেন। বহু ছোট ছোট পাখি দেখেছেন, ঝোপঝাড়ের ভিতর থেকে অনেক রকমের খসখস সড়সড় শব্দও শুনতে পেয়েছেন, কিন্তু কোথাও একফালি ফাঁকা জায়গা পাননি। তবুও পাপচ্‌কিনের বরাত ভালো। কয়েকটা বড় মাছ, দেখতে সাইবেরিয়ার মকৃসুন'এর মতো, আর প্রায় এক ফুট লম্বা প্রকাণ্ড একটা সবুজ ব্যাঙ উনি ধরেছেন।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আবার নৌকা বেয়ে সকলে চললেন। প্রায় দু'ঘণ্টা পরে ওঁরা ডান পাড়ে দেখতে পেলেন বেশ বড় গোছের একটা পাহাড়; একটু পরেই আরও একটা, তারপর আরও একটা পাহাড় দেখা দিল। পাহাড়গুলির ঢালে বনজঙ্গল, গাছগুলি নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের, যেমন লিন্ডেন, ম্যাপ্‌ল, বীচ এল্‌ম, ওক্‌ আর অ্যাশ্‌। পাহাড়গুলির মাঝের উপত্যকায় ফার আর স্প্রুস্‌-গাছ; ঝুলে-পড়া নিচু ডালপালাগুলির সঙ্গে জড়িয়ে গেছে আইভিলতা আর নানা আঙুরলতা। সবুজ ঝোপে ঝোপে পাখির গান আর কিচিরমিচির; ডালে ডালে কাঠবিড়াল আর চিপ্‌মাঙ্ক লাফিয়ে বেড়াচ্ছে দেখা গেল।

গ্রমেকো বললেন, "আজ সন্ধ্যাবেলা একটু ঘুরে এলে নতুন কিছু দেখা যাবে। মনে হয় এ অঞ্চলের অপেক্ষাকৃত উষ্ণ আবহাওয়ার জন্যই উদ্ভিদের প্রকৃতি বদলে গেছে।"

পাপচ্‌কিন সায় দিলেন, "তাতে কোনো সন্দেহ নেই! গতকালও মনে হচ্ছিল আমরা যেন উত্তর সাইবেরিয়ায়, কিন্তু এখন সবকিছুই আমার নিজের এলাকা দক্ষিণ রাশিয়ার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে।"

মাকৃশেইয়েভ আশান্বিত হয়ে বললেন, "আসল বাঘও হয়ত এবার দেখতে পাওয়া যাবে।"

কাশ্‌তানভ বললেন, "আজ কিন্তু দু'দলে ভাগ না হওয়াই ভালো কোনো কিছু যদি আক্রমণ করে, সবাই একত্রে থাকলে ঠেকান সহজ হবে।"

পাহাড়গুলি ক্রমেই উঁচু হয়ে উঠছিল, সেগুলিকে এখন রীতিমত নিচু পর্বতই বলা চলে। উত্তরের ঢালগুলিতে ঘন বন; দক্ষিণের ঢালগুলি কিন্তু মসৃণ সবুজ; ঝোপঝাড় কিংবা আলাদা আলাদা গাছ রয়েছে এখানে-ওখানে। মনে হল, দূরে যেন সব ক্লিফ্‌ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, তাই কাশ্‌তানভ মহা উৎসাহিত হয়ে উঠলেন।

মাকৃশেইয়েভ ওঁকে ক্ষেপাবার জন্য বললেন, "আজ আমাদের ঐ অভিযানের ফলে বোধ হয় শেষপর্যন্ত ভূবিদ্যার কিছু লাভ হবে।"

কাশ্‌তানভ জবাবে বললেন, "সময় ত হল! আমার হাতুড়িটায় এদিকে মরচে ধরে যাচ্ছে। এই গোটা তুন্দ্রায় পাহাড় বলতে যাও বা একটা পেলাম সেটাও শেষপর্যন্ত দেখা গেল একটা আইস-বক্স।"

গ্রমেকো বললেন, "আজ ষাট মাইলেরও বেশি এগোন গেছে। আমি বলি, আজ রাত্রের মতো এখানেই থামা যাক।"

পাহাড়ে অ্যাডভেঞ্চার

একটা উঁচু পাহাড়ের পাদদেশের কাছে ওঁরা থামলেন। পাহাড় আর নদীর দক্ষিণ পারের মাঝখানে এক ফালি জমি, লম্বা লম্বা গাছ সেখানে। কিছু খেয়ে নিয়ে, কাছেই একটা গাছে সর্দারকে বেঁধে রেখে সবাই একসঙ্গে পাহাড়ের দিকে চললেন।

জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে একটা পথ। নিচের ঝোপঝাড় পথের দু'ধারে এমনই ঘন যে, কুড়ুল দিয়ে কেটে পথ তৈরি করা ছাড়া তার থেকে এদিক-ওদিক যাওয়া অসম্ভব। ঝোপ আর আঙুরলতা জড়িয়ে গিয়ে মাথার উপর একটা একটানা সবুজ আবরণ সৃষ্টি হয়েছে। সেই সবুজ গম্বুজ ভেদ করে লাল সূর্য্যের কয়েকটি মাত্র পাংশু রশ্মি পড়েছে।

এক-একজন করে সারি দিয়ে সবাই চুপচাপ চলছিলেন। ঘোড়া তুলে বন্দুক সব বাগান। আগ্রহজনক কিংবা বিপজ্জনক কোনো প্রাণী পাছে হঠাৎ দেখা দেয়, তাই পথের সামনের দিকে আর মাথার উপরে

ডালপালার মধ্যে সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলতে হচ্ছিল। কিন্তু, ছোট ছোট পাখি আর কাঠবিড়াল ছাড়া কিছুই দেখা গেল না।

একটু পরেই ওঁরা পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছে উঠতে শুরু করলেন। হাঁটু অবধি ঘাস। পথে নানা নতুন নতুন উদ্ভিদ পড়ছিল, তাই সংগ্রহে মশগুল হয়ে গ্রমেকো একটু পিছনে পড়ে গেলেন।

ওদিকে পাপচ্‌কিন যখন একটা প্রকাণ্ড সাপ মেরে সেটাকে পরীক্ষা করে নানা তথ্য টুকে নিতে ব্যস্ত, কাশ্‌তানভ তখন অতি কষ্টে এক টুকরো পাথর ভাঙছিলেন। অজানা এবং অত্যন্ত দৃঢ়সংশক্ত সেই হলদেটে-সবুজ পাথরে রুপোলী-সাদা একটা ধাতুর ফুটফুট দাগ। একখানা মেগনিফাইং কাচ দিয়ে পাথরখানা পরীক্ষা করে কাশ্‌তানভ বলে উঠলেন:

"জানেন এই ক্লিফ্‌গুলি কি? মেসোসিডারাইট শ্রেণীর এয়ারো লাইট-গুলির যা সংযুতি, এর সংযুতিও তাইই—আধা-লোহা, তার মূল পদার্থটা অলিভাইন, তাতে আছে নিকেলযুক্ত লোহা।"

পাপচ্‌কিন জিজ্ঞাসা করলেন, "এ সব কথার মানে কি?"

"অর্থ হল এই যে, ভূত্বকের নিচেকার স্তরগুলির সংযুতি সম্পর্কে ভূতত্ত্ববিদদের প্রকল্পটির সত্যতা প্রমাণিত হল। দেখা যাচ্ছে, আমরা এখন অলিভাইন * ক্ষেত্রে রয়েছি। খনিজ লোহায় সমৃদ্ধ ভারি শিলাময় এই এলাকা। পৃথিবীতে যে-পাথুরে উল্কাপিণ্ড পড়ে, আসলে তা ছোট ছোট গ্রহের টুকরা, তারই অনুরূপ এই শিলার উপাদান। আমার মনে হচ্ছে, নিরেট খনিজের পাহাড়ও এবার আমাদের পথে পড়তে পারে।"

দু'হাতে একগাদা উদ্ভিদ নিয়ে গ্রমেকো আসবার পর আবার ওঁরা চড়তে শুরু করলেন। পাছে বিষাক্ত সরীসৃপের উপর পা পড়ে, তাই সেই লম্বা ঘাসের মধ্যে দিয়ে ওঁরা সাবধানে পা ফেলে চললেন। এক-একবার কী যেন খসখস করে দ্রুত সরে যাবার আওয়াজ ওঁরা যথার্থই শুনতে পাচ্ছিলেন, কিন্তু সে-শব্দ অনুসরণ করবার কোনো ইচ্ছাই ওঁদের ছিল না।

পাহাড়টার মাথায় একটা শিলাময় শিরা। কতকগুলি বড় বড় গিরগিটি সেখানে রোদ পোহাচ্ছিল। কালো কালো দাগওয়ালা হলদেটে-সবুজ সেই গিরগিটিগুলির রঙের সঙ্গে শিলার রঙের এত মিল যে, কাশ্‌তানভ ভুল করে তার একটা ধরে ফেলাতে মূল্য পেলেন—আঙুলে

* ভূপদার্থবিদরা মনে করেন যে, হাল্কা শিলার যে-পুরু স্তরটি দিয়ে ভূত্বক গঠিত, তার অনেক নিচেয় আছে একটি অলিভাইন এলাকা, কিংবা তথাকথিত অলিভাইন বেষ্টনী; নানা ভারি মণিক বা খনিজ পদার্থ দিয়ে গড়া এই স্তরটিতে অলিভাইনের [এক রকমের ক্রাইসো লাইট—বিলিতী জলপাইয়ের মতো সবুজ মণি—তর্জমাকার] পরিমাণ বেশি, এবং পৃথিবীর ধাতব কেন্দ্র থেকে উচ্চতর হাল্কা স্তরটিকে পৃথক করে দেয়।

এক কামড়। দ্বিতীয়বার যাতে আর সে-ভুল না হয়, তাই এর পর থেকে যে-কোনো বেরিয়ে-আসা শিলায় তিনি আগে হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে দেখে নিচ্ছিলেন।

পাহাড়ের উত্তর দিকের ঢালটা আর্দ্র হাওয়ার মুখোমুখি। সেখানে জঙ্গলটা এত ঘন যে, ছোট কুড়ুল ছাড়া তার ভিতরে গিয়ে অনুসন্ধান করে দেখা অসম্ভব; দক্ষিণ ঢালের প্রান্তরটা ওঁদের আগেই অনুসন্ধান করে দেখা হয়ে গেছে। পাহাড়ের উপর থেকে চারিদিকের দৃশ্যটি চমৎকার। দক্ষিণে, পূবে আর পশ্চিমে একেবারে দিগন্ত পর্যন্ত ঐ-ধরনের কিংবা ওর চেয়ে বড় বড় পাহাড়; কিন্তু উত্তরে পাহাড়গুলি আরও ছোট ছোট এবং দূরে দূরে ছড়ান। একটানা একটা আরণ্য এলাকা দূরে দেখা যাচ্ছিল, জায়গায় জায়গায় তার উপর দিয়ে কেটে গেছে নদীর রুপোলী রেখা।

পাহাড়ের চূড়ায় বসে সবাই চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন, এমন সময় জঙ্গলের ভিতর থেকে কয়েক গজ দূরে উত্তরের ঢালে একপাল বুনো শূয়োর বেরিয়ে এল। সামনের শূয়োরটা থেমে মাথা তুলল। সেটার প্রকাণ্ড সাদা সাদা দাঁত, আর শিরদাঁড়া বরাবর লম্বা লম্বা শক্ত লোম। তার ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ জ্বলছিল ভীষণভাবে আর বাতাস শুঁকে শুঁকে লম্বা নাকটা ওঠানামা করছিল। মাদী শূয়োর আর দুধের বাচ্চাগুলি ওর পিছনে ভিড় করে দাঁড়িয়ে। এত বড় বড় বুনো শূয়োর পাপচ্‌কিন জীবনে আর কখনও দেখেননি।

মাকৃশেইয়েভ বললেন, "এই ত আমাদের ডিনার এসে গেছে! শিকে গেঁথে রোস্ট-করা একটা বাচ্চা বুনো শূয়োর যে খেতে চমৎকার, তা আমি বলে দিতে পারি।"

খাবারদাবারের কর্তা মাকৃশেইয়েভ বললেন, "তেমন বিশেষ কোনো প্রয়োজন নেই, কেননা হরিণের মাংস এখনও কিছুটা রয়েছে।"

"মাংস কিছু বেশি থাকলে কোনো ক্ষতি নেই, তাছাড়া শিকারে আমাদের ভাগ্যটা ত সব সময়ই সুপ্রসন্ন নয়।"

পাপচ্‌কিন সাবধান করে দিলেন, "মদ্দা শূয়োর রেগে গেলে সে বড় সাংঘাতিক শত্রু, সুতরাং ঐ শূয়োরের কয়েকটাকে গুলি করা যে তুচ্ছ ব্যাপার নয়, তা আশা করি বোঝেন।"

কাশ্‌তানভ বললেন, "চলুন শিলার উপরে গিয়ে ওঠা যাক, তাহলে আর ওরা আমাদের নাগাল পাবে না; সেখানে থেকে কয়েকটা বাচ্চা গুলি করা যাবে।"

ওঁরা উপরে উঠলেন। রাইফেলে হরিণ-মারা টোটা পুরে মাকৃশেইয়েভ গুলি চালালেন। শূয়োরের পাল চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল, কিন্তু তিনটে বাচ্চা শূয়োর জখম হয়ে ঘাসের উপর পড়ে গেল। শূয়োর আর মাদীটা

ডালপালার মধ্যে সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলতে হচ্ছিল। কিন্তু, ছোট ছোট পাখি আর কাঠবিড়াল ছাড়া কিছুই দেখা গেল না।

একটু পরেই ওঁরা পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছে উঠতে শুরু করলেন। হাঁটু অবধি ঘাস। পথে নানা নতুন নতুন উদ্ভিদ পড়ছিল, তাই সংগ্রহে মশগুল হয়ে গ্রমেকো একটু পিছনে পড়ে গেলেন।

ওদিকে পাপচ্‌কিন যখন একটা প্রকাণ্ড সাপ মেরে সেটাকে পরীক্ষা করে নানা তথ্য টুকে নিতে ব্যস্ত, কাশ্‌তানভ তখন অতি কষ্টে এক টুকরো পাথর ভাঙছিলেন। অজানা এবং অত্যন্ত দৃঢ়সংশক্ত সেই হলদেটে-সবুজ পাথরে রুপোলী-সাদা একটা ধাতুর ফুটফুট দাগ। একখানা মেগনিফাইং কাচ দিয়ে পাথরখানা পরীক্ষা করে কাশ্‌তানভ বলে উঠলেন ঃ

"জানেন এই ক্লিফ্‌গুলি কি? মেসোসিডারাইট শ্রেণীর এয়ারো লাইট-গুলির যা সংযুতি, এর সংযুতিও তাইই—আধা-লোহা, তার মূল পদার্থটা অলিভাইন, তাতে আছে নিকেলযুক্ত লোহা।"

পাপচ্‌কিন জিজ্ঞাসা করলেন, "এ সব কথার মানে কি?"

"অর্থ হল এই যে, ভূত্বকের নিচেকার স্তরগুলির সংযুতি সম্পর্কে ভূতত্ত্ববিদদের প্রকল্পটির সত্যতা প্রমাণিত হল। দেখা যাচ্ছে, আমরা এখন অলিভাইন * ক্ষেত্রে রয়েছি। খনিজ লোহায় সমৃদ্ধ ভারি শিলাময় এই এলাকা। পৃথিবীতে যে-পাথুরে উল্কাপিণ্ড পড়ে, আসলে তা ছোট ছোট গ্রহের টুকরা, তারই অনুরূপ এই শিলার উপাদান। আমার মনে হচ্ছে, নিরেট খনিজের পাহাড়ও এবার আমাদের পথে পড়তে পারে।"

দু'হাতে একগাদা উদ্ভিদ নিয়ে গ্রমেকো আসবার পর আবার ওঁরা চড়তে শুরু করলেন। পাছে বিষাক্ত সরীসৃপের উপর পা পড়ে, তাই সেই লম্বা ঘাসের মধ্যে দিয়ে ওঁরা সাবধানে পা ফেলে চললেন। এক-একবার কী যেন খসখস করে দ্রুত সরে যাবার আওয়াজ ওঁরা যথার্থই শুনতে পাচ্ছিলেন, কিন্তু সে-শব্দ অনুসরণ করবার কোনো ইচ্ছাই ওঁদের ছিল না।

পাহাড়টার মাথায় একটা শিলাময় শিরা। কতকগুলি বড় বড় গির-গিটি সেখানে রোদ পোহাচ্ছিল। কালো কালো দাগওয়ালা হলদেটে-সবুজ সেই গিরগিটিগুলির রঙের সঙ্গে শিলার রঙের এত মিল যে, কাশ্‌তানভ ভুল করে তার একটা ধরে ফেলাতে মূল্য পেলেন—আঙুলে

* ভূপদার্থবিদরা মনে করেন যে, হাল্কা শিলার যে-পুরু স্তরটি দিয়ে ভূত্বক গঠিত, তার অনেক নিচেয় আছে একটি অলিভাইন এলাকা, কিংবা তথাকথিত অলিভাইন বেষ্টনী ; নানা ভারি মণিক বা খনিজ পদার্থ দিয়ে গড়া এই স্তরটিতে অলিভাইনের [এক রকমের ক্রাইসো লাইট—বিলিতী জলপাইয়ের মতো সবুজ মণি—তর্জমাকার] পরিমাণ বেশি, এবং পৃথিবীর ধাতব কেন্দ্র থেকে উচ্চতর হাল্কা স্তরটিকে পৃথক করে দেয়।

তখন শিলাময় ক্লিফ্'এর দিকে ছুটে ফিরে এসে তার গোড়ায় চক্কর দিতে থাকল। মসৃণ পাথর বেয়ে উঠবার বৃথা চেষ্টায় ওরা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। এই অবরোধের ফলে ওঁরা জন্তুগুলিকে বেশ কাছাকাছি থেকে ভালো করে নজর করবার সুযোগ পেলেন। পাপচ্কিনের পেশাগত কৌতূহল চরিতার্থ হবার পর সমস্যা দাঁড়াল যে, তারপর কি করা যায়।

কাশ্তানভ বললেন, "দিনটা কি এখানেই কাটিয়ে দেওয়া হবে? শূয়োরগুলির ত খাদ্য রয়েছে নাকের ডগায়, কিন্তু আমাদের কিছুই নেই। তাছাড়া, এইসব শিলা আরাম-কেদারা নয়। এগুলিকে তাড়িয়ে দেবার জন্য কয়েকটা গুলি ছুঁড়তে হবে।"

জঙ্গলের প্রান্তে মাকৃশেইয়েভের নজর ছিল; তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন, "একটা প্রকাণ্ড জন্তু আমাদের কিংবা শূয়োরগুলির দিকে গুড়ি মেরে মেরে এগিয়ে আসছে! এখান থেকে আমি জন্তুটার হলদে পিঠটাই শুধু দেখতে পাচ্ছি।"

"কোথায়?"

"এক্ষুণই ঐ ঝোপটার পিছনে লুকিয়ে গেল—ঐ যে ফাঁকা জায়গাটার মধ্যে ঝোপটা, ঐখানে। ওটার ডাইনে নজর রাখুন।"

ঝোপটার দিকে নজর দিয়ে তাকাতেই গাঢ় হলদে রঙের একটা জিনিস দেখতে পাওয়া গেল। সেটা আস্তে আস্তে ওঁদের দিকে এগিয়ে আসছে। তার গায়ের উপর দিয়ে আড়াআড়ি কালো কালো ডোরা কাটা।

মাকৃশেইয়েভ প্রশ্ন করলেন, "আর একটা ভাল্লুক নাকি, কি বলেন?"

পাপচ্কিন বললেন, "মনে হচ্ছে, এবার এটা বাঘই হবে।"

"বেড়ালের মতো কেমন গুড়ি গুড়ি আসছে!"

কাশ্তানভ বললেন, "এবার বোধ হয় কয়েকটা গুলি চালান দরকার।"

"কোনটাকে গুলি করবেন—ঐ জন্তুটাকে, না, শূয়োরটাকে?"

"শূয়োরটাকে। শূয়োরের ছানাগুলি জঙ্গলের দিকে ছুটলে, একেবারে জন্তুটার পথে পড়ে যাবে আর জন্তুটাও ওখান থেকে শিকার তুলে নেবে। যদি, বাচ্চাগুলি ঘুরে গিয়ে অন্য দিকে ছুটতে শুরু করে, তাহলে জন্তুটাও মোড় ঘুরবে। তখন ওটাকে আরও স্পষ্ট আমরা দেখতে পাব, এমন কি গুলি ছুঁড়ে মারতেও পারব। এখন ত শুধু পিঠটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, তার উপর গুলি চালান কঠিন।"

"তাহলে শূয়োরটার উপর একটা গুলি ছুঁড়ে বাকি তিনটে রাইফেলই ঐ জন্তুটার উপর বাগিয়ে রাখা যাক।"

একটা বেরিয়ে-আসা পাথরের উপর পাপচ্কিন বেশ জুতসই ভাবে বসেছিলেন। সেইখান থেকে তিনি শূয়োরটাকে তাক্ করলেন; শূয়োরটা তখন থাবা দিয়ে পাথর হেঁচড়ে হেঁচড়ে উঠে দাঁত দিয়ে মাকৃশেইয়েভের



বুটের নাগাল পাবার চেষ্টা করছিল। সোজাসুজি গুলি ছোঁড়াতে শূয়োরটা তৎক্ষণাৎ মারা পড়ল আর পালের বাকিগুলি হুড়মুড় করে জঙ্গলের দিকে ছুটল। তারা জঙ্গলের ঠিক কিনারে গিয়ে পড়তে না পড়তেই ঘোর-হলদে জন্তুটা বাঁ দিক থেকে সেগুলির উপর মারল এক লাফ। শূন্যে প্রায় আট ফুট পেরিয়ে গিয়ে জন্তুটা শূয়োরগুলির সামনে পড়ে পথ আগলে দাঁড়াল। একটা ছানা জানোয়ারটার থাবায় ধরা পড়ে গিয়েছিল; বাকিগুলি চিৎকার করতে করতে জঙ্গলের দিকে ছুটে পালাল।

পাপচ্‌কিন চেঁচিয়ে বললেন, "ভাল্লুক নয়—ওটা বাঘ!"

কাশ্‌তানভ সায় দিয়ে বললেন, "ঠিক কথা বলেছেন! আর, উপরের চোয়ালে যা প্রকাণ্ড সব দাঁত, তাতে মনে হয় ওটা অসিদন্তী*-বাঘই হবে। তৃতীয়ক যুগে এই প্রজাতিটি ছিল ব্যাপক, বোধ হয় ঐ যুগের শেষের দিকে লুপ্ত হয়ে যায়।"

মাক্‌শেইয়েভ বলে উঠলেন, "ঐ দেখুন, শিকারটাকে জঙ্গলের দিকে

* অধুনালুপ্ত স্তন্যপায়ী চতুষ্পদ জন্তু—উপরের শদন্ত অসির আকৃতি ছিল বলে এই নাম (Sabre-tiger)।

টেনে নিয়ে যাচ্ছে, ওটা বোধ হয় পালাবে। তাহলে কি লজ্জার কথা! জন্তুটা আমাদের বোধ হয় বিপজ্জনক পড়শী বলে ঠাউরেছে।"

মরা শূয়োরটাকে মাপতে শুরু করে পাপচ্‌কিন বললেন, "যাকগে, কি এসে যায়? এক দিনের পক্ষে যথেষ্ট পাওয়া গেছে। এই বিকট জীবটাকেও কি নৌকায় টেনে নিয়ে যাওয়া হবে, না, শুধু ছানাটাকে?"

গ্রমেকো বললেন, "ওটার চর্বি থাকলে কিছু নিলে হয়, তাহলে তাওয়ায় করে মাংস রান্না করা যাবে। কিন্তু আপনার মাপজোখ তাড়াতাড়ি সেরে নিন। আমি এর মধ্যে আরও কিছু গাছপালা খুঁজে দেখি।"

উড়বার কায়দা

কাশ্‌তানভ আবার শিলার স্তরগঠন পরীক্ষা করতে শুরু করে দিলেন, মাকৃশেইয়েভ আর পাপচ্‌কিন শূয়োরগুলিকে নিয়ে পড়লেন, আর পাহাড়টার উত্তরের ঢালে যে-সব বহু নতুন নতুন উদ্ভিদ জন্মেছে, তাই সংগ্রহ করতে গ্রমেকো একেবারে তন্ময়। হঠাৎ প্রকাণ্ড একটা ছায়া পাহাড়টার উপর দিয়ে চলে গেল। মাকৃশেইয়েভ এবং পাপচ্‌কিন চমকে আকাশের দিকে তাকাতেই দেখলেন, ঈগলের মতো একটা প্রকাণ্ড কালো পাখি প্রান্তরের উপর চক্কর দিচ্ছে। গ্রমেকো নিচু হয়ে ঘাসের মধ্যে কি দেখছিলেন; পাখিটা আচমকা ছোঁ মেরে নেমে এসে গ্রমেকোর পিঠ ধরে নিয়ে উড়ে চলে গেল।

কিন্তু পাখাওয়ালা সেই দানবটার পক্ষেও বোঝাটা একটু বেশি, তাই পাখিটা ধীরে ধীরে উড়েও বার ফুটের বেশি উপরে উঠতে পারল না, তবু শিকারটাকে ছাড়তে চায় না—শিকার তখন তার নখরে ধরা অবস্থায় নিস্তেজ হয়ে ঝুলছে।

পাপচ্‌কিন আর মাকৃশেইয়েভ বন্দুক তুলে নিলেন, কিন্তু পাপচ্‌কিন সঙ্গে সঙ্গেই বন্দুক নামিয়ে বললেন,

"আমারটায় হরিণ-মারা টোটা পোরা রয়েছে। আমি গুলি করলে গ্রমেকোর গায়ে লেগে যেতে পারে।"

মাকৃশেইয়েভ পাখিটাকে তাক্ করে সেটা মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় গুলি করলেন। সে বুলেট ছিল বাঘের জন্য, সেটা গিয়ে ঠিক লক্ষ্য বিঁধল; পাখিটা ঝুপ করে নেমে এসে গ্রমেকোকে ফেলে আরও কয়েক ফুট উড়ে গিয়ে পাথরের উপর পড়ে গেল।

দু'জনে বন্ধুর কাছে ছুটে গেলেন; গ্রমেকো তখন মুখ থুবড়ে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছেন। তাঁর ঠাসবুনন জ্যাকেটটি ফালিফালি হয়ে ছিঁড়ে

গেছে, তবে সেটা ঢিলা ছিল বলে পাখিটার নখর জামাটার ভাঁজে ভাঁজে ঢুকে গ্রমেকোর পিঠে শুধু জোরে আঁচড়ে দিয়েছে। গ্রমেকোর সংজ্ঞা ফিরিয়ে এনে ওঁরা জখমের জায়গায় ওষুধ লাগিয়ে বেঁধে দিলেন। তারপর উনি একটু সুস্থ বোধ করলে পাপচ্‌কিন আর মাক্‌শেইয়েভ পাখিটা আনবার জন্য শিলাময় শিরাটায় গিয়ে উঠলেন। সেটা একটা শকুন; অত বড় শকুনের কথা ওঁরা কখনও শোনেননি। সেটা লম্বায় প্রায় পাঁচ ফুট; তার দুই পাখার বিস্তার প্রায় পনর ফুট। পালকগুলি উপরের দিকে ঘোর-বাদামী রং, আর নিচের দিকে ফিকে-বাদামীর উপর কালো কালো ডোরাকাটা। গলাটি প্রায় খালি, সেটা ঘিরে ধূসর পালকের একটা চওড়া বেষ্টনী, আর বিরাট ঠোঁটের তলায় বড় একটা হলদে পিণ্ড।

ঐরকম পাখি একটা ভেড়া, ছাগল কিংবা ছোট শূয়োর-ছানা অনায়াসেই তুলে নিয়ে যেতে পারে; কিন্তু একশ পঁচাত্তর পাউণ্ড ওজনের একটা মানুষ তার পক্ষে বড় বেশি। দেখা যাচ্ছে, উদ্ভিদবিদকে দেখে পাখিটা ভুল করেছিল যে, একটা কিছু চতুষ্পদ জীব পাহাড়ের ঢালে চরছে।

প্রথমে মাপ নিয়ে ওঁরা শকুনটার পাখা পাথরের উপর ছড়িয়ে দিয়ে ফোটো তুলে নিলেন। অপহরণকারীকে একটু ভালো করে দেখবার জন্য গ্রমেকোও শিরার উপর উঠে এসেছিলেন। বন্ধুদের তিনি বললেন যে, হঠাৎ জ্যাকেটের উপর পাখিটার নখর অনুভব করে আর পিঠের উপর তার প্রকাণ্ড দেহের জোর ধাক্কা খেয়ে, বুঝি বাঘে আক্রমণ করেছে ভেবে উনি মূর্ছা গিয়েছিলেন।

পাপচ্‌কিন বললেন, "তাঁবুতে ফিরে গেলে হয় না? একদিনের পক্ষে ঢের অ্যাডভেঞ্চার হয়ে গেছে। বুনো শূয়োরের আক্রমণ হল, তারপর হল শকুনের আক্রমণ, কাছাকাছি একটা বাঘও দেখা গেল। বিপদ ডেকে আর কাজ নেই।"

হাঁটাহাঁটি করে এবং উত্তেজনায় সবাই ক্লান্ত। শূয়োরের ছানা, চর্বি আর শূয়োরের মাংস, নানা পাথরের নমুনা এবং বহু গাছপালার বোঝা নিয়ে ওঁরা নদীর দিকে ফিরে চললেন।

তাঁবুর কাছাকাছি গিয়ে সর্দারের ভীষণ ঘেউ ঘেউ ডাক শুনে তাকে সাহায্য করবার জন্য সবাই ছুটে গেলেন।

লম্বা দড়ি যতদূর পারা যায় টেনে নিয়ে কুকুরটা তাঁবুর পিছনে গিয়ে চিৎকার করছিল। প্রকাণ্ড একটা হিপোপটেমাস দাঁড়িয়ে, অর্ধেক তার জলের মধ্যে আর অর্ধেক ডাঙায়। ওটা বোধ হয় ডাঙায় চরতে কিংবা ঘাসে গড়াগড়ি দিতে এসে কুকুরটার আওয়াজ শুনে ঘাবড়ে গেছে। ক্ষুদে ক্ষুদে গোল গোল চকচকে চোখ মেলে হিপোটা ডাঙায় ঐ অজানা

অস্থির জীবটার দিকে শূন্য স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। আর অল্প কয়েকটা লম্বা দাঁত এবং বিরাট আরক্ত জিব বের করে করে সমানে বিকট হাঁ করছিল। সর্দার সেই হাঁ-করা চোয়াল দেখলেই চিৎকার করছে এবং ভয়ে কুঁইকুঁই করছে।

লোকগুলিকে ছুটে আসতে দেখেই বিকটকায় জন্তুটা জবুথবু ভাবে ফিরে ঝুপ করে জলে ডুবে নদীর ভাঁটায় সাঁতরে চলতে শুরু করল—তখন জলের উপরে দেখা যাচ্ছিল শুধু তার চওড়া, মোটা, আবে-ভর্তি পিঠখানা।

গ্রমেকো সর্দারকে খুলে দিয়ে বললেন, "ফিরে এসে ভালোই হল। দত্যিটা ত এখানে সব তছনছ করে ফেলতে পারত। তাঁবুটাকে ছিঁড়ে-খুঁড়ে, আমাদের সব কিছু মাড়িয়ে নৌকা দু'খানাও ডুবিয়ে কিংবা ভেঙ্গে-চুরে দিয়ে যেতে পারত।"

মাক্‌শেইয়েভ বললেন, "নৌকা দু'খানা ঠিক আছে ত?" এই বলে তিনি নদীর দিকে ছুটে গিয়ে এক সেকেণ্ড পরই চেঁচিয়ে বললেন,

"একখানা রয়েছে, আর একখানা নেই! বোধ হয় সেই শয়তানটাই কাছি ছিঁড়ে দিয়ে গেছে।"

কাশ্‌তানভ তাঁর কাছে ছুটে গিয়ে বললেন, "বেশি দূরে ভেসে চলে যাবার আগেই আমাদের বেরিয়ে পড়ে নৌকাটার পিছু নিতে হবে।"

ওঁরা দু'জন বন্দুক তুলে নিয়েই অন্য নৌকাটায় উঠে ঠেলে এগিয়ে গেলেন। একটু পরেই হারান নৌকাখানা দেখা গেল, কিন্তু সেটা তখন স্রোতের টানে আস্তে আস্তে না ভেসে, মাঝনদীতে ঘুরপাক খাচ্ছিল। দ্রুত নৌকাখানার কাছে পেঁ ৗছে কাশ্‌তানভ যখন একটা আঁকশি দিয়ে নৌকাখানাকে ধরতে যাচ্ছেন, এমন সময় সেটা হঠাৎ যেন জীবন্ত হয়ে একদিকে লাফিয়ে গিয়ে স্রোতের চেয়ে ঢের বেশি দ্রুত গতিতে নদীর ভাঁটার দিকে ছুটতে লাগল। ওঁরাও আবার ছুটে চল্লেন। মাক্‌শেইয়েভ প্রাণপণে দাঁড় টানছিলেন, আর আঁকশিটাকে হাতে বাগিয়ে ধরে কাশ্‌-তানভ দাঁড়িয়ে ছিলেন নৌকার গলুইয়ে।

নৌকাখানা দুলে দুলে কেঁপে কেঁপে এগিয়ে চলছিল; কাশতানভ বলে উঠলেন, "নৌকাকে একটা কিছু টানছে।"

"সেই হিপোটাই হয়ত গুণে জড়িয়ে গেছে!"

হাওয়া নেবার জন্য জন্তুটা ভেসে উঠলে তার চওড়া পিঠ আর মাথাটা দেখে কাশ্‌তানভ বললেন, "ঠিক বলেছেন, ভাসমান ঐ কুমড়ো-ফটাসের উপর গোটা দুই গুলি চালালে, ওটা হয় আরও জোরে ছুটতে আরম্ভ করবে, নইলে নৌকাখানা নিচেয় টেনে নিয়ে যাবে।"

"ওটাকে ধরে ফেলে গুণটা কেটে দিতে হবে, তাছাড়া নৌকা ফিরে পাবার অন্য কোনো উপায় নেই।"

মাকৃশেইয়েভ আবার মরিয়া হয়ে দাঁড় টানতে লাগলেন। একটু পরেই কাশ্‌তানভ নৌকাটা ধরে ফেলে নিজেদের নৌকাকে তার পাশাপাশি নিয়ে ফেললেন, ফলে হিপোটা ওঁদেরও টেনে নিয়ে চলল। মাকৃশেইয়েভ টানকরা রশিটাকে কেটে দেবার সঙ্গে সঙ্গে রশির লেজটা জলের তলায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

দাঁড়ে বসে হাঁফাতে হাঁফাতে মাকৃশেইয়েভ বললেন, "নৌকার ঐ গতি আমি বেশিক্ষণ বজায় রাখতে পারতাম না। বুলেটের হিসাব করে চলতে না হলে আমি গুলি করে ওর বাঁদরামি ঠাণ্ডা করে দিতাম।"

কাশ্‌তানভ বললেন, "তাঁবু থেকে আমরা বেশ কিছুটা দূরে এসে পড়েছি, ফিরতে হবে উজান বেয়ে। আপনি একটু জিরিয়ে নিন, ততক্ষণ আমি বাইছি।"

ওঁরা জায়গা বদল করে অন্য নৌকাটা পিছনে বেঁধে নিলেন।

মাকৃশেইয়েভ বললেন, "নদীটা এখানে অনেকটা গভীর।" আঁকশিটা মাটিতে গিঁথে তিনি ঠেলে চলবার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু নদী সেখানে প্রায় ছ'ফুট গভীর তাই তলার নাগাল পেলেন না। "এখানে অত বড় বড় জন্তু থাকবে তাতে আর আশ্চর্য কি। রাত্রে কিংবা ডাঙায় ভিতরের দিকে যাবার সময় কোনো বিপদ না হয়, তাই নৌকা টেনে ডাঙায় তুলে রাখতে হবে।"

কালো জলের উপর মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে গাছ আর ঝোপঝাড়—দু'ধারে সেই নিরন্ধ্র সবুজ দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে ওঁরা ধীরে ধীরে উজানে এগিয়ে চললেন। নদীর উপরে অনেকটা ঝুলে এসেছে কি একটা অজানা আঙুরলতা; তার বড় বড় সুরক্ত ফুলগুলির উপর বসেছে সুন্দর সুন্দর প্রজাপতি আর মৌমাছি।

নৌকা দুটোর গলুইয়ের তলায় জল ছলছল করছিল; দাঁড় উঠছিল পড়ছিল তালে তালে; ঝোপের মধ্যে দিয়ে ভেসে আসছিল পাখির কিচিরমিচির আর গান।

মাছগুলি তীর বেগে ছুটে চলে যাচ্ছিল, আর মাকৃশেইয়েভ এক পাশে ঝুঁকে তাকিয়ে সেই মাছের গতি অনুসরণ করছিলেন।

তিনি বললেন, "নৌকা থেকে দেখলে প্রকৃতি এখানে কি চমৎকার! কূলে গেলে ঘন জঙ্গলের ফাঁদে পড়ে যেতে হবে, একটা কিছু বিষাক্ত কিংবা শিকারী জীবের ঘাড়ে পা না দিয়ে এক পা এগোবার জো নেই। বিশেষ করে এত দিন ধরে তুষারক্ষেত্র, কুয়াশা আর তুষারঝড়ের সঙ্গে লড়াইয়ের পর বিশ্বাস করাই কঠিন যে, এই যে নদীটার উপর দিয়ে ভেসে চলেছি, এটা পৃথিবীর অন্তস্তল দিয়ে প্রবাহিত একটা নদী। এখানে সবই তুষারক্ষেত্রগুলির এত কাছে, অথচ আফ্রিকা কিংবা দক্ষিণ আমেরিকার

আদিম জঙ্গলের সঙ্গে এর এত মিল। কি জানি, এখন আমরা উত্তর আমেরিকার কোন জায়গাটার তলায় আছি।”

“তুষারবেষ্টনী থেকে শুরু করে আমাদের পথটা মানচিত্রে এঁকে ফেললে সেটা বের করে ফেলা কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। আমার ত মনে হয় যে, আমরা এখনও বোফোর্ট সাগর ছাড়াইনি, কিংবা বড়জোর উত্তর আলাস্কার তুন্দ্রা অবধি পৌঁছেছি। সেখানে সাংঘাতিক ঠাণ্ডা, চারিদিকে শুধু বরফ আর বরফ এবং মেরুর ভাল্লুক ছাড়া কিছু নেই, আর এখানে আমরা রয়েছি অজানা ফুল, বাঘ, হিপোপটেমাস আর সাপের দেশে!”

সেই মুহূর্তে মাকৃশেইয়েভ জলে স্বর্য্যের একটা স্পষ্ট প্রতিবিম্ব দেখে তাড়াতাড়ি উপরে তাকালেন।

“এই যে, শেষপর্যন্ত স্বর্য্য দেখা দিল, তাকিয়ে দেখুন!”

এতদিন ওঁরা আবছা কিংবা কুয়াশার মধ্যে দিয়েই প্লুটোকে দেখে আসছিলেন; আকাশের রং কি, প্লুটোর চেহারাটাই বা ঠিক কেমন, তার কোনো ধারণাই ছিল না। কুয়াশার আবরণ এবার ফাঁক হয়ে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের মতো হয়ে উঠছিল। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে নির্মল আকাশ দেখা যাচ্ছিল, কিন্তু চিরপরিচিত সেই আসমানী ফিকা নীল আনীল আকাশ নয়, এ হল ঘোর ঘন নীল।

প্লুটো তখন মাথার উপর; তার ব্যাস, স্বর্য্যের ব্যাস দেখতে যা, তার চেয়ে একটু বেশি মনে হচ্ছিল।

পাতালের, কিংবা “মাটির ভিতরকার” এই জ্যোতিষ্কটি অস্তগামী স্বর্য্য, কিংবা বাতাসের ঘন স্তরের মধ্যে দিয়ে দেখা সদ্য-উদিত স্বর্য্যের মতো। এর মণ্ডলে চাকৃতিখানায় নানা আকারের বহু কালো দাগ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

কাশ্‌তানভ বললেন, “ভিতরকার এই জ্যোতিষ্কটি, কিংবা পৃথিবীর আসল অন্তস্তল এখন দীপনের শেষ পর্যায়ে। এটা একটা মরণোন্মুখ লাল তারা। আর অল্প কিছু কাল পরেই এটা নিবে যাবে! তখন পৃথিবীর এই ভিতরটা অন্ধকার আর ঠাণ্ডায় ডুবে যাবে; এই সমস্ত বন্য জীবনের সমারোহ ক্রমে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।”

মাকৃশেইয়েভ বলে উঠলেন, “ভাগ্য ভালো, আমরা এখানে পৌঁছে সব দেখে যেতে পারলাম। পরে এলে, আমাদের ফিরে যেতে হত, কেননা সামনে থাকত শুধু কালো রাত্রি।”

“আমি যে ‘আর অল্প কিছু কালে’র কথা বললাম, সে কিন্তু ভূতত্ত্বের হিসাব অনুযায়ী তার অর্থ হাজার হাজার বছরও হতে পারে। তাহলে দেখছেন, আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা পৃথিবীর এই ভিতরের দিকটা

বিচারবিশ্লেষণ করে দেখতে, চাই কি এখানে উপনিবেশ স্থাপন করার জন্যও প্রচুর সময় পাবে।"

"খাসা! চিররাত্রির অন্ধকারে মিলিয়ে যাবে যে-পাতালপুরী সেইখানেই আপনি বসতি গড়বার কথা বলছেন!"

অয়নান্তবৃত্তের গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঝড়

সোৎসাহ কথাবার্তায় সময় কেটে গেল, তাঁবুতে ফেরার সময়টা খেয়ালেই এল না। ওঁরা ফিরলে খাওয়া হবে বলে পাপচ্‌কিন আর গ্রমেকো তাঁবুতে অপেক্ষা করছিলেন। বুনো পেঁয়াজ দিয়ে শূয়োরের ছানার স্টুটা হয়েছিল চমৎকার। ঠিক হল, খাদ্য ফল-মূল এবং শাকসবজি আরও সংগ্রহ করতে হবে, তাহলে খাবারগুলো আরও সুস্বাদু হবে, রুচবেও ভালো। টিনে-ভরা শাকসবজি আর শ্বেতসার সব বরফ-বাক্সে রেখে ওঁরা সঙ্গে এনেছেন শুধু চা, চিনি, কফি, নুন, মরিচ, শুটকি, আর কিছু বিস্কুট। শিকার করে আর মাছ ধরে যদিও প্রধান খাদ্য পাওয়া যাবে, কিন্তু টাটকা শাকসবজি হলে মুখ-বদলানোও যাবে এবং সেটা দরকারও।

বাঘের সঙ্গে সাক্ষাতের পর সাবধানে থাকবার জন্য সেদিন ওঁরা সারা রাত্রি তাঁবুর কাছে আগুন জ্বালিয়ে রাখলেন, এবং পালা করে পাহারা জাগলেন। প্রত্যেক সান্ত্রীই নানা সন্দেহজনক আওয়াজ, ডালভাঙার শব্দ, আর কাছাকাছি জঙ্গলে ভয়-পাওয়া পাখির আচমকা ডাক শুনতে পেয়েছিলেন; সর্দারও সজাগ থেকে রাত্রে বহু বার গজরেছিল।

পরদিন নৌকা বেয়ে চলতে প্রথম কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এলাকাটার চেহারার কোনো পরিবর্তন দেখা গেল না; আরও বেশি পাহাড়—সেগুলির উত্তুরে ঢালে গাছপালা আর দক্ষিণের ঢালে ঘাসের জমি; নদীর দু'ধারে তখনও মাথা উঁচু করে রয়েছে সেই নিরন্ধ্র জঙ্গলের দেওয়াল। সেদিন তাঁবু ফেলা হল নদীর বাঁ ধারে; ডিনারের পর কাশ্‌তানভ আর গ্রমেকো গেলেন একটু অনুসন্ধান করতে।

সেখানে অনেক নতুন নতুন গাছপালা। তার মধ্যে মেন্দী আর লরেলের মতো চিরহরিৎ গাছ; বাদাম গাছগুলি প্রকাণ্ড—লম্বায় ওকের মতো। পথে পড়ল বীচ্, দেবদারু আর বর্মি সুগন্ধা, ধুনু ধুঙ্গ গাছ। প্রকাণ্ড ম্যাগনোলিয়া গাছগুলি বড় বড় সুগন্ধী ফুলে ছেয়ে গেছে। নদীর ধার বরাবর ঝোপঝাড়ে বাঁশ আর নানা রকমের লিয়ানা লতা হয়েছে। গ্রমেকোর একেবারে সপ্তম স্বর্গ।

উত্তুরে হাওয়া অবশেষে একেবারে থেমে যাওয়ায় সেদিন ছায়ার নিচে উষ্ণতা হল ৭৭°। আর্দ্র হাওয়া জঙ্গলের বাপে ভারি। মেঘের আড়ালে রোদ ছিল নিস্তেজ, তবুও ঘেমে ভিজে অনেক কষ্টে সবাইকে পাহাড়ে উঠতে হল।

সেই তাপে যেন সমগ্র প্রকৃতি ঝিমিয়ে পড়েছে—পশু-পাখি সব লুকিয়ে আছে ছায়ার ভিতর।

কাশ্‌তানভ আর গ্রমেকো পাহাড়টার চূড়ায় উঠে সেখানে বসলেন। উত্তরে উন্মুক্ত প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে, ওঁরা ঐ অসহ্য গরমের কারণ বুঝতে পারলেন। কিম্ভুত কিমাকৃতি ধূমল-কালো প্রকাণ্ড একটা মেঘ দূর দিগন্ত থেকে এগিয়ে আসছে; তার প্রান্তগুলো ছেঁড়াখোঁড়া। সেই ঝোড়ো মেঘের আগে আগে আসছে দ্রুত-সঞ্চরণশীল লালচে-নীল মেঘের একটা প্লাবন, আর তার নিচে দিয়ে চমকে চমকে উঠছে চোখ-ধাঁধানো বিজলী।

গ্রমেকো উত্তেজিত হয়ে বললেন, "ছুটে গেলে তবে নৌকায় পৌঁছন যাবে। এ যেন মনে হচ্ছে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঝড়!"

পিছলে পড়ে গেলেন খাড়াই ঢালে, লম্বা ঘাসে পা আটকে গেল, ওঁরা ছুটে পাহাড় থেকে নামতে থাকলেন। প্রায় পনর মিনিট লাগল তাঁবুতে পৌঁছতে। গিয়ে দেখলেন মাক্‌শেইয়েভ আর পাপচ্‌কিন কি করতে হবে বুঝতে না পেরে উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছেন। মুষলধারে বৃষ্টি নাবলে কিংবা শিল পড়লে, খুব সম্ভব ওঁদের তাঁবুতে থাকা চলবে না। এমনও হতে পারে যে, নদীর দু'কূল ছাপিয়ে বন্যাও আসবে—তখন উপড়ে-যাওয়া গাছগুলি সেই স্রোতে ভেসে চলবে, কাজেই নদীতে থাকার ঝুঁকিও আছে। নৌকা দুখানা টেনে ডাঙায় তুলে, জিনিসপত্র সব নামিয়ে রেখে, লম্বা ঝোপঝাড়ের ভিতরে গিয়ে আশ্রয় নেবার চেষ্টা করাই বোধ হয় সবচেয়ে ভালো।

এই নিয়ে আলোচনার সময় পাপচ্‌কিনের মনে পড়ল যে, প্রকাণ্ড একটা জলবোড়া সাপকে তাড়া করবার সময় নদীর ভাটিতে একটু দূরে পাহাড়টার প্রান্তের কাছাকাছি তিনি মাথার উপর ঝুলে-পড়া একটা ক্লিফ দেখেছিলেন। সেই ক্লিফ্‌টায় আশ্রয় পাওয়া যাবে, কিন্তু সময় নেই—ঝড় এল বলে!

লাফিয়ে নৌকায় উঠে ঠেলে নিয়ে একটু পরেই সেই ক্লিফে সবাই পৌঁছে গেলেন। পাহাড়ের বেরিয়ে-আসা অংশটার নিচেয় সব কিছু টেনে নিয়ে যেতে কয়েক মিনিট মাত্র সময় লেগেছিল। ওঁরা ক'জন, কুকুরটা, সমস্ত রসদ, এমন কি নৌকা দু'খানার পক্ষেও পাথরের ছাদটা যথেষ্ট ছিল; নৌকা দুটোকে ওঁরা হাওয়ার বিরুদ্ধে আড়াল হিসাবে ব্যবহার করলেন।

ফাটলগুলির মধ্যে ঢুকেছিল কয়েকটি ছোট সাপ; সেগুলিকে তাড়িয়ে দিয়ে শান্তভাবে ওঁরা বায়ুমণ্ডলে সেই বিপর্যয়ের বিপুল সুন্দর দৃশ্য দেখতে পেলেন।

লালচে-নীল মেঘপিণ্ড অর্ধেক আকাশ ছেয়ে সূর্য্যকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। নিচে থেকে সেটাকে মনে হচ্ছিল মিশ কালো। সেই মেঘকে চিরে ফেঁড়ে দিচ্ছে আঁকাবাঁকা করাতের দাঁতের মতো বিদ্যুৎ-চমক, আর তার সঙ্গে সঙ্গে যা কানে তালা-লাগান বজ্রগর্জন, তেমনটি ওঁরা আর কখনও শোনেননি। একটার পরে একটা চলছিল সেই বজ্র বিস্ফোরণ। কী যেন ফেটে গেল, মনে হল বিশাল একটা কাপড় টেনে ছিঁড়ে দেওয়া হল, আর তারপর যেন একযোগে শত শত কামানের গর্জন।

হাওয়ার প্রথম কয়েকটা দমকেই গাছগুলি দুলতে লাগল। উত্তর দিক থেকে আসছিল একটা ভয়ানক খট্‌খট্‌ আওয়াজ—এমনকি তাতে বজ্রগর্জনও গেল ডুবে। মনে হল যেন বিশাল একখানা ট্রেন সামনে সব কিছু ঠেলে নিয়ে পাটির উপর দিয়ে ছুটে চলেছে।

ওঁদের এবার সত্যিই ভয় লাগছিল, আর নিজেদের বড় অসহায় মনে হচ্ছিল সেই ছোট্ট গুহায়।

ঘূর্ণিবায়ু এবার ওঁদের উপর এসে পড়ল। ফুল, পাতা, ডালপালা, সমূলে উৎপাটিত ঝোপঝাড়, আর যে-সব পাখি জঙ্গলের গভীরে আশ্রয় নেবার অবকাশ পায়নি, সেইসব তালগোল পাকিয়ে ঘুরতে ঘুরতে ছুটেছে। ক্রমেই আরও বেশি অন্ধকার ঘনিয়ে এল। বাজ ফেটে পড়বার মাঝে মাঝে সব কিছুই শন্‌শন্‌ হিস্‌হিস্‌ করছিল, চিরে-ফেঁড়ে যাচ্ছিল। মাটিতে আছড়ে পড়তে লাগল বৃষ্টির প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ফোঁটা আর শিলা, তা জলে পড়ে জল মথিত করে সাদা ফেনায় পরিণত করল। অন্ধকার তখন একেবারে নিরন্ধ্র; মাঝে মাঝে শুধু চোখ-ধাঁধানো বিজলী চমকে ফুটে উঠছিল সে এক ভয়ানক দৃশ্য—মনে হচ্ছিল গোটা জঙ্গলই যেন হাওয়ার তাড়নায় শূন্যে উঠে সেই মুষলধারে বৃষ্টি আর শিলার সঙ্গে ছুটে চলেছে। কানের মধ্যে চিৎকার করেও ওঁরা একে আর একজনের কথা শুনতে পাচ্ছিলেন না।

প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে এই তাণ্ডব চলবার পর অনেকটা ফরসা হয়ে আসতে লাগল, হাওয়ার দমক অনেকটা কমে এল, খট্‌খট্‌ আওয়াজ আর বজ্রগর্জন চলে গেল দক্ষিণ দিকে, মুষলধারে বৃষ্টি কমে এখন গুঁড়ি-গুঁড়ি পড়তে লাগল। নদী ফুলে উঠেছে, জল লালচে-বাদামী আর ঘোলা, তার উপর দিয়ে একটা ফেনিল সর। পাতা, ডালপালা আর ছোট ছোট গাছ সেই স্রোতে ভেসে চলেছে। ছেঁড়াখোঁড়া ধূসর মেঘের টুকরোগুলো তখন আকাশের বুকে ছুটছিল, কিন্তু প্লটো এরই মধ্যে

চিকচিক করে বেরিয়ে এসে ঝড়ের ধ্বংসলীলার উপর রোদ ছড়িয়ে দিচ্ছে।

সকলে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এসে চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন। নৌকো দু'টোয় অপরদিকে পাতা আর ডালপালার সঙ্গে আখরোটের মতো বড় বড় শিলা মিলে মিশে গাদা হয়ে রয়েছে। ধারাল ভাঙা ডাল এসে পড়ে নৌকা দু'টোর পাশের ক্যাম্বিস কাপড় জায়গায় জায়গায় বিঁধে গেছে। ওঁরা তাড়াতাড়ি স্বঁচ, মোটা স্থতা আর আলকা-তরা-লাগান ক্যাম্বিসের টুকরা এনে মেরামতের কাজে লেগে গেলেন।

নৌকা দু'খানা মেরামত করতে প্রায় এক ঘণ্টা ব্যস্ত ছিলেন সবাই। ততক্ষণে নদী আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে, ধ্বংসের রূপ মিলিয়ে গেছে—নৌকা করে ভাটিতে চলা যায়। কালো কালো মেঘ দক্ষিণ দিকে অনেক দূরে পাহাড়গুলির পিছনে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে; সেই প্রথম মাথার উপর দেখা গেল মেঘশূন্য ঘন নীল আকাশ।

আবার সবাই নৌকায় উঠে বসবার পর পাপচ্‌কিন বললেন, "ভাবুন ত একবার—সোজা এই নীল আকাশের উপরে, আমাদের প্রায় দু'হাজার মাইল উপরে, ঠিক এই রকমেরই আর একটা জগৎ রয়েছে, সেখানেও রয়েছে জঙ্গল, নদী আর প্রাণিজগৎ। আহা, মাথার উপর তাকিয়ে যদি সে-জগৎ দেখা যেত!"

কাশ্‌তানভ মন্তব্য করলেন, "বড় বেশি দূরে। নানা বাষ্প আর ধূলিকণায় ভরা হাওয়ার যে পুরু স্তরটা রয়েছে, তা কখনও যথেষ্ট রকমের স্বচ্ছ হতে পারে না, আর তাছাড়া গাছপালায় ঢাকা মাটি যথেষ্ট উজ্জ্বলও নয়, তাতে অতি সামান্য আলোই প্রতিফলিত হয়।"

মাকৃশেইয়েভ বললেন, "গতকাল আমরা যখন ঐ ছোট্ট পাহাড়টার উপরে ছিলাম, তখন লক্ষ্য করেছিলেন কি যে, পৃথিবীর উপর থেকে যা তার চেয়ে এখান থেকে দৃষ্টিগোচরত্ব ঢের ভালো? চারিদিকে প্রায় ষাট মাইল পর্যন্ত বন-এলাকা দেখা যাচ্ছিল, কেননা আমাদের অবস্থান-তলটা অবতল—যেন একটা চাপা বাটির উপর দাঁড়িয়ে ছিলাম।"

"তত্ত্বের দিক থেকে বিবেচনা করলে আমাদের দিগন্তটা অসীমই হওয়া উচিত; হাজার কিংবা পাঁচ হাজার মাইল অবধি ভূভাগটা ক্রমেই আকাশের দিকে উঁচু হয়ে উঠছে—এই রকমই দেখতে পাওয়া উচিত। কিন্তু, বহু দূর থেকে বায়ুমণ্ডলের নিম্নতর স্তরগুলি অনেক কম স্বচ্ছ, আর রূপরেখাও সব ঝাপসা হয়ে মিলেমিশে যায়। আসলে, এখানে দিগন্তই নেই; মাটি ক্রমে আকাশে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে এবং তাইই আমরা দেখতে পাই। এতদিন নিচু মেঘের আস্তরণ ছিল, শুধু সেই কারণেই ব্যাপারটা আমরা আগে আবিষ্কার করতে পারিনি।"

সেদিন সন্ধ্যায় ওঁরা লক্ষ্য করলেন যে, নদীটা ক্রমেই চওড়া হয়ে চলেছে, স্রোতের টান কমে আসছে, এগোবার জন্য খুব জোর দাঁড় বাইতে হচ্ছিল। সবুজ প্রাচীর ছুটোর মাঝে মাঝে ফাঁক দেখা যেতে লাগল। মাঝে মাঝে সংকীর্ণ নদী-শাখা দেখা যেতে লাগল, সেগুলি দিয়ে জল প্রধান খাতটা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে কিংবা এসে পড়ছে। লম্বা লম্বা নলখাগড়ায় ঘেরা কয়েকটা ছোট ছোট দ্বীপের কাছে এসে পৌঁছলেন।

এমনি একটা দ্বীপ ঘুরে যাবার সময় ওঁরা নলখাগড়ার বেষ্টনীতে একটা ফাঁক দেখতে পেলেন, সেখান দিয়ে একটা পথ জলের কিনার থেকে সবুজ ঝোপঝাড়ের মধ্যে চলে গেছে। ডাঙায় নেমে দ্বীপটা কেমন দেখাবার জন্য মাকৃশেইয়েভ সেই পথটার দিকে নৌকা ঘুরালেন। নৌকাখানা কূলে ভিড়বার সঙ্গে সঙ্গে একটা অসি-দন্তী বাঘের মাথা ঝোপের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। বাঘটার উপরের চোয়াল দিয়ে প্রায় এক ফুট লম্বা চকচকে সাদা ছুটো দাঁত বেরিয়ে, ঠিক যেন নক্রসিংহের মতো। পশুটা ওঁদের আক্রমণ করবার কোনো লক্ষণই দেখাল না; অর্থাৎ সে ক্ষুধার্ত ছিল না। যেন হাই তুলছে এই ভাবে প্রকাণ্ড চোয়াল ছুটো অনেকটা ফাঁক হয়ে গেল, তারপর মাথাটা নলখাগড়ার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। ডাঙায় নামবার সিদ্ধান্তটা ওঁরা চটপট বদলে ফেললেন।

পরদিন নদীটা আবার একটু সংকীর্ণ হয়ে গেল এবং স্রোতের টানও বাড়ল। ক্রমেই আরও বেশি করে সকলের মনে হতে লাগল যে, ওঁরা এখন উপক্রান্তীয় অঞ্চলে। ওক্, ম্যাপ্‌ল, আর বীচ্ গাছের জায়গায় এখন দেখা যাচ্ছে ম্যাগনোলিয়া, লয়েল, রবার-গাছ এবং আরও নানা রকমের গাছপালা—উদ্ভিদবিদরা যার শুধু নামই জানেন, কিংবা হট্‌হাউসে ফ্যাকাশে নমুনা থেকে চেনেন। উকা, তাল আর সাগু গাছ নৌকা থেকেই বেশ সহজে চেনা যাচ্ছিল।

পাহাড়গুলি প্রসারে এখন বেশি, উচ্চতা কম এবং সংখ্যাতেও কমে আসছে। পাহাড়গুলির ঢাল কোমর-সমান উঁচু অজস্র ঘাসে ঢাকা, তার মাঝে মাঝে এক-একটা গাছ, কিংবা কোথাও কোথাও কয়েকটা গাছের জটলা। সেগুলি মধ্য আফ্রিকার স্তর-জঙ্গলের কথা মনে করিয়ে দেয়।

ওখানকার উদ্ভিদাদি পরীক্ষা করে দেখবার জন্য ওঁরা লাঞ্চ খাবার সময় একটা ছোট পাহাড়ের কাছে থামলেন। নৌকা ছুখানার উপর নজর রাখবার জন্য মাকৃশেইয়েভ থাকতে রাজী হলেন; আর তিন জন খাবার পর পাহাড়ের দিকে চলে গেলেন।

চলন্ত টিলা

জটপাকান লিয়ানা লতা আর বড় বড় গাছের ফাঁকে ফাঁকে নিচু ঘাস-ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে প্রথম দশ ফুট কেটে পথ তৈরি করে চলতে হয়েছিল। কিন্তু তারপর, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ইউক্যালিপটাস, মার্টল, লরেল এবং অন্যান্য গাছের তলায় আবছা অন্ধকারের মধ্যে ঝোপঝাড়গুলি অনেকটা পাতলা হয়ে এল। গাছগুলির গুঁড়ি আর প্রকাণ্ড ফার্ণগাছের ঝোপের মাঝখানকার জমির টুকরোগুলি নানা শেওলা আর চমৎকার অর্কিডে ঢাকা। অনেক উপর থেকে নানা কীটপতঙ্গের গুঞ্জন সমানে ভেসে আসছিল, কিন্তু নিচের সব নিথর ; মাঝে মাঝে শুধু একটা সাপ কিংবা গিরগিটি মাটির উপর দিয়ে পিছলে চলে যাচ্ছে।

পাহাড়টার পাদদেশের কাছে জঙ্গল তেমন ঘন নয়। প্লুটোর আরক্ত রশ্মি সেখানে এসে পড়তে পারছিল। প্রাণের প্রাচুর্য সেখানে—অপেক্ষাকৃত বেশি ঘাস, ফুল আর ঝোপঝাড়। আঁকাবাঁকা একটা পথ পেয়ে ওঁরা সেই পথে জঙ্গল থেকে বেরুবার আশায় তাই ধরে চললেন। সামনে কাশ্‌তানভ, আর তাঁর একটু পিছনেই চললেন পাপচ্‌কিন। দু'জনেই রাইফেল বাগিয়ে চারিদিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখে যাচ্ছিলেন। গ্রমেকো সবার পিছনে—উদ্ভিদের নমুনা সংগ্রহ করতে গিয়ে বারবার পিছিয়ে পড়ছিলেন।

কাশ্‌তানভ হঠাৎ থেমে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য হাত তুললেন। সামনের দিক থেকে একটা চাপা গজরানি এবং চড়া পটপট আওয়াজ শোনা গেল। তারপরই দেখতে-অদ্ভুত প্রকাণ্ড একটা জীব পথের উপর দেখা দিল। ভাল্লুকের মতো দেখতে কিন্তু গুচ্ছ সমেত লম্বা লেজ আর সরু লম্বা মাথা।

পাপচ্‌কিন ফিসফিস করে বললেন, "এটা একটা বজ্রকীট। দক্ষিণ আমেরিকার বজ্রকীট দেখতে হিংস্র, আর নখরগুলি প্রকাণ্ড হলেও, খুবই ঠাণ্ডা স্বভাবের। কিন্তু সেগুলি এর চেয়ে অনেক ছোট—এটা উঁচুতে ছয় ফুটের বেশি!"

যে-লোকগুলি পথ জুড়ে রয়েছে তাদের লক্ষ্য করে বজ্রকীটটি অনিশ্চিত ভাবে দাঁড়িয়ে গেল।

পাপচ্‌কিন আবার ফিসফিস করে বললেন, "আসুন, আমরা পথ ছেড়ে দাঁড়াই, ওটা যাবার সময় তাহলে আরও ভালো করে দেখা যাবে।"

ওঁরা পথ থেকে সরে একটা ঝোপের আড়ালে দাঁড়ালেন। বজ্রকীটটা কয়েক মিনিট স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে সন্দিগ্ধভাবে বনের দিকে তাকাতে লাগল, তারপর পাঁচ-ছ' পা অন্তর এক এক বার থেমে চারিদিকে চেয়ে দেখে নিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে এগোতে লাগল। সেই ভাবে একবার থামলে

পাপচ্‌কিন তার ফোটো তুলে নিলেন; কিন্তু ক্যামেরার শাটারের ক্লিক্ আওয়াজ শুনেই জন্তুটা সোজা পিছনে লেজ খাড়া করে বড় বড় থাবা ফেলে ধুপধাপ করে ছুটতে লাগল। নাকের ডগা থেকে লেজের আগা পর্যন্ত সেটা অন্ততঃ বার ফুট লম্বা।

জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ওঁরা গড়ানে ঢালু একটা পাহাড়ের পাদদেশে গিয়ে পড়লেন। একটানা ঢালটার দিকে কাশ্‌তানভ হতাশভাবে তাকালেন—সেখানে তাঁর আগ্রহের কিছু আছে বলে মনে হচ্ছিল না; কিন্তু লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্যে অজস্র অজানা বর্ণাঢ্য ফুল দেখে উদ্ভিদবিদ পুলকিত হয়ে সেগুলি সংগ্রহ করতে লেগে গেলেন। কাশ্‌তানভ হঠাৎ পাহাড়টার নিচেয় গম্বুজের ভিতর দিকের মতো আকৃতিসম্পন্ন মাঝারি গোছের একটা টিলা দেখতে পেলেন। টিলার গায়ে কিছুই নেই, সেটা ধাতুর মতো চকচক করছে।

ছোট্ট হাতুড়িটা টেনে বের করে টিলার দিকে ছুটতে ছুটতে তিনি চেঁচিয়ে বললেন, "শেষপর্যন্ত আমি কিছু পেলাম!"

পাপচ্‌কিন তখন একটা গিরগিটি ধরবার চেষ্টা করছিলেন; সেটা ওঁর কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে একটা গাছে চড়েছে।

টিলাটায় পৌঁছে কাশ্‌তানভ আশ্চর্য হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। একেবারে ফাঁকা, একটা ঘাসও গজায়নি; টিলাটার সারা গা ছ'-পলওয়ালা বাদামী রঙয়ের পাত দিয়ে গড়া, তার প্রত্যেকটার প্রান্তে কালো পাড়।

একটুকরা পাথর ভেঙে নিতে গিয়ে হাতুড়িটা ঠিকরে ফিরে এল। উপরে আরও বেশি ফাটল পাওয়া যেতে পারে ভেবে উনি টিলাটার মাথায় উঠবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু টিলাটা মাত্র ফুট দশেক উঁচু হলেও, সেটার গা এত মসৃণ যে, খুব টানাহ্যাঁচড়া করে অতি কষ্টে উঠতে পারলেন। দেখলেন সেখানেও পাথরগুলো ভাঙা যাবে না। তখন বেল্ট থেকে একটা প্রকাণ্ড বাটালি বের করে সেটাকে দুটো পাতের মাঝখানে ফাটলে ধরে পেটাতে শুরু করলেন। বাটালির তীক্ষ্ণ দিকটা শেষপর্যন্ত সেই কঠিন পাথরে বিঁধতে শুরু করল।

কাশ্‌তানভ হাঁটু গেড়ে বসেছিলেন, তিনি আচমকা একটা ঝাঁকুনি খেলেন। উপস্থিতবুদ্ধিতে বাটালিটা আঁকড়ে না ধরলে গড়িয়ে পড়ে যেতেন। ঝাঁকুনি চলতেই লাগল। কাশ্‌তানভ হতবুদ্ধি হয়ে চারিদিকে তাকাতে লাগলেন। তাঁর পায়ের তলায় মাটি যেন দুলছিল; এমনকি গাছগুলি সব আন্দোলিত হচ্ছিল।

কাশ্‌তানভ চেঁচিয়ে বললেন, "ভূমিকম্প!" বন্ধুরা ছিলেন প্রায় চল্লিশ ফুট দূরে; উনি আবার চেঁচিয়ে বললেন, "আপনারা কাঁপুনি টের পাচ্ছেন?"

ওঁরা কিছুই টের পাননি, তাই গ্রমেকো আর পাপচ্‌কিন অবাক হয়ে

তাকালেন। কিন্তু কাশ্‌তানভের দিকে তাকিয়ে ওঁরা একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন—ভূতত্ত্ববিদসমেত টিলাটি আস্তে আস্তে পাহাড়ের গা দিয়ে নেমে আসছে।

আশ্চর্য সেই চলমান ঢিবির গোড়াটা লম্বা ঘাসের মধ্যে ঢাকা। মিনিট খানেকের মধ্যে ওঁরা সেটাকে আটকাবার জন্য ছুটে গেলেন। কিছুটা কাছাকাছি গিয়ে পাপচ্‌কিন হাসিতে ফেটে পড়লেন।

তিনি বললেন, "এটা যে একটা প্রকাণ্ড কচ্ছপ! পিয়তর, আপনি কচ্ছপে চড়েছেন!"

টিলাটা ঠিক তখনই অনুসরণকারীদের দিকে ফিরল; ওঁরা দেখলেন সেটার লম্বা ঘাড়ের প্রান্তে প্রায় ষাঁড়ের মতো প্রকাণ্ড একটা কুৎসিত মাথা, তাতে ছোট ছোট আঁশ। খোলা হাঁ-মুখ দিয়ে ধারাল চ্যাপ্টা চ্যাপ্টা দাঁত বেরিয়ে আছে।

কাশ্‌তানভ অবশেষে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে, কচ্ছপের খোলায় বেঁধান বাটালি ফেলেই সেটার গা বেয়ে নেমে তাড়াতাড়ি তার পথ থেকে লাফিয়ে সরে গেলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁর নজরে এল প্রকাণ্ড কাঠের গুঁড়ির মতো জন্তুটার লেজ, সেটা দ্রুত নড়ছে। তার এক বাড়ি খেলে ওঁর দুই পা অনায়াসেই ভেঙে যেতে পারত।

নিজেকে মুক্ত বুঝে জন্তুটা ঢাল বেয়ে ছুটতে লাগল। মাথা আর লেজ ঘাসে ডুবে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আবার সেটাকে ঠিক একটা চলন্ত টিলার মতো মনে হতে লাগল।

ব্যাপারটা নিয়ে হাসাহাসির পর কাশ্‌তানভ বললেন, "আমার মনে হয়, ওটা আসলে কচ্ছপ নয়, ওটা হল গ্লিপ্টোডণ্ট[১]; প্লাইওসিন যুগে, যখন বৃহৎ বৃহৎ বজ্রকীট, বিশালকায় স্লথ্[২], ঐরাবত (মাস্টোডন) আর প্রকাণ্ড সব গণ্ডার বেঁচে ছিল তখন পৃথিবীতে আর্মাদিলো[৩] নামে যে জন্তু ছিল, এটা সেই বর্গের জীব। এইসব অতিকায় জীবের শত শত দেহাবশেষ দক্ষিণ আমেরিকায় পাওয়া গেছে।"

পাপচ্‌কিন সেই সঙ্গে বললেন, "প্রকাণ্ড একটা বজ্রকীটও জঙ্গলে দেখা গেছে।"

"ওটা দেখেই ত কথাটা আমার মনে এল। তুষারক্ষেত্রগুলির সীমানার কাছে একটা উত্তরাঞ্চলে তৃতীয়কোত্তর যুগের পৃথিবীর অধিবাসী ম্যামথ এবং অন্যান্য 'জীবন্ত জীবাশ্ম' যখন দেখা গেল, সুতরাং যেখানে উষ্ণতা এত বেশি

১। কচ্ছপের মতো অধুনালুপ্ত বৃহৎ স্তন্যপায়ী জীব।—তর্জমাকার।
২। দক্ষিণ আমেরিকার স্তন্যপায়ী জন্তুবিশেষ—তর্জমাকার।
৩। বর্মধারী ক্ষুদ্র জন্তু।—তর্জমাকার

সেই দক্ষিণে এগিয়ে যে আরও প্রাচীনকালের, অর্থাৎ প্লাইওসিন যুগের জীবজন্তু দেখা যাবেই, তা মনে করবার সমস্ত কারণই ত রয়েছে।"

পাপচ্‌কিন স্পষ্ট অবিশ্বাসের সুরে বললেন, "তাহলে আপনার তত্ত্ব অনুসারে দাঁড়ায় যে, যত দক্ষিণে যাব, ততই প্রাচীন সব প্রাণী আমরা দেখতে পাব। এটাই কি আপনার বক্তব্য?"

গ্রমেকো বললেন, "আমার ত একটুও অবাক লাগছে না। যে-মুহূর্তে আমরা এই পাতালপুরী আবিষ্কার করলাম, তখন থেকে আমি আর কোনো কিছুতেই অবাক হচ্ছি না—ইগোয়ানোডন (iguanodon)[১], লম্বগ্রীব কূর্ম (প্লেসিওসর)[২], উৎসর্প কূর্ম (টেরোডাক্টিল)[৩], ত্রিবলি (ট্রাইলোবাইট)[৪], কিংবা প্রত্নজীববিদ্যার যে-কোনো বিস্ময় সামনে পড়ুক না কেন, আমি তাদের সবাইকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত।"

"সত্যিই এটা আপসোসের কথা যে আমরা গ্লিপ্টোডন্টটাকে গুলি করে মারলাম না। ওগুলোর অস্তিত্ব আমরা প্রমাণ করব কেমন করে? এমন কি গ্লিপ্টোডন্টটার ত ফোটোও নেওয়া হয়নি।"

"পরে হয়ত আরও দেখতে পাওয়া যাবে।"

গ্রমেকো বললেন, "হ্যাঁ, ভালো কথা, আমাদের মাংসের ভাণ্ডারে কিছু যোগান দরকার—নইলে, শুয়োরের চর্বি ছাড়া কাল আর কিছুই জুটবে না।"

কথা বলতে বলতে ওঁরা আস্তে আস্তে পাহাড়ে উঠছিলেন। শেষে পাহাড়ের মাথায় উঠে শিরাটার পারাপারি সরু এক ফালি ঘন ঝোপ দেখা গেল। সেখানে মাটিতে শিলা দেখে কাশ্‌তানভ পুলকিত হয়ে উঠলেন। উনি যখন পাথর টুকরো করতে ব্যস্ত, তখন ঝোপের ওধারে হামাগুড়ি দিয়ে চলে গিয়েছিলেন পাপচ্‌কিন, তিনি 'শ্‌শ্‌' করে বললেন, "এই, ওখান থেকে আওয়াজ করবেন না। ওদিকের ঢালে তৃণভোজী প্রাণীর একটা গোটা চিড়িয়াখানা রয়েছে।"

কাশ্‌তানভ ঠক্‌ঠক্‌ করা বন্ধ করলেন। পাথরের যে-টুকরাটা পেয়েছিলেন সেটা পকেটে রেখে গ্রমেকোর পিছু পিছু ঝোপের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে চললেন। দক্ষিণের ঢালে নানা রকমের প্রাণীকে পরম শান্তিতে চরে বেড়াতে দেখলেন। তার মধ্যে রয়েছে একটা গণ্ডার পরিবার; ভারতীয় এবং আফ্রিকান গণ্ডার আর ওঁরা আগে যে-লম্বাচুলওয়ালা গণ্ডার দেখেছেন তার থেকেও এগুলি খুবই পৃথক ধরনের। এগুলি মোটা, তাগড়া, খাটো খাটো পা, হিপোপটেমাসের সঙ্গেই মিল বেশি,

১। অধুনালুপ্ত বৃহৎ গিরগিটি, ২। দীর্ঘগ্রীব সামুদ্রিক জন্তু, ৩। অধুনালুপ্ত পাখাওয়ালা কচ্ছপবিশেষ, ৪। পেলিওজয়িক যুগের গ্রন্থিল প্রাণিবিশেষ।

কিন্তু মদ্দাটার মাথার আকৃতি আর মোটা শিং থেকে গণ্ডার বলেই চেনা যায়। মাদীটার মাথায় শিংয়ের বদলে বড় একটা পিণ্ড। বাছুরটা মায়ের চারিদিকে খেলতে খেলতে এমন কুণ্ডলী পাকিয়ে যাচ্ছিল যে, সেটাকে একটা প্রকাণ্ড সসেজের মতো মনে হচ্ছিল। খাদ্যের উৎসটার নাগাল পাবার জন্য বাছুরটা মাটিতে শুয়ে পড়ে কাত হয়ে মোচড় খেয়ে মায়ের পেটের তলায় ঢুকে যাচ্ছিল, কিন্তু মা তাকে চেপ্টে দিয়ে সরে যাচ্ছিল, আর খোকাটা প্রতিবাদে চিঁচিঁ করে উঠছিল।

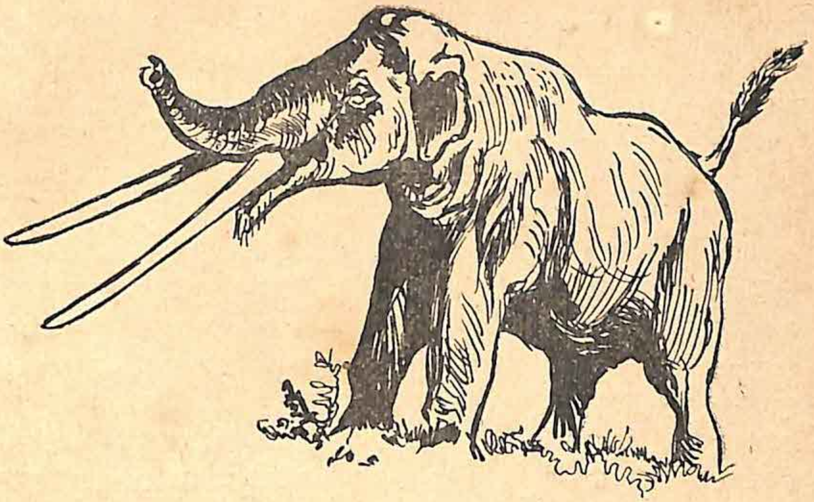
ঢালুটার আরও নিচেয় রয়েছে একপাল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হাতি। দূরবীন দিয়ে দেখে নিয়ে কাশ্‌তানভ বললেন, ওগুলি বোধ হয় ঐরাবত। ম্যামথের সঙ্গে পার্থক্য রয়েছে কেননা এগুলির দাঁত লম্বা আর সোজা, কপাল পিছন দিকে চাপা এবং দেহটাও বেশি লম্বা।

ঐরাবতগুলির কাছে কয়েকটা বিশাল কৃষ্ণসার চরে বেড়াচ্ছিল। কৃষ্ণসারগুলির রং ঘোর হলদে, তার উপর চিতাবাঘের মতো কালো কালো দাগ আর আছে লম্বা তরোয়ালের মতো শিং। পিছনের পা সামনের পায়ের চেয়ে অনেক লম্বা। সেগুলি এদিকে-ওদিকে লাফাচ্ছিল। গ্রমেকো প্রথমে দেখে সত্যিই সেগুলিকে কোনো এক জাতের প্রকাণ্ড খরগোশ বলে মনে করছিলেন।

জঙ্গলটার একেবারে প্রান্তে দেখতে আরও অদ্ভুত প্রাণী রয়েছে—সেগুলি আধা-জিরাফ, আধা-উট। সেগুলির অত্যন্ত লম্বা লম্বা গলা, আর মাথায় ছোট ছোট দুটো শিং; রং ময়লা-হলদে, আর পিঠে এক-একটা কুঁজ। কাশ্‌তানভ বললেন, এগুলি হল উট আর জিরাফ দুইয়েরই পূর্বপুরুষ। ঐরকম দুটো জন্তু মাটি থেকে বার ফুট উঁচুতে ডাল আর পাতা ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছিল।

ওঁরা প্রত্যেকে এক-একটি পশুর পালের দিকে এগোলেন। কাশতানভ ঘুরে চললেন উট-জিরাফের দিকে, আর পাপচ্‌কিন কৃষ্ণসারগুলির দিকে গেলেন; গণ্ডার আর ঐরাবতের ফোটো তুলতে গেলেন গ্রমেকো।

দেখলেই মনে হয় সুস্বাদু সেই ছোট্ট গণ্ডারটার উপর গ্রমেকোর পড়ল লোভ; তিনি ওটাকে শিকার করতে মনস্থ করলেন। বাচ্চাকে ঘাসের উপর মৃত অবস্থায় দেখে তার মা-বাপ লাশটাকে একবার শুঁকে নিয়ে উচ্চৈঃস্বরে ঘোঁত ঘোঁত করতে করতে উদ্ভিদবিদের দিকে ছুটল। গ্রমেকো ভেবেছিলেন ওগুলি উল্টো দিকে পালিয়ে যাবে, তাই তিনি সাবধান থাকবার জন্য লুকোননি; এখন গণ্ডারের পথ এড়াবার জন্য গ্রমেকোকে ঝোপের মধ্যে লাফিয়ে পড়তে হল। কয়েক সেকেণ্ড পরই জন্তু দুটো ঝোপঝাড় মাড়িয়ে ছুঁচালো নাকের ডগা দিয়ে সেগুলিকে এদিক-ওদিক ছুঁড়তে ছুঁড়তে পাহাড়টার চূড়ায় গিয়ে উঠল। ডালপালা



ভাঙবার সেকি প্রচণ্ড পটাপট আওয়াজ! গণ্ডার দুটো ছুটেই চলেছে, তারপর হঠাৎ দেখল যে, তাদের শত্রু অন্তর্হিত হয়েছে। একটা ঝোপ নড়ছে দেখেই শত্রুর জায়গাটা বুঝতে পেরে আবার সেই দিকে ফিরে তেড়ে গেল।

ঠিক তক্ষুণই পাপচ্‌কিন কৃষ্ণসারগুলির উপর গুলি চালালেন এবং পালটা হুড়মুড় করে ঢাল বরাবর উপরে ছুটে চলল; শুঁড় তুলে গর্জন করতে করতে ঐরাবতগুলি ছুটল তাদের পিছন পিছন। গ্রমেকোর অবস্থা তখন সঙ্গীন—একদিকে, ঝোপের মধ্যে আগে-পিছে ছুটোছুটি করে গণ্ডার দুটোকে এড়াতে হচ্ছে, অন্যদিকে কৃষ্ণসার আর ঐরাবতগুলিও তাঁর উপরে এসে পড়ছে। সঙ্গে সঙ্গেই ওঁর মাথায় চমৎকার একটা ফন্দী খেটে গেল। গ্রমেকো দেখলেন যে, কৃষ্ণসার আর ঐরাবতগুলি বিভিন্ন দিক থেকে ঢাল বেয়ে ছুটলেও, তারা যেন পাহাড়ের শিরাটার একই জায়গার দিকে ছুটেছে। গণ্ডার দুটোকে এড়াবার চেষ্টায় ছুটোছুটি না করে তিনি দুটো পালের মাঝের ফাঁক দিয়ে ঢালু বেয়ে নিচের দিকে ছুটলেন; তাঁর আশা ছিল যে, যেকোনো একটা পাল গণ্ডারগুলির সামনে গিয়ে পড়বে। গ্রমেকোর ফন্দীটায় কাজ হল; একটা গণ্ডার ঝোপ চিরে ঐরাবতগুলির উপর গিয়ে পড়ল, আর অন্যটা গিয়ে পড়ল কৃষ্ণসারগুলির মধ্যে। সব মিলিয়ে মহা গণ্ডগোলের মধ্যে প্রথম গণ্ডারটা ধাক্কা খেয়ে পড়ে পদদলিত হয়ে গেল, এবং অন্যটার ভয়ে কৃষ্ণসারগুলি ছুটতে লাগল আর সেই গণ্ডারটা ছুটল তাদের পিছনে পিছনে।

গ্রমেকো একটু জিরিয়ে নিয়ে দম পেয়ে আবার সেই পাহাড়ের

শিরাটার ঝোপের মধ্যে গিয়ে উঠলেন। ছুটে পালাবার সময় বন্দুকটা ফেলে গিয়েছিলেন। সেটা তুলে নিয়ে এত বিপদের কারণ সেই গণ্ডারের বাচ্চাটাকে খুঁজতে লাগলেন। একটু পরেই দোমড়ান ঘাসের মধ্যে পিপের মতো সেই মৃত বাচ্চাটাকে তিনি পেয়ে গেলেন।

তারপর তিন জনে মিলে প্রচুর চামড়া, খুলি আর মাংসের বোঝা নিয়ে তাঁবুর দিকে ফিরে চললেন।

ওঁদের ফিরতে এত দেরি দেখে মাকৃশেইয়েভ চিন্তিত হয়ে উঠছিলেন। তিনিও একটা শিকার করেছিলেন। নৌকা দু'খানা পাহারা দেবার সময় একটা জন্তু নিশ্চয়ই সর্দারকে উদরসাৎ করবার মতলবে তাঁবুর কাছে গিয়ে পড়েছিল, কিন্তু সর্দারের বদলে সেটার ভাগ্যে জুটেছে একটা বুলেট। মাথাটা অস্বাভাবিক বড়, দেহটা বিড়ালের মতো, আর লম্বা লম্বা কেশর থাকলেও, জন্তুটা দেখতে নেকড়ের মতো। কাশ্‌তানভ বললেন, "ওটা বোধ হয় প্লাইওসিন যুগের নেকড়ে, আজকালকার নেকড়ের পূর্ব-পুরুষ।"

প্লুটো ক্ষীণ হয়ে এল

কৃষ্ণসারের মাংস কড়াইয়ে রান্না হচ্ছে এবং একটা শিকে গণ্ডারের বাচ্চাটাকে পাক দিতে দিতে, অভিযাত্রীরা সেদিনের পাওয়া নানা জিনিসের নমুনাগুলি বেছে সাজিয়ে রাখলেন।

একটু পরেই ওঁরা দেখতে পেলেন যে, আলো ক্ষীণ হয়ে আসছে এবং সাধারণতঃ যা ছিল তার চেয়ে রং আরও লালচে এবং হাওয়াও আগের চেয়ে ঠাণ্ডা। উপরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন যে, আকাশ পরিষ্কার, প্লুটো ক্ষীণভাবে যেখানে জ্বলছে, তার পৃষ্ঠের অর্ধেকটা বড় বড় কালো দাগে ভর্তি।

উষ্ণতা কমে যাওয়ায় ওঁরা একটু স্বস্তি পেলেন, কিন্তু আলো ক্ষীণ হয়ে আসাতে সকলে একটু চিন্তায় পড়লেন।

খাবার সময় সকলে লক্ষ্য করেছেন যে, চাকতিটাতে কালো দাগগুলির সংখ্যা আরও বেড়েছে এবং আলো কমে গেছে, তাই গ্রমেকো বললেন, "আচ্ছা, প্লুটো যদি একেবারেই নিবে যায়?"

পাপচ্‌কিন জবাব দিলেন, "তাহলে হঠাৎ আমরা ঘোর অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে যাব, আর তারপরে নেমে আসবে মেরুর শীত।"

মাকৃশেইয়েভ দুঃখজনক স্বরে বললেন, "আমাদের সমস্ত গরম জামা-কাপড় যে রয়ে গেছে প্রধান তাঁবুতে।"

কাশ্‌তানভ বললেন, "আমার মনে হয়, এই ক্ষীণতা সাময়িক। লাল আলো আর অজস্র কালো দাগ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, প্লুটোর দীপ্তি শেষ পর্যায়েই এসে গেছে, কিন্তু এই অবস্থাটা শত শত এমনকি হাজার হাজার বছরও স্থায়ী হতে পারে। প্লুটোর মতো ক্ষীণ হয়ে কার্যতঃ নিবেই যায়, এমন কোনো কোনো তারা মহাকাশেও আছে আমরা জানি, কিন্তু সেগুলি আবার জ্বলে উঠে। তখনও সেগুলিতে প্রচুর পরিমাণ তাপ থাকে; সেগুলির পৃষ্ঠভাগে ত্বক ঠাণ্ডা হয়ে এসে এই সব কালো দাগ সৃষ্টি হলেও, তাপ ফেটে বেরুতেই থাকে এবং ত্বকগুলিকে বারবার গলিয়ে দেয়। কোনো তারা এক দমকে হঠাৎ নিবে যায় না।"

"কিন্তু প্লুটো হয়ত অক্সিজেনের অভাবে নিবে যেতে পারে। কেননা প্লুটো তার প্রয়োজনীয় অক্সিজেন পাচ্ছে পৃথিবীকে ঘিরে রয়েছে যে-বায়ুমণ্ডল সেখান থেকেই এবং মেরুদেশীয় সুড়ঙ্গ দিয়েই সেটা টেনে নিচ্ছে।"

"তাই যদি হত, তাহলে প্লুটো যে-বহু নিযুত বছর ধরে জ্বলছে তার মধ্যেই সে বায়ুমণ্ডলের সমস্ত অক্সিজেন শেষ করে ফেলত এবং পৃথিবীর অধিবাসীদের নাইট্রোজেনে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যেত। তারার দীপ্তি-প্রক্রিয়া সম্পর্কে আমরা যৎসামান্যই জানি; পৃথিবীতে আমরা জ্বলা বলতে যা বুঝি তার থেকে তারা-জ্বলা সম্পূর্ণ পৃথক ব্যাপার হতে পারে। হয়ত বা অন্যান্য মৌলিক পদার্থ বিশ্লিষ্ট হয়ে অক্সিজেন সৃষ্টি হয়। রেডিয়মের রূপান্তর সম্পর্কে গত কয়েক বছরে যে-সব আবিষ্কার হয়েছে তার ফলে এইসব মৌলিক পদার্থের নিত্যতার বিষয়ে আমাদের ধারণা বদলে গেছে; আগে ত এদের নিত্যতা একেবারে অবিসংবাদিত বলেই ধরা হত।"

"অর্থাৎ কিনা, 'বুঝলে হোরাশিও, তোমার দর্শনে যার কল্পনা আছে, তার চেয়ে বেশি জিনিস রয়েছে স্বর্গে আর মর্ত্যে'—আর হ্যামলেটেরও একবার এই পাতালপুরীকে দেখে যাওয়া উচিত ছিল!" এই বলে গ্রমেকো প্রস্তাব করলেন যে ঠাণ্ডা আর অন্ধকারের সদ্ব্যবহার করার জন্য এবার চলুন শুতে যাওয়া যাক।

জঙ্গলের অধিবাসীদের ভিতরও অস্বস্তি। পাখিরা চুপ করে গেছে—তাদের গান আর কিচিরমিচিরের বদলে শোনা যাচ্ছিল নানা জন্তুর কর্কশ ডাক। সর্দার এক একবার আকাশের দিকে মাথা তুলে করুণভাবে ডেকে উঠছিল।

তাঁবুর সামনে ছোট্ট আগুনটা জ্বলছে; ওঁরা চারজন ঐসব আওয়াজে কান না দিয়ে অন্যান্য দিনের চেয়ে বেশি সময়ই ঘুমলেন।

সকলের যখন ঘুম ভাঙল, তখনও অন্ধকার। সবকিছু লাল সন্ধ্যালোকে

আচ্ছন্ন হয়ে গেছে; প্লুটোয় এত বেশি কালো দাগ দেখা দিয়েছে যে, আলো দশ ভাগের ন'ভাগ কমে গেছে। সেই অদ্ভুত আলোয় ঘাস, পাতা, এমনকি আকাশটাকেও কালো মনে হচ্ছিল। মাঝে মাঝে পাতার মধ্যে দিয়ে দমকা হাওয়া ছুটে আসছিল—এ ছাড়া সব নিথর। কি যেন একটা শঙ্কা রয়েছে এই নিস্পন্দতার মধ্যে।

ওঁদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে স্থির হল যে, এই অন্ধকারে অজানা একটা নদী দিয়ে নৌকা করে যাওয়াটা অত্যন্ত বিপজ্জনক; বুনো জন্তুতে-ভরা ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে নদীটা বইছে; সেই সব জন্তু যখন তখন অতর্কিত আক্রমণ করতে পারে। তাছাড়া নৌকা বালিয়াড়িতে আটকে যেতে পারে এবং গাছের বাড়ন্ত ডাল কিংবা ভাঙা গাছের কাণ্ডে আটকে ক্যাম্বিসের নৌকা ফালি ফালি হয়ে যেতে পারে।

গ্রমেকো জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা, এই সন্ধ্যালোক যদি সপ্তাহের পর সপ্তাহ, এমনকি মাসের পর মাস স্থায়ী হয়, তাহলে কি হবে? আমরা কি ঠায় বসে থাকব এইখানে? আর যা-ই হোক, আমাদের রসদে ত তিন-চার দিনের বেশি চলবে না।"

কাশ্‌তানভ বললেন, "একেবারে ভয়ানক সিদ্ধান্ত করবার আগে একটু সময় নিয়ে দেখা দরকার। একদিন, কি দু'দিন এখানে অপেক্ষা করে দেখতে হবে যে, নদীর ভাঁটায় চলা, না, ফিরে যাওয়া।"

মাক্‌শেইয়েভ বললেন, "অপেক্ষা করবার সময়টায় নৌকার ফুটাগুলি মেরামত করা যায়, একখানা ভেলাও তৈরি করা যায় এবং সবকিছু পরিষ্কার-ঝরিষ্কার করেও ফেলা যেতে পারে।"

সবাই রাজী হয়ে তাঁবুর সামনে আগুনের আলোয় কাজ করতে লেগে গেলেন। নৌকা দু'খানায় তালি লাগিয়ে, ওঁরা তাঁবুর কাছে কয়েকটা বড় বড় বাঁশ করাত দিয়ে কেটে ফেললেন। ছোট্ট একখানা হাত-করাত মাত্র ছিল, সুতরাং করাত চালাতে অনেকটা সময় লাগল। গুঁড়িগুলোকে ছেঁটে-কেটে ফিটফাট করে, নৌকা দু'খানার সমান লম্বা লম্বা ডাণ্ডা তার থেকে কেটে বের করা হল। তারপর সেই ডাণ্ডাগুলিকে একত্রে বেঁধে পাঁচ ফুট চওড়া একখানা ভেলা তৈরি হল; নৌকা দু'খানার মাঝখানে সেটাকে বেঁধে নেওয়া হবে। ঠিক হল যে, ভারি ভারি জিনিসগুলি ঐ ভেলায় রেখে পশুর চামড়া দিয়ে ঢেকে দেওয়া হবে। ভেলাটা মাঝখানে জুড়ে নৌকা দু'খানা মিলিয়ে ছোট, হালকা, মজবুত আর সহজে এদিক-ওদিক চালাবার উপযোগী খেয়ার মতো মনে হচ্ছিল।

সারা দিন কাটল সেই কাজ নিয়ে। প্লুটোয় কালো দাগগুলির আকার আর সংখ্যা যেমন ছিল তেমনিই রয়ে গেল। তাঁবুর বাইরে ছোট আগুন জেলে রেখে ওঁরা সেদিন আগে আগেই শুতে গেলেন;

সর্দার দরজায় শুয়ে ছিল। ওঁদের আশা ছিল যে, রাত্তিরটা নির্ঝঞ্ঝাটে কাটবে এবং মাঝে মাঝে একজন কেউ উঠে আগুনে কিছু কাঠ ফেলে যাবেন।

কিন্তু তাঁবুর ভিতরে সব চুপচাপ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকের ঝোপঝাড় থেকে খসখস মর্মর আওয়াজ উঠতে থাকল। সর্দার কান খাড়া করে গোঁ গোঁ করতে লাগল। আওয়াজটা থেমে গেল; সর্দারও আবার ঝিমিয়ে পড়ল। তারপর আবার সেই আওয়াজ শুরু হল—মনে হচ্ছিল যেন ছোট্ট ফাঁকা জায়গাটা ঘিরে যে-ঝোপঝাড় সেখানে কোনো বন্য জন্তু শিকারের সন্ধানে ঘুরছে কিন্তু লাফিয়ে বাইরে আসতে সাহস করছে না। সবাই মিলে সজাগ থাকবার কোনো অর্থ হয় না, তাই পালা করে পাহারা দেবার ব্যবস্থা হল। প্রথমে পড়ল পাপচ্‌কিনের পালা; হাতে রাইফেল নিয়ে তিনি আগুনের পাশে গিয়ে বসলেন। খসখস আওয়াজটি বারবার এগিয়ে এসে এসে আবার দূরে সরে যাচ্ছে। পাপচ্‌কিন শেষে সেই আওয়াজ শুনতে শুনতে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লেন। আগুনটা ক্রমে নিবে গেল এবং শেষপর্যন্ত রইল গনগনে পোড়াকাঠের ছোট্ট একটা স্তূপ মাত্র।

হঠাৎ কুকুরটা ভীষণ ঘেউ ঘেউ করে উঠল। পাপচ্‌কিন লাফিয়ে উঠে ফাঁকা জায়গাটার প্রান্তে একটা বড় জন্তু দেখতে পেলেন। সেটা দেখতে সিংহের মতো, কিন্তু কেশর একটু ছোট, আর বৃহৎদন্তী বাঘের মতো লম্বা লম্বা দাঁত। অর্ধেক হাঁ করে ইতস্ততঃ ভাবে জন্তুটা দাঁড়িয়ে, আর সর্দার দু'পায়ের মধ্যে লেজ গুটিয়ে ভীষণ ঘেউ ঘেউ করতে করতে আগুনের পিছনে সরে গিয়ে আশ্রয় পাবার জন্য তাঁবুটার দিকে হটছিল।

কুড়ি ফুট পাল্লায় গুলি চালিয়ে পাপচ্‌কিন জন্তুটাকে বুকে আঘাত করলেন। জন্তুটার তখনও লাফ মারবার তাকত ছিল; গরম পোড়া কাঠগুলির উপরে এসে পড়ে তার পেট পুড়ে গেল। তারপর গড়িয়ে গিয়ে পিছনের পা ছুঁড়ল তাঁবুতে। ক্যাম্বিস গেল ছিঁড়ে আর মাকৃশেইয়েভের মাথার কাছে রাখা বুটে গিয়ে মারল ধাক্কা। জন্তুটার সামনের পায়ের থাবা শূন্যে খিঁচতে খিঁচতে এক চুলের জন্য কাশ্‌তানভের মুখ বাঁচিয়ে পাশে মাটিতে টুপির মধ্যে তাঁর পকেট-ঘড়িটাকে চুরমার করে দিল; টুপিটাও টুকরো হয়ে গেল। সর্দার দরজার কাছে গুটিশুটি মেরে ছিল; জন্তুটার আর এক থাবার ধাক্কায় আঁচড় খেয়ে কাঁপতে কাঁপতে সে তাঁবুর দূরের কোণায় একেবারে গ্রমেকোর উপরে গিয়ে পড়ল।

সে এক অসম্ভব বিশৃঙ্খল অবস্থা। তাঁবুর বাইরে আবছায়ায় বিশাল কি যেন একটা গর্জন করতে করতে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। সেটার আঘাতে

পাতলা ক্যাম্বিস ছিঁড়ে ফাল ফাল হয়ে যেতে লাগল। গ্রমেকোর পাশে কুঁকড়ে গিয়ে লুকোবার চেষ্টা করছিল সর্দার, আর গ্রমেকো ভাবছিলেন যে, ভয়ানক কোনো জানোয়ার তাঁকে আক্রমণ করেছে; এইভাবে দু'জনের মধ্যে টানাহ্যাঁচড়া চলছিল। টুপির মধ্যে ঘড়ির পাশে দেশলাই রেখেছিলেন কাশ্‌তানভ, তারই জন্য সেই অন্ধকারে চারিদিকে হাতড়াতে গিয়ে তিনি টুপিটাকেও পেলেন না। পাপচ্‌কিন বাইরে থেকে চিৎকার করছিলেন,

"জলদি! পিছন দিক দিয়ে বেরিয়ে পড়ুন! ওটা সিংহ; ওটার উপর আবার গুলি চালাতে গিয়ে কারও গায়ে লেগে যেতে পারে!"

জন্তুটা শেষবারের মতো খিঁচুনি দিয়ে নিথর হয়ে পড়ল। দেশলাইয়ের বাক্সটা পেয়ে মাক্‌শেইয়েভ একটা মোমবাতি জ্বালালেন; গ্রমেকো সর্দারকে ছেড়ে দিলেন; তারপর ওঁরা তিনজন হামাগুড়ি দিয়ে সন্ত্রস্ত অর্ধ-নগ্ন অবস্থায় তাঁবুর পিছনের পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে এসে চারিদিকে তাকাতে লাগলেন। পাপচ্‌কিন ঘুমিয়ে পড়ায় আগুনটা গিয়েছিল নিবে; একমাত্র এই কারণেই জন্তুটা আক্রমণ করতে সাহস করেছিল, এ কথাটা তিনি স্বীকার করলেন।

অবশ্য মরা জন্তুটার দেহের কাঠামোটা ভাল্লুকের মতো কিন্তু সেটা একটা অসি-দন্তী সিংহ। শুধু তার মাথা আর থাবার আকৃতি থেকে বিড়াল পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কের লক্ষণ পাওয়া যায়। জন্তুটার খাটো খাটো কেশর প্রায় কালো, ঘোর হলদে রঙের লোম, লেজের মাথায় থোবনা নেই। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড থাবায় নখরগুলি তার উপরের চোয়ালের ভয়ানক দাঁতগুলির মতোই বড় বড়। এখন তাঁবু আর মাক্‌শেইয়েভের বুট জোড়া মেরামত করা দরকার। তাঁবুর ভিতরে সব যা তছনছ হয়ে গেছে, তার মধ্যে থেকে কাশ্‌তানভের টুপির অবশেষ আর ঘড়িটা খুঁজে পেতে বেশ খানিকটা সময় লেগে গেল।

গ্রমেকোর বিছানা থেকে সর্দারকে টেনে এনে তার জখমগুলো ধুয়ে দেওয়া হল। সর্দার তখনও কাঁপছিল। তারপর মরা সিংহটাকে তাঁবুর পাশ থেকে দূরে টেনে এনে ওঁরা আরও কয়েক ঘণ্টা ঘুমোবার জন্য শুতে গেলেন। মাক্‌শেইয়েভ পাহারায় থাকলেন। বাকি রাতটা নির্ঝঞ্ঝাটেই কেটে গেল। সকালে আর তেমন অন্ধকার ছিল না, প্লুটোর পৃষ্ঠদেশের দাগগুলি একটু ছোট ছোট আর সংখ্যায়ও কম। আরও খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে, এই স্থির করে ওঁরা তাঁবু মেরামত এবং সিংহটার চামড়া ছাড়াবার কাজ শুরু করলেন। দুপুরের দিকে আরও অনেকটা ফরসা হয়ে এল। একটু পরে প্লুটো যেন বেশ কিছুটা শক্তি সংগ্রহ করে প্রায় সমস্ত কালো দাগ গলিয়ে দিয়ে পূর্ণ দীপ্তিতে ভাস্বর

হয়ে উঠল। চল্লিশ ঘণ্টার অস্পষ্ট আলোকের পর প্লুটোর আলো আগের চেয়ে উজ্জ্বল মনে হতে লাগল।

নৌকা দু'টো আর ভেলা বোঝাই করে সবাই আবার রওনা হলেন; কিন্তু গতি এবার আগের চেয়ে অনেক কম, কারণ ওঁরা যা আশা করেছিলেন, তা নয়—ভেলা সমেত নৌকা তত সহজে কায়দা করা যাচ্ছিল না, ওঁদের খুব জোরে দাঁড় টানতে হচ্ছিল। সন্ধ্যার দিকে অঞ্চলটার চেহারা পাল্টাতে লাগল—নদীর দু'ধারে পাহাড়গুলি ক্রমে ছোট হতে হতে শেষে একেবারে মিলিয়ে গেল; ঘন জঙ্গল আর তার মধ্যেকার ঝোপঝাড়ের জায়গায় দেখা দিল সমভূমি। মাঝে মাঝে গাছের ছোট ছোট উপবন আর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছ সেই সমভূমির অপরিবর্তিত রূপে ভাঙন ধরিয়েছে। নদীর দু'ধারেই সরু এক ফালি জমিতে বেশ সতেজ তাল গাছ, বাঁশ আর লিয়ানা লতার সমারোহ; গাছগুলি বহু রকমের পাখি আর বানরে ভর্তি। ওঁরা হালে যে নানা রকম জন্তু দেখেছেন, সেই রকমের সব জন্তুর পাল সর্বত্র চরে বেড়াচ্ছে।

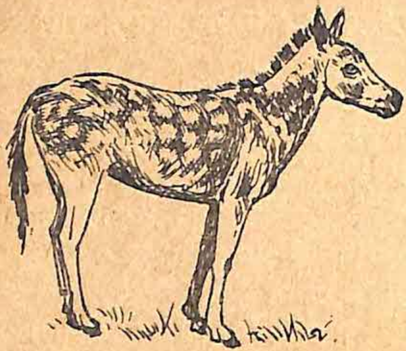
বিকট গিরগিটি আর দাঁতালো পাখি

বড় একটা দ্বীপে সকলে রাত কাটালেন। দ্বীপটা চারিদিকের সমভূমিরই একটা জের হলেও জলের ধারে ঝোপঝাড় আর নলখাগড়ার জটলা রয়েছে। দ্বীপটার উত্তরের প্রান্তে ওঁরা তাঁবু খাটালেন। নদীটা যেখানে দুটো শাখায় ভাগ হয়েছে সে-জায়গাটা এখান থেকে বেশ ভালো দেখা যায়। শাখা দু'টি অন্ততঃ একশ ফুট করে চওড়া।

রাত্রে খাবার পর হঠাৎ একটা গোলমালে নিস্তব্ধতা ভেঙে গেল। মনে হচ্ছিল যেন প্রকাণ্ড একটা জনতা নদীর ওপার থেকে চিৎকার করতে করতে আসছে। এক একবার উচ্চৈঃস্বর ঘেউ ঘেউ আর গর্জনের আওয়াজে গোলমালটা চাপা পড়ে যাচ্ছিল।

সাদা ফুটফুটওয়ালা লালচে রঙের পশুর ছোট একটা পাল নল-খাগড়া মাড়িয়ে, ঝোপঝাড় চিরে গাছপালার জটলার মধ্যে দিয়ে বেগে ছুটে আসছে। পশুগুলি দ্বীপের দিকে সাঁতার কাটতে লাগল, হাউ-মাউ আর গর্জন করতে করতে একপাল জন্তুও সেইগুলির পিছনে জলে ঝাঁপিয়ে দ্বীপের দিকে সাঁতরাতে লাগল। সামনের পশুগুলির মধ্যে একটা অন্যগুলির পিছনে পড়ে গিয়েছিল; স্পষ্টই মনে হচ্ছিল সেটা অবসন্ন। জন্তুগুলি সেটাকে ধরে ফেলে বিচ্ছিন্ন করে নেবার চেষ্টা করছিল।

কয়েক মিনিট পরে পশুর পালটা হুড়মুড় করে ডাঙায় উঠে তাঁবুর



পাশ দিয়ে ছুটে চলে গেল। সেগুলি দেখতে ঘোড়ার মতো, অবশ্য কেশর প্রায় নেই বললেই হয়।

যে-পশুটা পিছনে পড়ে গিয়েছিল সেটা অনুসরণকারীদের আগেই কূলে এসে পৌঁছল, কিন্তু খাড়া পাড় বেয়ে উঠতে তার খুব বেগ পেতে হল। দলবদ্ধ জন্তুগুলি গোঁ গোঁ করতে করতে তার পিছন পিছন এসে পশুটাকে ঠেসে ঘিরে ফেলল। পশুটা খুর তুলে চাঁট মেরে ওদের কামড়াতে লাগল, কিন্তু নিতান্তই একতরফা লড়াই। জন্তুগুলি পশুটার আঘাত কৌশলে এড়িয়ে, শিকারটির একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়ে যাবার জন্য বেষ্টনী করে অপেক্ষা করতে থাকল।

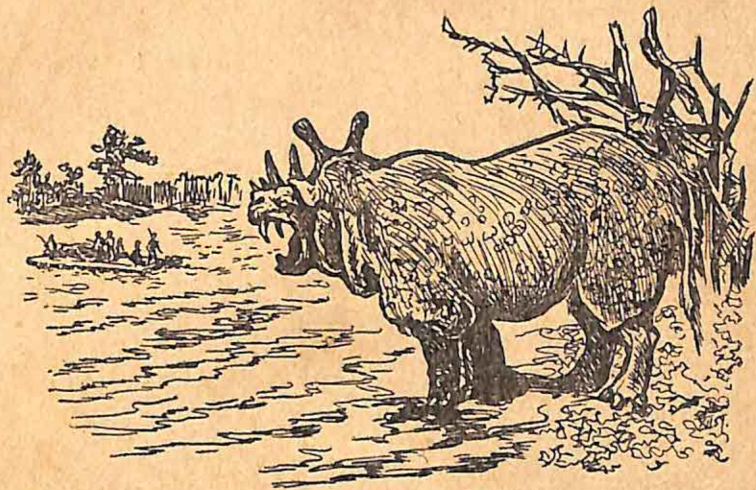
মানুষগুলি এবার এগিয়ে এসে ঐ জন্তুগুলির মধ্যে তিনটে গুলি চালাতে তার দুটো মরল এবং বাকিগুলি আতঙ্কে পালিয়ে গেল। দুর্বল শিকারটি কিন্তু এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে উদ্ধার পেয়েও সে-সুযোগ গ্রহণ করতে পারল না; লোকগুলি কাছে আসতে আসতেই মারা গেল। তার ঘাড়ে বিশ্রী একটা বড় ক্ষত; বোধ হয় পশুর পালটার উপর প্রথম আক্রমণের সময়ই একটা জন্তুর আঘাতে জখমটা হয়েছিল। পশুটা রক্তস্রাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

দেখা গেল মরা জন্তু দুটো আদিম যুগের স্তন্যপায়ী। আকারে প্রায় সাইবেরিয়ার নেকড়ের মতো, কিন্তু দেহ আর লম্বা পাতলা লেজ বিড়ালজাতীয়। সেগুলির পিঠ আর পাশের লোম ঘন-বাদামী রঙের, তার উপর দিয়ে হলদে হলদে ডোরা, আর পেট হলদে। ছুঁচালো দাঁতগুলির আকার প্রায় সবই সমান।

নিতান্ত কল্পনা না করলে জন্তুগুলির শিকারটাকে ঘোড়া বলা যায় না। গাধার চেয়ে বড় নয়, তবে চেহারাটা তার চেয়ে শোভন; সরু সরু পা, ঘোড়ার একটা খুরের জায়গায় প্রত্যেক পায়ে চারটে করে খুর। শুধু মাঝের খুরটাই সম্পূর্ণতঃ পরিণত, বাকি তিনটি লুপ্তপ্রায়।

কাশ্‌তানভ আর পাপচ্‌কিন সেই অজানা পশুটাকে পরীক্ষা করে স্থির করলেন যে, ওটা এক ধরনের আদিম ঘোড়া—বর্তমান ঘোড়ার পূর্বপুরুষ এবং দেখতে অনেকটা প্রায় দক্ষিণ আমেরিকার লামার মতো।

পরদিনও চলল সমভূমি। এ হল লম্বা লম্বা ঘাস আর ঝোপঝাড়ে

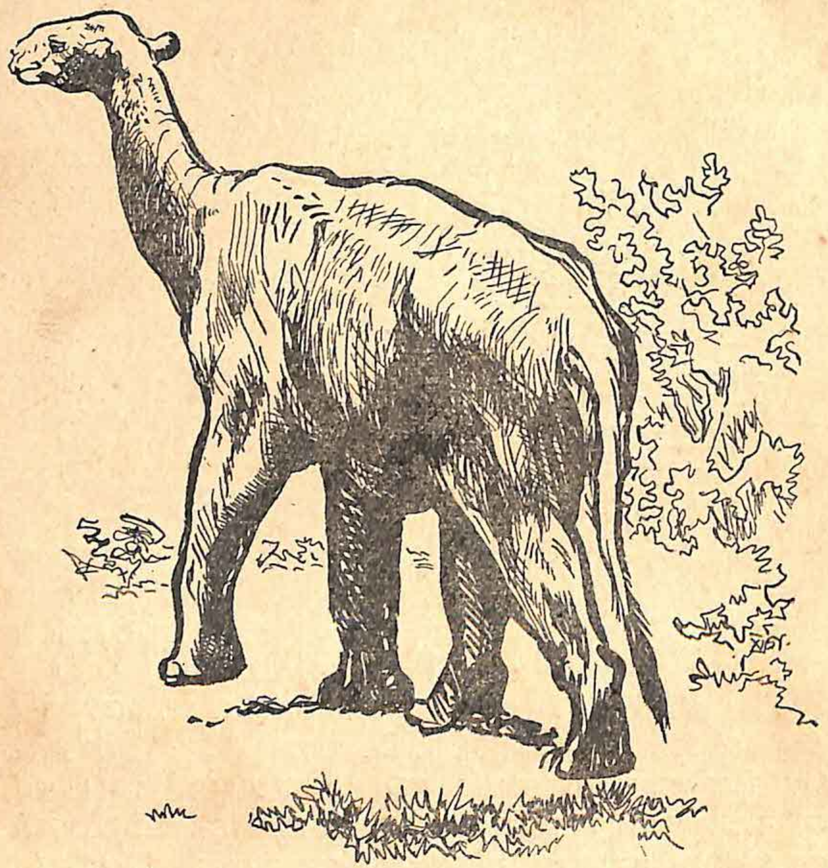


ঢাকা প্রেয়ারি[1] এবং সাভানা[2] প্রান্তর। তবে, নদীর দু'কূল বরাবর এবং দ্বীপগুলিতে এক এক জায়গায় গাছের জটলা আর আলাদা আলাদা গাছ রয়েছে। বড় দ্বীপগুলির একটিতে ওঁরা এক পাল টাইটানোথেরিয়ম দেখতে পেলেন। সেগুলি যেন হিপোপটেমাস আর গণ্ডারের সঙ্কর।

নদীর ভাঁটায় একটু দূরে ঝোপের আড়ালে নৌকা বেঁধে রেখে গুড়ি গুড়ি উঠে গিয়ে একটা টাইটানোথেরিয়ম শিকার করবার ইচ্ছা ওঁদের ছিল, কিন্তু আরও কৌতূহলজনক একটা পশু সামনে পড়ে গেল। এটি হল সবচেয়ে প্রাচীন স্থলচর্মী জন্তুগুলির একটি—চার-শিংওয়ালা একটা গণ্ডার। জল খাবার জন্য নদীতে নেমে এসে সামনের দুটো পা জলে দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভেলাটা ভেসে এসে তার দৃষ্টিপথে পড়লে জন্তুটা কুৎসিত মাথা তুলে পুরো হাঁ করল—যেন এই অনধিকার প্রবেশকারীদের গিলে ফেলতে, কিংবা তাদের গায়ে থুথু দিতে চায়। জন্তুটার উপরের চোয়ালে লম্বা লম্বা ছুঁচালো দুটো হলদে দাঁত, কুঁতকুঁতে দুই চোখের ফাঁকে নাসাদণ্ডে দু'খানা ছোট শিং, আর মাথার উপরে দু'খানা ভোঁতা শিং—দেখলে মনে হয় যেন আগার থেকে কেটে নেওয়া হয়েছে।

অজানা জন্তুটাকে একটু কাছে থেকে দেখবার জন্য ভেলাটা বেঁধে রেখে ওঁরা ঝোঁপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে সাবধানে গুড়িগুড়ি এগোবার সময় জন্তুটা জল থেকে উঠে থপ থপ করে কদমে চলতে শুরু করল। জন্তুটা একটু পরেই দাঁড়িয়ে পড়বে ভেবে কাশতানভ আর পাপচ্‌কিন তার

১। সাধারণতঃ বৃক্ষশূন্য বিস্তীর্ণ তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তর।
২। উত্তর আমেরিকার দিগন্তব্যাপী বিস্তীর্ণ প্রান্তর।



পিছনে ছুটলেন। ছুটে যেতে যেতে ওঁরা দেখতে পেলেন যে, প্রকাণ্ড এক জন্তু একটা লম্বা গাছের পাশে দাঁড়িয়ে মাটি থেকে পনর ফুট উঁচু ডালের পাতা খাচ্ছে। জন্তুটার দেহের আকৃতি আর চামড়ার রং বার ফুট উঁচু বিশাল হাতির মতো ; কিন্তু এর মাথা আর লম্বা গলার সঙ্গে হাতির কোনো মিল নেই। দেহের বাদবাকি অংশের তুলনায় মাথাটা অত্যন্ত ছোট, টেপিরের[১] মতো এবং উপরের ওষ্ঠ বেরিয়ে আছে। গোছা গোছা পাতা মুখে পুরবার জন্য সেই ওষ্ঠটাকে বেলচার মতো ব্যবহার করে।

"কী এক দত্যি!" পাপচ্‌কিন ফিসফিস করে বললেন, "দেহটা হাতির, ঘোড়ার মতো ঘাড়, মাথা টেপিরের, আর অভ্যাসগুলো জিরাফের মতো!"

১। খুরওয়ালা গণ্ডারের মতো জন্তু।

কাশ্‌তানভ বললেন, "আমার মনে হয়, এটা হল শৃঙ্গবিহীন গণ্ডার উপ-বর্গের একটি বিরল নমুনা। হালে বেলুচিস্তানে এইরকম একটির দেহাবশেষ পাওয়া গেছে, সেইজন্যই স্থলচর স্তন্যপায়ী প্রাণিবর্গের মধ্যে বৃহত্তম এই সদস্যটির নাম দেওয়া হয়েছে বেলুচিথেরিয়ম।

পাপচ্‌কিন বললেন, "বিশাল বটে! মাথাটা নিচু করলে আমি নিশ্চয়ই ওর পেটের তলা দিয়ে চলে যেতে পারি।"

"পূর্ণবয়স্ক একটা ভারতীয় গণ্ডারকে ওর পাশে দাঁড় করালে তার পিঠটা কোনোমতে এই দৈত্যটার পেট পর্যন্ত ছোঁবে এবং সেটাকে ওর বাচ্চা বলেই মনে হবে।"

"কি আর করা যায়, ফোটোতে অনুপাতের ধারণা ফুটিয়ে তুলবার জন্য জন্তুটার কাছে যাওয়া চলবে না।" তিনি কয়েকটা ফোটো নিতে নিতে বলে চললেন, "দেখতে মনে হয় ঠাণ্ডা স্বভাবের; কিন্তু কিছুতেই ওর কাছে যাচ্ছি না। পাটা এখনই একবার একদিকে একটু নড়লেই দেহের প্রত্যেকটি হাড় চুরমার হয়ে যাবে।"

"ফোটো তুলবার সময় গাছটাকেও নেবেন, পরে ওটাকে মেপে নেওয়া যাবে।"

ওঁরা একটু অপেক্ষা করলেন, তারপর জন্তুটা ধুপধাপ করে চলে গেলে ঝুলান কম্পাস দিয়ে গাছের উচ্চতা মেপে নিলেন। পায়ের চিহ্নের মাপ নিয়ে দেখা গেল যে, উচ্চতার তুলনায় আশ্চর্য রকম ছোট।

সেই সন্ধ্যায়ই একটা বড় দ্বীপের প্রান্তে ওঁরা এক জোড়া কোরিফোডন দেখতে পেলেন। এগুলি হল টাইটানোথেরিয়মের মতো এক রকমের স্থূলচর্মী জন্তু।

ভেলা দেখতে পেয়ে মদ্দাটা মাথা তুলে মুখ খুললে দুই পাটিতে দুটো করে ছুঁচালো ধারাল দাঁত দেখা গেল।

নদীর পাড়ে একটু দূরেই প্রকাণ্ড একটা জন্তু তার শিকার গিলছে দেখে ওঁরা দ্বীপটায় শিকার করার জন্য নামতে পারলেন না। ভেলাটা সেই দিকে আসছে লক্ষ্য করে জন্তুটা উঠে দাঁড়িয়ে ভীষণভাবে দাঁত খিঁচুতে লাগল।

জন্তুটার খাটো সরু সরু পা, মাথাটা নেকড়ে-শিকারী রুশ বরজই কুকুরের মতো লম্বা, কিন্তু আকারে প্রকাণ্ড বাঘের মতো; তাই দেখে ওঁদের নামবার ইচ্ছা মিটে গেল।

এইভাবে দিন কেটে গেল, কিন্তু নতুন নতুন এইসব আশ্চর্য জন্তুর একটাও শিকার করা হল না।

পরদিন ওঁরা নদী দিয়ে নৌকা বেয়ে যেতে যেতে নদীর কিনারা

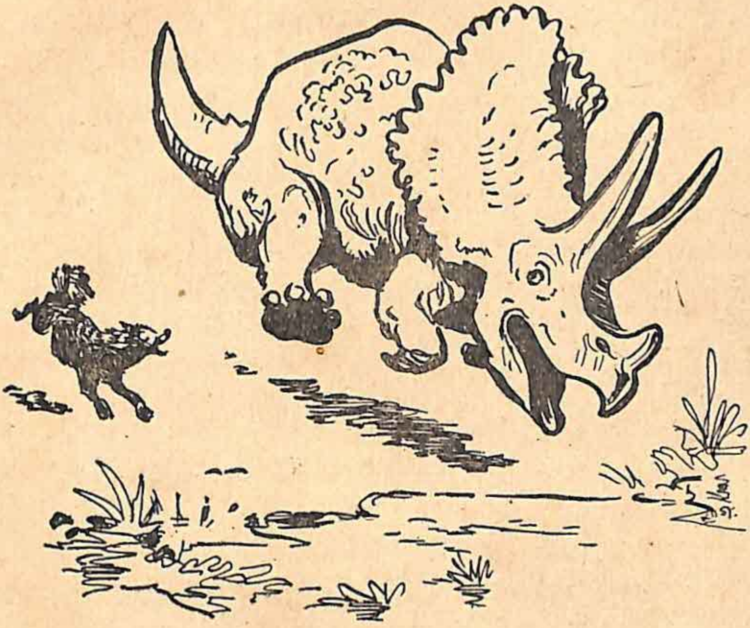
বরাবর এবং দ্বীপগুলিতে দেখতে পেলেন ঘোড়া, টাইটানোথেরিয়ম, চার-শিংওয়ালা গণ্ডার, কৃষ্ণসার, মাংসাশী ক্রিওডন্ট্ এবং আরও নানা জীবজন্তু। কাশ্তানভ বললেন, এই প্রাণিকুলের সমগ্র চেহারাই তৃতীয়ক যুগের সূচনার লক্ষণ বলে মনে হচ্ছে।

নদী থেকে দূরে প্রেয়ারিটা কি রকমের, সেটা দেখবার জন্য ওঁরা দুপুরের খাবার পর ডাঙায় নামলেন।

একটা ছোট সরোবরের দিকে যেতে যেতে একটা জন্তু নজরে পড়ল, তবে সেটা শান্তিতে চরে বেড়াচ্ছে দেখে ওঁরা আশ্বস্ত হলেন। ঝোপের মধ্যে দিয়ে পথ করে সরোবরের পাড়ের দিকে যেতে যেতে হঠাৎ এই জন্তুটার কাছে গিয়ে পড়ে ওঁরা বন্দুক তুলে ধরেছিলেন। বিদঘুটে চেহারার বহু বিচিত্র জীবজন্তু দেখতে দেখতে সর্দারও এতদিনে বেশ অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল এবং জন্তুগুলি তৃণভোজী, না মাংসাশী তাও সে সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারত—সেই সর্দারও আতঙ্কের লক্ষণ দেখিয়ে গোঁ গোঁ করতে করতে মাকৃশেইয়েভের পায়ের কাছ ঘেঁষে গিয়ে দাঁড়াল।

দৈত্যের মতো জন্তুটা পাছে ভয় পেয়ে যায়, কিংবা রেগে ওঠে, তাই ঝোপের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়তেই মাকৃশেইয়েভ ফিসফিস করে বললেন, "এটা একটা অতিকায় গণ্ডার।" নাসাদণ্ডে ছোট্ট শিং ছাড়া, ওটাকে কোনো রকমের গণ্ডার বলবার বিন্দুমাত্র কারণ ছিল না। কপালের বেশ উপরে সামনে-বাড়ান দু'খানা বড় বড় শিং দেখে ওটাকে এক প্রকারের ষাঁড় বলেই মনে হয়; কিন্তু ষাঁড় কিংবা গণ্ডার কারও সঙ্গেই এর কোনো মিল নেই। মাথাটা প্রায় সাত ফুট লম্বা, বাদবাকি দেহের তুলনায় অত্যন্ত খাপছাড়া। মাথার খুলির পিছন দিকটা বেড়ে একখানা চওড়া চিরুনির মতো হয়ে গেছে—সেটাকে প্রকাণ্ড একটা ঝুলন্ত কান বলে মনে হতে পারত, কিন্তু আসলে সেটা ঘাড়ের উপর ঘিরে একটা রক্ষামূলক কিংবা অলঙ্করণের ব্যাপার। সেটা পাতলা আঁশ দিয়ে ঢাকা, এবং ধারাল শিরায় গিয়ে শেষ হয়েছে। খুলিটা এমনিতেই ভীষণ ভারি, তার উপর যোগ হয়েছে গলার এই বেষ্টনীটার ভার, তাই এই বিকট জন্তুটা মাথা তুলতে পারে না।

জন্তুটার সামনের পা পিছনের পায়ের চেয়ে অনেক খাটো, তাই চলবার সময় এর পিছন দিকটা মাথার চেয়ে উঁচুতে থাকে। মাথা আর পা লম্বা ঘাসের মধ্যে ডুবে থাকলে ওটাকেই পনর ফুট উঁচু একটা স্তূপের মতো দেখতে। বিপুল দেহে গোল গোল চাকতি রয়েছে বর্মের মতো; চাকতিগুলি পিঠে আর পাশে একটু বড় বড়, আর পাছায়, পায়ে আর পেটে একটু ছোট। এর খাটো মোটা লেজ পেছনের



ঠোকার কাজ করে; ঠোঁট ধারাল। মাথার প্রান্ত থেকে লেজের ডগা অবধি এই জন্তুটা প্রায় পঁচিশ ফুট লম্বা।

"কী বিকট!" অদ্ভুত অস্বাভাবিক জীবটা সরোবরের ধার বরাবর ঘাস আর ঝোপঝাড় খেতে খেতে আস্তে আস্তে এগোচ্ছিল; সেই দিকে তাকিয়ে গ্রমেকো বারবার ফিসফিস করে বলতে লাগলেন, "কী বিকট দত্যি!"

পাপচ্‌কিন প্রশ্ন করলেন, "এটা কি?"

কাশ্‌তানভ তার জবাবে বললেন, "এটা বোধহয় ট্রাইসেরাটপ্‌স—এক রকমের ডাইনোসর; নানা অতিকায় গিরগিটিও এই ডাইনোসরএর মধ্যে পড়ে।"

মাক্‌শেইয়েভ বিস্মিত স্বরে বললেন, "তাহলে এটা সরীসৃপ! শিংওয়ালা সরীসৃপ থাকতে পারে বলে ত জানতাম না।"

"ছিল ত নিশ্চয়ই! বড়-ছোট বহু রকমের গিরগিটি নিয়ে ছিল ডাইনোসর-বর্গ।"

পাপচ্‌কিন সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, "তার মনে, আমরা এখন ক্রেটাশিয়াস যুগে এসে পড়েছি! নদীর ভাঁটায় যত এগোব, বোধ হয় ততই বেশি দেখা যাবে এই সব বিকট জীব।"

গ্রমেকো বললেন, "সবগুলি এটার মতো নিরীহ হলে, আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু, ধরুন যদি এমনি বিরাট এক মাংসাশীর সামনে গিয়ে পড়ি, তাহলে? গুলি চালাবার ফুরসত পাবার আগেই সে গপ গপ করে আমাদের গিলে ফেলবে!"

কাশ্‌তানভ সেটা খণ্ডন করে বললেন, "বড় বড় প্রাণীগুলি সাধারণতঃ অত্যন্ত আনাড়ী হয়, আমার ত মনে হয়, এইসব অতিকায় জীবের চেয়ে অসি-দন্তী বাঘ ঢের বেশি বিপজ্জনক।"

পাপচ্‌কিন বললেন, "আহা, জন্তুটার যদি একবারটি মাথা তোলান যেত, কিংবা লোভ দেখিয়ে ফাঁকা জায়গায় নিয়ে যাওয়া যেত। আমি দুটো ফোটো তুলেছি, কিন্তু পা আর মাথার সামনেটা ঘাসের মধ্যে ঢাকা রয়ে গেছে।"

মাকৃশেইয়েভ জিজ্ঞাসা করলেন, "গুলি করব?"

"না। গুলি করলে হয় ভয়ে পালিয়ে যাবে, নইলে আমাদের আক্রমণ করবে। তাছাড়া অত বড় পাহাড়কে একটা বুলেটে ঘায়েল করা যাবে না।"

"দেখা যাক সর্দার কি করতে পারে!"

কুকুরটাকে অনেক প্রলুব্ধ করে এবং খুঁচিয়ে-তাতিয়ে তবে সেই দৈত্যটাকে আক্রমণ করান গেল। সর্দার শেষপর্যন্ত খুব জোর ঘেউ ঘেউ করতে করতে তেড়ে গেল; কিন্তু কিছু দূর এগিয়ে নিরাপদ থাকবার জন্য থেমে গেল। ফল হল একেবারে অপ্রত্যাশিত। দত্যিটা সরোবরে ঝাঁপিয়ে পড়ে, জল তোলপাড় করে ছিটকে সেই ঘোলা জলের গভীরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এই প্রাণিকর পলায়ন দেখে সবাই হাসলেন, আর সর্দার জলের ধারে গিয়ে জলের উপর যে ঘোলা ঘোলা চক্রগুলি সৃষ্টি হয়েছিল, সেই দিকে তাকিয়ে বিজয় গর্বে ঘেউ ঘেউ করতে লাগল। কয়েক মিনিট পরে জন্তুটা একটু হাওয়া নেবার জন্য সরোবরের মাঝখানে গিয়ে জলের মধ্যে থেকে মাথা তুলল। পাপচ্‌কিন ক্যামেরা নিয়ে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু শুধু মাথার ফোটো তুলেই খুশি হতে হল, কেননা কূলে অজানা অনুসরণকারীদের দেখেই গিরগিটিটা একবার খানিকটা হাওয়া নিয়ে আবার জলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ওঁরা আর একটা সরোবরের কাছে পৌঁছলে সর্দার নলখাগড়ার মধ্যে থেকে পুরা এক ঝাঁক অদ্ভুত চেহারার পাখি তাড়িয়ে বের করেছিল। খুব বড় বড় রাজহাঁসের মতো প্রকাণ্ড এই পাখিগুলির দেহ কিন্তু আরও লম্বা, ঘাড় আরও খাটো, এবং লম্বা লম্বা সূক্ষ্মাগ্র ঠোঁট ছোট ছোট ধারাল দাঁতে ভর্তি। পাখিগুলি চমৎকার সাঁতরাতে পারে; ডুব দিয়ে দিয়ে মাছ ধরে খায়। মাকৃশেইয়েভ তার একটাকে গুলি করেছিলেন।

কাশ্‌তানভ পাখিটা আরও ভালোভাবে পরীক্ষা করে স্থির করলেন যে, সেটা নিশ্চয়ই হেস্‌পেররনিস—ক্রেটাশিয়াস যুগের এক রকমের পক্ষবিহীন দাঁতালো পাখি, দেহের গঠনে সমকালীন পেঙ্গুইনের মতো। নরম লোমের মতো পালকগুলির মধ্যে রয়েছে বিলুপ্তপ্রায় পাখা।

জলাভূমি আর হ্রদ এলাকা

অনুর্বর সমভূমির মধ্যে দিয়ে নদীপথে আরও তিন দিন চলবার পর অভিযাত্রীরা সেই এলাকাটির একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে গিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের সব উদ্ভিদ দেখতে পেলেন। নদীর ধারে ধারে পাইন, সাগু গাছ আর বহু রকমের ফার্ণএ ছেয়ে আছে। তার প্রায় সবগুলিই অজানা এবং অন্ততঃ ছ'ফুট করে লম্বা। নদীর ধার বরাবর নলখাগড়ার মতো লম্বা লম্বা উদ্ভিদের ঝোপ; পাঁচ ফুট লম্বা আর এক ইঞ্চির বেশি ঘেরওয়ালা ঘোড়া-লেজায় ছেয়ে আছে নদীর বালুচর। ঝোপ থেকে একটানা গুঞ্জন ভেসে আসছিল আর জলের উপর চক্কর দিচ্ছিল নানা অজানা কীট-পতঙ্গ। সেগুলিকে দেখতে ঝিল্লী-ফড়িংয়ের মতো, কিন্তু ছড়ান পাখার দৈর্ঘ্য এক ফুটের বেশি। দেহটা প্রায় দশ ইঞ্চি লম্বা এবং ধাতুর মতো চকচকে। কোনোটা সোনালী-হলদে, কোনোটা ইস্পাত-ধূসর, কোনোটা আবার মরকত-হরিৎ, কিংবা ঘন নীল, আবার আগুনের মতো লাল। সবাই সবাইকে তাড়া করে সেই পতঙ্গগুলি রোদে উড়ে উড়ে যা সুর তুলেছে, তাতে করতারার আওয়াজের কথা মনে পড়ে যায়।

এই দৃশ্যে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে দাঁড়ীরা আরও ভালো করে উপভোগ করবার জন্য দাঁড় বাওয়া বন্ধ করলেন। ভেলাখানা ধীরে ভেসে চলল, আর ওঁরা চার জন চুপচাপ নৌকায় বসে রইলেন। প্রজাপতি-ধরা জাল বের করে পাপচ্‌কিন অনেক কষ্টে একটা ঝিল্লী-প্রজাপতি ধরলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ছেড়ে দিতে হল কেননা জাল থেকে ছাড়াবার সময় সেটা যন্ত্রণা দিয়ে কামড়ে দিয়েছিল।

নদীর ধারে ধারে গাছপালার ঘন সবুজ প্রাচীরটা যা একটানা, তাতে ডাঙায় নামা অসম্ভব। ওঁরা খুঁজে খুঁজে রাত কাটাবার জন্য ছোট্ট এক ফালি ফাঁকা জায়গাও পেলেন না।

সকলের ভীষণ ক্ষিধে পেয়ে গেছে, কিন্তু ঘোড়া-লেজার সবুজ প্রাচীর আর ঘন হয়ে উঠল।

গ্রমেকো বললেন, "প্রেয়ারির প্রান্তেই থামা উচিত ছিল।"

মাক্‌শেইয়েভ হেসে বললেন, "এর পরের বারের জন্য বুদ্ধি হল।"

সেই সবুজ প্রাচীর চলল মাইলের পর মাইল। অবশেষে বাঁয়ে লম্বা সরু এক ফালি বালুতট দেখা গেল। সেটাও ঘোড়া-লেজায় ঢাকা, কিন্তু তার চেয়ে ভালো কিছু জুটল না বলে ঠিক হল যে, সেইখানেই কয়েক ফুট জায়গা মাপ করে নিয়ে তাঁবু খাটান হবে। কূল আর সেই বালু-তটের মধ্যে একটা ছোট্ট স্রোতে নৌকা বেঁধে ওঁরা শিকারের ছুরি দিয়ে ঘোড়া-লেজা কাটতে শুরু করলেন। সবাই যা ভেবেছিলেন, কাজটা তত সহজ নয়, কেননা, মোটা কাণ্ডগুলি বেশ শক্ত, তাতে প্রচুর পরিমাণে সিকতা (Silica) রয়েছে বলে ছুরি ভোঁতা হয়ে যেতে লাগল। যেখানে যেখানে ঘোড়া-লেজা কাটা গেছে, সে-সব জায়গার কাটা ডাঁটাগুলি এমনই ছুঁচালো যে, তার উপর বসাও যায় না, শোয়াও যায় না।

গ্রমেকো বললেন, "আচ্ছা, উপড়ে ফেলবার চেষ্টা করে দেখা যাক না। জলা থেকে শিকড় ত সহজেই উঠে আসা উচিত।"

মতলবটা দেখা গেল ভালোই। আধ ঘণ্টার মধ্যেই তাঁবু আর আগুনের জন্য জায়গা সাফ হয়ে গেল। কিন্তু আগুন জ্বালাবার কিছুই নেই—কাঁচা ঘোড়া-লেজা জ্বলবে না। রাত্রের খাবার রান্না করা ত দূরের কথা, চায়ের জন্য কেটলির জলও ফোটান গেল না। তার উপর আবার এক ইঞ্চি করে লম্বা লম্বা মশা রেগে-মেগে সেই সবুজ ডাঁটাগুলির মধ্যে থেকে ঝাঁক বেঁধে বেরিয়ে এসে অবস্থা আরও সঙ্গীন করে তুলল; তাঁবুর আগুন থাকলে একমাত্র তার ধোঁয়াই এই পতঙ্গগুলির হাত থেকে রেহাই দিতে পারত।

মাকৃশেইয়েভ বললেন, "একটু দাঁড়ান! এইখানেই কাছাকাছি কোথাও দেখেছি একটা শুকনো কাঠের গুঁড়ি ঝোপ থেকে বেরিয়ে আছে। চলুন ত মিহাইল, ওটা নিয়ে আসা যাক, চলুন!"

কুড়ুল আর খানিকটা দড়ি নিয়ে ওঁরা দু'জন ভেলা থেকে একখানা নৌকা খুলে নিয়ে নদীর উজানে শ'খানেক ফুট দূরে গিয়ে দেখতে পেলেন যে, সেখানে সেই একটানা সবুজ দেয়ালের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে রয়েছে বড় একটা মরা গাছ। কিন্তু, গাছটা জল থেকে এত উপরে যে, কুড়ুল দিয়ে সেটার নাগাল পাওয়া গেল না।

"দড়ির মাথায় ফাঁস লাগিয়ে একটা ডাল টেনে আনবার চেষ্টা করা যাক।" মাকৃশেইয়েভ বললেন, "ডালখানা হয়ত ভেঙে আসতে পারে।"

এক গোছা ঘোড়া-লেজার গোড়া ধরে গ্রমেকো নৌকাখানাকে দাঁড় করালেন, আর মাকৃশেইয়েভ দড়ির এক মাথা একটা ডালের উপর দিয়ে ছুড়ে দিয়ে, সেটাকে ওখানে আটকে টানতে আরম্ভ করলেন। ডালটা ভাঙল না, কিন্তু গোটা গাছটাই পড়পড় করে উঠল।

মাকৃশেইয়েভ চেঁচিয়ে বললেন, "ছেড়ে দিয়ে আমায় টানতে সাহায্য করুন!"

সেই হাল্কা নৌকাখানার উপর দাঁড়িয়ে ওঁরা দু'জনে মিলে যত জোরে পারেন টানতে লাগলেন। গাছটা হুড়মুড় করে পড়ে নৌকার সামনের দিকে এক ধাক্কা মারল; তার বিরাট চাপে নৌকাখানা গেল ডুবে। গ্রমেকো ঠিক সময় মতো পাড়ের ঘোড়া-লেজগুলি ধরে ফেলেছিলেন, তাই তিনি হালটা সামান্য একটু ভিতরের দিকে টানতে পেরেছিলেন, কিন্তু গলুইটা জলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

"এ ত বেশ খাসাই হল!" মাক্‌শেইয়েভ বলে উঠলেন, "এখন উপায়?"

দু'জনেই তখন হালের উপর বসে, জলে পা। এক হাতে ঘোড়া-লেজার ডাঁটা আর অন্য হাতে দড়িটা ধরে দু'জনে—গাছটা যাতে ভাটিতে ভেসে না যায়।

গ্রমেকো বললেন, "ডাঙায় যাবার উপায় নেই, নৌকা থেকে জল ছেঁচবারও কোনো পাত্র নেই, সুতরাং সাহায্যে জন্য চেঁচানই ভালো।"

কয়েক বার ওঁরা 'হ্যালো' ডাক ছাড়বার পর অবশেষে কাশ্‌তানভের গলা শুনতে পেলেন, "কী হল?"

"একটা বালতি নিয়ে এখানে বেয়ে আসুন, আমাদের নৌকা ডুবে গেছে!"

"এক্ষুণই আসছি!"

ঠিক সেই মুহূর্তে জলে-ডোবা গলুইটার পাশ থেকে একটা প্রকাণ্ড মাথা বেরিয়ে এল। সেটা ঘোলাটে-সবুজ; চওড়া খাটো একটা ঘোণা, আর চ্যাপ্টা খুলির নিচেয় ছোট ছোট চোখ। দু'জন ভয়ে কাঠ হয়ে গেছেন—ওঁদের দিকে দু'এক সেকেণ্ড তাকিয়ে কয়েক পাটি ধারাল দাঁত বের করে, গলুই দিয়ে উঠে আসতে লাগল,—তার বাড়তি ভারে গলুইটা আরও ডুবে যেতে লাগল। জলের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল খাটো মোটা একটা ঘাড়, তারপর নখরওয়ালা প্রকাণ্ড একজোড়া পা—সেই নখর নৌকার গায়ে অনেকটা বিঁধে গেল।

তাঁবু থেকে এত কাছে জ্বালানি কাঠের খোঁজে আসবার সময় কেউ সঙ্গে বন্দুক নেননি; ফলে এখন অজানা সরীসৃপের মুখোমুখি ওঁরা নিরস্ত্র, এবং জন্তুটাও নিঃসন্দেহে শক্তিশালী এবং মাংসাশী। এমন কি কুড়ুল দু'খানাও রয়েছে নৌকার গলুইয়ে, ঐ জন্তুটার পায়ের তলায়।

"দাঁড়ের হাতলে ছুরিখানা বেঁধে ফেলুন!" মাক্‌শেইয়েভ চেঁচিয়ে বললেন, "আমি ছুরি দিয়ে ওটাকে ঠেকিয়ে রাখবার চেষ্টা করছি।"

ছুরিখানা টেনে নিয়ে দাঁতে চেপে ধরে তিনি অন্য দাঁড়খানাকে জানোয়ারটার অর্ধেক হাঁ-করা মুখের মধ্যে ঠেলে চালিয়ে দিলেন। সরীসৃপটা চোয়াল বন্ধ করল। দাঁড়ের কাঠখানা টুকরো টুকরো করে তার ধারাল দাঁতগুলি বৈঠার পাত-বাঁধান ধাতুর মধ্যে ঢুকে যেতে যেতে

কড়মড় আওয়াজ উঠতে লাগল। মাকৃশেইয়েভ দাঁড়খানাকে তার গলার মধ্যে আরও ঢুকিয়ে দিতে লাগলেন, কিন্তু জানোয়ারটা সেটাকে চুরমার করে ফেলল, আর রক্তমাখা টুকরো এবং ঢেলা থুথু করে ফেলতে লাগল।

গ্রমেকো ইতিমধ্যেই তাঁর বুটের চামড়ার ফিতা দিয়ে শিকারের বড় ছুরিটা দাঁড়ের হাতলে বাঁধবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন। এবার তিনি মাকৃশেইয়েভের পিছনে দাঁড়িয়ে সেই জোড়াতালি-দিয়ে-তৈরি বর্শাখানাকে জানোয়ারটার একেবারে চোখের মধ্যে দিলেন ঢুকিয়ে। জানোয়ারটা একদিকে ঝট করে সরে গিয়ে, মাকৃশেইয়েভের হাত থেকে দাঁড় ছিনিয়ে জলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। ওঁরা তার চওড়া পিঠখানা এক নজর দেখতে পেয়েছিলেন; তার শিরদাঁড়া বরাবর দুই সারি আঁশ, আর লেজটা খাটো কিন্তু ভারি—সেই লেজ দিয়ে জলের উপর এমন জোরে ঝাপটা মেরে গেল যে, দু'জনে একেবারে আপাদমস্তক ভিজে গেলেন। জানোয়ারটা ছিটকে বেরিয়ে যাবার সময় নৌকাটা ঝাঁকুনি খেয়ে কূল থেকে সরে গিয়েছিল; এখন সেটা পুরোপুরি জলের তলায় গিয়ে বসল।

কাশ্‌তানভ এতক্ষণে প্রায় দুর্ঘটনাস্থলেই পৌঁছে গিয়েছিলেন। বাঁক ঘুরবার সময় তিনি নদীর উপরে একটা জলস্তম্ভ উঠতে দেখেন, কিন্তু তার কারণ সম্পর্কে তিনি কোনো ধারণাই করতে পারেননি। শুকনো কাঠখানাকে তিনি পাশ দিয়ে দুলতে দুলতে ভেসে যেতে দেখে, সেটাকে কুমীর মনে করেছিলেন। নৌকার আঁকশি দিয়ে সেটাকে তিনি বিঁধবার চেষ্টা করছেন, এমন সময় গ্রমেকো চেঁচিয়ে বললেন:

"গুঁড়িটাকে ধরুন—ওটা আমাদের জ্বালানি কাঠ!" এত কষ্টে অর্জিত পারিতোষিকটি হাতছাড়া করতে তিনি নারাজ।

কাশ্‌তানভ গাছটাকে আঁকশি দিয়ে ধরে দুই বন্ধুর দিকে টেনে নিয়ে গেলেন; তাঁরা তখন কোমর জলে দাঁড়িয়ে।

নৌকাখানা তুলে জল ছেঁচে ফেলতে বেশ কিছুটা সময় লাগল। তারপর গাছটাকে নৌকার পিছনে বেঁধে টেনে নিয়ে ফিরে গিয়ে দেখলেন যে, পাপচ্‌কিন মশার বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রামে ব্যর্থপ্রায়। আর সর্দার একটা সহজ উপায় বের করে ফেলেছে, সে কান অবধি জলে ডুবিয়ে বসে আছে।

গাছটাকে টেনে ডাঙায় তুলে ওঁরা সেটাকে চেলা করে জ্বালানি কাঠ তৈরি করে ফেললেন। একটু পরেই চড় চড় করে আগুন জ্বলে উঠল। তারপর ঘোড়া-লেজার কিছু সবুজ ডাঁটা আগুনের উপর ফেলে দিলে তীব্র কটু ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠতেই সেই খোলা জায়গা থেকে সমস্ত মশা গেল পালিয়ে। মাকৃশেইয়েভ এবং গ্রমেকো গা শুকোবার জন্য আগুন

পোহাচ্ছিলেন ; সেই ধোঁয়ায় তাঁদের গাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

তাঁরা জানোয়ারটার বর্ণনা দিলে মাক্‌শেইয়েভ প্রশ্ন করলেন, "ওটা মৎস্যমকর[১] নয় ত—আপনাদের কি মনে হয়?"

কাশ্‌তানভ বললেন, "আপনারা যা বর্ণনা দিলেন, তা থেকে ত মৎস্যমকর মনে হয় না। মৎস্যমকর ছিল আরও অনেক বড়, মাথার আকৃতিও ছিল অন্য রকমের, আর সে-প্রাণী ছিল আরও অনেক আগেকার যুগের। আপনাদের এই বন্ধুটি বোধ হয় ছোট একটা ক্রেটাশিয়াস কুমীর।"

কাশ্‌তানভের কথায় সায় দিয়ে পাপচ্‌কিন বললেন, "মৎস্যমকর হলে অত সহজে রেহাই পেতেন না। লম্বগ্রীব কূর্ম[২] হলে তার গলাটা আপনার দাঁড় থেকেও ঢের বেশি লম্বা হত, এবং সে আপনাদের নৌকায় চড়বার চেষ্টা না করে নৌকার ভিতর থেকেই আপনাদের তুলে নিয়ে যেত।"

কাশ্‌তানভ বললেন, "আমরা নদীর ভাঁটায় যতই এগোচ্ছি ততই বেশি প্রাচীন প্রজাতির জীব-জন্তু দেখতে পাচ্ছি ; ঐ সব অতিকায় সরীসৃপও পথে পড়তে পারে। এখন আমরা আছি ক্রেটাশিয়াস যুগের মাঝামাঝি যুগে, কিংবা আরম্ভের দিকেও হতে পারে।"

"হুঁ।"—গ্রমেকো বললেন, "পৃথিবীতে যা দেখা যায়, তার সঙ্গে এখানকার সবকিছুর মিল ক্রমাগত কমেই চলেছে। পরিবর্তনটা এত অল্পে অল্পে চলেছে যে, তা আমরা নজর করছি না। কিন্তু বহু পাতাবাহার গাছ, ফুল এবং গাছপালা একেবারেই আর দেখা যাচ্ছে না ; সেগুলির জায়গায় এখন দেখা যাচ্ছে নানা রকম তাল গাছ, জলার ঘাস আর ফার্ণ।"

"এই পাতালপুরীতে এখনও আরও প্রচুর বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটবে। আমাদের আরও সাবধান থাকা দরকার, গুলি-ভরা রাইফেল ছাড়া তাঁবু থেকে আর এক পা নয়!"

পাপচ্‌কিন বললেন, "আমার মনে হয়, রাত্রে খাবার পর এখানে থাকা উচিত নয়, কারণ বুনো জন্তু-জানোয়ার তাড়াবার মতো বড় আগুন করবার পক্ষে যথেষ্ট কাঠ থাকবে না।"

ভাঙা নৌকাটাকে শুকোবার জন্য ডাঙায় টেনে তোলা হল। সেটাকে মেরামত করে ওঁরা খেতে বসলেন। তারপর আগুনের কাছে কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে আবার বেরিয়ে পড়লেন ; বাদবাকি জ্বালানি কাঠ ভেলার সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে নেওয়া হল। আরও দু'ঘণ্টা ধরে চলল সেই ঘন ঝোপঝাড়। পাড়ের কাছে স্থির জলে মাছগুলি তাদের অনুসরণ-

১। মৎস্যমকর—ichthyosaur, অধুনালুপ্ত এক রকমের সামুদ্রিক সরীসৃপ।—তর্জমাকার।
২। লম্বগ্রীব কূর্ম—plesiosaur, অধুনালুপ্ত দীর্ঘগ্রীব সামুদ্রিক জন্তু।—তর্জমাকার।

কারীদের ভয়ে সাঁতরে চলে যেতে লাগল কিংবা জল থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠতে লাগল। জল থেকে মাথা বাড়িয়ে কোনো সরীসৃপ হাঁ করে মাছ ধরবার চেষ্টা করছে, অমনি অবস্থায় এক একবার মুহূর্তের জন্য তার কুৎসিত মাথাটা দেখা যাচ্ছিল। জলের উপরের ঘূর্ণি আর চক্রগুলি দেখে বোঝা যাচ্ছে যে, কোথায় একটা ভারি জন্তু দ্রুত ডুব মেরে নদীর পাঁকালো তলায় চলে গেল। নির্ঝঞ্ঝাট ঝিল্লী-ফড়িংগুলি এক এক সময় ছত্রভঙ্গ হয়ে নলখাগড়া আর পাতার মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। প্রকাণ্ড ঠোঁটওয়ালা ফিকা-নীল একটা পাখি সুশ্ আওয়াজ করে এসে ছোঁ মেরে এক একটা নির্ঝঞ্ঝাট ঝিল্লী-ফড়িং ধরে নিয়ে যাচ্ছিল; তারই হাত থেকে পালাচ্ছিল ঐ ফড়িংগুলি।

খানিক পরেই সবুজ প্রাচীর একটু পাতলা হয়ে এল, স্রোতের টান একটু কমে গেল এবং নদীটা চওড়া হতে হতে একটা সরোবরে পরিণত হল; তার মধ্যে কয়েকটা দ্বীপ। একটি দ্বীপ ওঁদের বেশি আকৃষ্ট করল। দ্বীপটার অর্ধেকে অজস্র বড় বড় গাছ, কিন্তু বাকিটায় ঘাস এবং কয়েকটা মরা গাছ। বেয়ে গিয়ে সেখানে ভেলা বাঁধা হল।

দ্বীপের ফাঁকা দিক খাটো খাটো খোঁচা খোঁচা ঘাসে ঢাকা, দেখা গেল সেগুলি এক নতুন রকমের গুচ্ছ-শ্যাওলা। হাওয়া বইছে নদীর ভাঁটার দিকে, অর্থাৎ ওঁদের দিকে নয়, কারণ ওঁরা ছিলেন দ্বীপের উপরে। দ্বীপটিতে প্রচুর জ্বালানি কাঠ। অভিযাত্রীরা ঠিক করলেন যে, ঝোপঝাড়ের কিনার বরাবর কয়েকটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী জ্বালিয়ে দিয়ে ঝোপঝাড়ের মধ্যেকার জীব-জন্তুগুলিকে বের করে আনতে হবে।

আগুন জলে উঠতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে কুণ্ডলী কুণ্ডলী ধোঁয়া ঝোপঝাড়ের মধ্যে ঢুকে পড়লে, নানা রকমের ছোট ছোট পাখি আর কীটপতঙ্গ উড়ে বেরিয়ে আসতে লাগল। তার কতকগুলি সঙ্গে সঙ্গে পাপচ্‌কিনের সংগ্রহে গিয়ে যুক্ত হল। হঠাৎ একটা ভয়াবহ জন্তু ওঁদের দিকে তেড়ে এল। দেখতে অনেকটা শজারুর মতো, কিন্তু আকারে যেন প্রায় বড় একটা ষাঁড়, আর গায়ের কাঁটাগুলি প্রায় এক গজ করে লম্বা।

জন্তুটা রোমাঞ্চিত হয়ে খাড়া খাড়া কাঁটার একটা বলের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে ওঁদের পাশ দিয়ে ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেল; সকলে একেবারে হতভম্ব।

তারপর যেটা এল সেটাকে মাংসাশী পশু বলেই মনে হয়। ছোট ছোট লাফ মেরে মেরে সেটা এগোচ্ছে। তার গায়ের লোম ঘোর হলদে রঙের, মাথাটা বিড়ালের ধরনের; লেজটা একটু লম্বা আর মোটা, খাটো খাটো পা, বোঁচা নাক, আর ধারাল দাঁত। নদীর প্রকাণ্ড

ভোঁদড়ের সঙ্গে মোটের উপর একটা সাদৃশ্য আছে, কিন্তু কান দুটো তার চেয়ে বড়, কেশর একটু খাটো, এবং লম্বায় প্রায় ছ'ফুট। জন্তুটার আক্রমণ করবার কোনো লক্ষণই নেই। এবং সেটা চলেছিল সোজা নদীর দিকে, তবু কাশ্‌তানভ দোনামনা হয়ে একবার গুলি চালালেন।

সত্যিই অসাধারণ একটা পুরস্কার। পরবর্তী ভূতাত্ত্বিক যুগগুলির মাংসাশী জীবের যে-চ্যাপটা ছেদন দাঁত (incisor) আর তীক্ষ্ণ পেষণ দাঁত থাকত, তার কিছুই এর ছিল না। জন্তুটার সব দাঁতই সরীসৃপের মতো কম-বেশি ধারাল আর মোচার আকৃতি। সামনের দাঁতগুলি ছেদনের কাজ করে; সেগুলি অন্যান্য দাঁতের চেয়ে একটু ছোট; তার মুখ দিয়ে আবার বিষদাঁতও বেরিয়ে আছে।

কাশ্‌তানভ বললেন, "এটা হল এক রকমের আদিম স্তন্যপায়ী জীবের একটি চমৎকার নমুনা। এর দাঁত তখনও গিরগিটির মতো, আবার, পরবর্তী যুগগুলিতে যেসব বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছিল তারও সূচনা রয়েছে।"

ঝোপঝাড় থেকে আর কিছুই বেরুল না। অভিযাত্রীরা এবার শেষ পর্যন্ত ঘুমতে যেতে পারলেন, অবশ্যি পালা করে পাহারা দেবার, আর কীটপতঙ্গ তাড়াবার জন্য ধোঁয়ায় ভর্তি আগুনে কাঠ যোগান দেবার ব্যবস্থা করা হল। রাত্রিটা একেবারে নির্ঝঞ্ঝাটে কেটে গেল।

পরদিন সকালে ওঁরা আবার বেরিয়ে পড়লেন। নদীটা এখন একেবারেই একটা হ্রদ, তাতে আর কোনো সন্দেহের কারণ নেই। হ্রদটাতে বহু ছোট ছোট দ্বীপ, এবং স্রোত এক রকম ছিল না বললেই হয়, তাই সমানে দাঁড় টানতে হচ্ছিল। আশ্চর্য সুন্দর সুন্দর ঝিল্লী-ফড়িং, আর শুঁড়ওয়ালা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাঁচপোকা জঙ্গল আর জলের উপরে গুঞ্জন করছে। চমৎকার সব প্রজাপতি রয়েছে—সেগুলির এক একটি পাখা মানুষের হাতের তালুর মতো প্রকাণ্ড। দেখতে অদ্ভুত, যেন বকের মতো, ছোট-বড় ধূসর নীল-রংয়ের পাখি মাঝে মাঝে নজরে পড়ছিল। সে-গুলির খাটো খাটো পা, লম্বা লেজ, আর খুব ছোট ছোট দাঁতে ভরা ছোট ছোট ঠোঁট। উড়ন্ত অবস্থায় সেই রকম একটি পাখি গুলি করা হল। কাশ্‌তানভ বললেন, এটি হল গিরগিটি আর পাখির মধ্যে রূপান্তরকালীন একটি জাতের প্রাচীন জীব। পাখিটা সারসের মতো প্রকাণ্ড; সারা গায়ে ধূসর-নীল পালক। তার লম্বা লেজে কশেরুকাও (vertebra) আছে, পালকও আছে—এ থেকে তাকে সরীসৃপ এবং পাখি দুইই মনে হতে পারে। তার প্রত্যেকটা পাখায় তিনটে করে লম্বা আঙুল এবং প্রত্যেকটা আঙুল আর পায়ের আঙুলের শেষে এক-একখানা নখর, তাই চার 'হাত-পা' দিয়ে এই পাখিটি গাছে উঠতে পারে এবং খাড়া পাহাড়ও ডিঙোতে পারে। কাশ্‌তানভ বললেন যে, তাঁর মনে হয় এটা

আত্মপক্ষী*, কিন্তু ইওরোপে উচ্চতর যুরা (Jura) যুগে যা নমুনা পাওয়া গেছে, তার চেয়ে এটা অনেক বড়।

সেদিন বিকালের দিকে পাড় খুব নিচু হয়ে গেল; তার এবং অনেক জায়গা জলা। নানা রকমের ফার্ণ (পর্ণাঙ্গ), ঘোড়া-লেজা আর অজানা নানা গাছের জটলা একেবারে জলের মধ্যে দিয়েই উঠে ঝোপঝাড়ের উপরে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। কিছু উদ্ভিদের নমুনা সংগ্রহ করার জন্য ওঁরা যতবার নামবার চেষ্টা করলেন ততবারই নানা রকমের হুলওয়ালা কীটপতঙ্গ ভীষণভাবে আক্রমণ করল এসে, এমন কি সেগুলি জলের উপর দিয়েও তাড়া করতে শুরু করল। সেখানকার মশাগুলি এক-এক ইঞ্চি লম্বা, মাছিগুলি একেবারে ভ্রমরের মতো বড় বড়, আর ডাঁশগুলি দু'ইঞ্চি করে লম্বা। এই সব কীটপতঙ্গগুলি ঐ চার জনের উপর উড়ে এসে আক্রমণ চালাতে ওঁরা শোচনীয় পরাজয় বরণ করে পালিয়ে আসতে বাধ্য হলেন। এই অত্যাচারীর দলের মধ্যে রাত কাটাতে হবে ভেবে অভি-যাত্রীরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছিলেন।

মনে হল, এই জলাভূমিটায় থাকে শুধু কীটপতঙ্গ আর প্রাচীন পাখি এবং জলে ঝাপটা আর ঘূর্ণি থেকে বোঝা গেল, গভীর জলের মাছ আর গিরগিটিও আছে। সেই জলাভূমিটা পার হয়ে যাবার জন্য ওঁরা কয়েক ঘণ্টা ধরে একনাগাড়ে নৌকা বেয়ে চললেন।

গ্রমেকো প্রশ্ন করলেন, "এই রক্তচোষার দলের মধ্যে কি কোনো স্থলচর প্রাণী বেঁচে থাকতে পারে?"

একটু পরেই ওঁরা সবাই তাজা দক্ষিণা হাওয়ার স্পর্শ অনুভব করলেন, আর মাঝে মাঝে দক্ষিণ দিক থেকে সমানে একটা আওয়াজ ভেসে আসতে লাগল।

মাক্‌শেইয়েভ প্রথমে আওয়াজটা শুনতে পেয়ে বললেন, "সামনে হয় একটা প্রকাণ্ড উন্মুক্ত হ্রদ—তার কূল ফাঁকা, কিংবা সমুদ্র রয়েছে।"

"সমুদ্র?" পাপচ্‌কিনের স্বরে বিস্ময়। "আপনি বলছেন, এই পাতাল-পুরীতে সমুদ্রও আছে!"

"তা, যেখানে নদী থাকে, সেখানে নদীগুলি শেষপর্যন্ত কোনো স্থির জলভাগে গিয়ে শেষ হয়ই। নদীর স্রোতের ত একটা শেষ থাকা চাই।"

"জলাভূমি আর হ্রদে গিয়ে কি নদী শেষ হয়ে যেতে পারে না? এই এখন আমরা যেমন হ্রদ দিয়ে চলেছি সেখানে কিংবা কোনো মরুভূমির বালুর মধ্যে দিয়ে শেষ হয়ে যেতে পারে না?"

* আত্মপাখি—archaeopteryx, প্রাচীনতম (জীবাশ্ম) পাখি; পাখি আর সরীসৃপের মাঝামাঝি রূপান্তরকালীন প্রাণী।—তর্জমাকার।

"নিশ্চয়ই, তাও পারে! কিন্তু যেখানে এত জল থাকে, সেখানে প্রকাণ্ড জলভাগ থাকার সম্ভাবনাই বেশি। এখন আমরা যে-হ্রদে আছি, এটা তারই সূচনা।"

গিরগিটির সাগর

জলাশয়টা কত বড় হতে পারে, তাই নিয়ে সবাই ভাবছিলেন। ক্যাম্বিসের নৌকায় দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার প্রশ্নই উঠতে পারে না, তাহলে এই-খানেই কি প্লুটোনিয়ার ভিতরে পর্যটনের শেষ?

ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই অভিযাত্রীরা সামনে, চওড়া নদী-হ্রদটার ওধারে, একটা নীল ফালি দেখতে পেলেন। খুব জোরে জোরে দাঁড় টেনে আধ ঘণ্টার মধ্যে ওঁরা নদীর মোহনায় পৌঁছে গেলেন।

আগে নদীর কিনারা বরাবর অজস্র গাছপালা ছিল, কিন্তু এখন জলের পর বেশ প্রশস্ত ফাঁকা এক এক ফালি বালুময় চর, তারপর গাছপালা, কারণ ঢেউগুলি সেখানে গাছপালার শিকড় বসাতে দেয় না।

বালুময় তটে ওঁরা তাঁবু গাড়লেন। জায়গাটা সমুদ্রের হাওয়ায় স্নিগ্ধ; ভন্‌ভন্‌-করা কীটপতঙ্গও সেখানে নেই।

তাঁবু খাটিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েই সবাই জলের ধারে ছুটে গেলেন। এটা লোনা জলের মহাসমুদ্র, না, নদীর ধারায় পুষ্ট একটা বড় হ্রদ মাত্র, সেটা যাচাই করার ইচ্ছা। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গিরগিটিতে ভরা নদীতে সাঁতার কাটা সম্ভব হয়নি, তাই একটু সাঁতার কাটবার জন্যও সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিলেন।

জামাকাপড় তাড়াতাড়ি বালির উপর খুলে রেখে সবাই অগভীর জলে হেঁটে হেঁটে চললেন। কূল থেকে যাট ফুট দূরেও মাত্র কোমর-জল। জলটা লোনা, কিন্তু পৃথিবীর সাগরগুলির মতো অতটা নয়; অনেকটা বাল্টিক সাগরের জলের মতো।

সাঁতার কেটে বেশ আরাম পেয়ে সজীব সতেজ হয়ে উঠে ওঁরা পরবর্তী পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন। সমুদ্রের দক্ষিণ কূল বেশ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিল। কাশ্‌তানভের দূরবীন দিয়ে গাছপালার একটা সবুজ দেওয়াল নজরে পড়ল; তার উপরে গাছের সারি, আর লোহিত-কালো রঙের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূখণ্ড; সেগুলি বোধ হয় ক্লিফ্‌ আর খাড়া পাহাড়ের পাড়। পৃষ্ঠটা অবতল, তাই তিনি দূরে, অস্পষ্ট হলেও, ঐ একই লোহিত রঙের একটা একটানা এলাকা এবং তার চেয়ে উঁচু উঁচু ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পর্বতপুঞ্জ দেখতে পেলেন। দক্ষিণ কূলের ভূভাগের

চেহারা দেখে ওঁদের মনে আগ্রহমিশ্রিত ধাঁধা দেখা দিল, তাই ওঁরা দক্ষিণ কূলে গিয়ে পর্যবেক্ষণ চালাবেন বলে স্থির করলেন। কাজটা অসম্ভব নয়, কেননা, দক্ষিণ কূল মাত্র পঁচিশ-ত্রিশ মাইল দূর। শান্ত দিন আর একটা মৃদু অনুকূল হাওয়া পাওয়া গেলে, ওপারে চলে যাওয়ায় কোনো ঝুঁকি নেই।

গত ক'দিনে জলায় কিংবা হ্রদে শিকার করা যায়নি বলে মাংস গেছে ফুরিয়ে, কাজেই উনুনে এক হাঁড়ি খিচুড়ি চাপিয়ে দেওয়া হল। সাঁতার কাটবার সময় মাকৃশেইয়েভ এবং পাপচ্কিন একটা প্রকাণ্ড মাছ দেখতে পেয়েছিলেন; ওঁরা একবার মাছ ধরবার চেষ্টা করে দেখতে মনস্থ করলেন। ছিপ নিয়ে দু'জনে নদীর কিনার ধরে গেলেন একটা পরিষ্কার জায়গায়, নলখাগড়া নেই আর জলও একটু গভীর—ছিপ ফেললেন সেখানে।

অনেকক্ষণ ধরে ফাতনা জলের উপর হেলতে-দুলতে থাকল, শেষে ওঁরা যখন অন্য জায়গায় যাবেন বলে উঠবেন, এমন সময় দু'জনই বুঝতে পারলেন মাছে টোপ গিলেছে।

মাকৃশেইয়েভের বঁড়শিতে একটা প্রকাণ্ড মাছ পড়ল; তিনি সেটা টেনে ডাঙায় তুললেন কিন্তু পাপচ্কিনের শিকারটা এত ভারি যে, আশঙ্কা হল সুতা কেটে বেরিয়ে যেতে পারে। ডাঙার পাড়ে এনে জাল দিয়ে ধরবেন বলে আস্তে আস্তে হুইলে সুতা গুটোতে লাগলেন; কিন্তু হঠাৎ জল তোলপাড় করে সুতায় হ্যাঁচকা টান লাগল এবং কি যেন কালো একটা জিনিস মাছ আর বঁড়শি দুইই নিয়ে চলে গেল। পাপচকিন শুধু আঁশওয়ালা একখানা পিঠ এবং একটা খাটো লেজ দেখতে পেলেন।

মাকৃশেইয়েভ নিজের বঁড়শি থেকে মাছটা ছাড়াতে ব্যস্ত, প্রচণ্ড ঝাপটার আওয়াজ শুনে তিনি চিৎকার করে উঠলেন:

"পনারটা মাছের মতো মাছ বটে! প্রায় বিশ পাউণ্ড ত হবেই!"

প্রাণীতত্ত্ববিদ বিরক্তি ভরে বললেন, "বিশ? দু' হাজার বলুন!!—ব্যাটা সুতো কেটে নিয়ে সরে পড়ল!"

মাকৃশেইয়েভ তাঁর মাছটা নিয়ে এগিয়ে এলেন। সেটা দেখতে অদ্ভুত; ফ্লাউণ্ডার মাছের মতো চওড়া আর চ্যাপটা এবং সারা গায়ে খরখরে আঁশ, এক-পাখনাওয়ালা লেজ, দেহের এক দিকে দুটো চোখ, এবং শির-দাঁড়া বরাবর লম্বা লম্বা কাঁটা।

উনি সন্দিগ্ধ হয়ে প্রশ্ন করলেন, "এমন জিনিস কি খাওয়া চলে?"

"নিশ্চয়ই। এটা দেখতে ত ফ্লাউণ্ডার মাছের মতো, হয়ত সমুদ্রের চাঁদাও হতে পারে। তাছাড়া যে কোনো টাটকা মাছ খাওয়া যায়, কেননা, বিষাক্ত ডিম কিংবা পাকস্থলীতে কালো আস্তর থাকে কম মাছেরই।



ভালো করে পরিষ্কার করে নিলে, অচেনা মাছও খাওয়া চলতে পারে। তবে কিনা একটা ঝুঁকি আছে ; হয়ত দেখা যাবে বড় বেশি কাঁটা, কিংবা বেজায় দুর্গন্ধ।"

"তাহলে আর একবার চেষ্টা করে দেখা যাক। যেটা পালিয়ে গেল, সেটা কী রকমের ?"

"ওটা বোধ হয় মাছ নয়। একটা বড় গিরগিটি আমার মাছ আর বঁড়শির সুতোর কিছুটা গিলে খেয়ে গেল।"

"তার মানে, এখানেও জলে গিজগিজ করছে ঐসব জন্তু-জানোয়ার! আর আমরা একটু আগে নিতান্ত ছেলেমানুষের মতোই জলে দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছিলাম !"

"আমাদের আরও সাবধান হওয়া উচিত। যুরা যুগে সমুদ্রে থাকত বিশালকায় মৎস্যমকর, লম্বগ্রীব কূর্ম, তাছাড়া আরও নানা মাংসাশী গিরগিটি। একটা মানুষকে কামড়ে দু'খানা করে ফেলা তাদের পক্ষে কিছুই নয়।"

"সে যুগে হাঙ্গর ছিল না ?"

"হ্যাঁ, ছিল, এবং সেগুলি ছিল বিশাল। কিছু কিছু হাঙ্গরের লম্বায় দু'ফুটেরও বেশি দাঁত পাওয়া গেছে। এমন দাঁতওয়ালা একখানা মুখ কল্পনা করতে পারবেন ?"

অল্প কিছু সময়ের মধ্যেই ওঁরা কয়েকটা বড় বড় মাছ ধরে ফেললেন। সেগুলি দেখতে স্টারলেটের* মতো। মাছগুলিকে কেটে পরিষ্কার করে মাছের ঝোল চাপিয়ে দেওয়া হল। রান্নার সময় ফিরে গিয়ে ওঁরা আরও ডজন খানেক মাছ ধরলেন।

খাবার পর বসে সিগারেট টানতে টানতে সমুদ্রযাত্রার কথা নিয়ে

* স্টারলেট—Sterlet, কাস্পিয়ান সাগর এবং রুশ দেশের নদীর এক রকম মাছ।—তর্জমাকার।

আলোচনা চলল। সমুদ্র ছিল শান্ত; ঢেউগুলি ওঁদের পায়ের কাছে কূলে এসে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে। সমুদ্রতটে বহু সামুদ্রিক শঙ্খ ছড়িয়ে আছে; কাশ্‌তানভ সেগুলি সম্পর্কে খুবই আগ্রহান্বিত হলেন। বন্ধুরা যখন মাছ ধরতে ব্যস্ত, তখন তিনি হাত ভর্তি করে সামুদ্রিক শঙ্খ সংগ্রহ করে শ্রেণিবিভক্ত করলেন। সেগুলি স্বর্ণনাভ।*

গ্রমেকো হঠাৎ চিৎকার করে বললেন, "দেখুন দেখুন, কী প্রকাণ্ড সব সাগর-নাগ (sea-serpent)!"

কূল থেকে প্রায় একশ গজ দূরে জলের মধ্যে দিয়ে লম্বা ঘাড়ের উপর একটা মাথা বেরিয়ে এল, এবং তার পরেই আর একটা। মাথা সাপেরই মতো চ্যাপটা, আর সুন্দর সাবলীল ভঙ্গিতে তারা গলা দোলাচ্ছে। মনে হচ্ছিল ঢেউয়ের মধ্যে দেহ ডুবিয়ে যেন দুটো প্রকাণ্ড কালো রাজ-হাঁস ওঁদের দিকে সাঁতরে আসছে।

দূরবীন দিয়ে দেখতে দেখতে কাশ্‌তানভ বললেন, "ওগুলি সাপ নয়। আমার ত মনে হয়, ওগুলি লম্বগ্রীব কূর্ম।"

পাপচ্‌কিনও নিজের দূরবীনে দেখে বলে উঠলেন, "কী বিদঘুটে বিকট জন্তুরে বাবা! গলা লম্বায় অন্ততঃ দু'গজ হবে।"

গিরগিটির সঙ্গে গ্রমেকোর লড়াই হালেই হয়ে গেছে, সে-কথা এখনও বেশ স্পষ্ট মনে আছে, তাই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আমাদের কাছে আসছে নাকি?"

"তাই ত মনে হচ্ছে। তবে আমার মনে হয়, ডাঙায় ওরা নিতান্তই আনাড়ী; দৌড়ে আমাদের সঙ্গে পেরে উঠবে না। যাই হোক, রাইফেল নিয়ে আসা যাক, দরকার হতে পারে।"

এই সামুদ্রিক জন্তুগুলির অবশ্য জল থেকে উঠে আসবার কোনো অভিপ্রায়ই ছিল না। ওরা মাছ ধরবার জন্য ডুব মারতে লাগল। সামনে জলের মধ্যে তাকিয়ে কূল বরাবর আস্তে আস্তে সাঁতার কেটে এগিয়ে হঠাৎ মুহূর্তের জন্য ডুব মেরে এক একটা মাছ নিয়ে উঠছে। ওদের মাথা আর গলা হেলছে দুলছে একেবারে বিদ্যুৎ গতিতে। মুখে মাছ ধরে সেটাকে উপরে ছুঁড়ে দিয়ে মাথার দিক দিয়ে লুফে নিচ্ছে, যাতে গিলবার সময় আঁশ আর পাখনা উল্টো না পড়ে। মাঝে মাঝে যখন শিকার ফসকে যাচ্ছে তখন সেই প্রকাণ্ড জীবটা লাফিয়ে জল থেকে প্রায় বেরিয়েই এসে, মহাবেগে ঢেউয়ে ঝাপটা মেরে লম্বা গলা বাড়িয়ে দিচ্ছে শিকারের পিছনে।

ওঁরা সবাই মশগুল হয়ে এই মৎস্য-শিকার দেখছিলেন; শেষপর্যন্ত

* স্বর্ণনাভ—Ammonite, শিলীভূত শামুক—তর্জমাকার।

সেটা লড়াইয়ে পরিণত হল। লম্বগ্রীব কূর্ম দুটোই একই সময়ে একই মাছ ধরে বসল। মাছটা মোটামুটি বড়ই, তাই দুটো জানোয়ারই পরস্পরের মুখ থেকে সেটা টেনে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করছিল।

একটা জানোয়ার মাছটাকে কেড়ে নিয়ে ছুটতে লাগল এবং অন্যটাও ধাওয়া করল তার পিছনে। তারপর পিছনের জানোয়ার আগেরটাকে ধরে ফেলে তার গলায় গলা জড়িয়ে মাছটাকে ছড়িয়ে ফেলাতে চেষ্টা করতে লাগল। জড়াজড়ি-করা ঘাড় দুটো সামনে-পিছনে দুলতে লাগল, ওদের কালো দেহ পরস্পরের উপর চেপে এল এবং খাটো খাটো লেজ আর পাখনার মতো প্রত্যঙ্গটা দিয়ে প্রচণ্ড ঝাপটা মেরে মেরে ফোয়ারার মতো জল ছিটিয়ে দিতে লাগল। একটা লম্বগ্রীব কূর্ম শেষপর্যন্ত এমন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল যে, মাছটা ছেড়ে দিয়ে সে প্রতিদ্বন্দ্বীর গলা কামড়ে ধরে টেনে নিয়ে তলায় চলে গেল। জানোয়ার দুটো যেখানে তলিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল, সেখানে অনেকক্ষণ ধরে জল মথিত হয়ে টগবগ করতে লাগল।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে গ্রমেকো আর কাশ্‌তানভ রাত্রে আগুন জ্বালাবার প্রয়োজনে জলে-ভেসে-যাওয়া কাঠ সংগ্রহ করবার জন্য বেরিয়ে দেখলেন ঢেউয়ের উপর কালো কী যেন একটা ভাসছে। কূলের রেখা বরাবর ওঁদের দিকেই ভেসে আসছিল, এমন সময়, বোধ হয় অগভীর জলে চড়ায় আটকে গিয়ে, হঠাৎ থেমে গেল।

তাঁরা কাঠ নিয়ে ফিরে গিয়ে দেখলেন, যে বাকি দুজন ঘুমিয়ে পড়েছেন; তখন ওঁরা একখানা নৌকা খুলে নিয়ে সেই কালো জিনিসটার কাছে বেয়ে গিয়ে দেখলেন, সেই লম্বগ্রীব কূর্ম দুটোর একটা। বড় বড় পাখি মড়াটার উপর বসে ঠোকরাচ্ছে, আর বড় পাখিগুলির কখন শেষ হবে সেই আশায় অনেকগুলি ছোট ছোট পাখি উপরে চক্কর কাটছে। উড়ন্ত পাখিগুলি বড় বড় ব্যাঙের মতো আওয়াজ করছিল, আর সেগুলির ওড়ার ধরন দেখে মনে হচ্ছিল যেন বাদুড়।

পাখির ঝাঁকে কয়েকবার গুলি চালিয়ে তবে ওঁরা মড়াটার কাছে বেয়ে যেতে পারলেন। মাথা আর ঘাড়ের উপরের দিকটা শুধু কয়েক ফালি চামড়া দিয়ে ঝুলছে। মরা জানোয়ারটা পেট উপরে করে ভাসছে; পাখনার মতো দেখতে তার সাঁতার কাটবার প্রকাণ্ড প্রত্যঙ্গ জলের উপরে বেরিয়ে। পেটের চামড়া ঘোর-নীল, তাতে লোম নেই।

বিশালকার জন্তুটাকে জল থেকে টেনে তোলা অসম্ভব, কারণ শুধু তার দেহটাই লম্বায় সাত ফুটের বেশি, লেজটা একটু খাটো, এবং গলা আরও লম্বা। তার পুচ্ছ-পাখনা প্রায় পাঁচ ফুট করে লম্বা।

ওঁরা যেসব পাখি গুলি করেছিলেন সেগুলি হল দু'রকমের গিরগিটি।

বড়গুলি হল উৎসর্প কূর্ম * সেগুলি ঈগলের চেয়ে বড়; আর ছোটগুলি প্রায় বড় বড় পাতিহাঁসের মতো।

এই দু'রকমেরই উড়ন্ত গিরগিটির মাথা প্রকাণ্ড আর দাঁতওয়ালা ঠোঁট, দেহ পালকহীন, এবং পাখা আর পা বাদুড়ের মতো জোড়া। ছোট পাখিগুলির আবার লম্বা লম্বা লেজও আছে।

সাগরে পাড়ি

পরদিন সমুদ্রযাত্রার পক্ষে আবহাওয়া বেশ ভালোই ছিল। আকাশ মেঘহীন। মৃদু হাওয়া বইছিল উত্তর দিক থেকে, পাল ফুলে উঠবে, কিন্তু বড় বড় ঢেউ তুলবে না। ভেলা আর নৌকা দুটো বেশ ভালো করে পরীক্ষা করে নিয়ে অভিযাত্রীরা দু'খানা খাড়া আঁকশির উপর তাঁবুটা টেনে পাল তৈরি করলেন, আঁকশি দুটো হল মাস্তুল। জলে-ভেসে-আসা কাঠ দিয়ে মাকৃশেইয়েভ কূলে একটা পাঁজা তৈরি করলেন। একটা খুঁটিতে সাদা ঝাণ্ডা লাগিয়ে সেটা সেই পাঁজার উপর পুঁতে দেওয়া হল। এটা হবে ফিরতি পথের নিশানা। তারপর, ঝোপঝাড়ের একেবারে প্রান্তে বালিতে একটা গর্ত খুঁড়ে সমস্ত সংগ্রহ সেখানে লুকিয়ে রাখা হল, এ জায়গায় ঢেউ পৌঁছবার সম্ভাবনা নেই বললেই হয়। সেখানে রাখা হল নানা পাথরের নমুনা, উদ্ভিদ, জীবজন্তুর মাথার খুলি, হাড় আর চামড়া; সমুদ্রযাত্রায় সেগুলি ভিজে যেতে পারে, তাছাড়া, সঙ্গে নিলে ভেলার উপর অতিরিক্ত বোঝা চাপবে। গর্ত বুজিয়ে দিয়ে তার উপর আর একটা কাঠের পাঁজা তৈরি করা হল, কারণ চামড়ার গন্ধে জন্তু-জানোয়ার আসতে পারে; তাদের হাত থেকে সেগুলিকে রক্ষা করবার জন্য এই ব্যবস্থা। তেকোণা পাঁজাটায় একটা মুখবন্ধ বোতল ঝুলিয়ে দেওয়া হল; তুষারবেষ্টনী থেকে সমুদ্রতীর পর্যন্ত পর্যটনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী রইল সেই বোতলের মধ্যে।

তারপর নৌকায় চড়ে ওঁরা বেরিয়ে পড়লেন ওপারে, দিগন্তে কোনো রকমে দৃশ্যমান ক্ষীণ রেখাটির দিকে। একটু এগিয়ে যেতেই মৃদু হাওয়ায় পাল ভরে উঠল, ওঁরা বেশ দ্রুতই এগিয়ে চললেন।

যে-কূল ছেড়ে আসা হয়েছে, সমুদ্র থেকে তার আরও বিস্তৃত দৃশ্য চোখে পড়ল। মাকৃশেইয়েভ নদীর মোহনার পুবে আর পশ্চিমে সেই

* উৎসর্প কূর্ম—pterodactyl, অধুনালুপ্ত পাখাওয়ালা এক রকমের সরীসৃপ—তর্জমাকার।

একই উঁচু সবুজ প্রাচীর এবং অন্যান্য নদীর মোহনায় সেই প্রাচীর কয়েক জায়গায় অবিচ্ছিন্ন। সবুজ পটভূমিতে পতাকা আর নিশানটা বেশ স্পষ্ট হয়ে দেখা যাচ্ছে। সবুজ বেষ্টনীর অপর পারে কোনো পর্বত নেই, এমন কি পাহাড় পর্যন্ত নেই ; এলাকাটার চারিদিকে বহু মাইল পর্যন্ত জংলা সমভূমি আর জলাভূমি বলেই মনে হল।

প্রায় দু'ঘণ্টা দাঁড় বাইবার পর সকলে বিশ্রাম করতে লাগলেন এবং ভেলা তখন হাওয়ায় ভেসে চলল। সমুদ্র ছিল শান্ত। জল খুবই গভীর ; মৃদু হাওয়ায় ছোট ছোট ঢেউ উঠছে। একশ গজ লম্বা একটা দড়িতে ওজন বেঁধে নৌকার পাশ দিয়ে নামিয়ে দিয়েও তল পাওয়া গেল না। গভীরতা মাপবার অন্য কোনো উপায়ও সঙ্গে নেই। খানিকক্ষণ বিশ্রাম করে ওঁরা আবার এক ঘণ্টা ধরে দাঁড় টেনে চললেন।

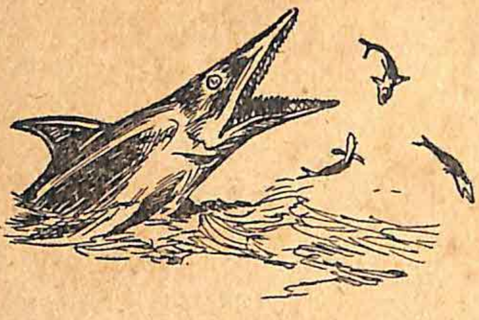
এর মধ্যে অর্ধেক পথ পার হওয়া গেছে, কেননা দুই কূল তখন সমানই দূরে বলে মনে হচ্ছিল। এবার হাওয়া জোরে বইতে শুরু করল, ভেলাখানির গতি গেল বেড়ে। দক্ষিণ কূলে তাকের মতো থরে থরে বিন্যস্ত কালো, আনীল-লোহিত আর লালচে উঁচু ক্লিফ্‌গুলি এখন দেখা যেতে লাগল। সমুদ্রের কূল বরাবর প্রসারিত সেই ক্লিফের সারিতে ডাইনে সবুজ বনানীর একটি প্রাচীরের ছেদ পড়েছে। আরও ডাইনে রয়েছে লালচে রঙের উঁচু উঁচু পাহাড়, সেগুলি কোথায়ও কোথায়ও জলের কিনার অবধি পৌঁছে গেছে, আবার কোথায়ও বা পাতাবাহারে ছাওয়া এক-ফালি জমির পিছনে হটে গেছে।

ওপারের কাছাকাছি গিয়ে সমুদ্র প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। সেখানে ব্যাসে এক গজ আকারের স্বচ্ছ জেলীর মতো মাছ ঢেউয়ে ভাসছে। জল থেকে দাঁড় তুলে নিলে ওঁরা নানা ছোট-বড় মাছের বড় বড় ঝাঁক দেখতে পেলেন। এক রকমের শামুকজাতীয় নটিলাসের মুক্তার মতো সাদা পাখনা আর লাল শুঁয়াও কখনও কখনও নজরে দেখা যাচ্ছিল।

অভিযাত্রীরা যখন কূল থেকে দু'মাইল দূরে তখন নানা সামুদ্রিক জীবের সংখ্যা আরও বেড়ে গেল। এক এক জায়গায় সামুদ্রিক উদ্ভিদের জটলা ভাসমান দ্বীপের মতো হয়ে উঠেছে ; ছোট ছোট শামুক, মাছ আর কীটপতঙ্গে ভরা সেই নরম সবুজ আগাছার জটলায় দাঁড় জড়িয়ে আটকে যাচ্ছিল।

গভীরতা মাপবার জন্য জোড়াতালি দিয়ে তৈরি সীস-খণ্ড আবার নামিয়ে দেখা গেল, জল সেখানে পঁচাত্তর ফুট গভীর। এখন ওঁরা যেখানে রয়েছেন, সেখান থেকে ক্লিফ্‌গুলির পাদদেশে সমুদ্রের ভেঙে-ভেঙে-পড়া ঢেউগুলির সাদা রেখা খুবই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

তখনও পর্যন্ত এই নৌকা-ভ্রমণ রীতিমতো একটা প্রমোদ-বিহারই



ছিল ; কিন্তু শেষের দিকে কিছু কিছু অস্বস্তিকর অবস্থা দেখা দিয়েছিল। কূল থেকে ওঁরা যখন প্রায় এক মাইল দূরে, তখন ত্রিশ গজের মধ্যে একটা লম্বগ্রীব কূর্ম জলের মধ্যে দিয়ে মাথা বাড়িয়ে সাবলীল স্বচ্ছন্দভাবে লম্বা ঘাড়টা দোলাতে দোলাতে ধীরে ওঁদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। এই জন্তুটা ভেলা আর নৌকার লোকগুলিকে একটা কিছু প্রকাণ্ড অজানা জীব বলেই মনে করেছিল, তা স্পষ্ট।

সকলে রাইফেল নিয়ে প্রস্তুত, এবং জন্তুটা আর একটু কাছে এলেই দুটো রাইফেল গর্জে উঠল। বুলেট দুটোই লক্ষ্যে বিঁধেছিল ; সাবলীল সুন্দর ঘাড়টি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং মাথাটা ঢেউয়ের উপর অসহায়ভাবে দুলতে দুলতে মুখ দিয়ে রক্তের একটা স্রোত ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এল। ডুবন্ত জীবটাকে পিছনে ফেলে ওঁরা কূলের দিকে বাইতে শুরু করেছেন, এমন সময় কালো কি একটা সাবমেরিনের মতো দু'সারি ঢেউ তুলে দিয়ে দ্রুত পাশ দিয়ে চলে গেল। ঘোর-সবুজ পিঠ আর কুমিরের মতো প্রকাণ্ড লম্বা একটা মাথা ওঁরা দেখতে পেয়েছিলেন। দৈত্যের মতো এই জন্তুটা সহজ শিকার পাবার ভরসায় মরা লম্বগ্রীব কূর্মটার দিকে ছুটে চলেছিল।

সেই হিংস্র গিরগিটিটাকে দেখতে দেখতে কাশ্‌তানভ বলে উঠলেন, "ওটা ত দেখতে মৎস্যমকরের মতো!"

মাকৃশেইয়েভ বললেন, "লম্বগ্রীব কূর্মের চেয়েও হিংস্র।"

গ্রমেকো বললেন, "একে জলের মধ্যে নিশানা করে গুলি করা খুবই কঠিন।"

এখন ওঁরা কূলের কাছাকাছি। পাইক মাছের মতো মুখওয়ালা বাচ্চা মৎস্যমকর ওঁরা বেশ ভালোভাবেই দেখতে পেলেন।

ক্লিফ্‌গুলি শূন্য, তার পাদদেশে ঢেউ আছড়ে আছড়ে পড়ছে, সে জায়গা থেকে তফাতে থেকে ওঁরা বালুময় সমতল একটা ফাঁকা জায়গার দিকে এগিয়ে চললেন। সে এলাকাটার পিছনে একফালি তৃণাচ্ছাদিত জমি— তাঁবু ফেলবার জন্য চমৎকার জায়গা। কূলের কাছে জল এত অগভীর যে, জলের মধ্যে দিয়ে হেঁটেই নৌকা আর ভেলা টেনে নিয়ে গিয়ে ডাঙায় উঠাতে হল। সমুদ্র পাড়ি দিতে প্রায় ছ'ঘণ্টা সময় লেগেছে, তখন প্রায় দুপুর ; সুতরাং খাবার পর একটু বিশ্রাম নিয়ে কিছু অনুসন্ধান

আর জরিপের কাজ করবার সময় পাওয়া যাবে। তাঁবু খাটিয়ে রান্না চাপিয়ে দিয়ে খেয়াল হল যে, খাবার জল প্রায় ফুরিয়ে এসেছে।

পাপচ্‌কিন বললেন, "কয়েক দিনের খাবার জল সঙ্গে না আনা খুবই বোকামির কাজ হয়েছে। এপারে খাবার জল পাওয়া যাবে কিনা, তা জানবার ত কোনো উপায় ছিল না।"

গ্রমেকো সায় দিয়ে বললেন, "জল পাওয়া না গেলে সমুদ্রের এপারে বিশেষ কিছু না দেখেই ফিরে যেতে হবে।"

কাশ্‌তানভ বললেন, "আপনারা বোধ হয় ভুল করছেন। এদিকের কূল একেবারে টাঁড় হলে তা দেখা যেত এবং সঙ্গে খাবার জলও আনা হত।"

মাকৃশেইয়েভ বললেন, "কাছেই একটা ছোট্ট নদী কিংবা ঝরনা নিশ্চয় পাওয়া যাবে। শুধু লোনা জলে এত সব গাছ বেঁচে থাকতে পারে না।"

বিকালের দিকে দু'দলে ভাগ হয়ে গ্রমেকো আর পাপচ্‌কিন গেলেন জঙ্গলের মধ্যে জলের সন্ধানে এবং সমুদ্রতট বরাবর তাঁবুর পুব দিক অবধি ক্লিফগুলি দেখবার জন্য গেলেন কাশ্‌তানভ আর মাকৃশেইয়েভ।

নিরাপত্তার প্রয়োজনে ওঁরা রাইফেলে দমদম বুলেট ভরে নিলেন। সর্দারকে তাঁবুর কাছে বেঁধে রেখে, অবাঞ্ছিত আগন্তুকদের হটিয়ে রাখবার জন্য সমুদ্রতটে প্রকাণ্ড একটা আগুনের কুণ্ড জ্বালিয়ে রাখা হল।

মাকৃশেইয়েভের লক্ষ-কোটি

সবচেয়ে কাছের ক্লিফ্‌গুলি একেবারে কয়লার মতো কালো, তার উপরে লাল আর হলদে হলদে দাগ আর শিরা। সেগুলি নিরেট চৌম্বক খনিজ লোহা। কাশ্‌তানভ ক্লিফের বিভিন্ন অংশ থেকে শিলার টুকরো ভেঙে নিতে লাগলেন এবং তার প্রত্যেকটি টুকরোই খনিজ লোহা। কয়েকটি মাত্র জায়গায় খনিজের মধ্যে দিয়ে কালো শিলা দেখতে পাওয়া গেল।

যখন দেখা গেল কতকগুলি ক্লিফের প্রত্যেকটাই খনিজের এক-একটা পর্বত, শুধু উপরিভাগে জলহাওয়ায় সামান্য বিকৃত আর জারিত (অক্সিডাইজ্‌ড), তখন মাকৃশেইয়েভ চেঁচিয়ে উঠলেন, "কী সম্পদ এখানে অবহেলিত হয়ে পড়ে রয়েছে!"

কাশ্‌তানভ বললেন, "সারা দুনিয়ার খনিজ লোহা যোগান দেবার মতো একটা খনিই আমরা এখানে চালু রাখতে পারি। অবশ্যি, আগে প্লটোনিয়া আর নানসেনল্যাণ্ডের মধ্যে দিয়ে একটা রেলপথ বসাতে হবে, আর বোফোর্ট সাগরে চাই খুব বড় বড় বরফভাঙা জাহাজ।"

"যদিও ভবিষ্যতের পরিকল্পনা কিন্তু আমার মনে হয়, সেটা বড় দূর-ভবিষ্যৎও নয়! পৃথিবীতে খনিজ লোহার যোগান কমে এলে, এই রকম পরিকল্পনা আকাশকুসুম হবে না, বরং অতি আবশ্যকই হবে।"

সমুদ্রসৈকত বরাবর প্রায় এক মাইল ঘুরে ঘুরে ওঁরা শিলা পরীক্ষা করে বেড়ালেন; কিন্তু একটা জায়গায় গিয়ে থামতে হল—ঢেউগুলি সেখানে একেবারে খাড়া ক্লিফের পাদদেশে এসে আছড়ে পড়ছে। হেঁটে যাওয়া যেতে পারে, এমন সরু একফালি শুকনো বালুময় ভূমিও সেখানে নেই।

মাক্‌শেইয়েভ বললেন, "শান্ত দিনে নৌকা নিয়ে এরপর এগুতে হবে।"

কাশ্‌তানভ বললেন, "আচ্ছা, ক্লিফ্‌গুলি ডিঙিয়ে গেলে কেমন হয়? বেশ কয়েকটা ক্যানিয়ন[১]ত এর মধ্যে পেরিয়ে আসা গেছে।"

ওঁরা সবচেয়ে কাছের পার্বত্য খাতের ফাঁকে ফিরে গেলেন। ক্যানিয়ন-টার মুখে প্রকাণ্ড সব খনিজ গণ্ডশৈলের উঁচু পাঁজা, অনেক কষ্টে তার উপর চড়তে হল।

মাক্‌শেইয়েভ বিস্মিত হয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেলেন।

একটা গণ্ডশৈলের মধ্য দিয়ে বাহিত প্রায় তিন ইঞ্চি চওড়া উজ্জ্বল হলদে রঙের চকচকে একটা ছিলকা দেখিয়ে তিনি উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে বললেন, "দেখুন! দুনিয়ার যেকোনো জিনিস বাজি রেখে বলতে পারি—এ একেবারে বিশুদ্ধ সোনা!"

"ঠিকই বলেছেন! দেখতে ২৪ ক্যারেট[২] সোনার মতোই বটে!"

"পড়ে রয়েছে এখানে এই খোলা জায়গায়! আপনি জানেন, কালি-ফোর্নিয়ায় আর আলাস্কায় আমি খনিজ অনুসন্ধানের কাজ করেছি, কিন্তু এমন শিরা কখনও দেখিনি, এমন শিরার কথা শুনিওনি কখনও!"

কাশ্‌তানভ বললেন, "আমিও এই রকম শিরার বিষয় কখনও পড়িনি। কিন্তু দেখুন, শিরা শুধু গণ্ডশৈলের মধ্যে দিয়েই গেছে, ক্লিফে কিছুই নেই। এখানে এক হন্দরের চেয়ে খুব বেশি থাকতে পারে না।"

"গণ্ডশৈলে যখন শিরা রয়েছে, তাহলে যে-ক্লিফ্ থেকে ওটা ভেঙে এসেছে তাতেও শিরা থাকতে বাধা কি?"

"তা, আপনার কথার যুক্তি আছে বটে। খুঁজে দেখা যেতে পারে, কিন্তু একেবারে খাড়া ক্লিফের মাঝামাঝি পাওয়া গেলে ঈশপের গল্পের সেই শিয়ালের আঙুর দেখার মতোই হবে।"

১। সংকীর্ণ সুগভীর পার্বত্য খাত, Canyon।—তর্জমাকার।

২। ক্যারেট—Carat, বিশুদ্ধ সোনাকে ২৪ ক্যারেট ধরে সেই তুলনায় বিশুদ্ধতার মাত্রা হিসাব করা হয়; যেমন, "এটা ১৮ ক্যারেট সোনা"—তার মানে হল, এই সোনায় ২৪ ভাগের ১৮ ভাগ সোনা, আর ৬ ভাগ খাদ—তর্জমাকার।

মাকৃশেইয়েভ মহা উৎসাহভরে বললেন, "অনধিগম্য ক্লিফ্ বলে কিছুই নেই! আমাদের শুধু খুঁজে বের করা চাই, বাকি কাজটা করবে ডিনামাইট।"

"কিন্তু শুনুন। মূল শিরা যদি পাওয়া যায়, আমাদের ঐ ছোট্ট ক্যাম্বিসের থলে করে ত বেশি নেওয়া যাবে না।"

"যতটা পারি নিয়ে যাব, তারপর বাকিটা নেবার জন্য এই পাতাল-পুরীতে এক বিশেষ অভিযাত্রীদল পাঠান যাবে।"

ক্যানিয়নের মুখে গণ্ডশৈলের পাঁজার উপর মাথা তুলে আছে এক সারি ক্লিফ্। সেই সারি বরাবর এগিয়ে গিয়ে ওঁরা নিশ্চিত হলেন যে, সেখানে সোনা পাওয়া যাবে না। ক্যানিয়নটা ক্রমে চওড়া হয়ে গেছে, তার তলদেশ পাথরের টুকরা আর কাঁকরে ভরা; ওঁরা তার মধ্যে আরও এগিয়ে গেলেন। খাস ক্লিফ্গুলোকে একেবারে নিরেট খনিজ লোহা বলেই মনে হল; কিন্তু কাশ্তানভ লক্ষ্য করলেন যে, কাঁকরগুলোর ঘনতার পরিমাণ ভিন্ন।

উজ্জ্বল ফুটফুট দাগে ভর্তি একটা খনিজের ছিলকা তুলে নিয়ে মাকৃশেইয়েভ বললেন, "এই ত আরও সোনা!"

ক্যানিয়নের ভিতর প্রায় দু'শ ফুট এগিয়ে তলদেশটা লক্ষণীয়ভাবেই উপরের দিকে উঠেছে, তারপর সেটা কতকগুলি তাকে পরিণত হয়েছে। ওঁরা প্রথম কয়েকটা তাকে চড়ে একেবারে খাড়া একটা শিলার দেওয়ালের সামনে এসে পড়লেন, সেটা প্রায় বার ফুট উঁচু।

দেওয়ালের উপর হাতুড়ি দিয়ে এক ঘা মেরে মাকৃশেইয়েভ বিরক্তিভরে বললেন,

"সোনার কাছে বিদায় নিয়ে এইখান থেকেই ফিরতে হচ্ছে।"

"তার চেয়ে বরং আর একটা ক্যানিয়ন খুঁজে দেখা যাক।"

"আরে, এ কি?" মাকৃশেইয়েভের গলায় রাগের ঝাঁজ—"ক্লিফ্টা ত সোনা দিলই না, আর এখন কিনা আমার এই একমাত্র হাতুড়িটা ছিনিয়ে নিতে চাইছে!"

সত্যিই হাতুড়িটা ক্লিফে আটকে গেছে, আর মাকৃশেইয়েভ বৃথাই টানাটানি করছেন।

কাশ্তানভ তখন দেওয়ালের দিকে পিছন ফিরে তাকের কাছে এক-খণ্ড শিলা পরীক্ষা করে দেখছিলেন। তাঁর রাইফেলটা কাঁধের উপর দিয়ে ঝুলান ছিল; হঠাৎ তিনি ক্লিফের দিকে একটা প্রচণ্ড টান অনুভব করলেন। ক্লিফ্ রাইফেলটা খট করে টেনে নিল, আর কাশ্তানভ দেওয়ালে সেঁটে গেলেন।

অবস্থা বুঝে নিয়ে তিনি বললেন; "এখানে চৌম্বক আকর্ষণ প্রচণ্ড!

খনিজ লোহাই আপনার হাতুড়ি আর আমার রাইফেল টেনে ধরেছে।"

"এখন টেনে ছাড়াই কেমন করে? আমাদের এই ব্যর্থ প্রচেষ্টার স্মারক হিসাবে এগুলি ত ফেলে যাওয়া চলবে না।"

কাশ্‌তানভ রাইফেলের স্ট্র্যাপের মধ্যে দিয়ে মোচড় খেয়ে বেরিয়ে এলেন; রাইফেল দেওয়ালে আটকে রইল। মাক্‌শেইয়েভ খুব কসে হাতুড়িটা ধরে গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে টান মেরে ক্লিফ্‌ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এলেন। তারপর দু'জনে মিলে টানাটানি করে রাইফেলটাও ছাড়িয়ে আনলেন।

কাশ্‌তানভ বললেন, "এবার তাহলে ফেরা যাক। যা সব লোহার জিনিস সঙ্গে রয়েছে, তাতে শুধু মুশকিলেই পড়তে হবে।"

"দাঁড়ান! একটা চমৎকার ফন্দী আমার মাথায় এসেছে! ঐ ফাঁকা আশ্রয়হীন জায়গায় কোনো জন্তু-জানোয়ার আছে বলে মনে হয় না, কাজেই, রাইফেল এখানে এই নিচেয় রেখে দেব।"

"তারপর?"

"তারপর? এই দেখুন!"

ক্যানিয়নের তলা থেকে হাত ভর্তি করে বড় বড় শিলা এনে মাক্‌শেইয়েভ সেগুলির মসৃণ দিকটা দেওয়ালে রেখে একে একে বসিয়ে যেতে লাগলেন। মইয়ের মতো করে পাথর বসান হল এবং সেগুলি একেবারে পেরেক ঠুকে লাগিয়ে দেবার মতো দেওয়ালে আটকে গেল। পাথরগুলি বেয়ে ক্লিফের মাথায় উঠে যাবার চেষ্টা করা যায়।

কাশ্‌তানভ বললেন, "আপনি এক এক সময় আমাকে অবাক করে দেন। আপনিই হলেন আসল সন্ধানী কেননা—যেকোনো মুশকিল থেকেই আপনি বেরিয়ে আসতে পারেন।"

"ধন্যবাদ, কিন্তু বাহাদুরি আমার হাতুড়ির। হাতুড়িটা ছাড়িয়ে আনার জন্য হাতল ধরে টানাটানি করবার সময়ই হঠাৎ আমার মনে হল যে, এইভাবে চমৎকার সিঁড়ির ধাপ হতে পারে।"

রাইফেল, কার্তুজের থলে, আর শিলার নমুনা ভর্তি থলে ক্যানিয়নের মেঝেতে রেখে দুজনে দেওয়াল বেয়ে উঠতে লাগলেন। কাশ্‌তানভ পাথর তুলে দিতে লাগলেন আর মাক্‌শেইয়েভ সেগুলি পর পর গেঁথে আগে আগে উঠে চললেন। এইভাবে দু'জনই উঠলেন গিয়ে ক্লিফের মাথায়।

দু'দিকেই একেবারে খাড়া খাড়া ক্লিফ্‌; সেগুলিও কম-বেশি নিরেট খনিজ লোহা। আরও একশ ফুট এগিয়ে ওঁরা উজ্জ্বল হলদে রঙের

একটা শিলা দেখতে পেলেন ; সেটা আকারে একটা প্রকাণ্ড কুমড়োর মতো এবং একেবারে বিশুদ্ধ সোনা।

কাশ্‌তানভ হেসে বললেন, "এবার দেখা যাবে ধাতুসন্ধানীমশাই, এই ছোটখাট জিনিসটা তাঁবুতে নিয়ে যান কেমন করে!"

শিলাটায় একটা লাথি মেরে মাক্‌শেইয়েভ বললেন, "তা, মন্দ নয় বটে।" লাথি খেয়ে শিলাখানা নড়ল না। "ওজন প্রায় দু'শ পাউণ্ড ত হবেই—রীতিমতো একটা সম্পত্তি বটে! এবার আমরা মূল শিরার কাছাকাছি এসে গিয়েছি নিশ্চয়ই!"

ক্লিফের দিকে তাকিয়ে সেখান থেকে ডান দিকে, প্রায় কুড়ি ফুট উপরে সোনার একটা এবড়োখেবড়ো হলদে শিরা দেখতে পেলেন ; কালো খনিজ লোহার গায়ে সেটা চকচক করছে। মূল শিরাটা এক এক জায়গায় দু'ফুট চওড়া, তার আবার বহু উপশিরাও রয়েছে।

মূল শিরার যেটুকু দেখা যাচ্ছিল সেইদিকে তাকিয়ে মাক্‌শেইয়েভ বললেন, "কোটি কোটি হবে! একেবারে খোলা জায়গায় পড়ে রয়েছে টন টন সোনা!"

কাশ্‌তানভ বললেন, "সোনা নিয়ে আপনি বড় বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। এই শিরার দাম কোটি কোটি হলেও, ওটা ত একটা শিরা মাত্র। চারিদিকে চেয়ে দেখুন—একে ঘিরে রয়েছে মূল্যবান খনিজ লোহার পর্বত। তার ওজন হবে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টন, এবং দামও হবে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি!"

"কিন্তু এই পর্বতে অন্যান্য শিরাও ত থাকতে পারে। এমনও হতে পারে পর্বতের একটা বড় অংশই সোনা, তাহলে তারও দাম হবে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি!"

"একটা কথা আপনি ভুলে যাচ্ছেন। টন টন সোনা তোলা হলে তার বাজার দর হুহু করে নেমে যাবে। শুধু এত কম পাওয়া যায় বলেই সোনার এত দাম। তারপর আবার, লোকের কাছে লোহার চেয়ে সোনা ঢের কম দরকারী, কেননা, লোহা ছাড়া শিল্প চলে না। আমি হলপ করে বলতে পারি যে, সোনার মুদ্রা আর গয়না অপ্রচলিত হয়ে গেলে সোনার এক রকম কোনো চাহিদাই আর থাকবে না।"

মাক্‌শেইয়েভ যুক্তি দেখালেন, "লোহার মূল্য আপনার মনে বড় বেশি ধরেছে দেখছি। প্রচুর সোনা থাকলে বহু ধাতুর বদলে সোনাই ব্যবহৃত হতে পারত, বিশেষতঃ তামা, সীসা, আর দস্তার সংকর ধাতু-গুলির বদলে। এমন নানা মজবুত ধাতু আর সংকর ধাতু শিল্পে দরকার, যাতে মরচে ধরে না। দস্তা তৈরি করবার জন্য, তারের জন্য, এবং তামা আর তামা মেশানো সংকর ধাতু যাতে ব্যবহার করা হয় এমন

বহু কাজে, আরও ভালো কিছু পাওয়া না গেলে সস্তা সোনা ব্যবহার করা যায়।"

"তবু, আপনি নিশ্চয়ই মানবেন যে, এখানে লোহার পরিমাণ বিপুল, আর সোনার পরিমাণ অনিশ্চিত।"

মাক্‌শেইয়েভ হাসতে হাসতে বললেন, "বেশ তাই হোক। ধাতু তুলবার জন্য ফিরে এলে আপনি লোহা নিতে পারেন কিন্তু সোনা আমার জন্য ছেড়ে দেবেন।"

"আনন্দে।" কাশ্‌তানভ জবাবে বললেন, "লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মূল্যের লোহাও আপনিই নিতে পারেন।"

আবার দু'জনে সমুদ্রের ধারে ফিরে গেলেন। আরও কয়েকটা ক্যানিয়নে অনুসন্ধান এবং পরীক্ষা করে দেখলেন, সেগুলিও নিরেট খনিজ লোহার, আর সেগুলির মধ্যে দিয়ে গেছে সোনার ডোরা আর ছোট ছোট ফালি। কিন্তু প্রথম আবিষ্কারটার মতো অত বড় শিরা আর কোথাও দেখতে পেলেন না। লোহাই যে সোনার চেয়ে ঢের বেশি মূল্যবান, সেটা মাক্‌শেইয়েভকে মেনে নিতে হল। যতটা সঙ্গে নেওয়া সম্ভব ততটা লোহা আর সোনার টুকরো নমুনা হিসাবে নিয়ে ওঁরা তাঁবুতে গিয়ে নিজেদের বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার কথা বলে সবাইকে স্তম্ভিত করে দিলেন।

ঘোড়ালেজার জঙ্গল

সমুদ্রের সৈকতে নুড়ি ছড়ান, আর তার প্রান্তে ঘন পাতাবাহার এবং অন্যান্য ঝোপছাড়। প্রকাণ্ড ঘোড়ালেজাগুলো তিরিশ ফুট করে উঁচু, তার ডাল গজিয়েছে প্রায় গোড়া থেকেই, ফলে, হামাগুড়ি দিয়ে কিংবা নুইয়ে প্রায় ভাঁজ হয়ে গিয়ে ছাড়া সেখানে ঢুকবার জো নেই। ঘোড়া-লেজার মধ্যে মধ্যে বহু বিভিন্ন রকমের ফার্ণ গজিয়েছে। সব মিলিয়ে সে-ঝোপঝাড়ে ঢোকা একরকম অসম্ভব।

ঝোপঝাড়ে কোথাও একটা পথ কিংবা ফাঁক খুঁজতে খুঁজতে পাপচ্‌কিন এবং গ্রমেকো একটা ক্লিফের গোড়া বরাবর সংকীর্ণ একটা শুকনো নদীর খাত দেখতে পেলেন। সমুদ্রের কাছে গিয়ে সেটা দুটো শাখায় ভাগ হয়ে গেছে—ডাইনের শাখা গেছে ক্লিফ্‌গুলি আর জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে, আর বাঁয়ের শাখা ঝোপঝাড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে। সেখানে গাছপালা বদলে গেছে; ঘোড়ালেজা আর ফার্ণের উপরে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে সাগু এবং নানা রকমের তাল গাছ। জঙ্গলে মাটির উপর খাটো খাটো কাঁটার মতো ঘাসের আবরণ। জঙ্গলের কিনারে নদীর খাত

বরাবর অন্যান্য উদ্ভিদও রয়েছে। গ্রমেকো সেগুলির নাম ধরে বলতে বলতে ক্রমেই বেশি উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগলেন।

অবশেষে তিনি প্রশ্ন করলেন, "ভূতাত্ত্বিক হিসাবে আমরা এখন কোন যুগে, তা জানেন?"

পাপচ্‌কিনের বিরক্তি ধরছিল; নিজের আগ্রহ অনুযায়ী একটা কিছুও তিনি দেখতে পাননি; তার উপর আবার, সেই কাঁটা-ঘাসে কী করে যেন হাত কেটে গিয়েছে। তিনি গজ গজ করে বললেন, "কি জানি, বোধ হয় অঙ্গার-যুগ[১] হবে।"

"বড় বেশি এগিয়ে গেলেন! একজন ভূতত্ত্ববিদের সঙ্গে আমাদের যথেষ্ট সময় কেটেছে; সুতরাং এখন আমাদের বোঝা উচিত যে, অঙ্গার-যুগে মৎস্যমকর কিংবা লম্বগ্রীব কূর্ম ছিল না। না, বন্ধুবর, এখন হল যুরা যুগ। এই পর্ণাঙ্গটা দেখুন, এই সরু গিংকোটা[২], ঠিক সেই যুগেরই জিনিস। আর, এই যে খোঁচা খোঁচা ঘাস—ইরকুৎস্ক'এর কাছে যুরা যুগের অবক্ষেপের মধ্যে চেকানবৃস্কি নামে ভূতত্ত্ববিদ এগুলিকে প্রথম আবিষ্কার করেন। এর নামও দেওয়া হয়েছে তাঁরই সম্মানে।"

"আহা কি সম্মান! এ বিছুটির চেয়েও খারাপ। আমার ত মনে হয়, ঢালাই লোহা দিয়ে তৈরি পাকস্থলীওয়ালা গিরগিটি ছাড়া কোনো জীব এ গিলতে পারবে না।"



১। অঙ্গার যুগ—Carboniferous period, বর্তমানে অঙ্গার অবস্থায় প্রাপ্ত উদ্ভিদগুলি যে-যুগে বর্তমান ছিল—তর্জমাকার।

২। Gingko—পাখার মতো পাতাওয়ালা জাপানী গাছ।—তর্জমাকার।

পা—১৯

"এই যে বলতে বলতেই হাজির!" গ্রমেকো তাঁর খিটেখিটে সঙ্গীটিকে বাধা দিয়ে বললেন, "এখানে এই ছোট্ট পায়ের ছাপ দেখুন; আপনি যা বলছেন, বোধ হয় সেই রকমেরই কিছু হবে।"

শুকনো নদীর খাতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গ্রমেকো মাটির দিকে আঙুল দিয়ে দেখালেন—সূক্ষ্ম বালিতে তিন আঙুলওয়ালা পায়ের প্রকাণ্ড গভীর ছাপ। প্রত্যেকটা আঙুলের শেষে একটা ভোঁতা নখর, আর প্রত্যেকটা ছাপ লম্বায় এক ফুটেরও বেশি।

পাপচ্‌কিন বললেন, "কি এক দৈত্য গেছে এ পথ দিয়ে! আমি হলপ করে বলতে পারি যে এটা গিরগিটি, কিন্তু কী রকমের? কে জানে, তৃণভোজী, না, মাংসাশী। জানেন ত, প্রচুর পার্থক্য।" কথাটি বলবার সময় তাঁর গলাটা একটু কাঁপছিল।

ঝুঁকে পড়ে তিনি ছাপগুলি ভালো করে পরীক্ষা করে দেখলেন। ছাপ বালির উপরে স্পষ্ট; বালি শেষ হয়ে যেখানে কাঁকর শুরু হয়েছে সেখানে গিয়ে ছাপগুলি মিলিয়ে গেছে।

গ্রমেকো বললেন, "প্রত্যেক ছাপের আকার একই—এ ত বড় অদ্ভুত। আমি যা জানি, তাতে সামনের থাবাগুলি সাধারণতঃ পিছনের থাবার চেয়ে ছোট হয়। ডান পা আর বাঁ পায়ের মাঝখানে দিয়ে এই রেখাটাই বা কি, কে জানে। দেখে মনে হচ্ছে যে গিরগিটিটা পিছনে একখানা কাঠ টেনে নিয়ে গেছে।"

পাপচ্‌কিন হেসে বললেন, "ওটা হল লেজের গমন পথের দাগ। সব ছাপগুলো আকারে সমান দেখে আমার মনে হচ্ছে, জন্তুটা শুধু পিছনের পায়েই ভর করে চলছিল, এবং লেজটাকে ঠেকো হিসাবে ব্যবহার করেছে।"

"দু'ঠ্যাং গিরগিটির কথা শুনেছেন নাকি কখনও?"

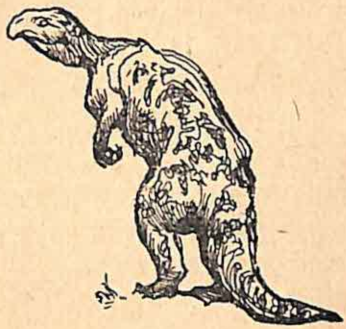
"হ্যাঁ, শুনেছি; শুধু যুরা যুগেই ছিল। যেমন, এক রকমের দু'পেয়ে গিরগিটির নাম ছিল ইগোয়ানোডন।* দেখতে ছিল বিশালকায় কাঙ্গারুর মতো। তার পিছনের পা দুটোয় খুব জোর ছিল, আর সামনের পা ছিল ছোট ছোট।"

"কি খেত?"

"দাঁতের আকৃতি দেখে মনে হয়, উদ্ভিদ খেত। কোনো কোনো ইগোয়ানোডন যদিও লম্বা ত্রিশ ফুট হত কিন্তু এই ছাপগুলো ইগোয়ানো-ডনেরই হলে ভয় পাবার কিছু নেই।"

গ্রমেকো একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "বাঁচা গেল! সেদিন

* iguanodon=অধুনালুপ্ত এক প্রকারের প্রকাণ্ড তৃণভোজী গিরগিটি।—তর্জমাকার।



নদীতে সেই যে সাংঘাতিক জানোয়ারটা নৈশভোজের জন্য মাকৃশেইয়েভকে নেবে, না, আমাকে নেবে বলে বাছাবাছি করছিল, সে কথা ত ভুলতে পারি না।"

নদীর খাত যেখানে দু'ভাগ হয়ে গেছে সেখানে পৌঁছে ওঁরা ক্লিফের পাদদেশ বরাবর ডাইনের শাখা ধরে চলবেন বলে স্থির করলেন। ভেবেছিলেন, সেইখানেই ঝরনা পাবার সম্ভাবনা বেশি এবং তাঁদের এই সন্ধানের লক্ষ্যও তাইই। ওঁদের ভাগ্য ভালো; একটু পরেই দেখতে পেলেন, মাটি আরও বেশি আদ্র এবং নদীর খাত বরাবর ছোট ছোট গাছপালাগুলি ঘন হয়ে আসছে, বৈচিত্র্যও বাড়ছে।

একটু পরেই, নদীর খাতে ডাঁটাগুলির মধ্যে দিয়ে জলের একটি রুপোলী রেখা দেখতে পেলেন।

"হুর্‌রে" বলে চেঁচিয়ে উঠে পাপ্‌চকিন বললেন, "তাঁবুর একেবারে গায়েই যে ঝরনা!"

গ্রমেকো খুনসুড়ি কেটে বললেন, "হয়ত লোনা জল!"

"মুখে দিয়ে দেখুন। দেখতে মিষ্টি জলের মতো।"

"জল লোনা, না, মিষ্টি, তা চেহারা দেখে বলছেন কেমন করে, সেই গোপন কথাটা আগে বলুন ত?"

"আপনি না উদ্ভিদবিদ? অথচ, লোনা জলের কাছে কোন রকমের উদ্ভিদ জন্মায়, তাও জানেন না!"

"আমরা এখন যুরা যুগে—তখনকার দিনে লোনা জলের গাছপালা কি রকমের ছিল, সে-সম্পর্কে কোনো ধারণাই আমাদের নেই। যাক সে কথা—আপনি কিন্তু আশপাশের উদ্ভিদের কথা বলেননি, আপনি বলেছেন, জলের চেহারা দেখেই লোনা, না, মিষ্টি বলে দিতে পারেন।"

"তার মানে, নদীর খাতের চেহারা দেখে বলতে পারি। জলে নুন থাকলে, গোটা খাতটায় একটা সাদা আস্তরণ থাকত।"

কথা বলতে বলতে ওঁরা বেশ তাড়াতাড়িই হাঁটছিলেন। একটু পরেই দু'জনে যেখানে পৌঁছলেন, সেখানে নদীর খাতটা উঁচু ক্লিফ্‌গুলির মধ্যে দিয়ে একটা সংকীর্ণ গিরিপথে পরিণত হয়েছে এবং সে জায়গায় মিঠা জলের একটি ছোট্ট ধারা ক্রমে অদৃশ্য হয়ে গেছে। তার আশেপাশের

মাটি নানা গিরগিটির পায়ের ছাপে ভরা। এটা হল গিরগিটিগুলির জল খাবার জায়গা।

গ্রমেকো বললেন, "ঐ বিকটাকৃতি জন্তুগুলো এখানে এত বেশি যে অনায়াসেই আমরা একটার ঘাড়ের উপর গিয়ে পড়তে পারি।"

দু'জনেই সেই ঠাণ্ডা জল পান করে সংকীর্ণ গিরিসংকট ধরে উপরে উঠে জলের কিনারে উপস্থিত হলেন। জলের ধারা চওড়া হয়ে একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে বয়ে গেছে। সুড়ঙ্গের দুই পাশে একেবারে খাড়া কালচে-লাল রংয়ের ক্লিফ্; নদীর খাতের তলা বরাবর তাজা সবুজ গাছ-পালা আর ঝোপঝাড়গুলির জন্য সে এক চমৎকার পটভূমি। সুড়ঙ্গের তলায় সবুজ একটা ফাঁকা জায়গার মাঝখানে একটা ছোট সরোবর; সেখানে একেবারে মাটি থেকেই কয়েকটা ঝরনা বেরিয়ে এসেছে। স্বচ্ছ জলের মধ্যে দিয়ে সরোবরের তলদেশ আবছা দেখা যাচ্ছে। প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে অনেক পায়ের যাতায়াতের চওড়া একটা পথ বেরিয়ে এসেছে সরোবর পর্যন্ত।

সঙ্গের টিনগুলিতে জল ভর্তি করে ওঁরা ঠিক করলেন যে, কোনো প্রাণী জল খেতে আসে কিনা, তাই ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থেকে দেখবেন। মিনিটের পর মিনিট কাটতে লাগল ধীরে ধীরে, তবু কিছুই দেখা গেল না। জলের উপর কয়েকটা ঝিল্লী-ফড়িং উড়ছিল; মাকৃশেইয়েভ নদীতে যে ঝিল্লী-ফড়িং ওঁরা দেখেছিলেন, এগুলি তার চেয়েও বড়। সেগুলি দেখতে দেখতে পাপচ্কিন হঠাৎ রাইফেল বাগিয়ে ধরলেন।

গ্রমেকো হেসে বললেন, "কি, ঝিল্লী-ফড়িং গুলি করবেন নাকি?"

সুড়ঙ্গের প্রবেশপথে ক্লিফ্গুলির দিকে দেখিয়ে পাপচ্কিন ফিসফিস করে বললেন, "শ্ শ্ শ্! দেখুন, ঐ যে ওখানে—ক্লিফ্টার উপরে!"

ক্যাঙ্গারুর মতো দেখতে মাঝারী আকারের একটা গিরগিটি ক্লিফের তাকের কাছে লম্বা মোটা লেজের ঠেকো দিয়ে পিছনের দু'পায়ে ভর করে দাঁড়িয়ে। ঘোর সবুজ তার গায়ে ঘোলাটে ঘোলাটে দাগ; মাথাটা টাপিরের মতো এবং ঝুলে-পড়া উপরের ওষ্ঠ যেন প্রায় শুঁড়।

পাপচ্কিন ফিসফিস করে বললেন, "এটা নিশ্চয়ই ইগোয়ানোডন!"

গ্রমেকো বললেন "আহা, যদি ক্যাঙ্গারু হত! তাহলে ক্যাঙ্গারুর স্টু দিয়ে রাতের খাওয়াটা হত খাসা; সিদ্ধ গিরগিটির জন্য তেমন আগ্রহ নেই।"

"আমরা এখন যুরা যুগে, সে-কথাটা ভুলবেন না। পাখি উড়বে, স্তন্যপায়ী জীবজন্তু ঘুরে বেড়াবে, আর আমরা শিকার করে নিয়ে নৈশ-ভোজ জমিয়ে তুলব, এরকম যেন আশা করবেন না। না খেয়ে মরতে না চাইলে, এই গিরগিটি খাওয়াই শুরু করতে হবে। এখানে

আমরা যে সব নতুন নতুন গাছগাছড়া দেখলাম, তা নিয়ে উদ্ভিদতাত্ত্বিক উল্লাস যাই করুন না কেন, খাওয়া যেতে পারে এমন মূল, ঘাস কিংবা ফল দেখতে পাইনি এখনও একটিও। অবশ্যি মুখ বদলাবার জন্য ঘোড়া-লেজা কিংবা খোঁচা-ঘাস চিবোনোর কথা বলেন ত, সে হল অন্য কথা!"

"কেন, মাছ? সমুদ্রে নিশ্চয়ই মাছ আছে।"

"এ বড় অদ্ভুত কথা! অজানা মাছ খেতে বাধা নেই, কিন্তু তৃণভোজী গিরগিটির মাংস খেতেই যত ভয়? ও-সব সংস্কার আপনাকে এখানে ছাড়তে হবে।"

সুড়ঙ্গের মধ্যে থেকে একটা গুলির আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হল। জন্তুটা পাশের দিকে লাফিয়ে ঘাসের উপর পড়ে গেল। যেখানে লুকিয়ে ছিলেন সেখান থেকে বেরিয়ে দু'জনে মরা জন্তুটার কাছে ছুটে গেলেন।

গিরগিটির বাচ্চাটা প্রায় সাত ফুট লম্বা। তার কদাকার দেহ মোটা লেজে গিয়ে শেষ হয়েছে, আর লেজটা ক্রমে সরু হয়ে একেবারে ছুঁচালো বিন্দুতে পরিণত হয়েছে। সরু সরু ছোট্ট সামনের পায়ে ধারাল সূক্ষ্ম নখরযুক্ত কয়েকটা আঙুল এবং পিছনের মোটা মোটা প্রকাণ্ড দু'পায়ে তিনটে করে বড় ভোঁতা নখরযুক্ত আঙুল। কুৎসিত প্রকাণ্ড মাথাটায় ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ। দেহটা ব্যাঙের মতো একেবারে পরিষ্কার আর নরম ভিজে ভিজে চটচটে ঠাণ্ডা।

গিরগিটিটার উরুতে বুটের মাথা দিয়ে ঠোক্কর মারতে মারতে গ্রমেকো বললেন, "এটা মজার জন্তু বটে, ঠিক যেন প্রকাণ্ড একটা ব্যাঙ। কিন্তু আমার ক্ষিদে পাচ্ছে না একটুও।"

"ফরাসীদের কাছে ব্যাঙের পা যখন অত উপাদেয় খাদ্য হতে পারে, তাহলে রুশ বৈজ্ঞানিক অভিযাত্রীরাই বা ইগোয়ানোডনের টাটকা মাংস ভাজা খেয়ে পরিতৃপ্তি লাভ করতে পারবে না কেন? আচ্ছা, আগে এটার মাপ নেওয়া যাক, তারপর কাটা যাবে।"

গিরগিটিটার মাপজোখ নেবার পর ফোটো তুললেন এবং নিজেদের মন্তব্যগুলিও টুকে রাখলেন। তারপর মাংসল পিছনের পা দু'খানা কেটে নিলেন, তার এক একটার ওজন প্রায় চল্লিশ পাউণ্ড। শেষে টিনভর্তি জল আর টাটকা মাংসের বোঝা নিয়ে ফিরলেন তাঁবুতে।

গিরগিটির মাংস ছোট ছোট টুকরো করে একটা কড়াইতে ভাজা হল। সেটা খেতে এমন নরম আর সুস্বাদু যে, খুঁতখুঁতে গ্রমেকো পর্যন্ত খেয়ে রীতিমতো তৃপ্তি লাভ করলেন।

খাবার সময় পরবর্তী পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হল। অভিযাত্রীদের কাছে তখনও পর্যন্ত নৌকা একটা পুরস্কার বটে, কিন্তু সমুদ্রের এপারে নদী পাওয়া না গেলে, নৌকা করে আর এগোন চলবে না।

সুতরাং ঠিক হল, নদী পাওয়া যায় কিনা আগে এ পারে খুঁজে দেখতে হবে; নদী না থাকলে, পায়ে হেঁটেই এগোতে হবে, যদিও তার ফলে পর্যটন বহুলাংশে সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে।

মাংসাশী আর তৃণভোজী গিরগিটি

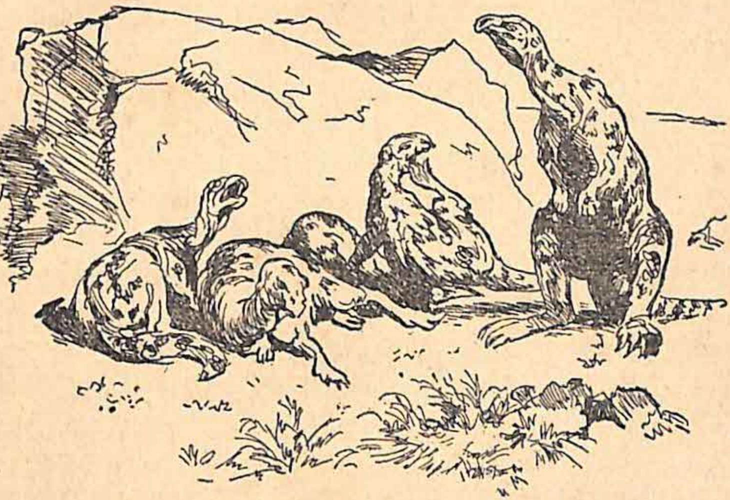
পরদিন হাওয়া বইছিল জোরে। সমুদ্রে এমনই আলোড়ন যে জলের কণা তাঁবু পর্যন্ত উঠে আসছিল। অপলকা নৌকা করে বেরুবার কোনো অর্থ হয় না, তাই ঠিক হল—সবাই মিলে নদীর শুকনো খাত ধরে জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে এই অজানা কূলের ভিতরের দিকে অনুসন্ধান করে দেখবেন।

সমুদ্রচর গিরগিটি এসে ফাঁকা তাঁবু আক্রমণ করবে, তেমন কোনো সম্ভাবনা ছিল না, তাই ওঁরা পাহারার কাজে সর্দারকে একাই রেখে গেলেন। কোনো প্রকার বিপদ দেখা দিলে সর্দার যাতে ঝোপে গিয়ে লুকাতে পারে, সেজন্য তাকে বেঁধে রাখা হল না।

নদীর খাত যেখানে দু'ভাগ হয়ে গেছে, সেখানে গিয়ে ওঁরা বাঁয়ে মোড় নিলেন। বাঁ-দিকের শাখা বরাবর আগের মতোই ছিল ঘোড়া-লেজা আর পর্ণাঙ্গের প্রাচীর। মাঝে মাঝে সরু সরু আঁকাবাঁকা পথ দেখা যাচ্ছিল; সেগুলি হল ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে ছোট ছোট জন্তু-জানোয়ারের পায়ে-চলা পথ। বিশালকায় ঝিল্লী-ফড়িং আর অন্যান্য বড় বড় কীট-পতঙ্গ, তাদের অনুসরণকারী উৎসর্প কূর্ম হাওয়ায় গিজগিজ করছে। মনে হচ্ছিল, জঙ্গলে যেন এসব ছাড়া আর কোনোও জীব নেই। মাকৃশেইয়েভ নদীর দু'কূল বরাবর ছিল পাখির কিচিরমিচির আর পায়ের তলায় পাতার মর্মরধ্বনি, এখানে তার কিছুই নেই।

পথ দেখিয়ে চলছিলেন গ্রমেকো। একবার তিনি সামনে পথের উপর কুকুরের মতো আকারের কী যেন কালো একটা প্রাণী দেখলেন, কিন্তু সেটা এত দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল যে, গুলি করবার অবকাশ পেলেন না। শুধু কীটপতঙ্গ নিয়েই ওঁদের সন্তুষ্ট থাকতে হল। একটা মথ ফুলের উপর এসে বসেছিল, সেটার প্রসারিত ডানা পনর ইঞ্চি লম্বা; পাপচ্-কিন সেটা ধরলেন। তিনি কয়েকটা হাতের মুঠির আকারের কার্চ-পোকাও ধরলেন, সেগুলি যেমন ভীষণ কামড়ায় তেমন আঁচড়ে দেয়।

জঙ্গল পাতলা হয়ে এল। ওঁরা একটা প্রশস্ত ফাঁকা জায়গায় এসে পড়লেন, সেখানেও সেই একই খোঁচা খোঁচা ঘাস। জায়গায় জায়গায় মাটি ভিজা; সে সব জায়গায় মাটি ছেয়ে আছে নানা শৈবাল আর লতানো পর্ণাঙ্গের ঝোপ। এক মাইলের বেশি লম্বা আর প্রায় দু'শ গজ চওড়া



এই তৃণভূমি শেষ হয়েছে গিয়ে একেবারে খাড়া ফাঁকা একটা ঘোর-লাল পর্বতের পাদদেশে। একটা গভীর গিরিসংকট পর্বতটাকে দু'ভাগে ভাগ করে দিয়েছে। যে-জল গিয়ে তৃণভূমিটাকে জলা করে তুলেছে, এই গিরিসংকটই তার উৎস। বর্ষাকালে বোধ হয় নদীর খাত দিয়ে জল গিয়ে সমুদ্রে পড়ে।

ভূতত্ত্ববিদ দু'জন গিরিসংকট সম্পর্কে আগ্রহশীল, তাই সবাই সেই দিকে চললেন। কয়েক মিনিট চলবার পর ওঁরা দেখলেন, জঙ্গলের কিনারের কাছে, তৃণভূমির উত্তর প্রান্তে ছোট্ট একদল গিরগিটি চরে বেড়াচ্ছে।

কয়েকটি গিরগিটি পিছনের পায়ে দাঁড়িয়ে পাম গাছের পাতা, পর্ণাঙ্গ আর ঘোড়া-লেজার নরম অঙ্কুর চিবোচ্ছে। বাচ্চাগুলি চার পায়ে দাঁড়িয়ে ঘাস খাচ্ছে; সেগুলির পিছন দিকটা মাথার দিকের চেয়ে উঁচু, লেজ দাপিয়ে দাপিয়ে তারা নিজেদের ভারসাম্য বজায় রাখছিল। মাঝে মাঝে সেগুলি পরস্পরকে তাড়া করে দু'পায়ে কিংবা চার পায়েই ছুটোছুটি করে খেলা করছিল; হাস্যকর তাদের লাফালাফি।

চরে বেড়ান এবং খেলা করবার সময় ইগোয়ানোডনগুলির ফোটো তুলবার এমন সুযোগ ওঁরা ছাড়তে পারেন না, তাই সবাই তাড়াতাড়ি জঙ্গলের প্রান্তে ফিরে গিয়ে গিরগিটির পালটার দিকে গুড়ি মেরে মেরে এগোতে লাগলেন। কিন্তু, মাত্র একখানা ফোটো নেওয়া হয়েছে, এমন সময় গিরগিটিগুলি হঠাৎ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল; বড়গুলি খাওয়া বন্ধ

করে চারিদিকে তাকিয়ে তীক্ষ্ণস্বরে শিস মারতে লাগল। বাচ্চাগুলি সেই আওয়াজ শুনতে পেয়ে পিছনের দু'পায়ে দাঁড়িয়ে আনাড়ীভাবে নেংচে নেংচে বাপ-মায়েদের কাছে চলে গেল। বড়গুলি তখন গোল হয়ে মুখোমুখি বসে বাচ্চাগুলির চারিদিকে একটা ঘন বেষ্টনী রচনা করে ফেলল।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় ফোটোতে গিরগিটিগুলি ভয় পেয়েছে তার ছবি তোলা হল। ওদের আতঙ্কের কারণ ছিল যথেষ্ট, কেননা তৃণভূমির ওধারে জঙ্গলের মধ্যে থেকে লাফাতে লাফাতে একটা বিকটাকৃতি জন্তু ছুটে আসছিল। শিকারীরা সেটাকে প্রথমে আর একটা ইগোয়ানোডন বলে ভুল করেছিলেন।

জন্তুটা আকারে প্রায় বড় গিরগিটিগুলিরই সমান। দশ ফুট করে লাফ মেরে মেরে ছুটবার সময় এটাও পিছনের পায়ে ভর করেই চলছিল। আরও কাছে এলে ওঁরা দেখতে পেলেন যে, জন্তুটার দেহ অপেক্ষাকৃত পাতলা এবং গতিবিধি গিরগিটিগুলির চেয়ে দ্রুত। লাফাতে লাফাতে ইগোয়ানোডনগুলির চক্রের কাছে গিয়ে জন্তুটা জোরে হিস্-হিস্ আওয়াজ করতে লাগল। তার জবাবে গিরগিটিগুলি সমবেতকণ্ঠে একনাগাড়ে শিস দিয়ে চলল। তারপর ঐ জন্তুটা ছোট ছোট লাফ মেরে গিরগিটিগুলির বেষ্টনী প্রদক্ষিণ করতে লাগল, কিন্তু সর্বত্রই সে তার শত্রুদের তুলে-ধরা পিছন দিকটা আর ভারি ভারি দাপান লেজগুলির সম্মুখীন হল। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল যে, গিরগিটিগুলির প্রকাণ্ড পিছনের পা কিংবা ভারি লেজের একটা আঘাতেই জন্তুটা ঘায়েল হয়ে যেতে পারে।

চক্রব্যূহটা ভেঙে দিয়ে একটা বাচ্চা ছিনিয়ে নেওয়া অসম্ভব বুঝে, জন্তুটা হঠাৎ ঐ রক্ষীদের মাথার উপর দিয়ে লাফ মেরে ইগোয়ানোডনের বাচ্চাগুলির মধ্যে গিয়ে পড়ল; বাচ্চাগুলি তখন ভয়ে কাঁপছে। ভীরু জীবগুলি তখন পালাবার তাড়ায় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে এবং তাদের শত্রু একটা বাচ্চাকে ধরে একেবারে ঘাড় কামড়ে ধরল।

ওঁরা এই আক্রমণ আর লড়াইয়ের কয়েকখানা ফোটো তুলে নিলেন, তারপর দুটো রাইফেলের গুলি সেই হত্যাকারীকে তার শিকারের পাশেই ভূতলশায়ী করে দিল।

এই প্রকাণ্ড সরীসৃপের লম্বা লম্বা পিছনের পা, আর দেহের ভর রাখবার জন্য মোটা লেজ অনেকটা ইগোয়ানোডনগুলিরই মতো। এর খাটো খাটো সামনের পায়ের শেষে গিয়ে তীক্ষ্ণ নখরওয়ালা চারটে আঙুল। ঘাড়টা খাটো, ছোট্ট মাথা, সেই মাথায় ধারাল দাঁতে ভরা একখানা প্রকাণ্ড মুখ। নাশাদণ্ডে খাঁটো একখানা চ্যাপটা শিং—সেটাকে অস্ত্রের চেয়ে বরং অলঙ্কার বলেই মনে হয়।

জন্তুটার চোখের উপরে আরও ছোট ছোট দু'খানা শিং এবং গোটা



শিরদাঁড়া বরাবর এক সারি ছোট ছোট ধারাল কাঁটা। গায়ে লোম নেই; কোঁচকানো কোঁচকানো চামড়ার রং মেটে-সবুজ। ষোল ফুট লম্বা এই জন্তুটা নিঃসন্দেহেই শক্তিশালী। একটু আগে গিরগিটির পালের উপর আক্রমণের সময় তার ক্ষিপ্রতা আর সাহসও দেখা গেছে।

কাশ্‌তানভ বললেন, "মরা গিরগিটিটা কেরাটোসর[১] শ্রেণীর। ইগো-য়ানোডন এবং কূর্মযুগের অন্যান্য ভূচর গিরগিটি যে-শ্রেণীর, সেই একই ডাইনোসর[২] শ্রেণীর জীব এটা।"

মাপজোখ শেষ হয়ে গেলে গ্রমেকো বললেন, "এই বিদঘুটে বিকট জিনিস না খেলেও বোধ চলবে!"

"খাব না কেন?"—মাক্‌শেইয়েভ বললেন, "আর ভালো কিছু পাওয়া না গেলে, এই নিয়েই খুশি থাকতে হবে। তবে কিনা, ইগোয়ানোডনটা রয়েছে, খণ্ডিত ঘাড় ছাড়া ওটা একেবারে গোটা।"

"উৎসর্প কূর্মগুলি এসে ছিঁড়ে টুকরো টুকরে করে ফেলার আগে ওটাকে লুকিয়ে ফেলতে হবে। দেখুন, ঐ সব আসছে, তাজা রক্তের গন্ধ পেয়েই ছুটে এসেছে!"

আকাশে অনেক উপরে, তৃণভূমিটার উপর চক্কর দিতে দিতে উড়ুক্কু

১। Ceratosaur—cerato—শৃঙ্গী, sauros—কুমির ইত্যাদি এবং অধুনালুপ্ত নানাপ্রকার অতিকায় সমগ্র গিরগিটি শ্রেণী।—তর্জমাকার।

২ dinosaur—গ্রীক্ deinos ভয়ঙ্কর + sauros গিরগিটি—অধুনালুপ্ত এক রকমের অতিকায় গিরগিটি।—তর্জমাকার।

গিরগিটিগুলি ফ্যাস ফ্যাস করে কর্কশ আওয়াজ করছিল। শিকারীরা বাচ্চা ইগোয়ানোডনের পিছনের পা দু'খানা কেটে নিয়ে ঝোপঝাড়ের কয়েকটা ডালে বেঁধে তার মধ্যে লুকিয়ে রাখলেন। তারপর ওঁরা তৃণভূমি পেরিয়ে গিরিসংকটের দিকে এগোলেন, লড়াই আর রাইফেলের গুলি চালাবার পর তৃণভূমি তখন ফাঁকা।

সংকীর্ণ গিরিপথে উৎসর্প কূর্মের ঘাঁটি

গিরিসংকটের মুখটা খুব চওড়া। একটা ছোট জলস্রোত গিরিসংকটের তলা দিয়ে এঁকেবেঁকে গেছে; তার দু'ধারে পর্ণাঙ্গের ঝাড়। গিরিসংকটের শিলাময় পাশগুলিতে কিছুই নেই, সেগুলির রং লালচে, কালো কিংবা হলদে; কাশ্‌তানভ আর মাকৃশেইয়েভ সেই দিকে গেলেন। গ্রমেকো স্থির করলেন যে, জলস্রোতের দু'ধার বরাবর নতুন নতুন ধরনের গাছপালা খুঁজবেন, আর পাপচ্‌কিন ছুটলেন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রজাপতির পিছনে।

ভূতত্ত্ববিদ দু'জন প্রথম যে ক্লিফের কাছে পৌঁছলেন সেটার রং ঘোর লাল। কাশ্‌তানভ নিশ্চিত ছিলেন যে আবারও খনিজ লোহা পাওয়া যাবে; কিন্তু একখণ্ড পাথর ভেঙে ম্যাগনিফাইং কাচ দিয়ে পরীক্ষা করে বিড়বিড় করে করলেন, "কী জানি এটা আবার কি?"

বিভিন্ন জায়গা থেকে আরও কয়েকটা টুকরো ভেঙে নিয়ে তিনি দেখলেন, সেগুলিও ঠিক একই জিনিস। ক্লিফ্‌গুলি এত মসৃণ আর কঠিন যে, বড় টুকরো ভেঙে নেওয়া মোটেই সম্ভব নয়, তাই, ক্লিফ্‌টার গোড়ায় ছিল একটা লাল গণ্ডশৈল—সেইটা নিয়েই পড়লেন ওঁরা দু'জন। দু'জনে মিলে পেটাতে পেটাতে সেটা শেষপর্যন্ত ফেটে দুখানা হয়ে গেল। তার কেন্দ্রে ছিল চকচকে ডোরা ডোরা আর ফুটফুটে দাগ।

আরও ভালো করে দেখবার জন্য ঝুঁকে পড়ে কাশ্‌তানভ বলে উঠলেন,

"নিরেট লাল রৌপ্য খনিজের মধ্যে এ যে একেবারে বিশুদ্ধ রূপা!"

মাকৃশেইয়েভ ঠাট্টা করে বললেন, "কোটি কোটি মূল্যের আর একটি ভাণ্ডার!" তাঁর বিদ্বান বন্ধুটি সোনার নিরেট শিরার প্রয়োজন ব্যাপারে সন্দেহপ্রকাশ করবার পর থেকে মাকৃশেইয়েভ এই জাদুর দেশের বিপুল সম্পদকে যেন অবজ্ঞা করতে শুরু করছেন।

ক্লিফ্‌টার পাদদেশ বরাবর এগিয়ে ওঁরা একটু পরেই যেখানে গিয়ে পৌঁছলেন, সেখানে ক্লিফের রং ঘোর লালের জায়গায় কালো, তার

উপর হলদে আর লাল লাল ডোরা এবং দাগ। দেখা গেল এটা এবার চৌম্বক। আরও সামনে গিয়ে, উজ্বল-হলদে আর সবজে-হলদে ক্লিফ্ গুলির গায়ে ফুটফুট দাগ, সেগুলি এবড়োখেবড়ো। কাশ্ তানভ বললেন, এগুলি হল সীসার গেরু মাটি, আর জারিত খনিজ সীসা। মনে হয় যে, এখানে ভূপৃষ্ঠের অনেকটা নিচেয় একেবারে ঝকঝকে সীসার একটা বিরাট স্তরও থাকতে পারে।

একটু পরেই ওঁরা ঘোর সবুজ রঙের একটা ক্লিফের কাছে এসে পৌঁছলেন। দূর থেকে সেটাকে শৈবাল কিংবা ছত্রাকে (fungus) আবৃত বলে মনে হচ্ছিল। সে-শিলার উপর দিয়ে ওঁদের হাতুড়ি ঝনঝন আওয়াজ করে ছিটকে এল। বহু কষ্টে ছোট ছোট কয়েকটা মাত্র টুকরা ওঁরা সংগ্রহ করতে পারলেন। কাশ্ তানভ আগের চেয়ও বিস্মিত হয়ে গেলেন।

"জানেন এটা কি?"—তিনি বললেন, "এ হল একেবারে বিশুদ্ধ তামার একটা নিরেট পিণ্ড, শুধু উপরিভাগ সামান্য জারিত।"

মাকৃশেইয়েভ বললেন, 'কী আশ্চর্য্য দেশ! যেকোনো খনিজ চাই, শুধু তুলে নিলেই হল। এখন শুধু দরকার একটা পূর্ণাঙ্গ ধাতুবিদ্যার কারখানা।"

কাশ্ তানভ সায় দিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, উপরতলায় সমস্ত খনিজ নিঃশেষ হয়ে গেলে, খনিজের জন্য এখানেই বোধ হয় নামতে হবে।"

মাকৃশেইয়েভ রসিকতা করে বললেন, "ভূত্বকের মধ্যে দিয়া সোজা-সুজি একটা গর্ত করে ফেললেই ত হয়।—সরল রেখাই ত সবচেয়ে সোজা পথ।"

হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড ছায়া ওঁদের উপর দিয়ে সরে গেল, এবং ওঁরা শুনলেন গ্রমেকো চিৎকার করে বলছেন,

"খবরদার! একটা উড়ুক্কু গিরগিটি!"

দু'জনের রাইফেল তুলে তাকিয়ে প্রায় ষাট ফুট উপরে প্রকাণ্ড একটা কালো জীব উড়ছে দেখতে পেলেন। সমুদ্রের ধারে যেসব উৎসর্প কূর্ম দেখেছেন, এটা তার চেয়ে অনেক বড় হলেও, এটাও তারই অনুরূপ একটা উড়ুক্কু গিরগিটি। মনে হল, এটার পাখার বিস্তারই প্রায় কুড়ি ফুট। অজানা এই দু'পেয়ে জীবগুলির মধ্যে কোনটিকে বেছে নেবে, তাই ঠিক করার জন্য গিরগিটিটা নিচে ওঁদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল।

গিরগিটির মন স্থির করা পর্যন্ত অপেক্ষা করা চল না, কারণ যার উপর ছো মারবে তাকে অনায়াসে মেরে ফেলতে কিংবা ক্ষতবিক্ষত করে দিয়ে যেতে পারে। মাকৃশেইয়েভ তাক করে গুলি চালালেন। গিরগিটিটা

জোরে জোরে ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে এক পাশে নেমে এসে একটা পাথরের তাকের উপর পড়ল। সেখানে পড়ে সেটা মাথা নেড়ে নেড়ে দাঁতে-ভরা ঠোঁট সমানে খুলতে আর বোজাতে লাগল।

মাকশেইয়েভ বললেন, "আমার গুলিতে নিশ্চই শুধু গা ঘসে গেছে;" কিন্তু জীবটা তখন অনেক দূরে, তার জন্য তিনি আর একটাও কার্তুজ খরজ করতে নারাজ।

ঠিক তক্ষুণই তৃণভূমির দিক থেকে একটা জোর চিৎকার এবং গুলির আওয়াজ শোনা গেল; ওঁদের আর দুই সঙ্গী সেইখানেই ছিলেন। নদীর খাত আর ক্লিফের পাদদেশের মাঝখানে পর্ণাঙ্গ আর ঘোড়ালেজার যে-ঝোপ তারই মধ্য থেকে আর একটা উৎসর্প কূর্ম উড়ে আসছে। প্রকাণ্ড কী যেন একটা কালো জিনিষ সে নিয়ে যাচ্ছিল। নখরে বিঁধে বন্ধুদেরই একজনকে নিয়ে যাচ্ছে ভেবে কাশ্‌তানভ উত্তেজিত হয়ে সেই উৎসর্প কূর্মটিকে গুলি করলেন। দস্যুটা ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে বোঝাটা ফেলে দিয়ে গাছগুলির পিছনে উল্টে পড়ে গেল।

যে জায়গায় অত উপর থেকে সঙ্গীটীকে ফেলে দেওয়া হয়েছে সেই দিকে ছুটে চললেন ভূতত্ত্ববিদ দু'জন। কিন্তু, পর্ণাঙ্গের ঝোপের মধ্যে দিয়ে ঠেলে-ঠুলে চলতে গিয়ে ওঁরা প্রায় গ্রমেকো আর পাপচ্‌কিনের উপরেই গিয়ে পড়লেন—তাঁরা দু'জন, ওঁদের দিকে ছুটে আসছিলেন।

"আপনারা! আকাশ থেকে এক্ষুণই পড়ল তাহলে কে?"

ওঁরা দু'জন হো-হো করে হেসে উঠলেন।

"গিরগিটিটা আমার বর্ষাতি তুলে নিয়ে যাচ্ছিল,"—গ্রমেকো ব্যপারটা বুঝিয়ে বললেন, "উদ্ভিদ সংগ্রহ করে বর্ষাতিতে জড়িয়ে ঘাসের উপরে রেখে দিয়েছিলাম। গিরগিটিটা নিশ্চয়ই ভেবেছিল যে, ওটা একটা কোনো জন্তুর মৃতদেহ হবে।"

সঙ্গে সঙ্গে পাপচ্‌কিন জানালেন যে তিনি গুলি করেছিলেন, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে নিশ্চয়ই।

আহত গিরগিটিটা যেখানে পড়ে ডানা ঝাপটাচ্ছিল, সেই দিকে এবার চারজনে গেলেন। ওঁদের আসতে দেখে, সেটা লাফিয়ে উঠে একটা পাখা মাটিতে হেঁচড়ে হেঁচড়ে ওঁদের দিকে তেড়ে এল।

গিরগিটিটা হাঁসের মত এপাশে ওপাশে দুলছে, আর ঘাড়টা সামনে বাড়িয়ে মুখ হাঁ করে অতি কর্কশ চিৎকার করছে। ঠোঁটের উপরে মাংসল গুটিটা লাল হয়ে উঠেছে। পুরো ছ'ফুট লম্বা গিরগিটিটা পাখায় জখম সত্ত্বেও বিপজ্জনক শত্রু হবে মনে করে আর একবার গুলি চালাতে হল।

কাশ্‌তানভ আর পাপচ্‌কিন মৃত গিরগিটি পরীক্ষা করবার সময়

মাকৃশেইয়েভ আর গ্রমেকো গেলেন অপহৃত বর্ষাতিটার খোঁজে। ক্লিফের গোড়া অবধি গোটা ফাঁকা জায়গাটাই ওঁরা ঘুরে এলেন, নিচু নিচু ঝোপঝাড়গুলিও সব খুঁজে দেখলেন, কিন্তু কোথাও বর্ষাতি পেলেন না।

মুখ থেকে ঘাম মুছতে মুছতে গ্রমেকো বিরক্তি ভরে বললেন, "এই লুকোচুরি খেলে আর পারা যাচ্ছে না। বর্ষাতিটা কোথায় যেতে পারে? গিরগিটিটা সেটাকে নিশ্চয়ই গিলে ফেলেনি।"

মাকৃশেইয়েভ বললেন, "গুলি খেয়ে গিরগিটিকে বর্ষাতি ফেলে দিতে আমি দেখেছি।"

যে-উৎসর্প কূর্ম তাকের উপর বসেছিল সেটা হঠাৎ ঘোড়ালেজার গাছগুলির উপর দিয়ে ভেসে নেমে এল। তারপর একটা গাছের মাঝ থেকে কালো একটা জিনিস তুলে নিয়ে আবার উড়ে গেল।

"এ কী কাণ্ড! ঐ, আমার বর্ষাতি আবার যাচ্ছে!"—গ্রমেকো চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন, "এতক্ষণ বর্ষাতিটা ঐ গাছের উপরে ছিল।"

মাকৃশেইয়েভ গিরগিটিটাকে তাক করছিলেন, এমন সময় বর্ষাতি খুলে গিয়ে এক গোছা সবুজ উদ্ভিদ ওঁদের উপর ঝুপঝাপ করে পড়ল, গিরগিটিটা চমকে গিয়ে বর্ষাতি দিল ছেড়ে। মাকৃশেইয়েভ রাইফেল নামালেন।

গ্রমেকো বর্ষাতির দিকে ছুটে যেতে যেতে বললেন, "হজম হয় না, এমন সব জিনিষ নিয়ে যায়—এসব পাখির তেমন বুদ্ধি আছে বলে ত মনে হয় না।"

"আপনি যা ভাবছেন, তার চেয়ে হয়ত বুদ্ধি বেশি ধরে।"—খুনসুড়ি কেটে মাকৃশেইয়েভ বললেন, "আপনার বর্ষাতি আর ঐ খড়কুটা দিয়ে নিজের বাসা মজবুত করবার হয়ত ইচ্ছা ছিল।"

"খড়কুটা? আমার কাজের প্রতি এতটুকু শ্রদ্ধাও আপনার নেই? তার চেয়ে বরং প্রমাণ করুন যে, ন্যাংটো শিশু-সন্তানদের পরাবার জন্যই গিরগিটি আমার বর্ষাতিটাকে বাসায় নিয়ে যাচ্ছিল!"

মাকৃশেইয়েভ হেসে বললেন, "ওটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যায় যে।" বর্ষাতি খুলে ছড়িয়ে-পড়া উদ্ভিদগুলির মধ্যে থেকে গ্রমেকো নলখাগড়ার মতো কী একটা উদ্ভিদ তুলে তুলে নিচ্ছেন দেখে তিনি প্রশ্ন করলেন, "কিন্তু, একই উদ্ভিদের অতগুলি নিচ্ছেন কেন?"

একটা ডাঁটা মাকৃশেইয়েভের হাতে দিয়ে গ্রমেকো বললেন, "বলুন ত কী এটা?"

"মোটা একটা খোঁচা নল, ঠিক ইগোয়ানোডনের উপযোগী জিনিস।"

"ঠিকই বলেছেন। ইগোয়ানোডনের উপাদেয় খাদ্য বটে; কিন্তু আমরাও বোধ হয় সমানই তৃপ্তিলাভ করব।"

"কেন ভালো স্থপ রান্না হয় নাকি?"

"না, স্থপের জন্য নয়—তবে, এটা চায়ের জন্য দরকারী। এই নিন, ভাঙুন একটা ডাঁটা।"

মাক্‌শেইয়েভ একটা ডাঁটা ভেঙে দু'টুকরো করে ফেলতে, দুই ভাঙা মুখ দিয়ে এক বর্ণহীন তরল পদার্থ টুপ টুপ করে পড়তে লাগল।

গ্রমেকো বললেন, "এই অস্পৃশ্য ডাঁটার রসটা একটু চেখে দেখুন।"

দেখা গেল, রসটা মিষ্টি আর চটচটে।

"এটা আখ নাকি?"

"না, আমরা যে-আখ খেয়ে অভ্যস্ত, এটা ঠিক তা নয়, কিন্তু আর কিছু না হলেও, এ উদ্ভিদে চিনি আছে।"

"এটা যে মিষ্টি, তা বুঝলেন কেমন করে?

"ওই পিছনের মাঠটায়, মরা বাচ্চা ইগোয়ানোডনটার মুখে একটা ডাঁটা দেখতে পেয়েছিলাম; সেটাকে চটচটে মনে হল। খুঁজতে লেগে গিয়ে দেখলাম, নদীর ধার বরাবর এই ডাঁটায় ছেয়ে আছে। হ্যাঁ, চেখে দেখে কাজটা ভালোই করেছিলাম, কেননা আমাদের চিনির ভাণ্ডার ত ফুরিয়ে আসছে; এখন চিনির বদলে এই রস ব্যবহার করা যাবে। এমনকি, এই ডাঁটা সিদ্ধ করে চিনিও তৈরি করা যেতে পারে। তাহলে দেখছেন ত, আমার খড়কুটোগুলি এবার কিছু কাজে আসছে!"

এই অ্যাডভেঞ্চারের ফল হল গ্রমেকোর আবিষ্কার। অন্য দুই বন্ধুকে সেই ডাঁটা দেখাবার পর স্থির হল যে, ফিরবার সময় যতগুলি সম্ভব ঐ চিনি-ডাঁটা কেটে নিয়ে যাওয়া হবে।

সবাই আবার সেই ছোট্ট স্রোত ধরেই চললেন। একটু পরেই গিরি-সংকট একটা রীতিমতো হিমানী দরীতে পরিণত হল—তার তলদেশ সম্পূর্ণতঃই জলের নিচেয়। এলাকাটা বিশ্রী, অন্ধকার আর স্যাঁতসেঁতে। ওঁরা একজনের পিছনে একজন করে চললেন। রাইফেলের ঘোড়া উঠিয়ে মাকৃশেইয়েভ চললেন আগে আগে, এবং সবার পিছনে হাতুড়ি দিয়ে শিলা ঠুকতে ঠুকতে চললেন কাশ্‌তানভ।

একটু পরেই চারিদিক কিছুটা আলো হয়ে উঠল, সামনে সবুজ সবুজ গাছপালার এক ঝলক নজরে পড়ল। দরীটা বিস্তৃত হয়ে হয়ে বড় গোছের একটা অববাহিকায় পরিণত হয়েছে, সেটার চারিদিক ক্লিফ্‌ দিয়ে ঘেরা। ক্লিফ্‌গুলি তলদেশের দিকে খাড়া, কিন্তু কিছুটা উপরে গিয়ে থাক-থাক হয়ে গেছে এবং থাকগুলি অ্যাম্ফিথিয়েটারের মতো ক্রমাগত পিছন দিকে প্রসারিত হয়ে গেছে। অববাহিকার তলদেশ পুরুষ্টু সবুজ ঘাসে ঢাকা, এবং মাঝখানে একটা সরোবর—সেই হল ছোট্ট জলধারার উৎস।

সরোবরের কিনারে পৌঁছে গ্রমেকো বলে উঠলেন, "কি দুর্গন্ধ!"

মাক্‌শেইয়েভ বলেলন, "হ্যাঁ, পচা জীবজন্তুর মতোই দুর্গন্ধ বটে।"

পাপচ্‌কিন জলের গন্ধ শোঁকবার জন্য ঝুঁকে পড়ে ভাবতে ভাবতে বললেন, "এটা হয়ত গন্ধকের প্রস্রবন সমেত একটা খনিজের সরোবর।"

চারিদিকে ঘুরে-ফিরে দেখতে দেখতে ওঁরা একটা অদ্ভুত হিস হিস আর কর্কশ আওয়াজ শুনতে পেলেন; ফাঁকা ক্লিফের অনেক উপর থেকে আওয়াজটা আসছিল।

ঠিক তখনই প্রকাণ্ড কালো কী যেন একটা ওঁদের মাথার উপর দিয়ে দ্রুত নেমে এসে একটা তাকের উপরে গিয়ে বসল। বসবার সঙ্গে সঙ্গে হিস হিস আর ক্যাঁ ক্যাঁ শব্দ আরও বেড়ে গেল।

মাক্‌শেইয়েভ চেঁচিয়ে উঠলেন, "এ যে একটা উৎসর্প কূর্ম।"

পাপচ্‌কিন বললেন, "এটা তাহলে ওদের বাসা বাঁধবার জায়গা।"

"তাহলে ঐখান থেকেই দুর্গন্ধ আসছে। এগুলো দেখছি অতি জঘন্য নোংরা!"

গিরগিটিটা একটু পরেই তাক থেকে আবার উড়ল এবং নিচেয় ওঁদের দেখতে পেল। ওঁদের উপরে চক্কর দিতে দিতে সেটা উচ্চৈঃস্বরে কর্কশ আওয়াজ করতে লাগল এবং তাকগুলির উপর থেকে হিস হিস আর ক্যাঁ ক্যাঁ আওয়াজ সঙ্গে সঙ্গেই গেল থেমে।

"দেখুন, বাপের কথা কেমন মন দিয়ে শোনে।"

পাপচ্‌কিন বললেন, "বাসা থেকে কয়েকটা ডিম আর বাচ্চা নিলে বেশ হয় কিন্তু।"

"ঐ মসৃণ ক্লিফ বেয়ে উঠে গিয়ে ওদের মা-বাপের সঙ্গে লড়াই করবার বাসনা থাকলে, দেখুন একবার চেষ্টা করে। ওরা আপনাকে উচিত শিক্ষা দিয়ে ছাড়বে।"

একটা তাক থেকে একটা উৎসর্প কূর্ম ওঁদের দিকে উঁকি মারছিল—সেটাকে দেখিয়ে কাশ্‌তানভ বললেন, "আরে, অনেকগুলো এখানে রয়েছে।" মাথার অনেক উপরে তখন চক্কর খাচ্ছে আরোও দু'টো।

মাক্‌শেইয়েভ জিজ্ঞাসা করলেন, "কি বলেন, গুলি করব নাকি?" কিছু আগেই একটা গুলি ফসকে গেছে বলে সেটা তিনি পুরিয়ে নিতে উদ্‌গ্রীব।

কাশ্‌তানভ তাঁকে থামিয়ে বললেন, "কি দরকার? একটা মেরে ত পরীক্ষা করে দেখা গেছে—শুধু শুধু কার্তুজ নষ্ট করা ঠিক নয়।"

গ্রমেকো বললেন, "সব বাসাগুলি হুঁশিয়ার হয়ে যাবার আগে, সময় থাকতে থাকতে সরে পড়া যাক। পিছনে ঘুরে এগিয়ে চলুন।" জঘন্য দুর্গন্ধে তখন তাঁর গা বমি বমি করছিল।

মাথার উপর কয়েকটা গিরগিটি উড়তে উড়তে কর্কশ আওয়াজ করছে ; শিকারীরা দেখলেন, গ্রমেকোর পরামর্শ শোনাই ভালো। দরীটার কাছাকাছি পৌঁছে ওঁরা দেখলেন, ক্লিফের গোড়ায় রয়েছে পাখির বিষ্ঠায় মেশানো নানা আকারের গাদা গাদা হাড়।



মাকৃশেইয়েভ জানালেন, "ডাইনে হল শহরের ময়লার ঘাঁটি।"

"এখানে এরা দেখছি রীতিমতো দুর্গ গড়ে তুলেছে।"

পাপচ্‌কিন এর ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন, "অন্যান্য গিরগিটি হয়ত ওদের ডিম আর বাচ্চা খায়, তাই এই ব্যবস্থা। সরীসৃপ হলেও, এদের আচরণ অনেক দিক থেকেই পাখির মতো।"

পাপচ্‌কিন বললেন, "দুঃখের কথা যে, বাসা, ডিম, আর বাচ্ছাগুলি কেমন, বিশেষ করে যে ডিম ফুটেছে সেটাই বা কেমন তা দেখা গেল না।"

কাশ্‌তানভ তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারলেন না—তিনি বললেন, "এরা পাখির মতো ডিমে বসে তা দেয় বলে মনে হয় না। অন্যান্য সরীসৃপের মতো গরম করবার জন্য রোদেই রেখে দেয়।"

সান্ত্বনা দিয়ে গ্রমেকো বললেন, "কিছু ভাবতে হবে না। হয় এখন নয় পরে, ইগোয়ানোডন কিংবা লম্বগ্রীব কূর্মের ডিম দেখা যাবেই।"

মাকৃশেইয়েভ বলে রাখলেন, "টাটকা হলে, বিরাট একটা ডিম-ভাজা করা যাবে ; সেটাই আমাদের সবার পক্ষে যথেষ্ট হবে!"

ক্যানিয়নের ভিতর দিয়ে ফিরে গিয়ে ওঁরা আবার ক্লিফের পাদদেশে ফাঁকা জায়গায় পৌঁছলেন। পথে ফিরে আসবার সময় যথেষ্ট চিনি-ডাঁটা সংগ্রহ করা হয়েছে ; যেখানে গিরগিটিটা মারা হয়েছিল, এবার সবাই সেইদিকে চললেন।

সে জায়গায় মহা হৈ চৈ চলছে তখন। ইগোয়ানোডন আর কেরাটোসরের মৃতদেহের উপর ছোট-বড় হরেক রকমের উড়ুক্কু গিরগিটি বসে গেছে, এবং উপরে আকাশও কালো। মড়া দুটো থেকে টুকরো টুকরো মাংস ছিঁড়ে নিয়ে কোনোটা সঙ্গে সঙ্গেই গিলে ফেলছে, আবার কোনো কোনটা মাংসের টুকরো নিয়ে তাকের উপর বাসার দিকে উড়ে যাচ্ছে। কর্কশ ক্যাঁ ক্যাঁ, হিস হিস আর চিঁ চিঁ আওয়াজে বাতাস উঠেছে ভরে।

ওঁদের সেদিকে এগিয়ে আসতে দেখে গোটা ঝাঁকটাই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। কতকগুলি আকাশে উড়ে ফাঁকা জায়গাটার উপরে চক্কর দিতে লাগল; অন্যান্যগুলি উড়ে পালাবার চেষ্টায়, অর্ধ বিস্তারিত পাখা টেনে টেনে খাটো খাটো পায়ের উপর নেংচে নেংচে চলছিল। সেগুলি এত বেশি মাংস উদরস্থ করেছিল যে, মাটি থেকে আর উঠতে পারছিল না। পাপচ্‌কিন এ দৃশ্যের দু'টো ফোটো তুলে নিতে পারলেন।

খেয়ে পেটফোলা গিরগিটিগুলি অনধিকার প্রবেশকারীদের আক্রমণ করল না, কিন্তু আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করে ক্রোধ প্রকাশ করতে লাগল।

ঝোপের মধ্যে থেকে লুকিয়ে-রাখা ইগোয়ানোডনের মাংসটা নিয়ে ওঁরা আবার নদীর খাত বরাবর চললেন। গ্রমেকো চলছিলেন আগে আগে; নদীর মুখের কাছাকাছি পৌঁছে তিনি হঠাৎ থেমে দেখলেন যে, ভিজা বালিতে প্রকাণ্ড সব পায়ের চিহ্ন রয়েছে—পা অনেকখানি করে ডুবে গেছে।

পাপচ্‌কিন বললেন, "এটা ত ইগোয়ানোডন নয়। এ জীবটা চার পায়েই হেঁটে গেছে। এই দেখুন, এই হল তিন-আঙুলওয়ালা পিছনের পায়ের চিহ্ন, আর সামনের পায়ে পাঁচটি করে আঙুলের দাগ!"

তার সঙ্গে কাশ্‌তানভ বললেন, "ছাপগুলির আকৃতিও ইগোয়ানো-ডনের থেকে অন্য রকমের এবং অনেকটা বড়।"

মাকৃশেইয়েভ প্রশ্ন করলেন, "জন্তুটা হিংস্র, না, নিরীহ, তা পায়ের ছাপ থেকে বলা যায় কি?"

"আমার মনে হয়, জন্তুটা তৃণভোজী। আঙুলগুলির প্রান্তে গিয়ে খুরের মতো হয়ে গেছে; নখর থাকলে যে-ভাবে ধরা যায়, তা ঐ আঙুল দিয়ে হয় না।"

পায়ের ছাপগুলির মাঝখানে একটা আঁকাবাঁকা রেখা দেখিয়ে পাপচ্‌কিন বললেন, "এই হল তার লেজের দাগ—ইগোয়ানোডনের চেয়ে অনেক খাটো আর সরু।"



গ্রমেকো বললেন, "যা-ই হোক না কেন, জন্তুটা মস্ত বড় এবং ফিরে যাবার কোনো পায়ের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না, সুতরাং এখনও সরোবরের কাছাকাছি কোথাও রয়েছে নিশ্চয়ই।"

মাক্‌শেইয়েভ হুঁশিয়ারি জানালেন, "রাইফেল তৈরি রাখুন। আর সতর্ক থাকবেন!"

নদীর খাত ধরে ওঁরা চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি ফেলে আস্তে আস্তে উপরের দিকে চললেন, কিন্তু পর্ণাঙ্গ, উপরে ভনভন-করে উড়ন্ত ঝিল্লী-ফড়িং আর কাচপোকা ছাড়া কিছুই দেখতে পেলেন না। ক্লিফ্‌টার পাদদেশে গিয়ে ওঁরা থামলেন, এর পর কী করা হবে সেটা স্থির করতে পারলেন না।

মাক্‌শেইয়েভ ফিসফিস করে বললেন, তিনি একটু এগিয়ে গিয়ে দেখবেন যে, জন্তুটা কাছাকাছি কোথাও আছে কিনা। এই বলে তিনি ক্যানিয়নের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন এবং একটু পরেই তাঁর একটা চাপা শিটি শোনা গেল। তখন আর সবাই ওঁর কাছে গিয়ে সুড়ঙ্গটার মুখে কয়েকটা গাছের আড়ালে দাঁড়ালেন। সামনে ফাঁকা জায়গায় একটা বিকট চেহারার জন্তু চরে বেড়াচ্ছে, ওঁরা বেশ স্পষ্ট দেখতে পেলেন। অতিকায় সব লুপ্ত জীবজন্তুর এই দেশে এ-যাবৎ ওঁরা যা-কিছু দেখেছেন, সে-সবই ছাড়িয়ে গেছে এই জন্তুটা।

জন্তুটা লম্বায় প্রায় পঁচিশ ফুট, আর বার ফুট উঁচু। পিছনের চেয়ে সামনের পা অনেক খাটো, তাই প্রকাণ্ড দেহ সামনের দিকে ঝুঁকে-পড়া। মাথাটা আশ্চর্য রকম ছোট, গিরগিটি-সদৃশ। মেরুদণ্ড বরাবর দু'সারি সাঁজোয়া দাঁড়া ছোট ছোট পাখার মতো খাড়া হয়ে রয়েছে। সবচেয়ে বড় দাঁড়াগুলির চার জোড়া বেরিয়েছে দেহ থেকে, মোটা ঘাড় থেকে বেরিয়েছে ছোট ছোট তিন জোড়া, আর দু'টো বেরিয়েছে লেজ থেকে; দাঁড়াগুলি ছাড়িয়ে গিয়ে লেজে তিন জোড়া লম্বা কাঁটাও রয়েছে। গায়ে রোম নেই; কুঁচকানো চামড়ার সর্বত্র আঁচিলের মতো—সেগুলি মাথায় আর ঘাড়ে অপেক্ষাকৃত ছোট আর সংখ্যায় বেশি, পায়ে আর লেজে একটু বড় বড় এবং দূরে দূরে। মেটে-সবুজ চামড়ায় ঘোর-বাদামী রংয়ের রেখাগুলি আর ধ্যাবড়া ধ্যাবড়া দাগগুলি জন্তুটাকে আরও বিশ্রী করে তুলেছে।

সরোবরের কিনারে জন্তুটা শান্তিতে চরছিল। বেঢপ প্রকাণ্ড মুখ দিয়ে গুচ্ছ গুচ্ছ চিনি-ডাঁটা আর ঘোড়ালেজার চারা টেনে টেনে খাচ্ছিল। দেহের প্রত্যেকটি সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে পিঠের উপর দাঁড়াগুলি থেকে আওয়াজ উঠছিল।

মাক্‌শেইয়েভ ফিসফিস করে বললেন, "ঠিক যেন কিউপিডের পাখা!"

গ্রমেকো হেসে বললেন, "যুরা যুগের এই কিউপিডটি মোটেই খারাপ নয়! এমন জঘন্য জিনিস থাকতে পারে, স্বপ্নেও কখনও ভাবিনি।"

কয়েকখানা ফোটো তুলে নিয়ে পাপচ্‌কিন বললেন, "জানেন, এটা

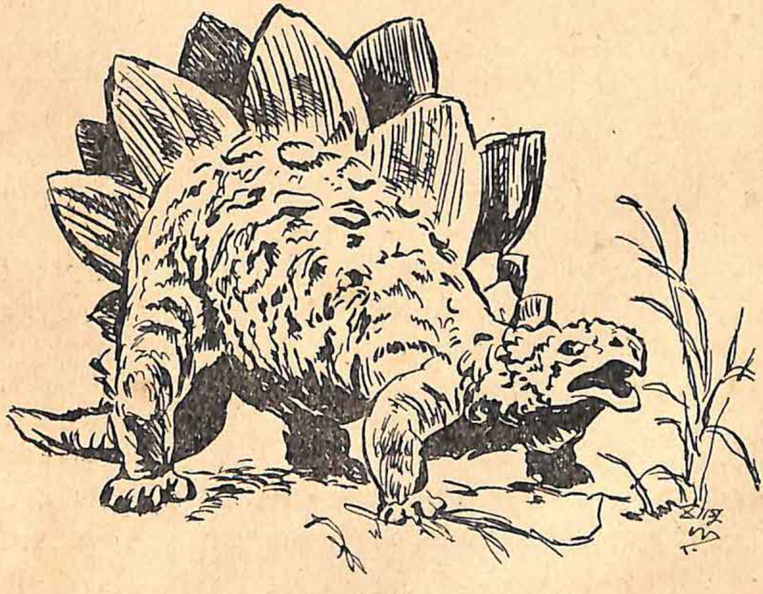
কিন্তু আসলে শান্তিপূর্ণ এবং সম্ভবতঃ কোনো ক্ষতিই করতেই পারে না, তবে, এর ভয়ানক চেহারা, ঐ দাঁড়া আর কাঁটা এবং আঁচিল আর ধ্যাবড়া ধ্যাবড়া দাগ, এ-সবই শুধু শত্রুকে ভয় দেখাবার জন্য।" কাশ্‌-তানভকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কিউপিডের আসল নামটা কি?"

"এটা হল স্টেগোসর (stegosaur)। ইগোয়ানোডন, কেরাটোসর আর ট্রাইসেরাটপ-এর মতো একই ডাইনোসর শ্রেণীর জীবের মধ্যে এটি হল সবচেয়ে অসাধারণ। উত্তর আমেরিকায় এই উৎকট জীবের দেহাবশেষ পাওয়া গেছে।"

জন্তুটাকে আরও কিছুক্ষণ দেখে নিয়ে ওঁরা হাওয়ায় একটা গুলি ছুঁড়লেন—সারা ক্যানিয়নে সেই আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হল। তারপর সবাই মিলে যতদূর পারেন গলা চড়িয়ে চেঁচাতে লাগলেন।

জন্তুটা ভয় পেয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাতে লাগল। ছুটবার সময় পিঠের উপর বড় বড় দাঁড়াগুলি একটার উপর একটা পড়ে জোর পটপট আওয়াজ হতে লাগল।

জন্তুটা দৃষ্টির বাইরে চলে গেলে, ওঁরা লুকোবার জায়গা থেকে বেরিয়ে এলেন। সরোবর থেকে আরও খানিকটা জল নিয়ে, বাচ্চা ইগোয়ানোডনের ভাজা মাংস দিয়ে ডিনার আর শান্ত সাগর তীরে বিশ্রামের কথা চিন্তা করতে করতে ধীরেসুস্থে হেঁটে তাঁবুতে চললেন।



ডাকাতি

জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ওঁরা একেবারে থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁবুটা নেই।

কাশ্‌তানভ বললেন, "আমরা সমুদ্রের ধারে ভুল জায়গায় এসে পড়েছি নিশ্চয়ই ?"

মাক্‌শেইয়েভ বললেন "না, তা হতেই পারে না! তাঁবুর কাছে নদীর খাতের মোহনায় যে-বেড়াটা লাগান হয়েছিল, এই ত এখুনই সেটা আমরা পার হয়ে এলাম।"

"ঠিক কথা। তাঁবুটা তাহলে গেল কোথায় ?"

"আর সবই বা কোথায় ?"

"সর্দারই বা কই ?"

তাঁবুটা যেখানে ছিল সেখানে ছুটে গিয়ে ওঁরা দেখলেন, কিছুই নেই —না তাঁবু, না রসদ, কোনো কিছুর একটা চিহ্ন পর্যন্ত নেই। আগুন নিবে গেছে। বালিতে তাঁবুর খুঁটির গর্তগুলি শুধু দেখা যাচ্ছিল।

যে-আগুনে মাংসটা ভাজবার ইচ্ছা ছিল, সেটা এখন ঠাণ্ডা—সেই জায়গাটা ঘিরে সকলে দাঁড়িয়ে। গ্রমেকো বললেন, "কী হতে পারে ?"

পাপচ্‌কিন খুবই মনমরা হয়ে বললেন, "এ আমার বুদ্ধির বাইরে !"

মাক্‌শেইয়েভ চেঁচিয়ে উঠলেন, "ডাকাতি হয়েছে—তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই !"

কাশ্‌তানভ বারবার এক কথা বলতে লাগলেন, "কিন্তু, কে করল এ কাজ ? কে ?" তিনি বললেন, "এ ত বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীবের কাজ বলে মনে হচ্ছে ; কিন্তু নর্থ স্টার ছেড়ে আসবার পর থেকে ত এমন কাউকেই দেখা যায়নি।"

"এ ইগোয়ানোডনের সাধ্য নয় !"

"স্টেগোসরেরও নয় !"

"লম্বগ্রীব কূর্মেরও কাজ নয় !"

গ্রমেকো তাঁর বর্ষাতিটার কথা মনে করে বললেন, "কে জানে, সেই হারামজাদা উৎসর্প কূর্মগুলোই হয়ত সবকিছু বাসায় নিয়ে গেছে !"

কাশ্‌তানভ তার জবাবে বললেন, "আজগবী, অসম্ভব ! তাঁবু, থালা-বাটি, স্লিপিংব্যাগ, সবকিছু ! ঐ পাখি এত চতুর হতে পারে বলে মনে হয় না।"

মাকৃশেইয়েভ বললেন, "নৌকা দু'খানার অবস্থা কি ?"—বেরুবার আগে যেখানে, জঙ্গলের কিনারের দিকে, নৌকা আর দাঁড়গুলি লুকিয়ে রাখা

হয়েছিল, সবাই সেই দিকে ছুটে গেলেন। নৌকা দু'খানা যেভাবে রেখে যাওয়া হয়েছিল, ঠিক সেই অবস্থায়ই পাওয়া গেল।

গ্রমেকো জানালেন, "ভেলাখানা রাখা হয়েছিল তাঁবুর কাছে সৈকতে —সেটাও উধাও!"

সবার কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থাটা প্রকাশ পেল পাপচ্‌কিনের কথায়ঃ "কী করা যাবে তাহলে? তাঁবু আর রসদ ছাড়া সবাইকে মরতে হবে এখানে!"

কাশ্‌তানভ বললেন, "ব্যাপারটা নিয়ে অত অস্থির হলে চলবে না। আমার মনে হয়, প্রথমে খেয়ে বিশ্রাম করা দরকার, কেননা ক্লান্তি আর খালি পেট কুপরামর্শই দেয়। আমরা বরং আর একটা আগুন জেলে মাংসটা রোস্ট করে নিই।"

গ্রমেকো বললেন, "চিনির জল দিয়ে মাংস পেটে নামান যাবে!"

নতুন আগুন জেলে, মাংস টুকরো টুকরো করে কেটে সেটা শিকের উপর রোস্ট করে নেওয়া হল। আগুন ঘিরে বসে, চিনি-ভাঁটা চুষে জল খেতে খেতে ওঁরা নিজেদের সব মালপত্তরের অন্তর্ধান হয়ে যাবার ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করলেন।

মাকৃশেইয়েভ হেসে বললেন, "আমরা একেবারে ঊষর দ্বীপে রবিনসন ক্রুসোর মতো।"

কাশ্‌তানভ তার সঙ্গে জুড়ে দিলেন, "পার্থক্য শুধু এই যে, আমরা চার জন, আর সশস্ত্র।"

"কার্তুজ এখন একেবারে টিপে-টিপে খরচ করতে হবে।"

গ্রমেকো জানালেন, "আমার ফ্লাস্কে প্রায় দু'গ্লাস কন্যিয়াক আছে।" তিনি ডাক্তার, তাই কখনও কোনো জরুরী অবস্থায় দরকার হতে পারে বলে জিনিসটা নিজের সঙ্গেই রাখেন।

কাঁধে ঝুলান থলিটার মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে পাপচ্‌কিন বললেন, "আমার কাছে আছে একটা ছোট টি-পট্, একটা ভাঁজ-করা মগ আর কিছু চা।"

"তা মন্দ নয়!"—মাকৃশেইয়েভ বললেন, "মাঝে মাঝে অন্ততঃ চা খাওয়া চলবে। আমার কাছে সর্বসাকুল্যে আছে পাইপটা, কিছু তামাক, কম্পাস, আর নোটবুক।"

"আমারও তাই, আর হাতুড়ি দু'টো।"

আগুন থেকে শিকগুলি নামিয়ে গ্রমেকো জানালেন, "ডিনার তৈরি!"

প্রত্যেকে একটা করে শিক নিয়ে মাংসের টুকরো খেতে লাগলেন, নুন পড়েনি বলে তেমন সুস্বাদ হয়নি।

মাকৃশেইয়েভ বললেন, "সমুদ্রের পাড়ে নুন খুঁজে বার করতে হবে, নইলে মাংসটা অন্ততঃ লোনা জলে চুবিয়ে নিতে হবে।"

পাপচ্‌কিনের চায়ের পাত্রে জল ফুটে উঠবার পর, চিনি-ডাঁটার রসে মিষ্টি চা প্রত্যেকে ছোট এক মগ করে খেলেন।

ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে খাবার পরও আলোচনা চলল। ঠিক হল যে, চোরের পায়ের চিহ্ন খুঁজে বের করে সেটা অনুসরণ করাই প্রথম কাজ।

মাকৃশেইয়েভ প্রস্তাব করলেন, "তাঁবুর চারিধারে সমুদ্রসৈকতে প্রতি ইঞ্চি মাটি পরীক্ষা করে দেখতে হবে। গ্রমেকো বলেছেন, চোর হয়ত উড়ে এসে উড়েই চলে গিয়েছে, আমার অবিশ্যি তা মনে হয় না, কেননা হেঁটে এসে, হেঁটেই চলে গেছে, এমনও হতে পারে। হয়ত বা আমাদের ভেলায় করে সমুদ্রে চলে গেছে। কিন্তু, তাহলে জলে পৌঁছবার জন্য তাদের সৈকতে বালি পার হয়েই যেতে হবে। অর্থাৎ কিনা, উড়ে না গিয়ে থাকলে, জঙ্গলের দিকেই যাক, আর সমুদ্রের দিকেই যাক, সৈকতে পায়ের চিহ্ন থাকবেই।"

"তাইত, কথাটা যদি প্রথমেই মনে হত! আমরা চারিদিকে যা ছুটোছুটি করে বেড়িয়েছি, তাতে হয়ত যত চিহ্ন ছিল সবই মাড়িয়ে ফেলা হয়েছে।"

মাকৃশেইয়েভ আবার বলে চললেন, "ক্লিফের পাদদেশ বরাবর পুব দিকে খুব বেশি দূর যেতে পারে না; সেটা গতকাল আমরাই দেখেছি। নদীর খাতের মুখের দিকটা আমরা আটকে ছিলাম, কাজেই সেদিকে গেছে বলে মনে হয় না। তা ছাড়া, আমরা কাউকে কিংবা কোনো সন্দেহজনক চিহ্নও দেখিনি। সুতরাং, চিহ্ন খুঁজতে হবে এখানেই, এই সৈকতে, নইলে সৈকত বরাবর পশ্চিম দিকে।"

কাশ্‌তানভ বললেন, "এবারও আপনার কথাই ঠিক! সম্ভবতঃ মাত্র এই দু'টি পথেই তারা গিয়ে থাকতে পারে।"

"তাহলে কাজ শুরু করা যাক। ফাঁদ পেতে জন্তু-জানোয়ার ধরায় আমার পুরানো অভিজ্ঞতা রয়েছে—আমি বলি, আপনারা সবাই এখানে বসুন, আমি আগে চারপাশের জমি পরীক্ষা করে দেখে আসি।"

যেখানে তাঁবুটা ছিল সেইখানে হামাগুড়ি দিয়ে বসে মাকৃশেইয়েভ জমি পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন। ভেলাটা যেখানে ছিল, সেইখানে জলের কিনারে গিয়ে দেখলেন। তারপর ফিরে, সৈকত বরাবর পশ্চিম দিকে চললেন। মাকৃশেইয়েভ যখন প্রায় একশ' ফুট দূরে, তখন ওঁরা দেখলেন যে, তিনি বালিতে একখানা শুকনো ডাল পুঁতে ফিরে আসছেন।

"মানুষ, এমন কি গিরগিটিও আমাদের জিনিসপত্র চুরি করেনি। বালির উপর চারিদিকে যা চিহ্ন রয়েছে, তার থেকে মনে হয় যে, এক রকমের বড় কীট সেগুলিকে সরিয়ে নিয়ে গেছে। মনে হয়, বেশ কয়েক ডজন এখানে এসেছিল। প্রথমে ভেবেছিলাম যে, সবই টেনে নিয়ে

ভেলায় তুলে জলপথে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু পরে দেখলাম, চিহ্নগুলি একেবারে জল অবধি যায়নি, আবার, ভেলাখানা টেনে তোলা হয়েছিল, এমন কোনো লক্ষণও নেই। ভেলাখানা উধাও হয়ে যাওয়াটা একেবারেই রহস্যময়। রসদের কতকগুলি জিনিস বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে; তাঁবু সমেত অন্যান্য জিনিস সৈকত বরাবর পশ্চিম দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, এবং বালিতে যা চিহ্ন রয়েছে, তাতে চোরদের ছ'টি করে পা আর দেহ প্রায় তিন ফুট লম্বা।"

গ্রমেকো বলে উঠলেন, "চমৎকার ছোট ছোট কীট বটে!"

"কিন্তু সর্দারের কী হল?" কাশ্‌তানভ অনুমান করতে লাগলেন, "সর্দারকে কি মেরে, পরে, খাবার জন্য টেনে নিয়ে গেল, না, চোরদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য সর্দার পালিয়ে গেছে?"

তাঁবুর চারিদিকে সর্দারের পায়ের অনেক চিহ্ন রয়েছে, কিন্তু সে-সমস্ত চিহ্নের উপর দিয়ে পড়েছে কীটগুলির পায়ের ছাপ—তার মানে, কীটগুলি এসেছিল পরে। বালিতে রক্তও নেই, আর সর্দার যদি কোনো কীট চিবিয়ে থাকে তার কোনো টুকরাটাকরাও নেই। আমার মনে হয়, শত্রুর সংখ্যা অনেক বেশি ছিল বলে সর্দার পালিয়ে গেছে—হয়ত ঝোপে-ঝাড়ে কোথাও লুকিয়ে রয়েছে। জঙ্গলের কিনারে ভূমিদেশটাও একবার দেখা দরকার।"

বালি পেরিয়ে মাকৃশেইয়েভ জঙ্গলের কিনারে গেলেন। সেখানে পৌঁছে কয়েকবার সামনে-পিছনে হাঁটবার পর থেমে তিনি হাতছানি দিয়ে আর সবাইকে ডাকলেন।

"এইখান দিয়েই সর্দার জঙ্গলে ঢুকেছে, কিন্তু সর্দারের কি যেন হয়েছে—পিছনের পা দু'খানা টেনে টেনে গেছে।"

শিকারের ছুরিখানা বের করে মাকৃশেইয়েভ ঘোড়ালেজার সবচেয়ে নিচের ডালগুলি কাটতে লাগলেন। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে ঝোপের মধ্যে ঢুকে কুকুরটা যাতে সাড়া পায় সেই আশায় মাঝে মাঝে থেমে থেমে আস্তে আস্তে শিস দিতে লাগলেন। শেষে তিনি একটা ক্ষীণ গোঙানি শুনতে পেলেন। একটু পরেই সর্দার ঝোপের মধ্যে দিয়ে সুড়সুড় করে ওঁর দিকে এগিয়ে এল—কী ভয়ানক দেখতে হয়েছে সর্দারকে! তার সারা গা ডুমোডুমো হয়ে ফুলে উঠেছে; অসাড় পা মাটিতে টেনে টেনে সে এগুচ্ছে।

কুকুরের মাথায় আস্তে আস্তে চাপড় মেরে মাকৃশেইয়েভ বললেন, "তোর কী হয়েছে রে?" সর্দার মাকৃশেইয়েভের হাত চেটে ওঁর পিছু পিছু অন্ধকার জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল।

পাপচ্‌কিন বললেন, "চোরের দল ওর শিরদাঁড়াটা বোধহয় ভেঙে দিয়েছে?"

"সে-রকম মনে হচ্ছে না"—কুকুরটাকে পরীক্ষা করে দেখতে দেখতে গ্রমেকো বললেন, "তা নয়,—মনে হচ্ছে যেন বিষাক্ত তীর দিয়ে ওকে জখম করা হয়েছে; পিঠে কতকগুলো, কাঁচা ক্ষত রয়েছে, কিন্তু শির-দাঁড়ার কোনো ক্ষতি হয়নি।"

মাকৃশেইয়েভ বললেন, " 'বিষাক্ত তীর' মানে? চোরগুলি সব কীট, সেটা মনে রাখবেন।"

"ঠিক কথা! তাহলে জখম হয়েছে বিষাক্ত হুল কিংবা কামড় দিয়ে।"

"কিছু করা যায় না? বাঁচাবার কোনো উপায় নেই কি?"

"নিশ্চয়ই বাঁচান যাবে। বিষটা মারাত্মক হলে, সর্দার অনেক আগেই মারা যেত। এদিকে ত অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে ফাস্ট-এইডের বাক্সটাও চুরি গেছে। এখন ঠাণ্ডা কম্প্রেস লাগিয়ে দেখতে হবে।"

কুকুরটা কাতরাচ্ছিল। মাকৃশেইয়েভ তাকে তুলে নিয়ে জলের কাছে গেলেন, আর গ্রমেকো হাতে করে তুলে তুলে তার গায়ে জল ঢেলে দিতে লাগলেন। প্রথমে কুকুরটা কেঁউ কেঁউ করে পালাবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু ঠাণ্ডা জলের স্নিগ্ধতায় সে অল্প সময়ের মধ্যেই শান্ত হয়ে গেল। তারপর সর্দারকে গলা অবধি জলে ডুবিয়ে বসিয়ে দেওয়া হল।

ওঁরা দু'জন যখন সর্দারের দেখাশোনা করছিলেন, আর দু'জন তখন নৌকা দু'টো এবং দাঁড়গুলি ঝোপ থেকে টেনে বের করে জলে নামিয়ে বাদবাকি সমস্ত রসদ তাতে তুলে দিলেন। তারপর খাবার জলে টিনগুলি ভর্তি করে নেবার জন্য কাশ্‌তানভ এবং মাকৃশেইয়েভ ক্যানিয়নের ভিতর সরোবরের দিকে চলে গেলেন। পথে যাতে খাবারের জন্য থামতে না হয়, তাই অন্য দু'জন ইগোয়ানোডনের বাদবাকি মাংসটা ইতিমধ্যে রোস্ট করে নিয়েছেন।

সব ঠিকঠাক করতে এক ঘণ্টা সময় লেগে গেল। সর্দারের সারা গায়ে ফুলোগুলো এর মধ্যে অনেকটা কমে এল। এমন কি সে দাঁড়াতেও চেষ্টা করল। ঠিক করা হল যে সর্দারকে একটা নৌকায় নেওয়া হবে। দু'জনে নৌকা দু'খানা কূল বরাবর বেয়ে নিয়ে যাবেন, এবং সৈকতে চিহ্নগুলি যতদূর দেখা যায়. তার উপর নজর রেখে চলবেন অপর দু'জন। এই ব্যবস্থায়, নৌকায় যাঁরা রইলেন তাঁরা বিপদ ঘটলে ডাঙ্গার দু'জনকে সাহায্য করতে কিংবা নৌকায় তুলে নিতে পারবেন; আবার, ডাঙ্গায় যাঁরা রইলেন, তাঁরাও, চিহ্নগুলি জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে অপর দু'জনকে থামাতে পারবেন।

চোরের সন্ধানে

মাকৃশেইয়েভ আর গ্রমেকো ডাঙ্গা দিয়ে হেঁটে চললেন। কাশ্‌তানভ আর পাপচ্‌কিন ওঁদের আগে আগে থেকে নৌকা দু'খানা বেয়ে চললেন। ভাগ্য ভালো, দিনটা ছিল খুবই শান্ত; ঢেউগুলি তালে তালে কূলে এসে গড়িয়ে পড়ছে। চিহ্ন অনুসরণ করে মাকৃশেইয়েভ পথ দেখিয়ে আগে আগে চললেন; সঙ্গীর সঙ্গে দু'একটা কথা বলবার জন্য মাঝে মাঝে তিনি থামছিলেন। এক জায়গায় বালিটা ছিল ভিজা—সেখানে চুরি-যাওয়া রসদের অনেকগুলির স্পষ্ট ছাপ দেখা গেল; চোরেরা নিশ্চয়ই অল্পক্ষণের জন্য সেখানে থেমে জিনিসগুলি গাদা করে রেখেছিল। ভেলাখানার ছাপ দেখা গেল আর এক জায়গায়। মাকৃশেইয়েভ সেই ছাপ দেখেই বলে উঠলেন:

"যাক, একটা রহস্যের সমাধান হল! ভেলাখানা চোরের দল বয়ে নিয়ে গেছে!"

গ্রমেকো প্রশ্ন করলেন, "ভেলাখানা দিয়ে ওদের কি লাভ হবে?"

"অন্য সব দিয়েই বা কি করবে? কাল কাশ্‌তানভ আর আমি সোনা এবং খনিজ লোহার যে-নমুনাগুলি নিয়ে এসেছিলাম, তাও নিয়ে গেছে!"

"এগুলি যে কোন ধরনের জীব, তা বুঝতে পারছি না! দেখে ত মনে হচ্ছে রীতিমতো বুদ্ধিশুদ্ধি আছে। আমাদের তাঁবু খাটিয়ে, আমাদের বিছানায় শুয়ে, আমাদেরই ডিশে খাবার খেয়ে গেলেও আমি মোটেই আশ্চর্য হব না।"

"এখানে সবকিছুই ঘটতে পারে। যুরা যুগের কোনো কীট উন্নত স্তরে বিকশিত মস্তিষ্কসম্পন্ন হয়ে প্রাণিজগতের উপর কর্তৃত্ব করাটাও বিচিত্র নয়।"

"তা, এখনও ত কোনো কোনো বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন কীট, যেমন মৌমাছি আর পিঁপড়া সুশাসিত সংস্থায় বাস করে।"

"আরে, দাঁড়ান একটু! একটা কথা মনে এসে গেল! চোরগুলি বোধহয় পিঁপড়া হতে পারে!"

"কেন, মৌমাছি কিংবা বোলতাও ত হতে পারে?"

"পিঁপড়া হবার সম্ভাবনাই বেশি। জানেন, আজকালকার পিঁপড়া যে-কোনো জিনিসই তাদের ঢিপিতে টেনে নিয়ে যায়। যে-সব কিছুতেই কোনো কাজে আসতে পারে না, এমন সব হাবিজাবিও নিয়ে যায় তারা। আকারের তুলনায় তাদের শক্তিও আশ্চর্য।"

"ঠিক বলেছেন। মৌমাছি অনেক দুর্বল এবং মৌচাকে মোম আর মধু ছাড়া কিছু দেখতেও পাওয়া যায় না। আর বোলতা শুধু খাবারই

নিয়ে যায় বাসায়। যা-ই হোক না কেন, এদের পাখা আছে বলে মনে হচ্ছে না।"

"আপনার কথায় যুক্তি আছে ঠিকই—কিন্তু পাখাওয়ালা কীট যে-সব নিয়ে উড়ে যেতে পারে না, তা মাটি দিয়ে টেনে নিয়ে যেতে পারে।"

"আমার মনে হচ্ছে, ঠিক দিকেই আমরা এগিয়েছি। তিনটে সম্ভাবনা রয়েছে, হয় পিঁপড়া, মৌমাছি, নয়ত বোলতা।"

"এ তিনজনেরই বিষাক্ত হুল আছে। মনে হয়, সর্দার তাঁবু বাঁচাতে গিয়ে নিশ্চয়ই সেই হুলের খোঁচা খেয়েছে।"

"ঠিক বলেছেন! এই রকম হুলের খোঁচায় যন্ত্রণাকর ফুলো হয়, এবং কীটগুলির যা আকার, তাতে সে-বিষে অনায়াসেই সাময়িক পক্ষাঘাত ঘটতে পারে।"

ভিজা বালির উপর দিয়ে প্রায় দু'ঘণ্টা হেঁটে দু'জনে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়লেন।

থেমে গিয়ে, বাহুর পিছন দিকটা দিয়ে ঘর্মাক্ত কপাল মুছতে মুছতে গ্রমেকো বললেন, "আমি ত থকে গিয়েছি। একে দিনটা বেজায় গুমোট, তার উপর আবার হাওয়া নেই।"

"তবুও, সমুদ্রটা শান্ত এবং নৌকা দু'খানা আমাদের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারছে।"

"কিছুক্ষণের জন্য জায়গা বদল করলে কেমন হয়? আমরাও আর হাঁটতে পারছি না, ওঁদের হাতও নিশ্চয়ই আর চলছে না।"

"আপনি কি মনে করেন যে, ওঁরা চিহ্ন ধরে ধরে এগুতে পারবেন? —তবুও, একবার দেখা যাক।"

মাক্‌শেইয়েভ ডাকতে ওঁরা কূলে এলেন। তিনি চিহ্নগুলি দেখিয়ে কিছুটা পথ ওঁদের সঙ্গে সঙ্গে চললেন। তারপর তিনি আর গ্রমেকো নৌকায় উঠে ঠেলে এগিয়ে গেলেন।

অঞ্চলের চেহারায় কোনো পরিবর্তন নেই। কূল বরাবর বালু আর কাঁকরভরা সৈকতটা প্রায় একশ ফুট চওড়া—প্রচণ্ড ঝড়ের সময় বান আসবার চিহ্ন সেখানে রয়েছে। ঘোড়ালেজা আর পর্ণাঙ্গের সবুজ দেওয়ালের মাঝে মাঝে সংকীর্ণ শুকনো নদীর খাত গিয়ে ফাঁক পড়েছে; আগের দিন যে নদীর খাত ওঁরা দেখে এসেছেন, সেই রকমের। সমুদ্রসৈকতে রোদ পোহাচ্ছিল ইগোয়ানোডন; মানুষ দেখেই সেগুলি জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে শোভন সুদৃশ্য ভঙ্গীতে জল কেটে ভেসে যাচ্ছিল লম্বগ্রীব কূর্ম, শিকারসন্ধানী উড়ুক্কু গিরিগিটি দেখা যাচ্ছিল গাছের মাথায় মাথায়।

প্রায় দু'ঘণ্টা পরে সামনে কতকগুলি লালচে পাহাড় দেখা গেল;

সেগুলি জলের কিনার অবধি প্রসারিত। ওঁরা বড় একটি শুকনো নদীর খাত পার হলেন। খাতটি ভিতরের দিকে অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে, পাহাড় থেকে জঙ্গলের কিনারকেই পৃথক করে দিয়েছে, এবং শেষপর্যন্ত দেখা গেল, পাহাড়গুলি লাল বালিয়াড়ি। কীটের পায়ের ছাপ নদীর খাত বরাবর চলে গেছে। ডাঙ্গায় যাঁরা ছিলেন তাঁরা নৌকার সঙ্গীদের উঠে আসবার জন্য চেঁচিয়ে ডাকলেন।

চিহ্নগুলি ভালো করে দেখবার পরে সকলে আলোচনা করলেন যে, কি করা যায়। নৌকা ছেড়ে এবার শত্রুর পিছনে পিছনে হেঁটেই যেতে হবে।

সারা দিনের উত্তেজনা, উদ্বেগ আর হাঁটাহাঁটির ফল সবাই বোধ করতে শুরু করেছেন ; সর্দারও তখনও পর্যন্ত দুর্বল। প্রচণ্ড গরম আর গুমোটের মধ্যে অভ্যন্তরের দিকে গেলে যা হবে, তার চেয়ে জলের কাছে অপেক্ষাকৃত স্নিগ্ধ। সুতরাং, সৈকতে কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম করবার ব্যবস্থা হল।

নৌকা দু'খানা টেনে ডাঙ্গায় তুলে, মাংসটা গরম করা আর চা তৈরি করবার জন্য আগুন জ্বালা হল। তারপর সর্দারকে আর একবার জলে বসিয়ে দেওয়া হল।

খাবার পর, তিনজনে নৌকার ছায়ায় বিশ্রাম করতে গেলেন, এবং পাছে কোনো গিরগিটি কিংবা সেই রহস্যময় কীট আক্রমণ করে, তাই চতুর্থ সঙ্গী জেগে রইলেন।

ঘণ্টা তিনেক কেটে গেল বেশ নিশ্চিন্তভাবে। পাহারায় ছিলেন কাশ্‌তানভ ; জলের ধারে বালুর উপর শুয়ে, জিনিসপত্র পাওয়া না গেলে ভাগ্যে কি আছে, তাই ভাবছিলেন। প্রচণ্ড গরমে তিনি ঝিমিয়ে পড়েছিলেন ; হঠাৎ একটা দুঃস্বপ্নে চমকে জেগে উঠলেন। তিনি স্বপ্ন দেখছিলেন যে, বিশালকায় একটা গিরগিটি তাঁর গায়ের উপরে উঠে চটচটে প্রকাণ্ড জিব দিয়ে ওঁর মুখ চাটছে।

আতঙ্কে গোঁ গোঁ করতে করতে তিনি চোখ খুললেন। দেখলেন তাঁর মুখ থেকে সর্দারের মুখ কয়েক ইঞ্চি মাত্র দূরে, আর কুকুরটা গজ গজ করতে করতে একটা থাবা ওঁর বুকের উপরে তুলে দিয়েছে।

সর্দার ওঁকে অকারণে জাগায়নি। চারিদিকে তাকিয়ে কাশ্‌তানভ দেখলেন যে, উত্তর দিগন্ত একেবারে ভয়ানক কালো হয়ে উঠেছে। মাকৃশেইয়েভ নদীতে যেমন ঘটেছিল, সেই রকমের একটা গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঝড় উত্তর দিক থেকে এগিয়ে আসছে। দূর থেকে একনাগাড়ে একটা গর্জন শোনা যাচ্ছিল, আর, পুঞ্জ পুঞ্জ কালো মেঘ চিরে চিরে উজ্জ্বল বিজলী চমকাচ্ছিল।

সময় নষ্ট করা যেতে পারে না। ঝড়ের পুরা দাপট এলে সৈকতে থাকা অত্যন্ত বিপজ্জনক, তাই সেখান থেকে যত দূর যাওয়া সম্ভব চলে যেতে হবে।

কাশ্‌তানভ সঙ্গীদের জাগালেন। জঙ্গলও সৈকতের মতো সমানই বিপজ্জনক, তাই বালিয়াড়ির দিকে যাওয়াই ঠিক হল। ঢেউ এসে নৌকা ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে, তাই নৌকা দু'খানাও সঙ্গে টেনে নিয়ে যাওয়া হল।

প্রথম শৈলশিরার চূড়া থেকে ওঁরা একটা গভীর উপত্যকা দেখতে পেলেন। উপত্যকাটা তটরেখার সঙ্গে সমান্তরাল এবং শৈলশিরাটা দু'টি ঢালুর মতোই শূন্য। প্লুটো তখনও ঝোড়ো মেঘে ঢেকে যায়নি—যতদূর দৃষ্টি চলে, শুধু লালচে বালি জ্বলছে প্লুটোর কিরণে।

উপত্যকায় নেমে নৌকা দু'খানা উল্টে তার নিচেয় ওঁরা ঢুকলেন। প্রচণ্ড বর্ষণ থেকে আত্মরক্ষার এই একমাত্র উপায়।

ঝড় আসতে বেশি দেরি হল না। ঘোর নীল মেঘে অর্ধেক আকাশ ছেয়ে গেল, প্লুটো অদৃশ্য হয়ে গেল মেঘের আড়ালে, প্রতি মিনিটেই অন্ধকার আরও গাঢ় হয়ে উঠতে লাগল। প্রচণ্ড বেগে উপত্যকার উপর দিয়ে বয়ে গেল ঝড়ের প্রথম ঝাপটা। বালিয়াড়ির উপর থেকে বালি উড়ছে, মনে হচ্ছে সেগুলি থেকে যেন ধোঁয়া উঠছে। গরম বালি ছড়িয়ে গিয়ে হাওয়ায় যেন আরও বেশি দম বন্ধ হয়ে আসছিল। হঠাৎ প্রবল ঝড় ওঁদের উপর এসে পড়ল। কাশতানভ নৌকার নিচে দিয়ে চারিদিক একবার চট করে দেখে নিলেন—মনে হল, বালিয়াড়ির গোটা প্রথম সারিটাই যেন হাওয়ায় উত্থিত হয়ে উপত্যকার মধ্যে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। নৌকা দু'খানার উপর সমানে বালি এসে পড়তে থাকল। উপত্যকার চওড়া মুখে ঘোড়ালেজার জঙ্গলটা কাঁপছিল যেন এক ঝাড় কাশের গুচ্ছ। লম্বা লম্বা গাছগুলি নুয়ে একেবারে মাটিতে মিশে যাচ্ছিল; ডালগুলি হাওয়ায় উড়ছিল যেন সবুজ চুল। ভাঙা ডাঁটা, ডালপালা আর গাছের ভাঙা মগডালে আকাশ ভরে উঠেছিল। চোখ-ধাঁধাঁনো বিজলী চমকের পর সব দ্বিগুণ অন্ধকার হয়ে যাচ্ছিল। মেঘ ডাকছিল সমানে।

তারপর বড় বড় প্রথম ফোঁটাগুলি পড়তে লাগল নৌকার উপর; বৃষ্টি এল মুষলধারায়। হাওয়া গর্জে চলেছিল, কিন্তু ভিজা বালি তুলতে পারছিল না, তাই বৃষ্টি আসবার সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া থেকে ধুলা-বালি পরিষ্কার হয়ে গেল। বৃষ্টি মুষলধারায় পড়ে সঙ্গে সঙ্গে শুকনো বালিতে শুষে যেতে লাগল।

একটু পরেই ঝড় থেমে গেল এবং প্লুটো মেঘের ভিতর দিয়ে দেখা

দিল। নৌকার নিচেয় তখন একেবারে দম বন্ধ হয়ে আসছে তাই বৃষ্টি থামবার সঙ্গে সঙ্গে ওঁরা নৌকার নিচে থেকে বেরুবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু নৌকা দু'খানা ভিজে ভারি বালির ঢিবিতে চাপা পড়ে গেছে, ফলে নৌকার ক্যাম্বিসের তলায় বেশ চাপ লাগছে।

"আমরা আটকা পড়ে গেছি!"—পাপচ্কিন চেঁচিয়ে বললেন, "আমাদের একটু সাহায্য করুন!"

মাকৃশেইয়েভ চেঁচিয়ে বললেন, "আমরাও আটকা পড়ে আছি!" তিনি কাশ্তানভ আর সর্দার অন্য নৌকার নিচে আটকা পড়েছেন।

"বেরুবার কোনো ফন্দী বলতে পারেন?"

"আমরা ত নৌকার পাশের দিকে সুড়ঙ্গ কাটব।"

"খাসা! আমরাও তাই করব।"

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। ঢিলা বালুর মধ্যে দিয়ে ছুঁচার মতো গর্ত খোঁড়া হচ্ছে, শুধু তারই খসখস আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল।

প্রথম নৌকাখানার পাশের দিক থেকে পেটে ভর করে বেরিয়ে এলেন উষ্কখুষ্ক, বালিমাখা মাকৃশেইয়েভ; তাঁর পরে বালি মেখে এলেন কাশ্তানভ, আর তাঁর পিছনে বালিমাখা সর্দার। একটু পরেই অপর নৌকাখানার নিচে দিয়ে অন্য দু'জনও বেরিয়ে এলেন।

নৌকা দু'খানা থেকে বালি চেঁচে পরিষ্কার করে উপত্যকার মধ্যে দিয়ে টেনে শুকনো নদীর খাতের দিকে নিয়ে গেলেন। সেখানে পৌঁছে ওঁরা বিস্মিত হয়ে দেখলেন—মোটামুটি বড় একটি নদী, তাতে হলদেটে-লাল জলের উত্তাল স্রোত। সে-নদী ওঁদের পার হবারও জো নেই, তাতে নৌকা চালানোও অসম্ভব।

গ্রমেকো বললেন, "জল সরে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।"

মাকৃশেইয়েভ বললেন, "সে ত পরের চিন্তা! প্রচণ্ড বৃষ্টিতে আর নদীর খাতে জলে চোরদের চিহ্ন সব যে মুছে গেল—কোন দিকে তারা গেল, তা এখন আর বুঝবার জো নেই।"

পাপচ্কিন রেগে বললেন, "কেন খাবার জন্য থামা হল! ঝড় আসবার আগে অনায়াসে ছ'মাইল চলে যাওয়া যেত। এমন কি, চোরের গোপন আড্ডায় হয়ত পৌঁছে যাওয়া যেত।"

কাশ্তানভ বুঝিয়ে বললেন, "তা নিয়ে কথা কাটাকাটি করে লাভ নেই। তবে, আর বেশি দূর যেতে হবে বলে মনে হয় না। চোরের দল আমাদের জিনিসপত্র একেবারে মাইলের পর মাইল নিয়ে যেতে পারে না নিশ্চয়ই।"

নদীর খাতে জলের উচ্চতা দ্রুত নেমে গেল। আধ ঘণ্টার মধ্যে জায়গায় জায়গায় শুধু ঘোলা জল রইল আটকে।

মাক্‌শেইয়েভ বললেন, "এবার যাওয়া যাক!"

কাশ্‌তানভ বললেন, "নৌকার কি হবে? মাটির উপর দিয়ে বরাবর ত টেনে নিয়ে যাওয়া চলে না।"

"জলের কাছেই রেখে যাওয়া যাক। কিন্তু আমাদের বন্ধু সেই দস্যুদের হাত থেকে লুকিয়ে রাখবার একটা উপায় দরকার।"

গ্রমেকো বললেন, "সৈকতে বালির নিচেয় চাপা দিয়ে রাখা যায় না?"

"ভালো ব্যবস্থা! গর্ত খুঁড়তে হবে যদিও হাত দিয়ে, তবে, বালি ঢিলা আছে, তাছাড়া, আর কোনো উপায়ও নেই।"

যুরা জগতের শাসক

নৌকা দু'খানা বালি দিয়ে ঢেকে রেখে অভিযাত্রীরা ভিজা নদীর খাত ধরে চললেন। জায়গায় জায়গায় কাদা-জল একটু বেশি থাকায়, কিংবা অত্যন্ত এঁটেল কাদার জন্য নদীর পাড়ে উঠতে হচ্ছিল। সকলে চললেন সতর্কভাবে, পাছে অপ্রত্যাশিতভাবে চোরদের উপরে গিয়ে পড়তে হয়, তাই রাইফেল ছিল প্রস্তুত। নদীর বাঁ পাড় বরাবর ঘোড়া-লেজা, পর্ণাঙ্গ, আর নানা রকমের তালগাছের একটা ঠাসা সবুজ জঙ্গল, আর ডান পাড় বরাবর লালচে বালিয়াড়ি-শ্রেণী। চোরের ঘাঁটি হয় ঐ জঙ্গলে, নইলে বালিয়াড়িগুলির মধ্যে।

একটু পরে ওঁরা দেখতে পেলেন, নদীর খাতে বালি আর পলি-মাটিতে কি যেন কালো একটা জিনিস অর্ধেক ডুবে রয়েছে। কাদামাটি পরিষ্কার করে একটা প্রকাণ্ড কালো পিঁপড়া দেখতে পাওয়া গেল, তার দেহটা লম্বায় প্রায় তিন ফুট, মাথাটা মানুষের চেয়ে একটু ছোট; ধারাল নখরওয়ালা পাগুলি মৃত্যুর অসাড়তায় বেঁকে কঠিন হয়ে আছে।

কাশ্‌তানভ বলে উঠলেন, "আরে, দলের রাজা এখানে রয়েছেন!"

পাপচ্‌কিন বললেন, "ওদের উপনিবেশগুলিতে কিংবা ঢিবিগুলিতে পৃথিবীর ঢিবিগুলির মতো ঘন বসতি হলে আমাদের কিন্তু হাজার হাজার শত্রুর সম্মুখীন হতে হবে।"

গ্রমেকো তার সঙ্গে বললেন, "শত্রুরা হিংস্র, চতুর, আর নিষ্ঠুর।"

এবার সর্দার এসে পড়ল। সে পা টেনে টেনে, পথে মাঝে মাঝে জিরিয়ে জিরিয়ে আসছিল। মরা পিঁপড়াটাকে দেখে সে ক্রুদ্ধ গর্জন করে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

মাক্‌শেইয়েভ কুকুরটাকে টেনে নিয়ে বললেন, "ওহো! আমাদের বন্ধু তাহলে তার জুলুমবাজকে চিনতে পেরেছে!"

নদীর উজানে আর একটু এগিয়ে ওঁরা আর একটা এবং তারপর আরও একটা পিঁপড়া দেখতে পেলেন। স্পষ্টতঃই, এগুলি ঝড়ের মুখে পড়ে স্রোতে ভেসে এসেছে।

গ্রমেকো কাতর কণ্ঠে বলে উঠলেন, "এই শয়তানরা নিশ্চয়ই আমাদের সব জিনিসপত্র ভিজিয়ে নষ্ট করে ফেলেছে!"

পাপচ্‌কিন ঠাট্টা করে বললেন, "তা, তাঁবু খাটিয়ে নিজেদের এবং সমস্ত ধনসম্পদ বাঁচাবার মতো যথেষ্ট বুদ্ধি ওদের আছে কিনা, সে-বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।"

মাকৃশেইয়েভ বললেন, "আমার মনে হয়, ওরা ঝড় আরম্ভ হবার আগেই ঢিবিতে পৌঁছে গিয়েছে। মনে করে দেখুন, ওরা আমাদের চেয়ে অনেকটা আগে আগেই ছিল এবং আমরা দু'বার কয়েক ঘণ্টা করে বিশ্রামও নিয়েছি।"

সকলে আরও দু'মাইল পথ বহু কষ্টে নিঃশব্দে হেঁটে চললেন। জঙ্গলটা পাতলা হয়ে এল। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এদিক-ওদিক বহু পথ চলে গেছে, সেগুলি এক এক ঝলক নজরে পড়তে লাগল। বালিয়াড়িগুলিতে, বিশেষতঃ তার মধ্যবর্তী উপত্যকায় এখন মাঝে মাঝে ঘাস, ঝোপ, আর ছোট ছোট ঘোড়ালেজা গাছ দেখা যেতে লাগল।

হঠাৎ, মাকৃশেইয়েভ থেমে, দু'টো বালিয়াড়ির মধ্যে সবচেয়ে কাছের উপত্যকাটির দিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। দু'টো কালো মূর্তি বালি পার হচ্ছে; তারা সাদা একটা বড় বল টেনে টেনে গড়িয়ে গড়িয়ে নিয়ে চলেছে।

"ওই দু'টো কি পিঁপড়া?"

"তাই ত মনে হচ্ছে। কিন্তু টেনে নিয়ে যাচ্ছে, ওটা কি? অমন গোল আর সাদা কিছু ত ছিল না আমাদের।"

"অন্য কোথাও পেয়েছে নিশ্চয়ই।"

"কেড়ে নিলে কেমন হয়?"

"না। লুকিয়ে লুকিয়ে ওদের পিছু নিয়ে ঢিবি অবধি আমরা যাব।"

"সর্দারকে ধরে রাখুন, নইলে ও তাড়া করবে।"

সকলে নদীর প্রান্তে গিয়ে গাছের মধ্যে লুকোলেন। একটু পরেই পিঁপড়া দু'টো ঝোপের পিছন থেকে উপত্যকার মুখে দেখা দিল। ডিমের আকৃতি সাদা একটা জিনিস গড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

মাকৃশেইয়েভ প্রশ্ন করলেন, "ওদের ডিম অত বড়?"

পাপচ্‌কিন জবাবে বললেন, "না, বোধ হয় কোনো উড়ুক্কু গিরগিটির ডিম চুরি করে ঢিবিতে নিয়ে যাচ্ছে।"

"গিরগিটির ডিম কি খাওয়া যেতে পারে, কি বলেন?"

"না খাবার কি আছে? কচ্ছপের ডিম খাওয়া গেলে, গিরগিটির ডিমও নিশ্চয়ই খাওয়া চলে।"

গ্রমেকো বললেন, "কথাটা খেয়াল থাকে যেন। ওমলেটে বেশ খাসা মুখবদল হবে এবং বুলেটও খরচ হবে না।"

"ডিমটা যা প্রকাণ্ড, তার উপযোগী ভাজবার পাত্র পাচ্ছি কোথায়?"

"তার জন্য ভাবতে হবে না। ছোট প্যানেই কাজ হয়ে যাবে। ডিমের খোলায় গর্ত করে, একটা কাঠি দিয়ে সাদা আর কুসুমটা মিশিয়ে, এক একবারে যতটা দরকার ঢেলে নিতে পারব।"

"ফন্দীটা ভালো বটে—তবে কিনা, ভাজবার পাত্র আমাদের আর নেই, পিঁপড়ারা চুরি করে নিয়ে গেছে।"

"তাইত, কথাটা যে একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। তা, ডিমের খোলা দিয়েই বোধ হয় ভাজবার খোলা হতে পারে, ডিমের মাথার অংশটা খুলে নিয়ে প্যান করা যাবে না?"

"তাহলেও আমাদের তেল নেই।"

"ইগোয়ানোডনের চর্বি রয়েছে।"

ওঁরা এই নিয়ে আলোচনা করছেন, ইতিমধ্যে পিঁপড়া দু'টো ডিমটাকে নদীর পাড়ে নিয়ে থেমেছে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, পাড়ের খাড়াই তাদের চিন্তার কারণ হয়েছে। অনায়াসেই ডিমটা নিচেয় গড়িয়ে দেওয়া যায়, নরম বালিতে ডিমটা ফেটে যাবে না; কিন্তু ওপারে গিয়ে পাড়ে তুলবার সমস্যা নিয়ে ওরা হার খেয়ে যাচ্ছে।

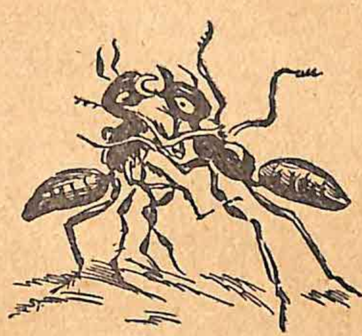
পিঁপড়া দু'টো শুঁয়া নেড়ে নেড়ে পাড় বরাবর সামনে-পিছনে, এবং ডিমটাকে ঘিরে ছুটোছুটি করতে লাগল, আর শুঁয়া দিয়ে পরস্পরকে স্পর্শ করতে লাগল—যেন কী করা যায়, তাই নিয়ে আলোচনা চলছে।

শেষে, একটা পিঁপড়া নদীর খাতে নেমে গিয়ে ও-পাড়ের সামনে গিয়ে যেন মন স্থির করবার জন্য দাঁড়িয়ে গেল। তারপর, খাড়াইটার দিকে তাকাবার জন্য বারবার থেমে থেমে পাড় বরাবর ছুটে চলল।

পিঁপড়াটা যেখানে নেমেছিল, সেখান থেকে প্রায় পঞ্চাশ ফুট দূরে একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছল। সেখানে পাড় তত বেশি খাড়াই নয় এবং স্পষ্টতঃই, পিঁপড়াটা মনে করল যে, সেখান থেকে ডিমটাকে গড়িয়ে গড়িয়ে তোলা যেতে পারে। পা আর চোয়াল দিয়ে মাটির ঢেলা তুলে সেগুলো এক পাশে টেনে নিয়ে রাস্তা তৈরি করতে লাগল।

ডিম পাহারা দেবার জন্য যে-পিঁপড়াটা ছিল, সেটা অল্প সময়ের মধ্যেই বিরক্ত হয়ে, পাড় থেকে নেমে নদীর খাত বরাবর ছুটতে লাগল। তার সঙ্গী ততক্ষণে নদীর বাঁক ঘুরে চোখের বাইরে চলে গেছে, তাই সাথীর পায়ের চিহ্ন ধরেই সে চলল।

গ্রমেকো বললেন, "চলুন, ডিমটা নিয়ে আসা যাক!"



প্রথমে সবাই রাজী হলেন, কিন্তু পরে নানা সন্দেহ দেখা দিতে লাগল।

কাশ্‌তানভ বললেন, "প্রথমতঃ, পিঁপড়ারা আমাদের দেখে ফেলতে পারে; তার মানে, সময় হবার আগেই নিজেদের উপস্থিতি জানিয়ে দেওয়া। দ্বিতীয়তঃ, পিঁপড়ারা ফিরে এসে ডিম নেই দেখে খুঁজতে শুরু করবে। তখন আমাদের ঝোপে গিয়ে লুকোতে হবে—ফলে, ওদের পিছু পিছু ঢিবিতে যাবার বদলে, মূল্যবান সময়ই নষ্ট হবে।"

ঠিক সেই সময় পাপচ্‌কিন দেখলেন যে, আর এক জোড়া পিঁপড়া সেই একই দিক থেকে আর একটা ডিম গড়িয়ে নিয়ে আসছে।

তিনি বললেন, "ডিমটা না নেবার পক্ষে যা ন্যায্য যুক্তি দেখালেন, তা কিন্তু এখন আর খাটে না।"

"বেশ, তাহলে যাওয়া যাক!"

মাকৃশেইয়েভ আর গ্রমেকো নদীর খাত পেরিয়ে ছুটে গিয়ে, ভারি ডিমটাকে দু'জনে ধরাধরি করে লুকোবার জায়গায় নিয়ে এলেন।

পাছে পিঁপড়াগুলি পায়ের ছাপ দেখে ডিম-চুরির ব্যাপারটা বুঝে ফেলে, তাই মাকৃশেইয়েভ কয়েকটা পর্ণাঙ্গ ভেঙে নিয়ে, ঢালু দিয়ে ছুটে বালিতে নেমে ওঁদের পায়ের ছাপগুলি নষ্ট করে দিলেন।

কয়েক মিনিট পরে, পিঁপড়া দু'টি নদীর খাত থেকে ছুটে, যেখানে ডিম রেখে গিয়েছিল সেইখানে এল। ঢাল বেয়ে উঠে ওরা ডিমটা দেখতে পেল না। তারপর, শুঁয়া নাড়তে নাড়তে, স্পষ্টতঃই হতবুদ্ধি হয়ে, এদিক-ওদিক, এবং পরস্পরের কাছে ছুটোছুটি করতে লাগল।

ডিম গড়িয়ে গড়িয়ে অন্য পিঁপড়া দু'টো সেইখানে এসে হাজির হল। নিশ্চয় ওদেরই ডিম চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে ভেবে, প্রথম পিঁপড়া দু'টো তাদের উপর পড়ল ঝাঁপিয়ে।

এলোধাপাড়ি লড়াই শুরু হয়ে গেল। পিছনের চার পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে, সামনের দু'পা নেড়ে নেড়ে পিঁপড়াগুলি চোয়াল দিয়ে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীর ঘাড় কামড়ে ছিঁড়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগল। লড়াইয়ের উত্তেজনার মধ্যে, দু'টো পিঁপড়া জড়াজড়ি করতে করতে পাড়ের ধারে গিয়ে ঢাল দিয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল। নিচেয় পড়ে দেখা গেল একটা অন্যটার উপরে, এবং সেই সুযোগে উপরের পিঁপড়া তার শত্রুর ঘাড় প্রায় ছিঁড়ে ফেলল।

সেটাকে মৃতপ্রায় অবস্থায় রেখে পিঁপড়াটা তার সাথীকে সাহায্য করবার জন্য ছুটে গেল। দু'জনে মিলে অন্য পিঁপড়াটাকে ঝট করে খতম করে, ডিমটাকে নদীর খাতের দিকে গড়িয়ে নিয়ে চলল।

চার জনে তন্ময় হয়ে এই লড়াই দেখছিলেন। পিঁপড়া চারটেই একরকম দেখতে, তাই কোন জোড়া জিতল, সেটা বুঝতে পারলেন না।

বিজয়ীরা একবার পরামর্শ করবার জন্য পাড়ের কিনারে থামল। তারপর ডিমটাকে ঢালু দিয়ে নামিয়ে নদীর উজানে গড়িয়ে নিয়ে চলল।

পিঁপড়ারা যতবার ও-পাড়ের দিকে সামান্য নাবাল পাচ্ছিল, ততবারই তারা থেমে থেমে ডিমটাকে ঢালু দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে তুলবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু ডিমটা ওদের নখর থেকে পিছলে পিছলে গড়িয়ে পড়ছিল।

ঢাল বেয়ে যেখানে ছোট্ট পথটা খুঁড়ে তৈরি করা হয়েছে, সেখানে পিঁপড়া দু'টি থেমে পথ পরীক্ষা করতে লাগল। তারপর, নিচে থেকে গা দিয়ে ঠেলে ডিমটা তুলবার চেষ্টা করল।

অবশেষে কৃতকার্য হয়ে যে-পথ ধরে তারা এগুল সেটা জঙ্গলের মধ্যে মিলিয়ে গেছে। বোঝা গেল, লড়াইয়ে জয়ী হয়েছে দ্বিতীয় জোড়া।

পিঁপড়া দু'টিকে জঙ্গলের মধ্যে অনুসরণ করে যাওয়াই এখন অভিযাত্রী-দের কাজ, কিন্তু কত দূর যেতে হবে জানা নেই, তাই ডিমটার একটা ব্যবস্থা করা দরকার। ডিমটা খুব ভারি, বয়ে নেওয়া যায় না। জঙ্গলের পথে গড়িয়ে নিয়ে যাওয়াও এক কঠিন কাজ। বালিতে একটা গর্ত করে, তার ভিতরে আগুন জ্বেলে ডিমটাকে গোটাই ভেজে ফেলা হল। তারপর সেটাকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে, ওঁরা ডিমের খোল রেকাবি হিসাবে ব্যবহার করলেন।

এর পর ওঁরা একটা সরু পথ ধরে জঙ্গলে ঢুকলেন। পথে চলাচল হয় প্রচুর। ঘোড়ালেজার ডালগুলি জড়াজড়ি হয়ে মাটি থেকে প্রায় তিন ফুট উঁচুতে রয়েছে, সুতরাং ওঁরা হামাগুড়ি দিয়ে কিংবা সম্পূর্ণ নুয়ে চলতে বাধ্য হলেন। মনে হল, শুধু পিঁপড়ারাই এই পথটা ব্যবহার করে।

প্রায় আধ ঘণ্টার মধ্যে গাছ কমে এল, প্রধান পথ থেকে এদিকে ওদিকে শাখা-পথ বেরুতে লাগল এবং দেখা গেল সেগুলির উপর দিয়ে অন্যান্য পথও চলে গেছে। ডিমের যাওয়ার চিহ্ন দেখবার জন্য মাকৃশেইয়েভকে মাটিতে নজর রাখতে হচ্ছিল, আর শত্রু এলাকার মানচিত্র তৈরি করবার জন্য কাশ্‌তানভ গতিপথের নকশা এঁকে নিচ্ছিলেন।

কাশ্‌তানভ জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা, জঙ্গলে একটাও পিঁপড়া দেখা গেল না; এটা অদ্ভুত মনে হচ্ছে না?"

"এদের বোধ হয় বিশ্রাম আর ঘুমের নিয়মিত সময় আছে, আর অন্যান্য প্রাণী পিঁপড়ার ঢিবির দিকে যেতে সাহস পায় না।"

তারপর সামনে একটা আলোকিত এলাকা দেখা গেল। মনে হল, সেখানেই জঙ্গলের শেষ। পিঁপড়ার ঢিবি খুব সম্ভব সেইখানেই তাই ওঁদের আরও বেশি সতর্ক থাকতে হল। পাপচ্‌কিন, গ্রমেকো, আর সর্দারকে সেখানে রেখে অন্য দু'জন নজর দিয়ে দেখবার জন্য এগিয়ে গেলেন।

জঙ্গলের কিনারে গিয়ে শেষের কয়েকটা গাছের আড়ালে থেমে ওঁরা চারিদিকে চেয়ে দেখলেন। সামনে একটা বড় অনুর্বর মাঠ, তাতে এখানে ওখানে শুধু চিবানো ডাঁটার টুকরা মাথা তুলে আছে। ওঁরা যেখানে দাঁড়িয়ে সেখান থেকে প্রায় একশ' গজ দূরে পাহাড়ের মতো প্রকাণ্ড একটা চাপা শঙ্কু। সেটা প্রায় পঞ্চাশ ফুট উঁচু, আর তার ব্যাস একশ' গজের বেশি। একটার পর একটা গাছের গুঁড়ি ফেলে সেটা তৈরি।

কাশ্‌তানভ দূরবীন দিয়ে দেখে, যন্ত্রটা মাক্‌শেইয়েভের হাতে দিলেন। গুঁড়িগুলো যেমন-তেমনভাবে গাদা করা নয়; তার একটা নির্দিষ্ট বিন্যাস রয়েছে, এবং আনাড়ী ধরনের হলেও, সেটা বেশ জটিল। বহু জায়গায় বিভিন্ন তলে অন্ধকার প্রবেশদ্বার রয়েছে; কিন্তু একটা পিঁপড়াও নজরে পড়ল না, সবাই নিশ্চয়ই ঘুমুচ্ছে। অনুর্বর প্রান্তরের চারিদিকে জঙ্গল, পাহাড় আর বালিয়াড়ি দিয়ে ঘেরা এবং পিঁপড়ারাই সেখানকার অধীশ্বর। পশ্চিম দিকে, বালিয়াড়িগুলির পাদদেশ বরাবর, লালচে বালির পটভূমিতে হালকা সবুজ ঘাস আর ঝোপের একটা ফালি দেখে মনে হচ্ছিল যে, সেখানে একটা ছোট নদী রয়েছে।

পিঁপড়ার ঢিবিতে ঢোকা যায় কিনা?

স্কাউট দু'জন ফিরে গিয়ে, অন্য দু'জনের সঙ্গে পরামর্শ করতে বসলেন।

কাশ্‌তানভ বললেন, "ঢিবিটার ভিতর পিঁপড়াগুলি সব ঘুমিয়ে রয়েছে, এখন তার উপর আক্রমণ চালান কঠিন নয়; কিন্তু সেটা করা কি ঠিক হবে—আপনারা কি বলেন? ঐ প্রকাণ্ড জায়গার কোথায় আমাদের জিনিসপত্র রয়েছে, তা জানা নেই, আর গোলকধাঁধাঁর মধ্যে আমাদের পথ হারাতেও দেরি হবে না।"

তার উপর পাপচ্‌কিন বললেন, "ভিতরে হয়ত অন্ধকার, আমাদের মোমবাতিও নেই, টর্চলাইটও নেই।"

গ্রমেকো বললেন, "জঙ্গলের গাছের রস লাগিয়ে মশাল তৈরি করা যেতে পারে।"

মাক্শেইয়েভ বললেন, "চমৎকার বটে! জ্বলন্ত মশাল হাতে এগিয়ে গেলে, গোটা ঢিবির সমস্ত পিঁপড়া মুহূর্তে আমাদের উপর এসে পড়বে। এবং জয় কার হবে, সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ আছে বলেও ত আমার মনে হয় না।"

"ঠিক বলেছেন। পিঁপড়া আছে শয়ে-শয়ে হাজারে-হাজারে। ছুরি দিয়ে আর গুলি চালিয়ে তার যতগুলিকেই আমরা খতম করি না কেন, আমাদের ছিঁড়ে ফেলবার, কিংবা কামড়ে মেরে ফেলবার পক্ষে যথেষ্ট পিঁপড়াই থেকে যাবে।"

কাশ্তানভ বিড়বিড় করে বললেন, "তাহলে কি করা যায় এখন? জিনিসপত্র সব ত ফেলে যাওয়া চলে না; ফিরতি পথের জন্য সব জিনিসই চাই।"

"আচ্ছা, ঢিবির একদিক থেকে আগুন লাগিয়ে দিলে কেমন হয়? পিঁপড়াগুলি তাহলে আমাদের জিনিসপত্রসমেত তাদের সমস্ত বিষয়সম্পত্তি নিয়ে বেরিয়ে আসতে থাকবে।"

"ওরা প্রথমে বাঁচাবে নিজেদের লার্ভা আর ক্রিসালিস, ততক্ষণে আমাদের জিনিসপত্র পুড়ে ছাই হয়ে যেতে পারে। তা ছাড়া, আমাদের জিনিসপত্র বের করে আনলেও, সেগুলি পেতে হলে পিঁপড়াদের সঙ্গে লড়াই চালাতে হবে।"

"তাহলে ধোঁয়া ঢুকিয়ে পিঁপড়াগুলিকে বের করবার চেষ্টা করা যেতে পারে। ওরা ঢিবি খালি করে বেরিয়ে গেলে, আমরা গিয়ে জিনিস নিয়ে আসতে পারব।"

"এই মতলবটা যদিও ভালো কিন্তু আমরা নিজেরাও ওই ধোঁয়ায় ভরা সুড়ঙ্গে ঢুকতে পারব না, আবার, ধোঁয়া পরিষ্কার হয়ে যেতে থাকলে, পিঁপড়াগুলি ফিরে আসতে পারে।"

"তাহলে, আমাদের কিছু করবার আছে বলে ত মনে হচ্ছে না!"

মাক্শেইয়েভ বললেন, "আমি একটা ফন্দী বলতে পারি। আমি ঢিবিটার কাছে মড়ার মতো পড়ে থাকব। পিঁপড়াগুলি আমাকে ভিতরে নিয়ে যাবে; আমাদের জিনিসপত্র কোথায় রয়েছে, তা আমি তখন দেখে নিতে পারব। তারপর কাল রাত্রে আমি সেগুলি বের করে নিয়ে আসব।"

কাশ্তানভ আপত্তি জানিয়ে বললেন, "এ অত্যন্ত বিপজ্জনক প্রস্তাব। পিঁপড়াগুলি আপনাকে পুরো অবস্থায় না নিয়ে টুকরো টুকরো করে নিতে পারে। আচ্ছা, না হয় ধরেই নিলাম যে, আপনাকে গোটা এবং

জীবন্তই ভিতরে নিয়ে গেল—কিন্তু সেই সম্পূর্ণ অন্ধকারে মড়ার মতো থেকে আপনি পরে বেরুবার পথ পাবেন কেমন করে?"

"থেসিয়াসের মতো, এক রীল সুতো নিয়ে, যাবার সময় সেটা ছাড়তে ছাড়তে যাব। পরে সেই পথেই ফিরে আসতে পারব।"

"সবই বুঝলাম কিন্তু আপনি সুতো ছেড়ে ছেড়ে যাবার সময় পিঁপড়াগুলি যদি সুতোটা লক্ষ্য করে সঙ্গে সঙ্গে সেটা তুলে নেয়, তাহলে? আর, হ্যাঁ, সুতোর রীল আছে আপনার কাছে?"

সুতা কারও কাছে নেই সুতরাং বিপজ্জনক পরিকল্পনাটা পরিত্যক্ত হল। বিরস বদনে বসে বসে ওঁরা একটার পর একটা নতুন পরিকল্পনা তুলতে থাকলেন এবং অসম্ভব বলে তার প্রত্যেকটাই বর্জন করতে হল।

শেষে কাশ্‌তানভ বললেন, "আমি একটা কথা ভাবছি। এমন একটা কিছু বিষবাষ্প দিয়ে পিঁপড়াগুলিকে অজ্ঞান করে ফেলতে হবে, যাতে জিনিসপত্রগুলি খুঁজে নেবার মতো সময় পাওয়া যেতে পারে। এই কাজে তিনটে গ্যাস উপযোগী হতে পারে; ক্লোরিন, ব্রোমিন আর সালফার গ্যাস। কাজেই, যার থেকে যথেষ্ট পরিমাণ গ্যাস তৈরি করা যায়, এমন একটা জিনিস আগে খুঁজে বার করতে হবে। সমুদ্রের নুন থেকে ক্লোরিন পাওয়া যেতে পারে। আর সামুদ্রিক আগাছার ছাই থেকে বোধ হয় ব্রোমিন পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু তা নিষ্কাশন করা ক্লোরিনের চেয়ে কঠিন। সবচেয়ে সহজ হল গন্ধকের গ্যাস, অবশ্যি, গন্ধক, মাক্ষিক (pyrites), কিংবা অন্য কোনো খনিজ গন্ধক যদি পাওয়া যায় তাহলে। উৎসর্প কূর্মের গিরিসংকটে নীলাঞ্জন (lead glance) দেখা গিয়েছিল, এখানে কাছাকাছি ক্লিফ্‌গুলিতেও কিছু হয়ত পাওয়া যেতে পারে।"

মাক্‌শেইয়েভ বললেন, "কিন্তু, তাতে কত সময় লাগবে, সেটা একবার ভাবুন!"

"তা ছাড়া উপায় কি। কয়েক দিনের শিকারের উপযুক্ত কার্তুজ আছে, কাজেই, ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা সব চাইতে কম যে পরিকল্পনায়, সেটা ধরাই ভালো। বাধ্য হলে তখন বেশি বিপজ্জনক পন্থা অবলম্বন করা যাবে—সে ত রইলই।"

"তার মানে, চোরদের কেশাগ্র স্পর্শ না করেই এখান থেকে আমাদের চলে যেতে হবে?"

"বেশি তাড়াহুড়ো করে প্রস্তুতির ফলে চোরেরা আমাদের দেখে ঘাবড়ে যেতে পারে, তার আগেই এখান থেকে সরে পড়া উচিত। একবার হুঁশিয়ার হয়ে গেলে ওরা আরও সাবধান হয়ে ঢুকবার পথগুলিতে সান্ত্রী বসিয়ে দেবে। এমন কি জঙ্গলের চারিদিকে খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিয়ে আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করায় বাধা সৃষ্টি করবে। যুরা

জগতের শাসকদের মানসিক ক্ষমতা কতখানি তাও ত আমাদের জানা নেই।"

তখুনই শত্রুকে নিপাত করা গেল না বলে হতাশ হলেও, সবাই কাশ্‌তানভের সঙ্গে একমত হলেন। ঠিক হল যে, বালিয়াড়িগুলির দিকে ফিরে গিয়ে খনিজ গন্ধক কিংবা মাক্ষিকের সন্ধানে নদীর খাত ধরে পাহাড়ে যাওয়া হবে।

জঙ্গলের কিনার বরাবর নদীর খাতের দিকে যাবার পথে ওঁরা কোনো প্রাণীর, এমন কি কীটপতঙ্গেরও কোনো অস্তিত্ব দেখতে পেলেন না। স্পষ্টতঃই, পিঁপড়ারা একেবারে নিখুঁতভাবে আশেপাশের সবকিছু জীবকেই খতম করে দিয়েছে। মাঝে মাঝে এক একটা উড়ুক্কু গিরগিটিকে মাথার উপর দিয়ে দ্রুত উড়ে যেতে দেখা যাচ্ছিল। অনুর্বর প্রান্তরের কিনার বরাবর গিয়ে নদীর খাতটা বালির পাহাড়গুলির মধ্যে ঢুকে পড়ে, নদীর উজানে কিছু দূরে মোটামুটি গভীর একটা উপত্যকা রচনা করেছে। দুই পাড়ে জন্মেছে ছোট ছোট ঝোপ, ঘোড়ালেজা, চিনি-ডাঁটা আর নানা পর্ণাঙ্গ। কয়েক মাইল হেঁটে অভিযাত্রীরা একটু বিশ্রাম করবার সিদ্ধান্ত করলেন। এক-দিন এক-রাত্তির ধরে শত্রুর পিছনে ছুটে ছুটে, যে উত্তেজনার তার পর এই বিশ্রামের খুবই দরকার হয়ে পড়েছিল। নদীর খাতে রয়েছে প্রচুর জল, তালগাছ আর ঘোড়ালেজার ছায়া খুবই লোভনীয়। কিছু চা তৈরি করে নিয়ে, ডিমের বাকিটা খেয়ে নিয়ে সবাই রাত্তিরটা বেশ আরামেই ঘুমোলেন।

পরদিন সকালে দূরে কয়েকটা পিঁপড়া দেখা গেল। শত্রু দেখে ফেলবার আগেই তাড়াতাড়ি সকালের খাওয়া সেরে, ওঁরা আবার বেরিয়ে পড়লেন।

উজানে কয়েক মাইল যাওয়ার পর নদীর খাতটা একটা মালভূমিতে ঢুকে পড়েছে। ঢোকার মুখে উপত্যকার বালুময় ঢালটি শিলায় পরিণত হয়ে উঠেছে। মাক্‌শেইয়েভ ডাইনের ঢাল আর কাশ্‌তানভ ধীরে ধীরে বাঁয়ের ঢাল বরাবর চললেন। দু'জনেই খনিজ গন্ধকের সন্ধানে প্রতি ইঞ্চি শিলা পরীক্ষা করতে লাগলেন। কোনো গিরগিটি কিংবা পিঁপড়া আক্রমণ করতে এলে, তা ঠেকাবার জন্য পাপচকিন আর গ্রমেকো জলের কাছাকাছি থেকে গেলেন।

এলাকাটা ক্রমেই আরও বেশি ঊষর হয়ে উঠতে লাগল—কিছুই পাওয়া গেল না। নদীর খাত বরাবর গাছপালা আর ঝোপঝাড় পর্যন্ত অনেক কমে গেল। রইল শুধু নদীর দু'ধার বরাবর এক ফালি জমিতে চিনি-ডাঁটা আর ঘাস। চিনি-ডাঁটা পেয়ে ওঁরা খুশি—এই ঊষর এলাকায় সেই হল খাদ্যের একমাত্র উৎস।

জীবের মধ্যে দেখা গেল শুধু জলের উপর দিয়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড উড়ুক্কু ঝিল্লী-ফড়িং, আর তাদের পিছনে কতকগুলি উৎসর্প কূর্ম। হাওয়া একেবারে নিথর। সংকীর্ণ উপত্যকটার উপর প্লুটোর রশ্মি অকরুণ ভাবে পড়ে শূন্য ঢালগুলিকে উনুনের চেয়ে গরম করে তুলেছে। জল কাছাকাছি, তাই ওঁরা জলতৃষ্ণা মেটাতে পারছিলেন, আর বারবার চুল ভিজিয়ে দিচ্ছিলেন, নইলে এই গরমে চলা সম্ভব হত না।

খনিজ গন্ধকের চিহ্ন পাওয়া গেল না কোথাও।

দুপুরে খাবার জন্য নদীর পাড়ে থেমে ওঁরা একটু চা তৈরি করলেন, চিনি-ডাঁটা চুষলেন কিছুটা, আর শেষ বিস্কুট কখানি ভাগ করে খেলেন।

বিস্কুটের শেষ টুকরা চিবোতে চিবোতে পাপচ্‌কিন বড় দুঃখে বললেন, "খাবারের জন্য ঝিল্লী-ফড়িংএর শরণ নিতে হবে, নইলে একটা উৎসর্প কূর্ম শিকার করতে হবে এবার!"

কালো মরুভূমিতে

বিশ্রাম করে নিয়ে অভিযাত্রীরা উপত্যকার মধ্যে আরও এগিয়ে চললেন। দুই ধারে আগের মতোই কালো কালো গম্ভীর ক্লিফ্‌; সেগুলি ভেঙে-ভেঙে ফেটে-ফেটে কোথাও প্রকাণ্ড বিদঘুটে চৌকা-চৌকা, আর কোথাও লম্বা সুন্দর স্তম্ভের সৃষ্টি করেছে। নদীর দুই পাড়ে উদ্ভিদের মধ্যে শুধু ঘাস আর চিনি-ডাঁটা।

শেষে একটা মরা গাছের কাছে রাত্তিরের মতো থেমে ওঁরা গাছটাকে দিয়ে জ্বালানি কাঠ করলেন। চা তৈরি হল; চিনি-ডাঁটার মিষ্টি রস দিয়ে প্রচুর পরিমাণে চা খেয়ে ক্ষুন্নবৃত্তির চেষ্টা হল।

পরে, মাকৃশেইয়েভ আর কাশ্‌তানভ ক্লিফের চূড়ায় উঠলেন। শুধু দক্ষিণে প্রায় কুড়ি মাইল দূরে চ্যাপটা-শঙ্কুর আকৃতি মাথাওয়ালা কয়েকটা পাহাড়ের জটলা ছাড়া চারিদিকে দিগন্ত অবধি বিস্তৃত রয়েছে একটা সমভূমি।

ক্লিফের পাদদেশ থেকে সরে গেলে নদীর উপত্যকাটা দৃষ্টি থেকে মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ওঁরা সামনে 'মরুভূমির বিপুল নিরানন্দ প্রকৃতিটা' অনুভব করলেন।

ওঁরা যে-কালো শূন্য ক্লিফ্‌টায় দাঁড়িয়েছিলেন তার সর্বত্র ছোট-বড় শিলা বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে। নিরন্তর উত্তাপের ফলে সেগুলি ঐ মূল ক্লিফ্‌ থেকেই ফেটে বেরিয়ে এসেছে এবং সেগুলিও নিচেকার মরুভূমিরই মতো। কোথাও একটা ঘাস নেই, একটা ঝোপও কোথাও চোখে পড়ে না।

আকাশের সীমানা পর্যন্ত মাটি একেবারে কালো, আর উপরে জ্বলছে গনগনে প্লুটো। এ মরুভূমি পার হওয়া অসম্ভব। একগুঁয়েমীর বশবর্তী হয়ে কেউ সেই নিঃসীম ঊষর ভূমি পার হবার চেষ্টা করলে ক্ষুধায় আর তৃষ্ণায় মৃত্যু অবধারিত।

কালো শিলার উপর কোথাও এক ইঞ্চি ছায়া নেই; গনগনে রশ্মি আছড়ে পড়ছে নির্মমভাবে—একেবারে বয়লারের চুল্লীর মতো গরম। সেই নিরবিচ্ছিন্ন কালিমায় একমাত্র ছেদ হল দক্ষিণের পাহাড়গুলি; সেগুলিতে সাদা, লাল আর হলদে দাগ এবং জায়গায় জায়গায় রেখা।

কাশ্‌তানভ বললেন, "রহস্যময় ঐ দেশে আমাদের এগিয়ে চলা যেন শেষ হয়ে আসছে। ঐ পাহাড়গুলির ওখানেই বোধ হয় উপত্যকাটির শেষ সীমা, আর তারপরই বোধ হয় চলেছে ঐ একই নিরানন্দ মরুভূমি। বিশেষ সাজসরঞ্জাম আর বহু পরিমাণ জল, খাবার, আর জ্বালানি ছাড়া ঐ মরুভূমি পার হতে গেলে বেঁচে ফেরা যাবে না।"

"আপনার কি মনে হয় যে, প্লুটোনিয়ার বাকি অংশ এই জ্বলন্ত মরুভূমিরই মতো?"

"সম্ভবতঃ তাই। দক্ষিণ মেরুতে কোনো সুড়ঙ্গ যদি থাকে, অন্ততঃ ততদূর পর্যন্ত ত বটেই। পৃথিবীর ভিতরকার এই অংশে জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় রসের সবটাই আসে ঐ সুড়ঙ্গগুলির ভিতর দিয়ে এবং যে-সমুদ্র আমরা পার হয়ে এলাম সেটা নিশ্চয়ই শেষ জলাশয়—এই কথাটাও মনে রাখবেন।"

"কিন্তু, আমরা ত আগেই দেখলাম যে, উত্তুরে হাওয়ার যা শক্তি আছে তা আর্দ্রতাকে আরও ভিতরে বয়ে নিয়ে যাবার পক্ষে যথেষ্ট।"

"দু'টো প্রচণ্ড ঝড় ছাড়া, হালে বেশি হাওয়া দেখা যায়নি। উত্তর থেকে যে-মেঘ আসে, তা সম্ভবতঃ সমুদ্রের উপর আর দক্ষিণে সংকীর্ণ একটা অঞ্চলে জল দিয়ে শেষ হয়ে যায়; শুধু টুকরোটাকরা মেঘ মরুভূমি অবধি পেঁছিয়। দেখছেনই ত, হাওয়া এখানে কখনও আর্দ্রতায় সম্পৃক্ত হয়ে ওঠে না, আর বৃষ্টিও হয় না।"

"তার মানে, দক্ষিণে ঐ পাহাড়গুলোয় পৌঁছবার পর আমাদের ফিরতে হবে।"

"হ্যাঁ, ঐ অবধি গিয়ে দেখা যাবে, আমার এই অনুমান ঠিক কিনা।"

"পথে কোনো খনিজ গন্ধক পাওয়া না গেলে, কী করব আমরা?"

"এই পাহাড়গুলির আকৃতি আর রং থেকে আমার ত মনে হচ্ছে যে, এগুলি মৃত আগ্নেয়গিরি। মৃত আগ্নেয়গিরির ঢালুতে কিছু গন্ধক থাকবেই। আমি ত একরকম নিশ্চিত যে, যা খুঁজছি তা ওখানে পাওয়া যাবেই।"

"তারপর আমরা ফিরে আসব?"

"সমুদ্র থেকে আমরা অনেক দূরেই এসে পড়েছি, কাজেই, আরও একটু দক্ষিণে গিয়ে বরং দেখা উচিত যে, মরুভূমিটা পার হওয়া 'সত্যিই' অসম্ভব কিনা। এর ওধারে অনুসন্ধান করবার জন্য মানুষের পক্ষে যা সম্ভব, তা সবই যে করা হল, সে-বিষয়েও নিশ্চিত হওয়া দরকার; তবেই আমরা বিবেকের কাছে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারব।"

"এমনও ত হতে পারে যে, অন্য কোনো কোনো জায়গায় সমুদ্র আরও দক্ষিণে চলে গেছে।"

"পিঁপড়ার হাত থেকে জিনিসপত্র উদ্ধার করা গেলে, উপকূল বরাবর নৌকা করে গিয়ে আমরা নিজেরাই সেটা দেখতে পারব।"

ক্লিফের উপর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে নিচেয় মরুভূমির দিকে তাকিয়ে নিয়ে ওঁরা সুদূর উত্তরে সমুদ্র আর জলের কিনার বরাবর সবুজ তীরটা শেষবারের মতো দেখে নেবার জন্য ফিরে তাকালেন। তারপর ঢালু দিয়ে নেমে তাঁবুর দিকে ফিরে চললেন। ঢিলাঢালা পাথরগুলির উপর দিয়ে, শিলা থেকে শিলায় লাফিয়ে নামবার সময় ওঁরা হঠাৎ পরপর দু'টি গুলির আওয়াজ শুনতে পেলেন।

কাশ্তানভ প্রশ্ন করলেন, "আপনার কি মনে হয় যে, পিঁপড়াগুলো ওঁদের দেখে ফেলেছে?"

মাক্শেইয়েভ চেঁচিয়ে বললেন, "শিগ্গির, শিগ্গির, সময় নেই!" কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওঁরা তাঁবুর দিকে ছুটে গিয়ে দেখলেন যে, কোথাও কোনো পিঁপড়া নেই।

ওঁরা দু'জন হাঁপাতে হাঁপাতে গিয়ে পৌঁছলে পাপচ্কিন জিজ্ঞাসা করলেন, "কী ব্যাপার?

মাক্শেইয়েভ তার জবাবে বললেন, "তাই ত আমরা জানতে এলাম।"

"ওহো, ঐ গুলির আওয়াজের কথা বলছেন? আমরা বসে আছি, এমন সময় দেখি, মাটির উপর দিয়ে কালো একটা ছায়া চলে যাচ্ছে। একটা বিরাট উৎসর্প কূর্ম—বোধ হয় জলের টিনে সূর্য্যের ছায়া দেখে উপত্যকার উপর চক্কর দিচ্ছিল। তা, সে যা-ই হোক না কেন, চক্কর দিয়ে একটু নিচে নেমে আসতে আমরা গুলি করলাম। একটা গুলি বিঁধেছে।" একটু দূরে, একটা গাছের পিছনে প্রকাণ্ড বস্তুপিণ্ড দেখিয়ে বললেন, "ঐ।"

গিরগিটির মাংস বেশ তৃপ্তির সঙ্গে খাওয়ার পর সেদিন ওঁদের ঘুম হল ভালোই। বাকি মাংসটা পাথরের উপর শুকোতে দেওয়া হয়েছিল—পাছে কোনো উড়ুক্কু গিরগিটি সেটার জন্য আসে, তাই পালা করে পাহারা দেবার ব্যবস্থা হল।

পরদিন চার জনে আবার উপত্যকার মধ্যে দিয়ে চললেন। পরে হয়ত আর পাওয়া যাবে না, তাই শুকনো মাংসের টুকরো, চিনি-ডাঁটা এবং জ্বালানি কাঠের বোঝা নিয়ে নিলেন ওঁরা। প্রকৃতপক্ষে, উপত্যকা ক্রমে আরও বেশি শূন্য হয়ে উঠতে লাগল—নদীর পাড়ে উদ্ভিদ ফুরিয়ে এল বললেই হয়। খনিজ গন্ধকের কোনো চিহ্নই দেখা গেল না। দক্ষিণের ঐ আগ্নেয় পাহাড়গুলির উপরই এখন কাশ্‌তানভের যত আশা। গরম বালির উপর দিয়ে দীর্ঘ পথ চলার পর পাহাড়গুলিকে খুবই কাছে মনে হচ্ছিল। পাহাড় থেকে মাইল খানেকের মধ্যে পৌঁছে উপত্যকাটা সংকীর্ণ হয়ে একটা গিরি-সংকটে পরিণত হল। গিরি-সংকট ধরে এগিয়ে ওঁরা সেই প্রকাণ্ড শঙ্কুগুলির একেবারে গোড়ায় একটা প্রশস্ত অববাহিকায় পৌঁছলেন।

অববাহিকার তলদেশে মোটামুটি বড় একটা সরোবর দেখে সবাই অবাক হয়ে গেলেন। সরোবরের শিলাময় পাড়গুলিতে সবুজ সবুজ ছোপ। নিচু এবড়োখেবড়ো শিলাগুলির মাঝে মাঝে ঢালগুলিতে খাটো খাটো ঘোড়ালেজা, পর্ণাঙ্গ আর চিনি-ডাঁটার ঝাড়। তাঁবু ফেলবার পক্ষে সরোবর কূলটা ভালোই; গন্ধকের সন্ধানে পাহাড়ে যাবার সময় অতিরিক্ত জিনিসপত্র সেখানে রেখে যাওয়া চলতে পারে।

পর্ণাঙ্গের ছায়ায় সকলে বসে। হঠাৎ ঠিক করা হল যে, সরোবরের ঐ শান্ত কালো জলে সাঁতার কাটতে হবে। সরোবরটা যেন পান্না-খচিত কালো কাঠের ফ্রেমে বাঁধান প্রকাণ্ড একটা মসৃণ আয়না। সবার আগে কাপড় ছেড়ে পাপচ্‌কিন সাহস করে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে এলেন।

হুড়মুড় করে ডাঙ্গায় উঠতে উঠতে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, "একেবারে ফুটন্ত জল!"

আর সবাই হাত কিংবা পায়ের আঙুল জলে ডুবিয়ে দেখলেন, হ্যাঁ, তাই বটে।

গ্রমেকো তাঁর পকেট-থার্মমিটারটা বের করলেন—এই একটিমাত্র যন্ত্র অবশিষ্ট রয়েছে, কারণ এটা তাঁর পকেটেই ক্লিপ্‌ দিয়ে আঁটা থাকত। থার্মমিটার জলে দিয়ে দেখা গেল, উষ্ণতা ১০৪ ডিগ্রী।

তিনি বললেন, "এ ত মন্দ নয়। একেবারে খাঁটি গরম জলে স্নানের উষ্ণতা।"

গরমের দিনে গরম জলে স্নানের কথাটা মোটেই আরামের মনে হল না। সাবানের বদলে জলের তলাকার মিহি সাদা পলিমাটি দিয়ে শুধু গা ঘষেই ওঁরা স্নানের কাজ সেরে নিলেন। পলিমাটি জলের চেয়েও গরম; তলার পুরু সাদা স্তরের উপর দাঁড়ালে পা একেবারে পুড়ে যাচ্ছিল।

তবে মাটি থেকে ফেনা ওঠে সাবানেরই মতো এবং সাবানের বদলে চমৎকার ব্যবহার করা চলে।

এক মুঠো পলিমাটি নিয়ে জোরে গা ঘষতে ঘষতে মাকৃশেইয়েভ বললেন, "বহু আশ্চর্যের এ দেশে এই আর একটা সম্পদ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে!"

"তেমন করিতকর্মা কেউ হলে, ঐ মাটি দিয়ে রীতিমতো বড় লোক হয়ে যেতে পারত,"—মাকৃশেইয়েভের ব্যবসায়ী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি ঠাট্টা-রসিকতা করতে উৎসুক গ্রমেকো হেসে বললেন, "ভাবুন একবার, কি বিজ্ঞাপনটাই না হবেঃ 'আসুন! আসুন! অবিলম্বে আসুন! প্রকৃতি দেবীর নিজস্ব আশ্চর্য সাবান! সর্দি, হাঁফানি, বাত, মানবজাতির সমস্ত রোগে ধন্বন্তরি'।"

একখানা শিলার উপরে উঠে পাপচ্কিন স্নানের পর গা শুকিয়ে নিচ্ছিলেন—তিনি সেখানে থেকে বললেন, "সত্যিই পয়সা করতে হলে এখনকার যাবতীয় জীবন্ত জীবাশ্ম রপ্তানি করবার জন্য আমাদের একটা কোম্পানি খোলা উচিত। কেননা সোনা, তামা, কিংবা লোহা মোটেই নতুন নয়; কিন্তু জ্যান্ত লম্বগ্রীব কূর্ম, ম্যামথ, কিংবা উৎসর্প কূর্মের জন্য পৃথিবীর প্রত্যেকটি চিড়িয়াখানা আর মিউজিয়ম আমাদের অর্ডার দিয়ে একেবারে ছেয়ে দেবে!"

গ্রমেকো বললেন, "এই গরম সরোবরটা দেখে আমার সন্দেহ লাগছে। নদীর জল যে ঈষদুষ্ণ, তা আমি লক্ষ্য করেছিলাম; কিন্তু তখন মনে হয়েছিল যে, সেটা হল কালো পাড়ে গরম রশ্মি পড়বার ফল। এখন স্পষ্ট বোঝা গেল যে, সরোবরটাই গরম জলের উৎস।"

কাশ্তানভ এর ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন, "আমরা এখন রয়েছি পুরানো আগ্নেয়গিরিগুলির পাদদেশে এবং সেইখানকার গভীর গরম এলাকার ঝরনা থেকেই এই সরোবরের জল আসছে।"

পাপচ্কিন বললেন, "তাহলে, সেই ঝরনাগুলি কোথায় আছে বের করবার জন্য গোটা সরোবরটা খুঁজে দেখা যাক।"

সবার জামাকাপড় পরা শেষ হলে কাশ্তানভ তার জবাবে বললেন, "যতক্ষণ রান্না হচ্ছে তার মধ্যে আপনি আর গ্রমেকো অনুসন্ধান শুরু করুন; আমরা দু'জন গিয়ে আগ্নেয়গিরি দেখে আসি।"

মাকৃশেইয়েভ আর কাশ্তানভ সরোবরের পশ্চিম ভাগের দিকে চলে গেলেন। সেখানে কালো কালো গণ্ডশৈলের মধ্যে দিয়ে উষ্ণ ধারা বইছে। সেই জায়গায় আগ্নেয়গিরির গোড়া থেকে যে-গাছপালাশূন্য পাহাড় উঠেছে, তার উপর চড়তে শুরু করলেন। সেই পাহাড় পেরিয়ে ওঁরা প্রথম বড় পর্বতে গিয়ে পড়লেন। তার খাড়া ঢাল লাভায় ঢাকা।

অগ্নিগহ্বর থেকে বিভিন্ন সময়ে প্রবাহিত লাভা কোথাও ফুলকাটা হয়ে, কোথাও বিশৃঙ্খল গাদা গাদা গণ্ডশিলা হয়ে জমাট বেঁধে রয়েছে।

আগেকার লাভাপ্রবাহের উপর হলদে, লাল আর সাদা সাদা দাগ। কাশ্‌তানভ বললেন, এর ভিতরে গেরুয়া মাটি, গন্ধক, আর অ্যামোনিয়ম ক্লোরাইড আছে।

"আমরা গন্ধক খুঁজছিলাম—এই সেই গন্ধক, কিন্তু পরিমাণে এত সামান্য যে সংগ্রহ করা কঠিন হবে। গহ্বরে আরও বেশি পাওয়া যেতে পারে।"

প্রায় এক ঘণ্টা ধরে টানাহেঁচড়া করে গণ্ডশিলা বেয়ে ওঁরা শেষে উপরে গিয়ে উঠলেন। কেন্দ্রে শুধু একটা কালো গহ্বর ছাড়া সেখানটা সমতল।

"কী বিরাট গহ্বর!"

"আহা, পাশগুলি যদি এত খাড়া আর মসৃণ না হত!"

"কিনার ধরে ঘুরে দেখা যাক—দেওয়ালে কোথাও না কোথাও একটা ফাটল থাকতে পারে।"

পর্বতের চূড়া থেকে ওঁরা বহু মাইল অবধি দেখতে পাচ্ছিলেন। উত্তরে রয়েছে কালো-আর-সবুজ ফ্রেমে বাঁধান সেই সরোবর। সেটা প্রায় সুষম বৃত্তাকার, হয়ত আরও প্রাচীন কোনো আগ্নেয়গিরির মুখ হতে পারে। পূব আর পশ্চিমের ঢাল বেয়ে বিশাল লাভাস্রোতগুলি মরুভূমির বুকে শৈলশিরা আর কালো ক্লিফ্‌গুলির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে। দক্ষিণে আরও বড় একটা পর্বত; মনে হল সেটাই আগ্নেয়গিরির প্রধান শঙ্কু। সেই পর্বত দক্ষিণের সমগ্র দিগন্ত আড়াল করে রেখেছে।

আগ্নেয়গিরির মুখ প্রদক্ষিণ করে ওঁরা দেখলেন যে, ভিতরে নামবার চেষ্টা করা অসম্ভব। তাই, শিলাময় সংকীর্ণ পাদানির মতো পথ ধরে ওঁরা অন্য পর্বতে চলে গেলেন। এর মুখটাও তেমনি প্রকাণ্ড, কিন্তু দক্ষিণ-পূব কিনারে একটা প্রকাণ্ড গর্ত বোধ হয় শেষ অগ্ন্যুৎপাতের লাভাস্রোতটা সেখানে জমাট বেঁধে আগ্নেয়গিরির গোটা পার্শ্বদেশ ছেয়ে রয়েছে।

মুখের স্ফীতিটায় গর্ত রয়েছে বলে একেবারে নিচেয় নেমে যাওয়া সম্ভব এবং তাতে বিশেষ কোনো ঝুঁকিও নেই।

উপর থেকে দক্ষিণে অবাধে দৃষ্টি চালান যায়। প্রধান আগ্নেয়গিরির কাছে কয়েকটা ছোট ছোট বসে-যাওয়া মুখও রয়েছে এবং সেগুলি ছাড়িয়ে একেবারে দিগন্ত অবধি প্রসারিত সমগ্র এলাকাটা সেই কালো বালিতে ছেয়ে আছে।

দূরে তাকিয়ে মাকৃশেইয়েভ বলে উঠলেন, "ওদিকে আর যাবার কোনো

অর্থ হয় না! চারদিকে প্রায় একশ মাইলের মধ্যে শুধু কালো কালো শিলা।"

কাশ্‌তানভ বললেন, "আর, এদিকের দৃশ্য দেখবার জন্য গিয়েও কোনো লাভ নেই। আগ্নেয়গিরিগুলি খুঁজে-পেতে দেখে যত দরকার গন্ধক নিয়ে পিঁপড়ার ঢিবিতে গিয়ে জিনিসপত্র আদায় করে নিতে হবে।"

দৃশ্যটা সত্যিই অতি নিরানন্দ।

সেখানে রয়েছে কালো পাহাড়ের একটা সারি। তার মাঝে মাঝে গভীর গিরিসংকটগুলিতে হলদে, লাল আর সাদা সাদা পোঁছ—দৈত্যের মতো কোনো শিল্পী যেন এলোমেলোভাবে তুলি বুলিয়ে চলে গেছে। পাহাড়গুলি ছাড়িয়ে রিক্ত ঊষর সমভূমি। প্লুটোর রশ্মিতে সেই সমগ্র এলাকাটি লাল হয়ে সত্যিই ভয়াবহ হয়ে উঠেছে।

কাশ্‌তানভ বলে উঠলেন, "তুষারক্ষেত্রগুলির চেয়ে এই মৃত্যুপুরী আরও ভয়ানক!"

মাক্‌শেইয়েভ সায় দিয়ে বললেন, "ভূত প্রেত বলে কিছু থাকলে তাদের জন্য এর চেয়ে ভালো বাসস্থান আর কিছু হতে পারে না।"

"আপনার কথা শুনে মাথায় একটা কথা এল। এ জায়গাটার নাম দেওয়া যাক 'কালো মরুভূমি'।"

"আর, আগ্নেয়গিরিগুলির নাম দেওয়া যাক—'শয়তানের সিংহাসন'। একবার কল্পনা করুন, প্লুটোর নিভে যাওয়ার সময় হয়ে এসেছে, পাতাল-পুরী এই প্লটোনিয়াতে নেমে এসেছে লাল আবছা আলো। বিশাল উৎসর্প কূর্মের রূপে একটা ভূত এই গহ্বর থেকে বেরিয়ে এসে আকাশ-ফাটানো কর্কশ চিৎকার করতে করতে পর্বত আর মরুভূমির উপরে আকাশে উঠে গেল। তারপর সরোবরের উত্তপ্ত ঢেউগুলির উপর একবার ছোঁ মেরে নেমে আবার কালো উঁচু ক্লিফে উঠে গিয়ে তার রাজত্ব দেখতে লাগল…"

আগ্নেয়গিরির মুখের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে দেখে শেষে ওঁরা গহ্বরে নামবার সেরা জায়গাটি ঠিক করলেন। তারপর তাঁবুতে যাবার জন্য একটা সোজা পথ ধরে সরোবরে ফিরে গেলেন। পরদিন গন্ধক নেবার জন্য ঐ পথ ধরে আসতে হবে।

শয়তানের গহ্বরে

পরদিন চার জনে প্রধান আগ্নেয়গিরিটার দিকে চললেন। সঙ্গে নিলেন একটা রাইফেল, কিছুটা ভাজা মাংস, আর হঠাৎ যদি দরকার

হয় তাই চিনি-ডাঁটা। বাকি জিনিস পাহারা দেবার জন্য রইল সর্দার। তবে, এই প্রাণহীন মরুভূমিতে জিনিসপত্র নিয়ে কোনো গোলমালের সম্ভাবনা খুবই কম।

নিচু কালো কালো পাহাড় আর লাভা-শিরার উপর দিয়ে, তারপর বড় আগ্নেয়গিরিটার ঢালু বেয়ে উঠে, অগ্নিগহ্বরের গর্ত থেকে বেরিয়ে-আসা বিপুল লাভাস্রোত বরাবর ওঁরা চললেন। গর্তটায় পৌঁছতে আরও আধ ঘণ্টা লাগল, তারপর কঠিন লাভা-গণ্ডশিলার প্রকাণ্ড সিঁড়িপথ বেয়ে নামতে লাগলেন।

শেষে নিচেয় নেমে ওঁরা দেখলেন যে, তলদেশটা একটা সমভূমি। জায়গাটা ফেটে-যাওয়া কালো ময়লার চাংয়ড়ে ভর্তি; স্পষ্টই বোঝা যায় যে, সেখানে কোনো এক সময়ে ছোট্ট একটা সরোবর ছিল।

সরোবরের উল্টো দিকটা খাড়া উঠে গেছে, তার গায়ে সাদা হলদে, আর লাল দাগের পুরু ত্বক এবং জায়গায় জায়গায় পোঁছ টানা। হলদে অংশগুলি হল বিশুদ্ধ গন্ধকের ছোট-বড় কেলাসিত চাংড়া—সেগুলি হয় লাভার বাতাস-খুপিগুলিতে বসে আছে, কিংবা লাভার গায়ে একটা পাতলা আস্তরণ তৈরি করেছে।

শিকারের ছোরা দিয়ে ওঁরা গন্ধকের আস্তরণ চাঁচতে আর বড় বড় চাংড়াগুলিকে ঢিলা করে দিতে লাগলেন। চার জনের থলি গন্ধকে ভর্তি হয়ে গেলে, তখন প্রথম খেয়াল হল যে, প্রত্যেককে প্রায় চল্লিশ পাউণ্ড করে বোঝা বয়ে নিয়ে যেতে হবে।

কাশ্‌তানভ বললেন, "চল্লিশ পাউণ্ড গন্ধক থেকে ২৫০০ গ্যালনের বেশি গন্ধক গ্যাস পাওয়া যাবে। তাহলে, দু'শ পাউণ্ডে প্রায় দশ হাজার গ্যালন গ্যাস হবে; পিঁপড়ার ঢিবির জন্য ঐ যথেষ্ট।"

পাপচ্‌কিন বললেন, "দরকার হলেও, এর চেয়ে বেশি নেওয়া যেত না। সরোবরের কাছে এখনও আমাদের রাইফেল আর কিছু জিনিসপত্র রয়েছে—প্রায় দু'দিন ধরে এগুলি সবই ত টেনে নিয়ে যেতে হবে।"

মাক্‌শেইয়েভ বললেন, "সর্দার এখন বেশ ভালো হয়ে গেছে, সে সাহায্য করতে পারবে। তাছাড়া, আজ সারাদিন ধরে বিশ্রাম করছে। আমার ত মনে হয়, সর্দার প্রায় পঁচাত্তর পাউণ্ড বইতে পারবে।"

"সরোবর অবধি আমরা সর্দারের ভাগের বোঝাটা বইব, তাছাড়া, আমার কিন্তু মনে হয়, আরও কিছুটা নেওয়া ভালো কেননা সাবধানের মার নেই।"

অল্প কিছু খেয়ে নিয়ে ওঁরা আরও পঁচাত্তর পাউণ্ড গন্ধক চেঁচে এবং ভেঙে নিলেন। মাক্‌শেইয়েভ বাঁধলেন সেটা নিজের শার্টে। দেওয়ালের একটা ফাটল থেকে কিছুটা লবণও ওঁরা বার করে নিলেন।

খাবার পর সকলে একটু বিশ্রাম করবার সময় কাশ্‌তানভ হাত-পা

ছড়িয়ে গহ্বরের পাশে মাথা রেখে শুয়েছিলেন। হঠাৎ তিনি পর্বতটার গভীর প্রদেশ থেকে আগত কয়েকটা প্রচণ্ড ধাক্কা অনুভব করলেন।

তিনি ভাবছিলেন যে, আগ্নেয়গিরিটা কি এখনও সক্রিয় থাকতে পারে নাকি।

আর কাউকে কিছু না বলে, তিনি একটু পরে আবার দেওয়ালে কান পাতলেন। গুড়গুড় আওয়াজ তখন আরও বেড়েছে এবং শিলা একটু একটু নড়ছে, তা উনি অনুভব করতে পারলেন।

লাফিয়ে উঠে কাশ্‌তানভ বলে উঠলেন, "হয়ত আমার ভুল হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু এখানে আমাদের আর থাকা উচিত হবে না। ওখানে, নিচেয় একটা কিছু ঘটছে—হয়ত আবার অগ্ন্যুৎপাত হতে পারে! ঐ, শুনুন!"

সবাই দেওয়ালে ঝুঁকে পড়ে অতলের গর্জন শুনতে পেলেন।

কাশ্‌তানভ বললেন, "কিছুই হয়ত হবে না, আবার, এক সপ্তাহ কিংবা মাসখানেকের মধ্যে অগ্ন্যুৎপাত হতে পারে, কিন্তু আজই যে হবে না, এমন কথাও জোর দিয়ে বলা যায় না!"

গ্রমেকো সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "ঠিক! এখানে বসে থাকার কোনো অর্থই হয় না। তাছাড়া গহ্বরের কিনার অবধি উঠতে হবে, সেই কঠিন কাজটা এখনও বাকি রয়েছে।"

ভারি বোঝাগুলি পিঠে তুলে নিয়ে ওঁরা বিশাল সিঁড়ি-পথ বেয়ে উঠতে লাগলেন। খালি থলে নিয়ে হেঁচড়ে হেঁচড়ে নামবার চেয়ে এখন ভারি থলি নিয়ে টেনে-হেঁচড়ে উঠতে দ্বিগুণ সময় লাগল। পাহাড়ের মাথায় উঠতে লাগল এক ঘণ্টা। নিচেয় তাকিয়ে ওঁরা দেখলেন যে, তাড়াতাড়ি করাটা ভালোই হয়েছে, কারণ গহ্বরের গভীর প্রদেশ থেকে হলদে ধোঁয়ার একটা সূক্ষ্ম রেখা উঠে আসছে, এবং বাতাসে ক্লোরিন আর গন্ধকের গন্ধ।

গহ্বরের পার্শ্বদেশের কাঁপুনি লক্ষণীয় হয়ে উঠল। মুখ থেকে লাভার ছিপি যেকোনো মুহূর্তে ছিটকে যেতে পারে, তাই কালবিলম্ব না করে সকলে নিচেয় নেমে চললেন এবং দু'ঘণ্টা পরে তাঁবুতে পৌঁছলেন। সর্দারের একা একা লাগছিল; ওঁদের আসতে দেখে সে আনন্দে ডাকতে লাগল।

আগ্নেয়গিরি সময় নিচ্ছিল নিজে। কালো ধোঁয়ার একটা সরু স্তম্ভ সোজা পর্বতের মাথার উপরে উঠে দূরের হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে লাগল। সরোবরের কাছে কোনো ভূগর্ভস্থ আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল না —সব ছিল চুপচাপ, শান্ত।

মাটিতে অন্যান্য জিনিসের পাশে থলিগুলি গাদা করে রাখতে রাখতে পাপচ্‌কিনের হঠাৎ খেয়াল হল যে, রাইফেলটা তিনি গহ্বরের মধ্যে,

কিংবা পর্বতের মাথায় যেখানে বিশ্রাম করা হয়েছিল সেইখানে ফেলে এসেছেন। তিনি বললেন যে, সেটা তিনি আনতে চললেন।

কাশ্তানভ বললেন, "রাইফেল ত আরও তিনটে রয়েছে, পিঁপড়ার ঢিবিতে রয়েছে একটা বাড়তি রাইফেল, ওটা ছাড়াও বেশ চলে যাবে। এখুনি ওখান থেকে পালিয়ে আসা হল, সুতরাং অযথা এমন ঝুঁকি নেবার কোনো অর্থ হয় না।"

পাপ্চকিন জিদ ধরে বললেন, "পর্বত থেকে ত শুধু ধোঁয়া বেরুচ্ছে।" পুরানো ঐ ছর্‌রা বন্দুকটা তাঁর প্রিয়, তাছাড়া, নিজের অন্যমনস্কতার জন্যও তিনি একটু বিব্রত। "আপনারা বিশ্রাম করতে থাকুন; আমি সেখানে গিয়ে ফিরে আসবার সময়টুকু ঠিক পাব।"

কাশ্তানভ তাঁকে নিরস্ত করবার চেষ্টায় বললেন, "হয়ত একেবারে গহ্বরের মেঝেয় ফেলে এসেছেন; সেখানে ত নামতে পারবেন না—বিষাক্ত গ্যাসে মারা পড়বেন যে।"

"ঠিক বলছেন না। আমি একরকম নিশ্চিত যে, ঘাড়ে নিয়ে নামা-ওঠার অযথা হাঙ্গামা পোহাতে না হয়, তাই নামবার আগে গহ্বরের মুখেই রেখেছিলাম। ব্যাপারটা যা ভাবছেন, তত বিপজ্জনকও নয়। আমি যাব, আর আসব।"

"গোটা পর্বতই যেকোনো মুহূর্তে ফেটে পড়তে পারে। আজ রাত্তিরটাও এখানে থাকা ঠিক হবে কিনা, আমার সন্দেহ আছে। এখুনি বোধ হয় ফিরতে শুরু করা ভালো।"

সারাদিন পর্বতে চড়ে সবাই তখন অবসন্ন। আগ্নেয়গিরিটিকেও তেমন ভয়ানক মনে হচ্ছিল না, তাছাড়া সরোবরও পর্বত থেকে প্রায় দেড় মাইল দূরে। ওঁরা ঠিক করলেন যে, রাত্তিরটা সরোবরের কূলেই থাকবেন, যাতে অগ্ন্যুৎপাতের আরম্ভটা অন্ততঃ দেখা যায়।

শান্ত অবস্থা মাত্র ঘণ্টা চারেক ছিল। তারপর একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ধাক্কা খেয়ে ওঁদের স্বপ্ন ভেঙে গেল—পায়ের তলায় মাটি কাঁপতে লাগল। ওঁদের মনে হয়েছিল যেন উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়ে সরোবরের মধ্যে পড়ে যাচ্ছেন।

লাফিয়ে উঠে ভয়চকিত দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকাতে লাগলেন। মাটি কাঁপছিল, সরোবরের কিনারে গাছগুলি চারিদিকে আন্দোলিত হতে লাগল।

পর্বতের চূড়া ঘন কালো ধোঁয়ার মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। তাপে সাদা পাথর গহ্বর থেকে মহাবেগে উৎক্ষিপ্ত হয়ে, বিদ্যুতের মতো কালো মেঘ বিদীর্ণ করে ছুটতে লাগল।

এই হল শুরু।

শুধু তিন জন রয়েছেন দেখে, গাক্শেইয়েভ চেঁচিয়ে উঠলেন, "পাপচ্কিন কোথায়?"

গ্রমেকো বললেন, "উনি ত একেবারে সরোবরের কিনারের কাছে ছিলেন—ধাক্কা খেয়ে জলে পড়ে গেলেন না ত?"

মাটির কাঁপুনিতে জলের উপর ঢেউ উঠছিল, কিন্তু ভারি কিছু পড়লে যেমন চক্র সৃষ্টি হয়, তেমন কিছুই দেখা গেল না।

কাশ্‌তানভ জিজ্ঞাসা করলেন, "তাহলে কি বন্দুক আনতে গেছেন?"

মনে হল, খুব সম্ভব তাইই। তিনি বড় বেশি জিদ ধরেছিলেন; হয়ত আর সবাই ঘুমিয়ে পড়বার জন্য অপেক্ষা করছিলেন, সবাই ঘুমুলে পর্বতের দিকে চলে গেছেন।

বারবার 'হ্যালো' 'হ্যালো' করে ডেকে এবং খোঁজাখুঁজি করে কোনো সাড়া না পেয়ে, ওঁরা ধরে নিলেন যে, তিনি নিশ্চয়ই বন্দুক আনতেই গেছেন।

কাশ্‌তানভ বললেন, "অগ্ন্যুৎপাত আরম্ভ হবার সময় পর্বতের মাথায় না থাকলেই হয়; তাহলে ত মৃত্যু নিশ্চিত।"

মাক্‌শেইয়েভ চেঁচিয়ে উঠলেন, "কী করা যায় এখন? আমার মনে হয় ওঁর কাছে যাবার চেষ্টা করা উচিত।"

গ্রমেকো বললেন, "অপেক্ষা করা যাক। এখান থেকে গহ্বরের মেঝেয় যেতে-আসতে তিন-চার ঘণ্টা সময় লাগে। আমরা ঘুমিয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে উনি চলে গিয়ে থাকলে, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে এসে পড়া উচিত।"

"ইতিমধ্যে, অগ্ন্যুৎপাতের গতি দেখে বোঝা দরকার যে, পথে মারা না পড়ে গহ্বরের দিকে যাওয়া চলে কিনা।"

"যতক্ষণে তাঁর দিকে এগোন যেত ততক্ষণ আমরা বসে বসে শুধু আঙুল ঘোরাতে থাকব—এটা বুঝতে পারছেন না?"

"সেটা বুঝতে পারছি। কিন্তু, তিনি যদি গহ্বরে পৌঁছে না গিয়ে থাকেন, একমাত্র তবেই তাঁকে বাঁচান সম্ভব। অগ্ন্যুৎপাতের সময় পর্বতের মাথায় কিংবা গহ্বরে থাকলে, ছিটকে-আসা পাথরে না হলেও, বিষাক্ত গ্যাসে তিনি মারা গেছেন। এখন আমরা পর্বতে উঠবার চেষ্টা করলে, তাঁকেও কোনোক্রমে বাঁচাতে পারব না, অথচ গোটা অভিযাত্রীদলের ধ্বংস হয়ে যাবার ঝুঁকি নিতে হবে। ঐ দেখুন!"

বাষ্পের একটা সাদা মেঘ গহ্বর থেকে উৎক্ষিপ্ত হল।

গর্জিত আগ্নেয়গিরি

কয়েক সেকেণ্ড পরেই কানফাটান একটা গর্জন শোনা গেল, মনে হল যেন গোটা পর্বতটাই ফেটে পড়ল, কিংবা ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হল। সেই

মেঘটা তরঙ্গায়িত, ধূমায়িত হয়ে ঘূর্ণায়মান অবস্থায় ছত্রাকারে ফুলে ফুলে উঠে, ধুমল-কালো পুঞ্জে পুঞ্জে নিচের দিকে ধেয়ে চলল। আর মেঘ চিরে বেরুতে লাগল চোখধাঁধাঁনো বিজলী চমক।

সেই কালো পুঞ্জ একেবারে এক্সপ্রেস ট্রেনের বেগে নেমে এসে কয়েক মিনিটের মধ্যেই পাহাড়ের গোড়ায় পৌঁছে গেল, আর পর্বতের চূড়ায় সমানে বিরাট বিস্ফোরণ উৎক্ষিপ্ত হতে লাগল।

কাশ্‌তানভ বললেন, "১৯০২ সালে মার্টিনিকে মণ্ট্ পেলে'তে যে-ভয়ানক অগ্ন্যুৎপাতের কথা শুনেছি, এ তারই মতো। সেই অগ্ন্যুৎপাতে সেণ্ট্ পিয়েরের সমস্ত অধিবাসী কয়েক মিনিটের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল।" ব্যাপারটা বুঝিয়ে তিনি বললেন, "একে বলে জলন্ত মেঘ; প্রচণ্ড পরিমাণে সঙ্কুচিত অতি-উত্তপ্ত বাষ্প আর নানা গ্যাস নিয়ে এই মেঘের সঙ্গে গরম ছাই, নুড়ি, এমনকি প্রকাণ্ড পাথর আর গণ্ডশিলা পর্যন্ত থাকে।"

গ্রমেকো বললেন, "ভাগ্য ভালো—মেঘটা আমাদের এই সরোবরের দিকে না এসে, মরুভূমির দিকেই চলেছে।"

মাকৃশেইয়েভ জানতে চাইলেন, "এর পর কি হবে?"

"সাধারণতঃ এই জলন্ত মেঘ কয়েক ঘণ্টা কিংবা কয়েক দিনের একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর ওঠে, এবং তার পরে বেরিয়ে আসে লাভা।"

"অন্য মেঘ উঠে আমাদের দিকে বইতে পারে, এমন কোনো সম্ভাবনা আছে নাকি?"

"প্রথম বড় বিস্ফোরণের পর মুখের কিনার যদি বদলে না গিয়ে থাকে, তাহলে অন্যান্য মেঘও প্রথমটির মতো ঐ একই দিকে যাবে। নইলে পথ বদলে যাবে।"

"আমাদের দিকে?"

"হ্যাঁ, তবে, আপাততঃ আশা করা যাক যে, সব ভালোয় ভালোয় কেটে যাবে। আসলে আমরা কিন্তু এখানেই নিরাপদ আছি, অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য ত বটেই।"

মেঘপুঞ্জ ছড়িয়ে গিয়ে, পূবের ঢালের অনেকটা ছেয়ে ফেলল; তারপর ক্রমে উপরে উঠতে লাগল। ওঁরা তিন জন নীরবে দাঁড়িয়ে সেই ভীষণ অথচ সুন্দর দৃশ্য দেখতে লাগলেন।

হঠাৎ পাহাড়ের উপর দিয়ে পর্বতের পাদদেশে খুব কাছাকাছি পাপচ্‌কিন বেরিয়ে এলেন। পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে লাফিয়ে তিনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ছুটছিলেন। তিন জনে ওঁর কাছে ছুটে গিয়ে অসংখ্য প্রশ্ন করতে লাগলেন; সে-সবের জবাব দেবার দম পাপচ্‌কিনের ছিল না।

সরোবরের পাশে ছায়ায় খানিকক্ষণ বিশ্রাম করে, দু'গ্লাস ঠাণ্ডা চা খেয়ে, তবে তিনি কি হয়েছিল বলতে পারলেন।

"আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্ন্যুৎপাত হতে এখনও অনেক দেরি আছে মনে হওয়াতে আমি বন্দুকের খোঁজ করতে যাব বলে ঠিক করলাম। ভেবেছিলাম, প্রথমে পর্বতে উঠবার সময় যে দু'জায়গায় আমরা বিশ্রাম করেছিলাম, তারই কোথাও, কিংবা অন্ততঃ পর্বতের চূড়ায় বন্দুকটা পাব। তাই, আপনারা সবাই ঘুমিয়ে পড়া অবধি অপেক্ষা করে প্রায় দশটার সময় বেরিয়ে পড়ি। আমরা প্রথমে যেখানে বিশ্রাম করেছিলাম সেখানে বন্দুকটা না পেয়ে আমি আরও উপরে উঠে গেলাম; কিন্তু সেখানেও পেলাম না। আমি যখন পর্বতের চূড়া থেকে মাত্র আধ মাইলখানেক দূরে; তখনও শয়তানের মুখ থেকে ক্ষীণ ধোঁয়া উঠছিল। তাই ফিরে আসতে পারলাম না কিছুতেই।

"আমি তখন গর্তটার মুখের কাছাকাছি; নিশ্চিত ছিলাম যে, শ'খানেক ফুটের মধ্যেই কোথাও এক গণ্ডশিলার উপর হেলান বন্দুকটাকে দেখতে পাব। হঠাৎ এক ভয়ানক গর্জন উঠল, আর সঙ্গে সঙ্গে সোজা গহ্বর থেকে ধোঁয়ার একটা স্তম্ভ উঠে এল। কী করব ঠিক করতে না পেরে আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। এদিকে এগোন অত্যন্ত বিপজ্জনক, কিন্তু সামনেই বন্দুকটা রয়েছে, সেটা ফেলে চলে আসাটাও নিতান্ত লজ্জার কথা। ছোট ছোট চাংড়া আর পাথর বৃষ্টির মতো আমার উপর পড়তে লাগল। একটা পাথর সোজা এসে আমার কাঁধে পড়তে আমার সম্বিত ফিরে এল। একটা হাত অবশ হয়ে গেল। বুঝতে পারলাম, বিস্ফোরণ ঘটতেও বেশি দেরি হবে না এবং তখন বেরিয়ে আসবে তাপে লাল বড় বড় পাথর। তৎক্ষণাৎ আমি সেই এবড়োখেবড়ো ঢাল বেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে প্রায় আধ মাইল আসার পর দ্বিতীয় বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনতে পেলাম। পর্বতের উপরটা ধোঁয়ায় একেবারে ছেয়ে ছিল। আবার আমার চারিদিকে প্রস্তরবৃষ্টি শুরু হল, আর আমি সেই ঢাল বেয়ে ছুটতে লাগলাম। শেষের ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের সময় আমি পর্বতের গোড়ার কাছাকাছি। সেই বিস্ফোরণে এমন জোরে আছাড় খেয়ে পড়লাম যে, দুই বাহুই প্রায় ভেঙে গিয়েছিল আর কি। কোনো প্রকারে উঠে দাঁড়িয়ে দেখলাম যে মেঘ আসছে আমারই দিকে; তখন গ্যাসের কবল থেকে বাঁচবার জন্য শেষ দমটুকু ধরে ছুটতে লাগলাম।"

পাপচ্‌কিনের কথা শেষ হতে কাশ্‌তানভ বললেন, "আপনার ভাগ্য ভালো যে, ঠিক সময়ে পালিয়ে আসতে পেরেছেন!"

মাকৃশেইয়েভ বললেন, "উনি যে ফিরে এসেছেন, এ আমাদের মহা সৌভাগ্যের কথা। এখন কি করা উচিত সেটা চিন্তা করা যাক।"

পাপচ্‌কিন বলে উঠলেন, "এই দমবন্ধ-করা পর্বত থেকে যতদূর সম্ভব চলে যাওয়া দরকার!"

"গতকালের ধকল আর এখনকার এই হাত মচকানো নিয়ে আপনার অবস্থা ত কোথাও যাবার মতো নয়। একটু ঘুমিয়ে নিন। ঘণ্টা ছ'য়েক আমরা নিশ্চয়ই এখানে অপেক্ষা করতে পারব।"

মাক্‌শেইয়েভ বললেন, "আরও কয়েক মাইল পিছিয়ে গেলে হত না? আমরা পর্বতের একেবারে পাদদেশেই রয়েছি, এত কাছে থাকাটা ক্রমেই বিপজ্জনক হয়ে উঠছে।"

গ্রমেকোরও সেই মত। তাই, সরোবরের আর নদী-উপত্যকার সংগমে গিরিসংকটের কিনারের কাছে, 'কালো মরুভূমি'তে ফিরে যাওয়া স্থির হল। সক্রিয় আগ্নেয়গিরিটাকে সেখান থেকে বেশ ভালোই দেখা যাবে। জলের টিন ভর্তি করে, ভারি থলিগুলি বেঁধে নিয়ে, গন্ধকের দু'টো থলি বেঁধে সর্দারের পিঠের উপর দিয়ে দু'দিকে ঝুলিয়ে দেওয়া হল। সর্দার প্রথমে গাঁইগুই করে সেই ভারি বোঝার নিচ দিয়ে মুচড়ে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পরে নিজের ভাগ্য মেনে নিয়ে, খাবারের সন্ধানে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করবার বদলে, ধীরে ধীরে চলল অভিযাত্রীদের সঙ্গে।

সরোবরের অববাহিকা থেকে নিচু তাকগুলিতে উঠে, 'কালো মরু-ভূমি'তে পৌঁছে ওঁরা বালির উপর দিয়ে প্রায় দু'মাইল হেঁটে গিয়ে যেখানে গিরিসংকট ক্রমে প্রশস্ত হয়ে নদী-উপত্যকায় গিয়ে পড়েছে, সেই জায়গাটায় গিয়ে পৌঁছলেন। ততক্ষণে অগ্ন্যুৎপাত যেন আপাততঃ বন্ধ হয়ে গেছে। প্রথম তপ্ত মেঘটা ফেটে যাচ্ছিল, পাহাড়ের চূড়ায় আর ধোঁয়া নেই, গহ্বর থেকে একটি সরু কালো রেখা উঠছিল মাত্র।

বালির উপর আরাম করে বসে ওঁরা ঘুমিয়ে পড়লেন। প্রায় তিন ঘণ্টা ঘুমোবার পর একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আওয়াজে জেগে উঠে ওঁদের নজর পড়ল অগ্নিগহ্বরের উপরে। একটি ভয়ানক মেঘ পর্বতের গভীর প্রদেশ থেকে উঠে ঢালু বেয়ে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছিল, কিন্তু এবার সেটা আসছে সোজা সরোবরের দিকেই। কাশ্‌তানভ মেঘের গতিবেগ লক্ষ্য করছিলেন। প্রথমটার মতো, এ মেঘটাও ছত্রাকারে ছড়িয়ে পড়ে ধূমল-ধূসর পাঁচিলের মতো হয়ে দাঁড়াল। বিস্ফোরণের চার মিনিট পরে মেঘ সরোবরে পৌঁছে সেটাকে গ্রাস করে ফেলল।

কাশ্‌তানভ বলে উঠলেন, "মেঘটা ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল বেগে চলেছে! এক্সপ্রেস ট্রেনের গতি এটা! বোধ হয় অগ্নিগহ্বরের কিনারে কোনো পরিবর্তনের দরুন, এটার অভিমুখ আগের মেঘের অভিমুখ থেকে ৮০ ডিগ্রী সরে গেছে। ওখান থেকে চলে এসে ভালোই হয়েছিল। ঐ মেঘের

বেশির ভাগ হল অতি-উত্তপ্ত বাষ্প আর ছাই, সরে না এলে ওতেই পুড়ে, শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যেতাম কিংবা গরম পাথরের ঘায়ে মরতে হত। এ মেঘ প্রায় কুড়ি ঘন ফুট পর্যন্ত ওজনের গণ্ডশিলা উড়িয়ে কয়েক মাইল পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে। পথে সবকিছু ধ্বংস করে এ মেঘ রেখে যায় শুধু গরম ছাই, পাথর, ঝলসান গাছপালা আর মৃতদেহের একটা শ্মশান।"

"সরোবরটার কী হল?"

"সরোবর এখন গরম ছাই আর পাথরে ভরে গেছে, আর সরোবর থেকে উঠেছে যে-নদীটা, সেটা অন্ততঃ কিছুকালের মতো নোংরা তপ্ত একটা স্রোতে পরিণত হয়ে গেছে।"

ঠিক তখনই মেঘটা সরোবরের অববাহিকার উপর দিয়ে এগিয়ে, এঁদের থেকে প্রায় দু'মাইল তফাত দিয়ে, 'কালো মরুভূমির' দিকে ছুটে চলল। প্রচণ্ড গরম হাওয়ার একটা প্রবল ঝাপটায় ওঁরা মাটিতে শুয়ে পড়ে মুখ ঢাকলেন। প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে ভীষণভাবে ঘামতে ঘামতে ওঁরা উষ্ণতা কমবার জন্য অপেক্ষা করে রইলেন।

মাথা তুলে ওঁরা দেখলেন—সাদা আর ধূসর বাষ্পের উত্তাল তরঙ্গময় একটা উঁচু প্রাচীর ওঁদের ছাড়িয়ে প্রায় ছ'মাইল প্রসারিত হয়ে, আকাশে পাঁচ হাজার ফুট উঁচু মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। বাতাস তখনও গরম—প্রায় দম বন্ধ হয়ে আসে।

গ্রমেকো বললেন, "চলুন, এই ভীষণ পর্বত থেকে আমরা দূরে পালিয়ে যাই! এর পরের মেঘটা হয়ত এদিকেই চলে আসতে পারে।"

"মেঘর কিনার থেকে দু'মাইল দূরেই এই অবস্থা—ওর মধ্যে পড়লে কী হত একবার ভাবুন ত!"

জিনিসপত্র তুলে নিয়ে সকলে বালি পেরিয়ে উত্তরে নদী-উপত্যকার দিকে চললেন। সুবিধা মতো একটা জায়গা পেলেই ওঁরা এখন উপত্যকায় নেমে যেতে চান। কিন্তু, ছোট্ট নদীটা ছিল স্বচ্ছ শান্ত, এখন দেখা গেল সেটা নোংরা ঘোলাটে খরস্রোতে উত্তাল হয়ে দু'কূল ছাপিয়ে, দু'পারের সমস্ত গাছপালা নষ্ট করে উপত্যকার উপর দিয়ে ছুটে চলেছে।

কাশ্‌তানভ সবাইকে প্রশ্ন করলেন, "ওখানে যাবার কি কোনো অর্থ হয়? আমার ত মনে হয় যে, উপত্যকার ঐ বালুময় তলদেশ দিয়ে চলবার চেয়ে এই সমতল মরুভূমির ভিতর দিয়ে চলাই সহজ হবে। তাছাড়া, ঐ নোংরা জলও খাবার জো নেই।"

ঠিক হল যে, মরুভূমির কিনার বরাবর এগিয়ে, উপত্যকার শেষে গিয়ে নেমে যাওয়া হবে। সেখানে ঢালগুলিতে বহু গভীর দরি রয়েছে।

মাঝে মাঝে নিচেয় তাকিয়ে দেখবার জন্য ওঁরা ক্লিফের কিনারের দিকে এগিয়ে গেলেন। দ্বিতীয় বিস্ফোরণের প্রায় এক ঘণ্টা পরে, খরস্রোত কমে আসতে লাগল এবং একটু পরেই একেবারে মিলিয়ে গেল। তখন দেখা যাচ্ছিল শুধু শূন্য নদী-গর্ভ, দু'পারে উৎপাটিত গাছ-পালা আর ঝোপঝাড়, আর নোংরা-সাদা পলিমাটিতে ভরা, মাটিতে আটকে-যাওয়া ঘাস।

মাকৃশেইয়েভ বললেন, "গন্ধক তুলে আনা হয়েছে বলে আগ্নেয়গিরি তার শোধ নিচ্ছে! আমাদের জলতেষ্টায় মারবার জন্য নদীটাকেও নষ্ট করে দিল।"

গ্রমেকো বললেন, "হ্যাঁ, এখন জলের সমস্যা হবে। পিঁপড়ার ঢিবিটার কাছাকাছি কোথাও আর একটা নদী পাওয়া অবধি, যেটুকু জল রয়েছে তা রেশন করে চলতে হবে।"

"তার ফলে আমাদের অবরোধ শুরু করতে দেরি হয়ে যেতে পারে।"

ভারি ভারি বোঝা, আর 'কালো মরুভূমি'র অসহ্য তাপ সত্ত্বেও, ছোট্ট অভিযাত্রীদলটি সমানে চলতেই লাগল। রাত্তিরে বিশ্রামের জন্য না থেমে ওঁরা উপত্যকার নিচেয় গিয়ে পৌঁছলেন। সেখান থেকে একটু দূরেই মালভূমি আর সেই পিঁপড়ার ঢিবি।

শত্রুর দুর্গটাকে কাছাকাছি থেকে পরীক্ষা করে দেখবার জন্য কাশ্‌তানভ আর মাকৃশেইয়েভ এগিয়ে গেলেন। উপত্যকা থেকে উপরে উঠে ওঁরা কালো বালি আর ক্লিফ্‌গুলির কিনার বরাবর এগিয়ে পুব দিকে এগিয়ে গেলেন। পিঁপড়ার ঢিবিটাকে সেখান থেকে বেশ স্পষ্ট-ভাবে দেখা যাচ্ছিল।

কাছ থেকে দেখা গেল যে পিঁপড়ার ঢিবিটা একটা প্রকাণ্ড পাহাড়। শুকনো গাছের গুঁড়ি আর ডালপালার জটিল বিন্যাসে সেটা নানা স্তরে বিভক্ত। নিচের তলায়, পাহাড়টার চার ধারে একটা করে প্রধান প্রবেশ-পথ। প্রবেশপথ উঁচু নয়, কিন্তু চার-পাঁচটা পিঁপড়া পাশাপাশি ঢুকবার জন্য যথেষ্ট প্রশস্ত। সর্বক্ষণ সারি বেঁধে পিঁপড়াগুলি আসা-যাওয়া করছে। লম্বা সারি বেঁধে পিঁপড়াগুলি ঢিবি ছেড়ে খাবারের সন্ধানে বিভিন্ন দিকে বেরিয়ে পড়ছে। আবার, অন্যান্য পিঁপড়া একলা কিংবা জোড়ায়-জোড়ায় গাছের কাণ্ড, ডালপালা, জ্যান্ত আর মরা কীট-পতঙ্গ, শূক (লার্ভা) আর ক্রিসালিস এবং চিনি-ডাঁটা টেনে নিয়ে তাদের দুর্গের মাটির তলার কুঠরিতে ঢুকছে।

উপরতলাগুলিতেও অনেকগুলি অন্ধকার ফাঁক রয়েছে। মনে হল, সেগুলি বোধ হয় আলোবাতাস কিংবা অতর্কিত আক্রমণ হলে জরুরী অবস্থায় বেরিয়ে পড়বার জন্য।

সেগুলি প্রধান প্রবেশপথগুলির চেয়ে নিচু আর সরু—তা দিয়ে পিঁপড়াগুলি একটা একটা করে ছাড়া যেতে পারে না। প্রায়ই সেই সব গর্ত দিয়ে পিঁপড়া বেরিয়ে এসে তাকগুলির উপর নিচ দিয়ে ছুটাছুটি করছে' যেন সব ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে নিচ্ছে।

মাকৃশেইয়েভ বললেন, "আশা করা যায়, এই সব গর্ত বোধ হয় আমাদের পরিকল্পনা ভেস্তে দেবে না। ঢিবিতে খুব বেশি হাওয়ার টান থাকলে, গন্ধক গ্যাসের কাজের ফল পাবার আগেই এই গর্তগুলি দিয়ে গ্যাস বাইরে বেরিয়ে যাবে।"

কাশ্‌তানভ বললেন, "না, আপনি ভুল করছেন। এই গ্যাস বাতাসের চেয়ে ভারি, তাই বাতাস ঠেলে উঠবে খুব আস্তে আস্তে। তাছাড়া, যে-সব কুঠরিতে শূক, ক্রিসালিস, ডিম আর খাবারের মজুদ আছে সেইগুলিই পিঁপড়ার ঢিবিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র এবং সে কুঠরিগুলি বোধ হয় নিচেয়, হয়ত মাটির তলায়। গ্যাস প্রথমে সেই সব কুঠরিতে নেমে গিয়ে তারপর সেখান থেকে উঠতে শুরু করে উপরের তলাগুলি ভরিয়ে তুলবে। অবস্থা একেবারে খারাপ হয়ে গেলে, বেরুবার কয়েকটা পথ আটকে দিয়ে আমরা হাওয়ার টান কমাতে পারি।"

"উপরতলার ফোকরগুলিতে খানিকটা গন্ধক পোড়ালে কেমন হয়।"

"আগুন আটকাবার কোনো সরঞ্জাম, কিংবা একটা পাত্র পর্যন্ত আমাদের নেই, গন্ধক রাখতে হবে শুকনো কাঠে। সুতরাং আগুন ধরাতে গেলে গোটা ঢিবিটাই পুড়ে যাবে।"

"গত ক'দিন ধরে আমরা ইগোয়ানোডনের ডিমের যে খোলাগুলি বাসন আর প্যান হিসাবে ব্যবহার করছি, সেগুলি দিয়ে কাজ চলতে পারে না?"

"ডিমের খোলা ত আছে মোটে পাঁচ টুকরা, কিন্তু বেরুবার পথ রয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি।"

"আজ আরও কয়েকটা ডিম খুঁজে দেখলে হয় না? মাত্র দু'টো ডিম পেলেও ত গন্ধক পোড়াবার জন্য গোটা দশেক পাত্র হয়ে যাবে।"

"মতলবটা ভালো বটে! সন্ধ্যা হতে এখনও অনেক দেরি; পিঁপড়াগুলি ডিম কোথায় পায়, সেটা মরুভূমিতে ফিরে গিয়ে দেখা যেতে পারে।"

সেখান থেকে ফিরে তাঁবুতে গিয়ে সকলে নতুন পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করলেন।

ঠিক হল যে, পরদিন সকালে দু'জন গিরগিটির ডিমের সন্ধানে বেরুবেন, আর গন্ধক গুঁড়া করবার কাজটা করবেন মাকৃশেইয়েভ আর কাশ্‌তানভ।

পিঁপড়ার ঢিবির শেষ

পরদিন বিকালে সমস্ত পিঁপড়া বাসায় ফিরে এল। পিঁপড়ার ঢিবিতে সব চুপচাপ হয়ে যাবার পর ওঁরা কাজ শুরু করতে আরম্ভ করলেন। গন্ধকটা গুঁড়া করে ফেলতে প্রায় সারা দিন লেগে ছিল। থলিগুলি ভর্তি করে, ডিমের খোলার পাত্রগুলি নিয়ে সকলে পিঁপড়ার ঢিবিতে যাবার জন্য বেরিয়ে পড়লেন। ব্যবস্থা হল—চার জনে চারটি প্রধান প্রবেশপথে গিয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ গন্ধকের গুঁড়া প্রবেশপথে এমন ভাবে আড়াআড়ি করে বিছিয়ে দেবেন, যাতে গ্যাসটা ঢিবির গভীরে ঢুকে যায়। গন্ধকে আগুন লাগান হয়ে গেলেই, চারপাশের দেওয়াল থেকে গাছের গুঁড়ি নিয়ে পথগুলি বন্ধ করে দেওয়া হবে। তারপর গুঁড়িগুলি বেয়ে উঠে, বাদবাকি গন্ধক ডিমের খোলায় করে সবচেয়ে কাছের ফাঁকগুলিতে বসিয়ে দেওয়া হবে—তাহলে ঢিবির নিচের অংশের সমস্ত হাওয়া বিষাক্ত হয়ে গিয়ে পিঁপড়াগুলি আর উপরের দিকে পালাতে পারবে না। খোলকের গন্ধক যাতে খুব তাড়াতাড়ি পুড়ে ঢিবির শুকনো কাঠে আগুন লেগে না যায়, তাই গন্ধকের গুঁড়াকে জল দিয়ে সামান্য ভিজিয়ে নেওয়া হল।

সবই পরিকল্পনা অনুযায়ী হয়ে গেল। মাক্‌শেইয়েভ আর গ্রমেকো প্রবেশপথের পাহারারত পিঁপড়াদের উপরে গিয়ে পড়লেন, কিন্তু ভাগ্য ভালো, সেগুলি ঘুমে ঝিমচ্ছিল, তাই কোনো হুঁশিয়ারি জানাবার আগেই তাদের ছুরি দিয়ে ঘায়েল করে ফেলা হল।

সমস্ত গন্ধকে আগুন লাগান হলে, ওঁরা পিছিয়ে এলেন। পাছে একটাও পিঁপড়া পালিয়ে যায়, তাই সবার রাইফেল প্রস্তুত রইল। একেবারে উপরতলায় গন্ধক রাখা হয়নি।—প্রায় পনর মিনিট পরে ওঁরা উপরের কয়েকটা বেরুবার ফোকরে পিঁপড়া দেখতে পেলেন। পিঁপড়াগুলি বড় বড় সাদা বাণ্ডিল টেনে নিয়ে আসছিল; সেগুলি বোধ হয় ক্রিসালিস। ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করে পিঁপড়াগুলি বাইরের দেওয়াল বেয়ে নামতে লাগল, কিন্তু, প্রধান প্রবেশপথগুলি থেকে গন্ধকের ধোঁয়া উঠে তার ক্রিয়া করছিল বলে, মাটিতে পৌঁছবার আগেই পড়ে যেতে লাগল। কয়েকটা পিঁপড়া মাটিতে নামতে পেরেছিল। তারা ভিতরে শ্বাসরুদ্ধ সঙ্গীদের বাঁচাবার উদ্দেশ্যে যে কাঠের গুঁড়ি দিয়ে প্রবেশপথ আটকানো হয়েছে তার একটি পথ থেকে গুঁড়িগুলি টেনে সরাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল। অপ্রত্যাশিত এই উদ্ধারকারীরা কয়েকটা গুলিতেই শেষ হয়ে গেল। তারপর আর কোনো পিঁপড়া দেখা গেল না—বাদবাকি পিঁপড়াগুলি ঘুমন্ত অবস্থায়ই আটক পড়ে গেছে।

সব গন্ধক পুড়ে গেলে, পিঁপড়ার ঢিবির প্রত্যেকটি ফাঁক দিয়ে নীল ধোঁয়ার রেখা বেরুতে লাগল। তার থেকে প্রমাণিত হল যে, গোটা ঢিবি গ্যাসে ভর্তি হয়ে গেছে। পাপচ্‌কিন তখন একটি যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন তুললেন। কথাটা আগে কারও মাথায় আসেনি।

"আমরা ভিতরে যাব কেমন করে? গ্যাস আমাদের পক্ষেও সমানই বিষাক্ত!"

কাশ্‌তানভ বললেন, "হাওয়ার টান বাড়াবার জন্য প্রধান প্রবেশ-পথগুলি থেকে কাঠের গুঁড়িগুলি টেনে সরিয়ে দিয়ে, দিন দুই অপেক্ষা করতে হবে; তাহলেই গ্যাস পরিষ্কার হয়ে যাবে।"

মাকৃশেইয়েভ বললেন, "বিনা কাজে এতটা সময় বসে থাকলে যে হাঁফিয়ে উঠতে হবে। গ্যাসটাকে উড়িয়ে দেবার একটা ব্যবস্থা কিছু করা যায় না?"

"কি দিয়ে? আগুন ত দেওয়া যাবে না। আগুন লাগালে সবটাই পুড়ে যাবে। অথচ, আমাদের হাতেও আর কিছু নেই।"

মাকৃশেইয়েভ বললেন, "একটা ইগোয়ানোডন কিংবা বড় একটা উৎসর্প কূর্ম গুলি করলে, তার চামড়া দিয়ে আমি হাপর তৈরি করে দিতে পারি।"

"মতলবটা বেশ ভালোই! কিন্তু, ভিতরে হাওয়া ঢুকিয়ে দেবার জন্য নল তৈরি হবে কি দিয়ে?"

গ্রমেকো বললেন, "ঘোড়ালেজা দিয়ে বোধ হয় কাজ চলতে পারে? ঘোড়ালেজার ডাঁটা ফাঁপা। গাঁটগুলোতে যে পর্দা আছে সেইগুলি ছেঁদা করে দিতে পারলেই চমৎকার লম্বা লম্বা নল হয়ে যাবে। তারপর নলগুলি জুড়ে নেওয়া যায়।"

পাপচ্‌কিন বলে উঠলেন, "প্রয়োজনের তাগিদে পথ বেরোয়। ঠিক রবিনসন ক্রুসোর মতো! এই ফ্যাসাদ থেকে বেরুবার একটা কিছু পথ নিশ্চয়ই বার করা যাবে!"

কাশ্‌তানভ বললেন, "আসলে, অবস্থা ক্রুসোর চাইতে অনেক ভালো। সবাই মিলে মাথা খাটিয়েও যে-কোনো মুশকিল আসান করতে না পারলে ত আমাদের পক্ষে মহা লজ্জার কথাই হত।"

মাকৃশেইয়েভ বললেন, "আচ্ছা, তাহলে কাজে হাত দেওয়া যাক! সর্দারকে নিয়ে দু'জন যাবেন গিরগিটির সন্ধানে, আর দু'জন এখানে বসে নল তৈরি করবেন। মালমসলা ঢের আছে; পিঁপড়ার ঢিবির প্রায় সবটাই ঘোড়ালেজার ডাঁটা দিয়ে তৈরি।"

পাপচ্‌কিন আর গ্রমেকো বিশ্রামের জায়গায় ফিরে গিয়ে, সর্দারকে খুলে নিজেদের জিনিসপত্র পিঁপড়ার ঢিবির কাছাকাছি নিয়ে এলেন।

তারপর দু'জনে জঙ্গলের কিনার বরাবর একেবারে পুব দিকে চলে গেলেন।

মাকৃশেইয়েভ আর কাশ্‌তানভ পিঁপড়ার ঢিবির বিশ ফুটের মধ্যে পৌঁছে আর এগোতে পারলেন না—গন্ধকের গ্যাসের কড়া গন্ধে কাশতে শুরু করলেন।

"আরও একটু অপেক্ষা করতে হবে।"

মাকৃশেইয়েভ বললেন, "নলগুলি জোড়া দেবার কিছু মসলা ইতিমধ্যে সংগ্রহ করা যেতে পারে। খরস্রোত বয়ে যাবার পর নদীর খাতে আঠাল সাদা একটা জিনিস প্রচুর পড়ে ছিল, সেটা জমাট বেঁধে যাবার আগে কিছুটা নিয়ে আসা যাক।"

খালি থলি নিয়ে নদীর খাতে গিয়ে কয়েক ক্ষেপে প্রকাণ্ড এক গাদা নরম কাদা জড়ো করে ফেললেন; কাদা একেবারে আঠার মতোই আঁকড়ে ধরে। প্লুটোর রোদে শুকিয়ে না যায়, তাই কাদার তালকে থলি এবং যা কিছু বাড়তি কাপড়চোপড় ছিল, তাই দিয়ে ঢেকে রাখা হল।

তারপর, ছুরি, কীলক, আর হাতুড়ির বদলে একখানা বড় পাথর দিয়ে ঘোড়ালেজার ডাঁটাগুলি লম্বালম্বি চিরে, গাঁটের পর্দা কেটে পরিষ্কার করে, দু'টো টুকরো আবার আঠা দিয়ে জোড়া দিতে লাগলেন দু'জনে। নতুন নলগুলিকে মাঝে মাঝে সরু নরম ডাল দিয়ে বেঁধে দেওয়া হল।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই—ওঁরা প্রায় কুড়ি ফুট লম্বা লম্বা ডজনখানেক নল তৈরি করে ফেললেন। ডাঁটাগুলি মাথার দিকে অনেকটা সরু, তাই একটা ডাঁটার সরু দিকটায় অনেকটা আঠা লাগিয়ে অন্য একটার মোটা দিকে ঢুকিয়ে জোড়া লাগান গেল বেশ সহজেই।

অন্য দু'জন একটু পরেই একটা ইগোয়ানোডনের চামড়া নিয়ে ফিরে এলেন।

ঘোড়ালেজার সরু সরু ডাঁটা দিয়ে মাকৃশেইয়েভ হাপরের কাঠামো তৈরি করে ফেললেন। একটা প্রধান প্রবেশপথে হাপরটাকে বসান হল। তারপর সেই সুড়ঙ্গ দিয়ে নলের সরু দিকটা ভিতরের দিকে খানিকটা ঠেলে দেওয়া হল। একটু একটু করে ঠেলে ঠেলে, নলের মোটা দিকটায় নতুন নতুন নল জুড়তে জুড়তে, খানিক বাদেই বারোটা নলই সেই অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। প্রবেশপথ তখনও ধোঁয়ায় ভরা, তাই ফুসফুসে নির্মল বাতাস ভরে নেবার জন্য ওঁরা বার বার কয়েক মিনিটের জন্য ছুটে এক পাশে চলে যাচ্ছিলেন। শেষপর্যন্ত শেষ নলটির মোটা দিকটা হাপরে লাগিয়ে, সেটাকে ওঁরা বেশ মজবুত করে এঁটে নিলেন। এইভাবে চাপ দিয়ে হাওয়া বার করবার ব্যবস্থা হল।

খাবার পর ওঁরা পালা করে হাপর চালাতে লাগলেন। তিনজন ঘুমুলেন অথবা বিশ্রাম করলেন এবং একজন সব সময়ই পিঁপড়ার ঢিবির ভিতরে সমানে বাইরের নির্মল বাতাস ঢুকিয়ে দিতে থাকলেন। একটু পরেই ঢিবির প্রত্যেকটা ফাঁক আর ফাটল দিয়ে গ্যাস বেরিয়ে আসতে লাগল।

সকালের দিকে ওঁরা ঢিবিতে ঢুকবার জন্য প্রস্তুত। একটা শুকনো পাইন গাছের রসাল কাণ্ড থেকে গ্রমেকো মশাল বানিয়ে ছিলেন, সেগুলি সবাই জ্বালিয়ে নিলেন। যে সুড়ঙ্গ পথে ওঁরা নল চালিয়ে দিয়েছিলেন, সেটা ঢিবির মধ্যে দিয়ে এগিয়ে ক্রমে নিচে নেমে গেছে। চওড়া সেটা প্রায় ছ'ফুট কিন্তু উঁচুতে পাঁচ ফুটের কম, সুতরাং হাঁটতে হচ্ছিল নিচু হয়ে। প্রবেশপথের সামনেই ওঁরা প্রথম মরা পিঁপড়া দেখতে পেলেন; আর যত ভিতরে ঢুকতে লাগলেন, ততই মরা পিঁপড়ার সংখ্যা বাড়তে লাগল। এইভাবে নলটার মাথায় পৌঁছে মরা পিপড়ার গাদা ঠেলে ঠেলে সরিয়ে তবে ওঁরা এগুতে পারছিলেন।

একটা বড় কেন্দ্রীয় কামরায় গিয়ে সুড়ঙ্গটা শেষ হয়েছে। অন্য তিনটে প্রধান প্রবেশপথও সেইখানে গিয়ে পড়েছে। কামরাটা প্রায় বারো ফুট মাটির তলায়। সার্কাসের তাঁবুতে যে ভাবে বাতা দেওয়া থাকে সেইভাবে, কেন্দ্র থেকে চারিদিকে ছড়িয়ে একটা জটিল ছাঁদে ঘোড়ালেজার ডাঁটা দিয়ে সেই কামরার চাল তৈরি। চারটি প্রধান প্রবেশপথের মাঝের জায়গা দিয়ে আরও চারটি পথ কামরা থেকে বেরিয়েছে। কিন্তু সেগুলি কেন্দ্র থেকে বাইরে নিচের দিকে চলে গেছে সাগরের ঠাসা বালি আর তার মধ্যে স্তরের পর স্তর কাঁকরের মধ্যে দিয়ে একেবারে সম্পূর্ণ মাটির তলায়। কামরাটা মরা পিঁপড়া আর তারা যেসব শূক আর ক্রিসালিস বাঁচাবার চেষ্টা করছিল সেইগুলিতে ভর্তি। সেই সব গাদার উপর দিয়ে ওঁদের চলতে হচ্ছিল।

সকলে সেই নিচের একটা পথ বেছে নিয়ে চললেন। সেটাও উপরের পথগুলির মতোই নিচু, সেখানে নড়াচড়ার জন্য, মরা পিঁপড়াগুলিকে দু'ধারে দেওয়াল বরাবর সারি দিয়ে রেখে মাঝখান দিয়ে পথ তৈরি করতে হচ্ছিল। পথটা নিচের দিকেই চলতে লাগল এবং কেন্দ্রীয় কামরা থেকে প্রায় সত্তর ফুট গভীরে আড়াআড়ি একটা সুড়ঙ্গে গিয়ে পড়ল। সুড়ঙ্গটা প্রায় ছ'ফুট উঁচু, সেখানে অন্ততঃ সোজা হয়ে দাঁড়ান গেল। নিচের তলার গোটা পরিধি জুড়ে এই সুড়ঙ্গ-পথটাই ঢিবির মধ্যেকার প্রধান যাতায়াতের পথ। এই পথের ডাইনে এবং বাঁয়ে নানা আকারের কামরা, সেগুলি বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়। একটা কামরায় সারি সারি সাদা ক্রিসালিস দেখতে পাওয়া গেল; আর একটায় দেখা গেল মরা

শূক, মোটা মোটা সাদা কীটগুলি ইতস্ততঃ ছড়িয়ে রয়েছে গাদাগাদা, পিঁপড়ার ডিম দেখতে পাওয়া গেল তৃতীয় কামরায়, সেগুলিকে হলদেটে রুটির বড় বড় টুকরার মতো দেখাচ্ছিল। ঐ কামরাগুলি গোল সুড়ঙ্গ-পথের ভিতরের দিকটায়; বাইরের দিককার কামরাগুলি খাদ্যের গুদামঘর। সেখানে রয়েছে বোঝা বোঝা চিনি-ডাঁটা, কচি ঝোপঝাড় আর ঘাস, গোটা গোটা কিংবা টুকরা টুকরা অবস্থায় নানা রকমের কীট-পতঙ্গ—ঝিল্লী-ফড়িং, কাচপোকা, কেঁচো, শূককীট। দুর্গন্ধ এত তীব্র যে, গন্ধকের গ্যাসের বাদবাকি ধোঁয়াও তা নষ্ট করতে পারেনি।

গোল সুড়ঙ্গ-পথের দু'ধার খুঁজতে খুঁজতে ওঁরা শেষপর্যন্ত নিজেদের জিনিসপত্র দেখতে পেলেন। বাইরের দিকের একটা কামরায় সব কিছু সারি করে রাখা হয়েছে। তাঁবু, ভেলা, যন্ত্রপাতি, রসদের বাক্সগুলি, কাপড়চোপড়-ভরা ক্যাম্বিসের ব্যাগ, কুড়ুল, বন্দুক, থালাবাসন, এমন কি ক্যানিয়ন থেকে প্রথম ক্ষেপে লোহা আর সোনার যে-নমুনাগুলি অন্যান্য সংগ্রহের মধ্যে বেঁধে-ছেঁদে রাখা হয়নি সেগুলিও—সবই সেখানে রয়েছে।

জিনিসগুলিকে প্রথমে উপরের কেন্দ্রীয় কামরায় তুলে, তারপর পিঁপড়ার ঢিবি থেকে বাইরে নিতে হল। পচা কীটের দুর্গন্ধ আর গন্ধকের গ্যাসের মধ্যে মাটির তলায় এক ঘণ্টা কাটাবার পর খোলা হাওয়াটা খুবই আরামদায়ক।

একটু বিশ্রাম করে নিয়ে ওঁরা জিনিসপত্র দেখতে দেখতে তামাকের কৌটাগুলি পেয়ে মহা খুশি। এক সপ্তাহের মধ্যে তামাক জোটেনি। পিঁপড়ার ঢিবির নির্মাণকৌশল আরও ভালো করে দেখবার জন্য ওঁরা উপর তলাগুলিতে যাবেন বলে ঠিক করলেন।

বৃষ্টি থেকে, আর কোনো শত্রুর আক্রমণ থেকে মাটির তলার আশ্রয়টা রক্ষা করাই মাটির উপরকার গড়নের প্রধান কাজ। সেখানেও পথগুলি কেন্দ্র থেকে চারিদিকে ছড়িয়ে-দেওয়ার ছাঁদে গড়া; সেগুলি সরু আর নিচু। প্রত্যেকটি তলায় পথগুলি একটা ছোট্ট কেন্দ্রীয় কামরায় গিয়ে মিশেছে এবং এক তলা থেকে অন্য তলায় যাবার জন্য ছোট ছোট খাড়া পথ রয়েছে।

পশ্চিমে: পাড়ি

'কালো মরুভূমি'তে আর পিঁপড়ার ঢিবির চারিপাশে উষর এলাকায় এবং নদীর খাতে গর্ত খুঁড়ে বহু কষ্টে যে জল সংগ্রহ করতে হত, তা ছিল

নোংরা। ঐ এলাকার মধ্যে দিয়ে দীর্ঘ যাত্রার পর সমুদ্রের ধারে আবার এসে সকলে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। সেই 'গিরগিটি সাগরে' অনেকক্ষণ ধরে ওঁরা সাঁতার কাটলেন। তারপর মাটির তলা থেকে নৌকা দু'খানা টেনে তুলে আবার চললেন ভেসে।

আগ্নেয়গিরির উপরে উঠে কাশ্‌তানভ চারিদিকের এলাকা সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করতে পেরেছিলেন। তাঁদের দক্ষিণে যাওয়ার সম্ভবতা সম্পর্কে কোনো আশা ছিল না। কাশ্‌তানভের মনে হল যে, 'গিরগিটি সাগরের' দক্ষিণে, ভিতরের দিকে বহু হাজার মাইল ধরে রয়েছে শুষ্ক জলহীন মরুভূমি। সে মরুভূমিতে পাড়ি দিয়ে অনুসন্ধান চালাবার মতো উপায়াদি এই অভিযাত্রীদলের নেই।

ওদিকে, সাগরের পশ্চিম দিক বরাবর এলাকাটা যতদূর সম্ভব দেখে যাওয়া অভিযাত্রীদলের কর্তব্য।

কূলের কাছাকাছি থেকে ওঁরা পঁচিশ মাইল বেয়ে চললেন। পাড়টা হল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বালিয়াড়ির নিরবচ্ছিন্ন সারি। শেষপর্যন্ত বালিয়াড়িগুলি মিলিয়ে গেল, সাগর অত্যন্ত অগভীর হয়ে এল; সেখানে বহু বড় বড় লালচে কচ্ছ থাকায় পাড় থেকে দূরে দূরে থাকতে হচ্ছিল। কূলের কাছে লম্বগ্রীব কূর্ম কিংবা ইচথিওসর নেই, সেগুলি গভীর জলের অধিবাসী; কিন্তু বড় বড় মাছ আর গিরগিটির কবল থেকে বাঁচবার জন্য ঝাঁকে ঝাঁকে ছোট ছোট মাছ কচ্ছগুলির মাঝে মাঝে এসে আশ্রয় নিয়েছে। জায়গায় জায়গায় সমুদ্রগর্ভ নানা রকমের অজানা সামুদ্রিক আগাছায় একেবারে ছেয়ে আছে। সেই সব সামুদ্রিক আগাছার মধ্যে রয়েছে বহু সংখ্যক তারা মাছ, সাগরান্ত,* আর অদ্ভুত অদ্ভুত কম্বোজ।

পাপচ্‌কিন আর গ্রমেকো তাড়াতাড়ি সেগুলি যোগাড় করে নিজেদের সংগ্রহে যুক্ত করলেন।

সাগরের পাড় বরাবর ঘোড়ালেজা, পর্ণাঙ্গ আর নানা রকম তালগাছের সংকীর্ণ এক ফালি জঙ্গল। খাবার জন্য একবার থেমে ওঁরা আবার বেয়ে চললেন। কচ্ছের সংখ্যা সমানেই বেড়ে চলেছিল। নলখাগড়া আর খাটো খাটো ঘোড়ালেজায় ভরা নিচু নিচু দ্বীপ নৌকার পাশে পাশে দেখা দিতে লাগল। গাছের মাথার উপর দিয়ে বালিয়াড়িগুলির লালচে চূড়াগুলি তখন দেখা যাচ্ছিল কোনোমতে। দ্বীপের সংখ্যা বেড়েই চলল; সাগর এখানে বহু শাখাবিশিষ্ট একটি প্রকাণ্ড শান্ত নদীতে পরিণত হয়েছে। জল একরকম লোনা নয় বললেই হয়।

কাশ্‌তানভ বললেন, "একটা বিশাল নদী বোধ হয় পশ্চিম দিক থেকে এসে সাগরে পড়েছে, এটা নিশ্চয়ই তার বদ্বীপ।"

* সাগরান্ত—Sea-urchin, গোলাকার কাঁটাওয়ালা খোলকযুক্ত জীব।—তর্জমাকার।

"আহা, এখানে সমুদ্রতটও নেই, ঢেউ-ভাঙাও নেই ;"—মাক্‌শেইয়েভ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "বালির উপরে কেমন সহজে তাঁবু খাটান যেত!"

পাপচ্‌কিন্ গজগজ করে বললেন, "রাত কাটাতে হবে ঐ জঙ্গলে। আর ঝাঁকে ঝাঁকে মশা-মাছি এসে জ্যান্ত খেয়ে ফেলবে!"

এরই মধ্যে চারিদিকে কীটপতঙ্গ দেখা দিয়েছে, বাতাসে উড়ছে বহুবর্ণ ঝিল্লী-ফড়িং, ঝোপঝাড় থেকে ভেসে আসছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মশার গুনগুনানি, আর বিশালাকৃতি লাল, কালো এবং ব্রঞ্জ রংয়ের কাচপোকা অনবরত ডাঁটা বেয়ে বেয়ে উঠছে, আর এক একবার জলে পড়ে সেখানে ঝাপটাতে ঝাপটাতে ঝুলে-পড়া পাতা আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করছে।

একদিকে ঘন জঙ্গলে ভরা দক্ষিণের নীচু পাড়, আর অন্যদিকে বহু দ্বীপের এক গোলকধাঁধাঁ ; কোনোটাতেই তাঁবু খাটাবার মতো পরিষ্কার জায়গা নেই। তারই মাঝখান দিয়ে ওঁরা আরও কয়েক ঘণ্টা বেয়ে চললেন।

নৌকা ডাঙ্গায় বেঁধে, নৌকাতেই বিশ্রাম করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। জ্বালানি শেষ হয়ে গেছে, তাই শুকনো খাবার খেতে হল। মশার সঙ্গে সামনে যে দীর্ঘ লড়াই আসছে, তাই ভেবে ওঁরা মুষড়ে পড়েছিলেন।

সবুজ ঘোড়ালেজা আর পর্ণাঙ্গের অঙ্কুরন্ত সারির মধ্যে কোথাও একটা শুকনো গাছ পাওয়া যায় কিনা তারই সন্ধানে ওঁরা একটা বড় দ্বীপের কাছ দিয়ে বেয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় একটা সামান্য ঘটনা সবাইকে খানিকটা চাঙ্গা করে তুলল।

নৌকা দু'খানা একটা মোড় নিতেই এক ফালি পাড় নজরে পড়ল, এবং গ্রমেকো বলে উঠলেন, "হুর-রা! ঐ কাঠের গুঁড়িটা দেখুন! একেবারে যেন আমাদেরই জন্য কেউ রেখে গেছে!"

সকলে দেখলেন, ঝোপঝাড়ের ভিতর থেকে একটা মোটা ধূসর-সবুজ গাছ বেরিয়ে আছে। সেটাকে মনে হল যেন ঝড়ের সময় উপড়ে-পড়া একটা ঘোড়ালেজার কাণ্ড। তাড়াতাড়ি নৌকা বেয়ে ওঁরা ঝোপের কিনারে গিয়ে পৌঁছলেন।

নৌকার আঁকশি দিয়ে কাঠটা ধরবার জন্য মাক্‌শেইয়েভ গলুইয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালেন। একটা লম্বা দড়ির মাথায় ওজন বেঁধে কাঠখানাকে নৌকার দিকে টেনে আনবার জন্য গ্রমেকো সেটা ছুঁড়তে উদ্যত হলেন। জোরে ছুঁড়ে দিতেই ভারবাঁধা দড়িটা কয়েকটা পাক খেয়ে কাঠের গায়ে জড়িয়ে গেল। তখন কিন্তু কাঠটা স্বচ্ছন্দভাবে মাথা তুলে দড়ি সমেত ঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল, হতভম্ব হয়ে গ্রমেকো দড়িটা ছেড়ে

দিয়েছিলেন। বিশালকায় জন্তু মাড়ালে যেমন হয়, তেমনিভাবে পর্ণাঙ্গ আর ঘোড়ালেজাগুলি পটপট আওয়াজ করে ফুলে উঠল।

মাকৃশেইয়েভ 'কাঠে'র প্রান্তে একটা ছোট্ট মাথা দেখতে পেয়েছিলেন; তিনি হাসতে হাসতে কোনোমতে বললেন, "চমৎকার কাঠের গুঁড়ি। অ্যাঁ? মিখাইল একটা গিরগিটিকে ফাঁসে আটকাতে যাচ্ছিলেন! ছেড়ে দিলেন কেন? টেনে নৌকায় আনতে পারলেন না!"

হাসতে হাসতে পাপচ্‌কিন আর কাশ্‌তানভের চোখে জল এসে গিয়েছিল; তাঁরা সেই জল মুছে নিতে নিতে বললেন, "গিরগিটির ঘাড়টাকে কাঠ ভাববার সময় উনি নিশ্চয়ই চোখ বুজে ছিলেন! হা-হা-হা!"

উদ্ভিদবিদ মহা বিব্রত হয়ে, যা করেছেন তার একটা যুক্তি দেখাবার জন্য বললেন, "দেহটা গাছের আড়ালে রেখে ওটা একেবারে সম্পূর্ণ নিথর হয়ে ছিল।"

সবাই আর একবার 'হা-হা-হা' করে হেসে উঠলেন।

গ্রমেকো রেগে বললেন, "এতে হাসবার কি আছে! কেন, মনে নেই যে, একবার আমাদেরই একজন, কতকগুলি ম্যামথকে বেজাণ্ট পাহাড় বলে ধরে নিয়েছিলেন, আর একজন গণ্ডশিলা ভেবে প্লিপ্টোডণ্টের উপর চড়ে হাতুড়ি মারতে শুরু করেছিলেন!"

এ কথায় সবার হাসাহাসি শুধু বেড়েই গেল, আর শেষপর্যন্ত উনিও হাসতে লাগলেন।

পাতালপুরীতে ভ্রমণের সময় কে কত মজার গল্প মনে করতে পারেন, তাই নিয়ে মেতে ওঠায় ক্লান্তি, মশা, জ্বালানির অভাব, সব কিছুই ভুলে গেলেন ওঁরা।

হাসিটা একটু কমলে, মাকৃশেইয়েভ বললেন, "সামনে কোথা থেকে যেন ঢেউ ভাঙার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। নিশ্চয়ই সামনে উন্মুক্ত সাগর।"

যাঁরা নৌকা বাইছিলেন, তাঁরা দাঁড় তুলে কান পেতে শুনলেন, হ্যাঁ, পশ্চিম দিক থেকে ক্ষীণ আওয়াজ আসছে বটে।

"তাহলে টেনে চলুন! যেখানে ঢেউ আছে, সেখানেই জলে-ভাসা কাঠ, আর তাঁবু খাটাবার ভালো জায়গাও আছে।"

গ্রমেকো বললেন, "এখানে জল মিঠা, সুতরাং টিনগুলি এই বেলা ভরে নেওয়া যাক। নইলে আবার সেই নদী খোঁজাখুঁজির ঠেলায় পড়তে হবে।"

যতগুলি পাত্র ছিল সব জলে ভরে ওঁরা আবার তাড়াতাড়ি বাইতে শুরু করলেন। আধ ঘণ্টা ভিতর ওঁরা সেই দ্বীপের গোলকধাঁধাঁ থেকে বেরিয়ে পড়লেন। নদীর দুই পাড় দূরে সরে যাওয়াতে পশ্চিমে দিগন্ত অবধি

প্রসারিত উন্মুক্ত সাগর দেখা দিল সামনে। দক্ষিণ দিকের কূল বেশ চওড়া বালুতট; সেখানেই রাত্রে তাঁবু খাটান হল।

লম্বা সংকীর্ণ একটা প্রণালী দিয়ে এই সাগর দু'টি যুক্ত। প্রণালীতে বহু দ্বীপ আর কচ্ছ; আসলে এটা গিরগিটি সাগরেরই অংশ।

উত্তর পারে সবুজ গাছের জটলা, আর দক্ষিণ পারে এক ফালি জঙ্গলের পিছনে কালো কালো ক্লিফ্ দেখা যাচ্ছিল। ঝিল্লী-ফড়িংয়ে বাতাস সরগরম; তীক্ষ্ণ কর্কশ আওয়াজ করতে করতে উড়ুক্কু গিরগিটি মাথার উপর চক্কর দিচ্ছে; জলের মধ্যে দিয়ে মাঝে মাঝে লম্বগ্রীব কূর্ম মাথা আর ঘাড় তুলছে।

দুই সাগরের সাদৃশ্য নিয়ে কথাবার্তার সময় পাপচ্কিন বললেন, "দ্বীপগুলির মধ্যে পথ হারিয়ে আমরা আবার গিরগিটি সাগরেই এসে পড়লাম না কি?"

কাশ্তানভ বললেন, "অনেকটা এক রকমই মনে হচ্ছে বটে। কিন্তু সেখানে দক্ষিণ পারে বালিয়াড়িগুলির কথা ভুলে যাচ্ছেন? প্লুটো ত দিনে চব্বিশ ঘণ্টাই সোজা মাথার উপর জ্বলছে, তা দিয়ে ত দিক ঠিক করা যায় না, ধরুন আমরা যেন দিক্‌ভুল করে পশ্চিমে না গিয়ে পুবে চলছিলাম—তাহলে অনেক আগেই সেই বালিয়াড়িগুলি নজরে পড়ত।"

গ্রমেকো হতাশ হয়ে বললেন, "দক্ষিণ দিক থেকে কোনো নদী এসে পড়ছে না, তার মানে, সেদিকে আর এগোন যাবে না।"

"ঘাবড়াবেন না! যত খারাপ মনে হচ্ছে, ততটা নয়!"

হতাশ না হবার জন্য সবাইকে রীতিমত চেষ্টা করতে হচ্ছিল। পরদিন সকালে কয়েক ঘণ্টা বেয়ে গিয়েও, দক্ষিণ পারে একটুও পরিবর্তন দেখা গেল না। জলের কিনার বরাবর সেই একই গাছের দেওয়াল, আর তার ওধারে মাইলের পর মাইল সেই একই ক্লিফ্। ওঁরা সবাই বিরক্ত এবং চঞ্চল হয়ে উঠছিলেন। লম্বগ্রীব কূর্ম, উড়ুক্কু গিরগিটি আর ঝিল্লী-ফড়িং কোনো আগ্রহের ব্যাপার রইল না। সেগুলি এখন সংখ্যায় এত বেশি যে, সেগুলিকে মনে হচ্ছিল পৃথিবীতে যে-কোনো নদীর ধারে হাঁস, কাক আর কাচপোকার মতো। শুধু কয়েকবার মৎস্যমকর জলের মধ্যে দিয়ে হঠাৎ নৌকার কাছাকাছি দেখা দিয়ে একঘেয়েমিতে একটু বৈচিত্র্য সৃষ্টি করছিল, আর, সেই সাংঘাতিক জানোয়ারের ঘোর-সবুজ চওড়া পিঠ কিংবা কুৎসিত মাথা দেখে ওঁরা রাইফেল বাগিয়ে ধরছিলেন।

অতিকায় জন্তু-জানোয়ার

দিনের অর্ধেকটা কেটে গেল। কোথায় জলে-ভেসে-আসা কাঠ পাওয়া যায়, কোথায় খাবার জন্য থামা যায়, তারই জন্য ক্লান্ত দাঁড়ীরা কূলের দিকে নজর রাখছিলেন। সকালে প্রচুর মাছ ধরা হয়েছে—সেগুলি এবার ভেজে ফেলা দরকার।

অবশেষে মাক্‌শেইয়েভ বললেন, "দেখুন, দেখুন, ঐ জায়গায় একেবারে গাদা গাদা কাঠ রয়েছে।"

নৌকা চলল কূলের দিকে। ভাজা মাছের স্বাদ যেন তখনই লাগছে সবার জিবে।

কাঠগুলি থেকে কয়েকশ ফুট দূরে পৌঁছলে, কাশ্‌তানভ সেগুলির দিকে বেশ ভালো করে তাকিয়ে বললেন, "ওগুলি কাঠের গাদা নয়, একটা কিছু প্রকাণ্ড জীব—মরে পড়ে কিংবা ঘুমিয়ে রয়েছে।"

গাদাটা নড়েচড়ে উঠছে দেখে মাকৃশেইয়েভ চেঁচিয়ে উঠলেন, "কূল থেকে সরে যাই, চলুন!"

প্রায় দু'শ ফুট দূরে নৌকা থামিয়ে ওঁরা আতঙ্কিত-মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগলেন। চারটে অতিকায় জন্তু বালিতে পাশাপাশি শুয়ে রয়েছে, লম্বায় যেন চারটে উঁচু পাহাড়। জন্তুগুলির শিরদাঁড়া বরাবর একটা সরু দাঁড়া; সে-দাঁড়ায় স্টেগোসরের মতো কোনো কাঁটা কিংবা পাত নেই;—অত্যন্ত মসৃণ, আর স্পষ্টতঃই খালি। গায়ের পার্শ্বদেশ বালি রঙের হলদে, তাতে লম্বালম্বি সরু সরু ডোরা; ঐ ডোরার জন্যই জন্তুগুলিকে দূর থেকে পাঁজা-করা কাঠের মতো মনে হচ্ছিল।

ওগুলি যে চারটে কাঠের গাদা নয়, পঞ্চাশ ফুট লম্বা লম্বা অতিকায় জন্তু, তা এত কাছে থেকেও বিশ্বাস করা কঠিন। প্রত্যেকটি নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে গাদাগুলি উঠছে নামছে, কখনও কখনও কেঁপে কেঁপে উঠছে আর জলের মধ্যে তাদের লেজ নড়ে নড়ে ছোট ছোট ঢেউ তুলছে।

পাপচ্‌কিন বললেন, "ওদের এখন দাঁড় করান যায় কেমন করে? বেশ ভালো করে দেখে নিয়ে, কিছু ছবিও তোলা দরকার।"

মাকৃশেইয়েভ বললেন, "কাঠের গাদার মধ্যে কয়েকটা গুলি সহজেই চালিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু আশঙ্কা যে, এবার বোধ হয় ঠকতে হবে। ওগুলি ক্ষেপে গেলে, আমাদের সমেত নৌকা-টৌকা সব এক গ্রাসে গিলে ফেলবে।"

গ্রমেকো বললেন, "কে জানে ওগুলি মাংসাশী, না, তৃণভোজী। প্রকাণ্ড গিরগিটি, সেটা স্পষ্ট।"

কাশ্‌তানভ বললেন, "মাংসাশী বলে মনে হয় না। মাংসাশী গিরগিটি

কোনো কালে এত বড় ছিল না। এত বড় হলে তাজা মাংস বেশি খাবার দরকার হতো; কিন্তু প্রকৃতি দেবী এ ব্যাপারে সব সময়েই খুবই হিসাবী। হাতি, গণ্ডার, হিপোপটেমাস, তিমি—আজকালকার কোনো অতিকায় জীবই মাংসাশী নয়।"

গ্রমেকো রাইফেলের দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, "একটাকে গুলি করা যাক! কী পরিমাণ মাংস হবে, ভাবুন ত একবার! একটা গোটা রেজিমেণ্টের পক্ষে যথেষ্ট।"

কাশ্‌তানভ হুঁশিয়ারি জানিয়ে বললেন, "একটু সবুর করুন, মাংসাশী না হলেও, রেগে তেড়ে এলে আমাদের নৌকা ডুবিয়ে দিতে পারে।"

"বেশ, তাহলে ওগুলিকে জাগাবার জন্য এমনি হাওয়ায় একটি গুলি করা যাক, কিংবা কিছু ছররা চালিয়ে দেখা যাক,"—গ্রমেকো জিদ করতে লাগলেন, "ছররায় ওদের শুধু একটু সুড়সুড়ি লাগবে।"

"বেশ, কিন্তু আগে ওদের উল্টা দিকে, ডাঙ্গা থেকে অন্ততঃ একশ ফুট দূরে চলে যাওয়া যাক। স্থলচর হলে, অত দূর তেড়ে আসবে না।"

নৌকা দু'খানা জন্তুগুলির সামনাসামনি গেলে, গ্রমেকো তাদের উপর দু'দফা ছররা চালিয়ে দিলেন। সেই গুলির ফলে কিংবা আওয়াজে জন্তুগুলি উঠল লাফিয়ে।

লম্বা ঘাড় অদ্ভুতভাবে দোলাতে দোলাতে জন্তুগুলি এপাশে-ওপাশে টলতে টলতে পাড় বরাবর ছুটতে লাগল। প্রকাণ্ড দেহের তুলনায় পাগুলি খাটো খাটো আর দুর্বল মনে হল। ছোট্ট ছোট্ট মাথা উপরে-নিচে এমনভাবে দুলছিল যে, দেখলে হাসি পায়।

কাশ্‌তানভ বললেন, "এগুলি নিশ্চয়ই ব্রণ্টোসর।* ব্রণ্টোসর ছিল উচ্চতর যুরা যুগের সবচেয়ে বড় তৃণভোজী গিরগিটি, সেগুলি ছিল অত্যন্ত আনাড়ী, আত্মরক্ষা করার কোনো উপায়ই তাদের ছিল না, তাই তাড়াতাড়ি বিলুপ্ত হয়ে যায়।"

মাকৃশেইয়েভ বললেন, "এমন বিশাল জন্তর উপর আক্রমণ করে, এত সাহস কার? এগুলি ত লম্বায় প্রায় পঞ্চাশ ফুট, আর প্রায় পনর ফুট উঁচু।"

"শৃঙ্গী কূর্ম, (কেরাটোসর) ঐ অতিকায় জীবের একটাকে অনায়াসেই চিবিয়ে খেয়ে ফেলতে পারে; এদের ডিম আর বাচ্চা তার কাছে ফাউ।"

পাপচ্‌কিন বললেন, "এরা সংখ্যায় বেশি আছে বলে মনে হচ্চে না।

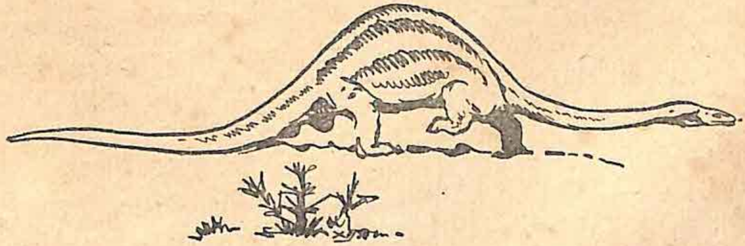
* Brontosaur,—যুরা আর ক্রেটাশিয়াস যুগের ডাইনোসর জাতীয় প্রাগৈতিহাসিক সরীসৃপের একটি প্রকার।—তর্জমাকার।

আর, একেবারে সামনাসামনি পড়ল ত এই প্রথম। ওগুলি যখন এতই ভীতু, কাছে গিয়ে আরও ভালো করে দেখে নিলে হয় না?"

যেদিকে ওঁরা নৌকা বাইছিলেন, অতিকায় গিরগিটগুলিও পাড় বরাবর সেই দিকেই ছুটছিল। প্রায় আধ মাইল গিয়ে থামল এবং নৌকা ছু'খানাও খানিক বাদে আবার ওদের পাশাপাশি গিয়ে উপস্থিত হল। পাপচ্‌কিন ছু'টো ফোটো তুলে, আর একটা নেবার আগে, জন্তুগুলিকে চমকে দৌড় করাবার জন্য গ্রমেকোকে আবার ছররা চালাতে বললেন।

গ্রমেকো একেবারে কাছ থেকে সোজা ওগুলির মধ্যে টোটা চালালেন। এর পর যা ঘটল, তার জন্য কেউই একটুও প্রস্তুত ছিলেন না। প্রথমবারের মত পাড় বরাবর না ছুটে, এবার জন্তুগুলি জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে জড়াজড়ি করে এমন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউ আর জলের ঝাপটা তুলতে লাগল যে, সকলে একেবারে ভিজে গেলেন; গ্রমেকো গলুইয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন; একটা ঢেউ একেবারে সোজা তাঁর উপর ধাক্কা মারল। টাল সামলাতে না পেরে উনি জলে পড়ে গেলেন, তবে বন্দুকটা তখনও ধরে। সোজা ঢেউয়ের ঝাপটা পড়ল পাপচ্‌কিনের উপর; তিনি ক্যামেরাটাকে জ্যাকেটের নিচেয় লুকোবারও অবকাশ পাননি। কাশ্‌তানভ আর মাক্‌শেইয়েভ নৌকা বাইছিলেন। ওঁরা ছু'জনই উপস্থিত বুদ্ধিবলে দাঁড় ধরে রইলেন। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউয়ের মুখে নৌকা ডুবে না যায়, সে জন্য ওঁরা প্রাণপণ চেষ্টা করে নৌকা ছু'খানা সামলে রাখলেন।

অতিকায় জন্তুগুলি সোজা ওঁদের উপরে এসে পড়লে, সেই বিপুল দেহের ভারে নৌকা ভেঙেচুরে ডুবে যেত; মৃত্যু সুনিশ্চিত। কিন্তু গিরগিট-গুলি কোণাকুণি ভাবে ছুটছিল, তারা যেন আক্রমণকারীদের লক্ষ্যই করেনি। সারা দেহ আর ঘাড়ের প্রায় সবটা জলের তলায় ঢুকে গেলে তবে জন্তুগুলি থামল; সেই ফেনায়িত জলের মধ্যে দিয়ে চারটে কুৎসিত মাথা বেরিয়ে এসে মুচড়ে মুচড়ে ঘুরে-ফিরে এই অজ্ঞাত শত্রুদের দেখে বুঝতে চেষ্টা করছিল যে, ব্যাপারটা কি হল।



ঢেউয়ের ধাক্কায় নৌকা দু'খানা দূরে সরে গিয়েছিল। গ্রমেকো ভেসে উঠে সেই দিকে সাঁতরে আসছিলেন। রাইফেল তিনি ছাড়েননি; মাক্‌শেইয়েভ টেনে নৌকায় তুলবেন বলে অপেক্ষা করতে করতে রাইফেলটা গ্রমেকো মাথার উপরে তুলে ধরেছিলেন।

একেবারে ভিজে গিয়ে তাঁর গা দিয়ে জল পড়ছিল। নোটবুক, ঘড়ি, ফার্স্ট-এইড বাক্স, তামাকের থলে, যা ছিল সবই ভিজে গিয়েছে। ডুব দেবার সময় এমন কি পাইপটাও হারিয়েছেন।

একটু শান্ত হয়ে গ্রমেকো বললেন, "ডাঙ্গায় যেতে হবে। যন্ত্রপাতিগুলি এক্ষুণই শুকিয়ে না নিলে মরচে ধরে যাবে, আর আগুন জ্বেলে নোটবইখানা শুকিয়ে না নিলে, যা কিছু টুকে রেখেছি সব মুছে যাবে।"

"ব্রণ্টোসরগুলো রয়েছে যে"—পাপচ্‌কিন ভীত কণ্ঠে বললেন, "আমরা ডাঙ্গায় গিয়ে গুছিয়ে নিয়ে বসব, আর ওরা তখন জল থেকে গুড়ি মেরে বেরিয়ে আরও ভালো করে আলাপ জমাতে আসবে?"

"চমৎকার! কাছ থেকে ফোটো তুলবার ঐ ত সুবর্ণ সুযোগ!"

"মাফ করবেন, ধন্যবাদ! ওরা আমাদের তাঁবুর কাছে এসে দাপাদাপি করতে আরম্ভ করলে জঙ্গলে ছুটে গিয়ে যে কোনো গাছে উঠে বসতে হবে।"

কাশ্‌তানভ বললেন, "ওগুলিকে তেমন চালাক বলে মনে হচ্ছে না। ভবিষ্যতে আমরা একটু সাবধান হয়ে চললে, ওরা তেমন কোনো বিপদের কারণ হবে বলে মনে হয় না। চলুন ডাঙ্গায় উঠে ওগুলির উপর নজর রাখতে রাখতে কিছু খেয়ে নেওয়া যাক।"

ডাঙ্গায় উঠে জঙ্গলের কিনার থেকে কিছু শুকনো জ্বালানি কাঠ জড়ো করে, ওঁরা খাবার তৈরি করতে শুরু করলেন। জন্তুগুলি তখনও গলা অবধি জলে ডুবিয়ে ছিল, বেরিয়ে আসার কোনো ইচ্ছাই ছিল না। ওঁরা সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখলেন।

পাপচ্‌কিন বললেন, "ওগুলি সাঁতরাতে পারে বলে মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে, জলে আশ্রয় নিয়েছে, আমরা যতক্ষণ আছি ততক্ষণ বোধ হয় ওখানেই থাকবে।"

মাছ ভাজা হতে থাকলে, গ্রমেকো বালির উপর কাপড়চোপড় আর নোটবই শুকোতে দিয়ে, যন্ত্রপাতিগুলি পরিষ্কার করতে লাগলেন। গিরগিটিগুলি চুপচাপ রয়েছে—তাদের উপর নজর রেখে ওঁরা খেয়ে বিশ্রাম করে নিলেন।

গ্রমেকো কাপড়চোপড় পরে নিলে, সবাই নৌকায় ফিরে গিয়ে আবার পশ্চিম দিকে বেয়ে চললেন। একটু পরেই ওঁরা দেখতে পেলেন যে, দক্ষিণ পাড়টা বেশ লক্ষণীয় ভাবেই দক্ষিণ দিকে সরে যেতে শুরু করেছে,

কিন্তু সামনে জঙ্গলাকীর্ণ অন্তরীপ থাকায় সে দেখা যাচ্ছিল না; ওঁদের আশা ছিল যে, সমুদ্র দক্ষিণ দিকে বহু দূর পর্যন্ত প্রসারিত, তাহলে নৌকা করেই ভিতরের দিকে এগিয়ে যেতে পারবেন; কিন্তু অন্তরীপটা ঘুরে গিয়ে দেখা গেল যে, তা নয়। সেখানে একটা প্রকাণ্ড উপসাগর—কয়েক মাইল দূরে তার অন্য পার দেখা যাচ্ছিল।

দক্ষিণ দিক থেকে একটা বড় নদী হয়ত সমুদ্রে এসে পড়েছে—সেই আশায় ওঁরা এগিয়ে যাওয়াই ঠিক করলেন। এক ঘণ্টা পরে দক্ষিণ তীরে পৌঁছে দেখা গেল যে, যা ভাবা গিয়েছিল তার চেয়ে ছোট একটা নদী রয়েছে। তখন ঠিক হল যে, দু'জনে একখানা নৌকা নিয়ে গিয়ে নদী আর গাছের দেওয়াল ছাড়িয়ে নদীর তীর বরাবর এলাকায় অনুসন্ধান চালাবেন। নদীর মোহানায় একটা ফাঁকা জায়গায় তাঁবু ফেলে গ্রমেকো আর মাক্‌শেইয়েভ সেখানেই থাকলেন, কারণ, কঠিন অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, সর্দারকে একা পাহারায় রেখে যাওয়া নিরাপদ নয়। বিষাক্ত পিঁপড়ার ঢিবি থেকে এ জায়গাটা অনেক দূর হলেও উপসাগরের ঐ অংশে অন্যান্য পিঁপড়াও থাকতে পারে।

কাশ্‌তানভের আগুন-নৌকা

এক প্রস্থ জামাকাপড়, কয়েক দিনের খাবার, আর কিছু কার্তুজ নিয়ে কাশ্‌তানভ আর পাপচ্‌কিন নদীর উজানে বেয়ে চললেন। নদী অগভীর, কিন্তু সে তুলনায় জোরে স্রোত বইছে, সুতরাং দাঁড় না টেনে ওঁরা লগি ঠেলে চললেন। সংকীর্ণ নদীর দু'ধারে তালগাছ, পর্ণাঙ্গ, আর ঘোড়ালেজা গাছের জঙ্গল। সেগুলি অনেক জায়গায় দু'দিক থেকে এগিয়ে নদীর উপর চাঁদোয়া তৈরি করেছে; সূর্য্য সেখান থেকে দেখা যায় না, দিনের আলো ঢোকে না সেখানে।

চারদিক স্নিগ্ধ আর আবছা। নৌকাখানা নিঃশব্দে এগিয়ে চলল। মাঝে মাঝে শুধু নদীগর্ভে কাঁকরের সঙ্গে লগির কচকচ আওয়াজ, আর গলুইয়ে জল-কাটার ছলছল শব্দ।

যেখানে সবুজ চাঁদোয়া নেই, দু'ধারে তাল আর পর্ণাঙ্গের মধ্যে বাতাস শনশন আওয়াজ তুলেছে, জলের উপর ঝিল্লী-ফড়িং ছুটে চলেছে, আর উঠছে কাচপোকার গুঞ্জন।

কয়েক মাইল উজানে চলবার পর সবুজ পথ হঠাৎ শেষ হয়ে গেল। নদী সেখানে একটা বড় ফাঁকা জায়গার মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে।

সে জায়গায় কয়েক রকমের খাটো খাটো খোঁচা খোঁচা ঘাস এদিকে ওদিকে গজিয়েছে।

পাপচ্‌কিন জিজ্ঞাসা করলেন, "আমরা যে আগ্নেয়গিরি দেখে এলাম, সেইখানেই কি ঐ নদীটার উৎপত্তি, কি বলেন?"

"হয়ত তাই। তাহলে ত আমরা নিতান্তই সময় নষ্ট করছি।" কাশ্‌তানভ বললেন, "আবার দেখুন, এ নদীতে কিন্তু জল প্রচুর। নদীর উপরের দিকটা হয়ত আগ্নেয়গিরি ছাড়িয়ে, 'কালো মরুভূমি'র মধ্যে আরও দূরে উঠে গেছে।"

ফাঁকা জায়গাটার মধ্যে দিয়ে ওঁরা প্রায় দু'মাইল উজানে বেয়ে গেলেন। তারপর হঠাৎ দেখলেন যে, এক জায়গায় নদীটা অনেকটা সরু হয়ে গেছে এবং একটা লম্বা কাঠের গুড়ি তার উপর দিয়ে আড়াআড়ি পড়ে রয়েছে। কাঠের গুঁড়িটা এত নিচু যে তার নিচ দিয়ে নৌকা চালান যায় না।

পাপচ্‌কিন হেসে বললেন, "এ ত দেখছি, কে যেন সাঁকো তৈরি করে রেখেছে। সে যা-ই হোক, নেমে গাছটা ঠেলে সরাতে হচ্ছে।"

ডাঙ্গায় উঠে ওঁরা দেখলেন যে, তিনখানা কাঠ যেন সযত্নে পাশাপাশি সাজান রয়েছে। কাশ্‌তানভ বলে উঠলেন, "আরে, দেখছি সত্যিই সাঁকো!"

পাপচ্‌কিন সায় দিয়ে বললেন, "এটাকে নদীর নিজেরই কাজ বলে মনে করা যায় না। কিন্তু, সাঁকোই যদি হয়, তৈরি করল কে? আপনি কি মনে করেন এখানে মানুষ রয়েছে? তাহলে ব্যাপারটা বেশ মজার হবে।"

"জানেন ত যুরা যুগে উন্নততর স্তরের কোনো প্রাণী ছিল না। এমন কি গিরগিটিই ছিল যাকে বলে 'পাখি'।"

"কিন্তু, গিরগিটি কখনও এমন সাঁকো তৈরি করেনি!"

"পিঁপড়ার কথা ভুলে যাচ্ছেন কেন? পিঁপড়ার ঢিবির মতো অমন জটিল আর সুপরিকল্পিত জিনিস তৈরি করতে পারলে, নদীর উপর সাঁকোও নিশ্চয়ই পারে। ওরা সাঁতার কাটতে পারে না আর জলে ভয় পায়।"

পশ্চিম দিকে দেখিয়ে পাপচ্‌কিন চেঁচিয়ে উঠলেন, "ঠিকই বলেছেন! ঐ দেখুন আর একটা পিঁপড়ার ঢিবি!"

প্রান্তরের উপর মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে একটা প্রকাণ্ড পিঁপড়ার ঢিবি; ওঁরা যেটাকে গন্ধকের বিষে নষ্ট করে এসেছেন, ঠিক তেমনি।

ঘোড়ালেজার শুকনো হালকা কাঠ তিনখানা জলে ঠেলে ফেলে দিয়ে ওঁরা নৌকার দিকে ফিরে গেলেন। গিয়েই অবাক হয়ে দেখলেন, নৌকার মধ্যে একটা পিঁপড়া ওঁদের জিনিসপত্র দেখছে, আর একটা ডাঙ্গায় দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে।

"দেখছেন ব্যাপারটা—আমাদের রাইফেল কিন্তু নৌকায়!"

"ছুরি বের করুন। ডাঙ্গায় যেটা রয়েছে আগে সেটাকে খতম করতে হবে। আপনি পিছন থেকে কাজ হাসিল করুন। আমি ওটার নজর ফেরাচ্ছি।"

দু'জনেই পিঁপড়াটার দিকে তেড়ে যেতে সেটা ছোট্ট একটা ঝোপের দিকে পিছিয়ে আত্মরক্ষার জন্য অবস্থান নিয়ে দাঁড়াল। খোলা ছুরি নিয়ে কাশ্‌তানভ এগোচ্ছিলেন, পিঁপড়ার নজর সেদিকে, তখন পাপচ্‌কিন ঝোপের উপর ঝুঁকে পিঁপড়াটাকে দু'টুকরো করে ফেললেন।

নৌকার পিঁপড়াটা ওঁদের দিকে ছুটে আসছিল, তা লক্ষ্য করবার আগেই সেটা পাপচ্‌কিনের পিছন থেকে পায়ের ডিমে ধরল কামড়ে। যন্ত্রণায়, ভয়ে পাপচ্‌কিন চেঁচিয়ে উঠলেন।

কাশতানভ ছুটে গিয়ে পিঁপড়াটাকে কেটে ফেললেন, কিন্তু মাথাটা টুকরো টুকরো করে কেটে তবেই পিঁপড়ার কামড় খুলে বন্ধুকে মুক্ত করতে পারলেন।

পাপচ্‌কিনের পায়ে মোটা পশমী মোজা ছিল, তাই ক্ষত হয়েছে সামান্যই। কিন্তু বিষ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় ওঁর পায়ে জ্বালা আরম্ভ হল আর পা অসাড় হয়ে আসতে লাগল।

কাশ্‌তানভ বললেন, "এখানে বসুন। আমি ফার্স্ট-এইড বাক্স থেকে একটু অ্যামোনিয়া আর ব্যাণ্ডেজ নিয়ে আসছি।"

"আনবার আর সময় নেই; আপনার পিছনে চেয়ে দেখুন!"

পিঁপড়ার ঢিবি থেকে গোটা কুড়ি পিঁপড়া ওঁদের দিকে ছুটে আসছে। আর এক মুহূর্ত সময় নেই। কাশ্‌তানভ তাঁর খোঁড়া সঙ্গীকে পাঁজকোলা করে তুলে নিয়ে নৌকায় রেখে, নিজেও লাফিয়ে উঠলেন, অনুসরণকারীরা নদীর কিনারে এসে পৌঁছবার ঠিক আগের মুহূর্তে নৌকা ঠেলে দিলেন।

এখন আর এগিয়ে যাওয়ার কথা চিন্তা করা চলে না। একজন দাঁড়ী অসহায় হয়ে নৌকার তলায় পড়ে; ক্রুদ্ধ পিঁপড়ার দল সহজেই ধীরগতি নৌকাকে অনুসরণ করে গিয়ে অভিযাত্রীদের ডাঙ্গায় নামা বন্ধ করে দিতে পারে। সুতরাং কাশ্‌তানভ নৌকা ঘুরিয়ে নিয়ে, পিঁপড়া-গুলির নাগালের বাইরে যথাসম্ভব নদীর মাঝখান ধরে ভাঁটার দিকে বাইতে শুরু করলেন। পাপচ্‌কিন বহু কষ্টে বুট মোজা খুলে অ্যামোনিয়া আর ব্যাণ্ডেজ বের করলেন। এর ভিতর পা ভীষণ ফুলে গরম হয়ে উঠেছে; এতটুকু নাড়াচাড়াতেই যন্ত্রণা লাগে।

আধ ঘণ্টা পরে, সমুদ্র এবং ফাঁকা জায়গাটার উত্তর অংশের মাঝামাঝি জঙ্গলের কিনারে নৌকাখানা পৌঁছে গেল। পিঁপড়াগুলিকে আর দেখা যাচ্ছে না। পাপচ্‌কিনকে নৌকার খোলে আর একটু আরাম করে

বসাবার জন্য কাশ্‌তানভ নৌকা থামালেন। বর্ষাতি দু'টো তলায় পেতে দিয়ে একটা বাড়তি শার্ট ছিল, সেটা জলে ভিজিয়ে জখম পায়ে জড়িয়ে দিলেন। ঠাণ্ডা কম্প্রেস দেওয়ায় যন্ত্রণা অনেকটা কমে গেল; পাপচ্‌কিন ঘুমিয়ে পড়লেন। কাশ্‌তানভ একটু জিরিয়ে নিয়ে আবার বেয়ে চললেন।

সবুজ চাঁদোয়া দিয়ে ঘেরা পথ শুরু হবার আগে একটা ছোট্ট বাঁক ঘুরেই কাশ্‌তানভ হঠাৎ একেবারে চমকে উঠে থেমে গেলেন। সোজা ডাঙ্গার দিকে গিয়ে উনি কিছু ঝোপঝাড় আঁকড়ে ধরে নৌকাখানা ভিতরে ঢুকিয়ে ফেললেন—পিঁপড়াগুলি যাতে দেখতে না পায়।

পিঁপড়াগুলি তখন খুবই কাছে। নদীর বাঁ কূলে সবুজ পথের পাশে কয়েক ডজন পিঁপড়া ঘোড়ালেজার ডাঁটা দাঁতে কেটে চিবিয়ে নদীর মধ্যে সেগুলি ঠেলে দিয়ে একটা বাঁধ গড়ে তুলছিল। সে-বাঁধ পেরিয়ে নৌকা কিছুতেই যেতে পারবে না।

দু'পেয়ে শত্রুরা যাতে সমুদ্রের দিকে চলে যেতে না পারে, তাই পালাবার পথ বন্ধ করে দেওয়াই পিঁপড়াগুলির স্পষ্ট মতলব। অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠছিল, কেননা কাশ্‌তানভের একা ঐ পিপীলিকাবাহিনীর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই—একটা বিষাক্ত কামড়ে তিনিও পাপচ্‌কিনের মতো অসহায় হয়ে পড়বেন।

আবার কি ওখানেই ফিরে যেতে হবে? আগে হোক আর একটু পরেই হোক, সেখানেও পিঁপড়ার আক্রমণ হবার সমান সম্ভাবনা রয়েছে। এই নদীই ওঁদের পালাবার একমাত্র পথ, কাজেই, যেমন করেই হোক, ঐ বাঁধ পার হতে হবে। টোটা চালিয়ে হয়ত পিঁপড়াগুলিকে ভয় দেখান যেতে পারে? কিন্তু অত সহজে ভয় নাও ত পেতে পারে। সবগুলোকে মারাও অসম্ভব। তাছাড়া, পিঁপড়ারা হয়ত জঙ্গলে গিয়ে লুকোবে, তারপর যেই উনি বাঁধটা টেনে সরাতে যাবেন, অমনি ঝাঁকে ঝাঁকে এসে আক্রমণ চালাবে।

ওদিকে, পিঁপড়াগুলি ইতিমধ্যে নদীতে ঘোড়ালেজার ডাঁটা সাজিয়েই চলেছে।

হঠাৎ ওঁর মাথায় একটা ফন্দী এল। অবিলম্বে সেটা কার্যে পরিণত করতে পারলে একটা সুরাহা হতে পারে বটে। নৌকাখানা ঝোপের মধ্যে ডাঙ্গায় ভিড়ে রয়েছে, কর্মব্যস্ত পিঁপড়াগুলি সেটা লক্ষ্যই করেনি। চোরের মতো নিঃশব্দে লগি মেরে নৌকা ঠেলে, ঝুলে-পড়া ঝোপগুলির তলা দিয়ে কাশ্‌তানভ বেরিয়ে পড়লেন উজানে। নদীর বাঁক ছাড়িয়ে তবে থামলেন; সে জায়গা পিঁপড়াগুলির নজরের বাইরে। সেখানে নদীর পাড় অবধি জঙ্গল নেমে এসেছে, আর জমিটা ঘোড়ালেজার শুকনো ডাঁটা আর ডালপালায় ভর্তি। পাপচ্‌কিন ঘুমুচ্ছিলেন; নৌকখানা সেইখানে বেঁধে

রেখে কাশ্‌তানভ কতকগুলি বড় বড় ডাঁটা টেনে জলে নামিয়ে, সেগুলিকে চটপট নরম ডাল দিয়ে বেঁধে, তার উপর ডাঁটা, কাণ্ড, আর ডালপালা গাদা করে তুললেন এবং তারই মাঝে মাঝে ঢুকিয়ে দিলেন কাঁচা ঘোড়ালেজা আর চিনি-ডাঁটা।

তাড়াহুড়ো করে তৈরি-করা ভেলায় ডাঁটা এবং ডালপালা গাদা করে, কাশ্‌তানভ নৌকায় ফিরে গেলেন। ভেলাখানা নৌকার সামনে রেখে, সেটাকে নৌকা দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে ভাঁটায় বেয়ে চললেন, তার ফলে নৌকাখানা সেই ভাসমান সবুজ ঢিবির আড়ালে সম্পূর্ণ অদৃশ্য রইল। বাঁক ঘুরবার পর নৌকা স্রোতে ভেসে চলল সোজা শত্রুবাহিনীর দিকে। প্রায় একশ গজ দূরে শত্রুরা তখনও বাঁধ তৈরি করে চলেছে। ভেলা-খানাকে কাছে টেনে কাশ্‌তানভ শুকনো কাঠে আগুন লাগিয়ে দিয়ে সেটাকে আবার আগের মতো সামনে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চললেন। দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠল, আর কাঁচা ডাঁটাগুলি থেকে ঘন কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠতে লাগল।

বাঁধের প্রায় একশ ফুট দূর থেকে কাশ্‌তানভ যে-ডাঁটাকে দড়ি হিসাবে ব্যবহার করছিলেন, সেটা ছেড়ে দিলে, ভেলাখানা স্রোতে ভেসে চলল। উনি ইতিমধ্যে লগিটাকে নদীর তলায় কাদার মধ্যে অনেকটা ঢুকিয়ে দিয়ে নৌকাখানা মাঝ নদীতে বেঁধে রাখলেন। প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ডটা বাঁধে আটকে গিয়ে কর্মরত পিঁপড়াগুলিকে ঝাঁজালো ধোঁয়ায় দম বন্ধ করে আর আগুনে পুড়িয়ে মারতে লাগল। হতভম্ব, আগুনে ঝলসানো পিঁপড়ার কতকগুলি গেল জলে পড়ে; অন্যান্যগুলি এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে ভয় পেয়ে নদীর পাড়ে গিয়ে ঠাসাঠাসি হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। কাশ্‌তানভ তখন বন্দুকে ছররা-টোটা ভর্তি করে পিঁপড়াগুলির দিকে ভেসে গিয়ে সেই দঙ্গলের মধ্যে গুলি চালাতে লাগলেন। পটপট শব্দে ভীষণ ভাবে আগুন জ্বলার সঙ্গে কুণ্ডলী পাকিয়ে কালো ধোঁয়া উঠছে, কানে তালা-লাগান আওয়াজ তুলে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি গিয়ে পড়ছে; এই পরিস্থিতিতে সমর্থ পিঁপড়াগুলি নদীর উজানে ছুটতে লাগল। বাঁধে শুকনো আর সবুজ ডাঁটা ছিল প্রচুর; জ্বলন্ত ভেলাখানা সেই বাঁধে আগুন লাগিয়ে দিল। পিঁপড়াগুলি যখন পালাচ্ছে ততক্ষণে বাঁধের মাঝখানে আগুন জ্বলতে শুরু করেছে।

পিঁপড়াগুলি একেবারেই চলে গেছে নিশ্চিত বুঝে কাশ্‌তানভ সেই জ্বলন্ত বাঁধের পাশে ডাঙ্গায় নৌকাখানা বেঁধে দিলেন। প্রথমে আহত পিঁপড়াগুলিকে ছুরি দিয়ে শেষ করে, জ্বলন্ত আর ধূঁমায়িত ডাঁটাগুলি টেনে আলাদা করে নিয়ে জলে ফেলে দিতে লাগলেন। প্রায় পনর মিনিট একনাগাড়ে এই কাজ করে তিনি বাঁধটাকে খুলে ফেললেন।

জলন্ত ভেলা নদীর ভাঁটায় চলল ভেসে, আর নৌকা চলল তার পিছনে পিছনে।

সবুজ চাঁদোয়া ঘেরা পথে স্রোত বইছিল জোরে। একটু পরেই কাশ্‌তানভ সামনে উজ্জ্বল নীল সাগর দেখতে পেলেন।

নদীর মোহনার কাছে নৌকা পৌঁছলে কাশ্‌তানভ কয়েকটা গুলি ছোঁড়ার আওয়াজের সঙ্গে সর্দারের ঘেউ ঘেউ আর সঙ্গী দু'জনের চিৎকার শুনতে পেলেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নৌকা বেয়ে ডাঙ্গায় ভিড়িয়ে লাফিয়ে নেমে পড়ে কাশ্‌তানভ তাঁবুর দিকে ছুটে গেলেন।

পিঁপড়ার সঙ্গে লড়াই

সঙ্গীরা উজানে চলে যাবার পর মাকৃশেইয়েভ আর গ্রমেকো নদীর মোহনায় মাছ ধরতে গিয়েছিলেন। ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল। এক ঘণ্টার মধ্যেই গ্রমেকো একগাদা মাছ কেটে বেছে রোদে শুকোবার জন্য দড়িতে করে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। মাছগুলি পরে খাওয়া চলবে।

মাকৃশেইয়েভ মাছ ধরতেই থাকলেন আর গ্রমেকো তখন জঙ্গলের কিনার খুঁজে-পেতে কিছু নতুন উদ্ভিদ সংগ্রহ করতে গেলেন। অপ্রত্যাশিত ভাবে একটা সাগু গাছ পেয়ে গ্রমেকো সেটা খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করতে মনস্থ করলেন। মাকৃশেইয়েভকে ডেকে ওঁরা দু'জনে মিলে গাছটা কেটে ফেললেন। গাছটা ফেড়ে, ভিতরের শাঁস, সেটা খাওয়া চলে বের করে নিয়ে, শুকোবার জন্য সেগুলি কম্বলের উপর ফেলে রাখলেন।

তারপর কিছুটা মাছ-মাংসের ব্যঞ্জন আগুনে চাপিয়ে দিয়ে বিকালে কি করা যায় তাই নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন।

গ্রমেকো বললেন, "বেশি দূরে যাওয়া চলবে না ; বিশেষতঃ মাছ রেখে সর্দারকে বিশ্বাস করা যায় না।"

"তা ঠিক,"—মাকৃশেইয়েভ সায় দিয়ে বললেন, "সর্দার যথেষ্ট বিশ্বস্ত, কিন্তু পেট পুরে শুকনো মাছ খেয়ে ছেলেবেলার সুখ পাবার লোভ সামলাতে পারবে বলে মনে হয় না।"

"তাহলে চলুন মাছই ধরা যাক। সর্দারের জন্য এবং নিজেদের জন্যই বেশ খানিকটা মাছ মজুদ করে ফেলা যাবে ; এমন জায়গা আর পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। আপনি ত জানেন, ঐ গিরগিটির মাংস আমার মোটেই খেতে ভালো লাগে না। যখনই ঐ মাংস খেতে বসতাম, মনে মনে বলতাম যে, এটা কোনো ব্যাঙ কিংবা স্যালামাণ্ডারের নিকটাত্মীয় নয় ; এ যেন স্টার্জন কিংবা সালমন মাছ।"

ব্যঞ্জনটা ফুটে উঠল। সাগুও শুকিয়ে এসেছে ; তার কিছুটা ব্যঞ্জনে ফেলে দেবার জন্য গ্রমেকো উঠলেন।

সঙ্গে সঙ্গেই তিনি চিৎকার করে উঠলেন, "আরে! শিগ্‌গির আসুন, দেখুন।"

মাকৃশেইয়েভ ছিলেন তাঁবুর পিছনে—আগুনের কাছে। গ্রমেকোর গলা শুনে তিনি জলের কাছে ছুটে এলেন।

সমুদ্রতট বরাবর কয়েকটা অতিকায় জীব এগিয়ে আসছিল। পার্শ্বদেশে ডোরাকাটা দাগ দেখে বোঝা গেল যে, সেগুলি সেই ব্রণ্টোসর। তালের চারা আর পর্ণাঙ্গ চিবোতে চিবোতে ব্রণ্টোসরগুলি আস্তে আস্তে আসছিল। একটু বেশি সুস্বাদু গাছ হলে সেখানে মাঝে মাঝে থেমেও পড়ছিল।

গ্রমেকো জিজ্ঞাসা করলেন, "কী করা যায়? জন্তুগুলি ভীতু, আগে আক্রমণ করবে না; কিন্তু এদিকে আসতে দিলেই মাছ আর তাঁবুটা মাড়িয়ে শেষ করে দেবে।"

মাকৃশেইয়েভ বললেন, "আগে ছররা-টোটা, তাতে কাজ না হলে, বুলেট চালাতে হবে।"

ওঁরা বন্দুক তুলে নিলেন। তারপর সমুদ্রের উপর দিয়ে গর্জে উঠল চারটি গুলির আওয়াজ।

হঠাৎ আওয়াজ আর গুলির বৃষ্টিতে জন্তুগুলি ভয়ে মরে আর কি; কিন্তু পিছন না ফিরে, সেই আনাড়ী জন্তুগুলি তাঁবুর পাশ দিয়ে কূল বরাবর ছুটে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বিরাট বিরাট ঢেউ উঠল আর চারিদিকে ফোয়ারার মতো জল ছিটকে পড়ল।

ওঁরা দু'জন মুহূর্তে একেবারে ভিজে গেলেন। প্রকাণ্ড ঢেউয়ের মুখে নৌকাখানা সমুদ্রে ভেসে যাচ্ছিল—সেইটা তাঁরা কোনোমতে রক্ষা করলেন। যে-লগিতে দড়ি বেঁধে মাছ শুকোতে দেওয়া হয়েছিল—সেটা ভেসে গেল, আর মাছগুলো বালির উপর রইল পড়ে; কম্বল আর তার উপর শুকোতে-দেওয়া সাগুও ভিজে গেল।

শার্ট নিঙড়াতে নিঙড়াতে মাকৃশেইয়েভ বললেন, "জাহান্নমে যাক এই গিরগিটি! শেষপর্যন্ত সব লণ্ডভণ্ড করে দিল ত!"

গ্রমেকো একটু সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "করবার অন্ততঃ একটা কিছু পাওয়া গেল এখন। দুপুরে খাবার পর কি করা যায় ভেবে পাওয়া যাচ্ছিল না; এখন ওরা তার একটা ব্যবস্থা করে দিল। এবার বালি-মাখানো মাছগুলি আবার পরিষ্কার করতে হবে এবং সাগুটাকে আবার নদীতে ধুয়ে মেলে দিতে হবে।"

"নিজেদের আগে শুকিয়ে নেওয়া যাক, ওদিকে মাংস নিশ্চয়ই অনেক আগেই সিদ্ধ হয়ে গেছে।"

ব্রণ্টোসরগুলি তাঁবু থেকে একটু দূরেই থপথপ করে ডাঙ্গায় উঠে তাড়াতাড়ি পুব দিকে ছুটে চলে গেল।

গ্রমেকো মাংসের ঝোলের যা অবশিষ্ট ছিল, সেটা উদ্ধার করছিলেন। তখন তাঁবুর কাছে দাঁড়িয়ে ভিজা জামাকাপড় ছাড়তে ছাড়তে মাকৃশেইয়েভ বললেন, "দেখুন, ওদের যাবার ভঙ্গিটা একবার দেখুন! ওগুলোর মুখ— নিশ্চয়ই ছররায় ভরে গেছে!"

দু'জনে এবার কাপড়চোপড় শুকোতে দিয়ে, মাছ ঝোলানো দড়িটার জন্য নতুন খুঁটি পুঁতে খেতে বসলেন। সর্দার সেদিন সকালে যত পারে মাছের মাথা আর নাড়ীভুঁড়ি খেয়েছে; সে তখন বালিতে পড়ে ঘুমুচ্ছিল। সর্দার এবং ওঁদের অলক্ষ্যে তাঁবু থেকে একটু দূরেই জঙ্গলের ধারে তখন দেখা দিল ছ'টি পিঁপড়া। পিঁপড়াগুলি সেখানে থেমে, চারিদিক দেখে নিয়ে, যেমন নিঃশব্দে এসেছিল, আবার তেমনি নিঃশব্দে ঝোপঝাড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ওঁরা খেয়েদেয়ে, জামাকাপড় পরে নিয়ে, ধূমপান করতে করতে একটু বিশ্রাম করবার জন্য তাঁবুতে শুয়ে পড়লেন। উঠে আবার মাছগুলি পরিষ্কার করতে হবে।

সর্দার হঠাৎ গোঁ গোঁ করতে করতে লাফিয়ে উঠে প্রাণপণে ঘেউ ঘেউ করতে লাগল। দু'জনে ছুটে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে দেখলেন যে, তাঁবুকে পিঁপড়ায় ঘিরে ফেলেছে। পিঁপড়ার একটা সারি ওঁদের নদীর মোহনায় যাবার পথ বন্ধ করে দিয়েছে, আর একটা সারি উল্টা দিক থেকে মাছের দড়ি আর সাগু শুকোতে-দেওয়া কম্বলের দিকে এগোচ্ছিল।

কার্তুজের থলের দিকে হাত বাড়িয়ে গ্রমেকো ককিয়ে উঠলেন, "রাইফেলে গুলি নেই!"

পাখি-মারা বন্দুকে টোটা পুরতে পুরতে মাকৃশেইয়েভ চেঁচিয়ে বললেন, "হরিণ-মারা ছররাই চালান যাক! আপনি ডান দিকের সারিকে দেখুন, আমি বাঁ দিকটা দেখছি।"

ডান দিকের পিঁপড়ার সারি মাছের কাছে পৌঁছে ততক্ষণে দড়ি থেকে মাছ টেনে নিতে শুরু করেছে। বাঁয়ের সারিটা তখনও তাঁবু থেকে প্রায় কুড়ি ফুট দূরে, এমন সময় বন্দুক গর্জে উঠল। প্রচণ্ড আওয়াজ আর ধোঁয়া, সামনের পিঁপড়াগুলি পড়ে গেল দেখে, পিছনের পিঁপড়াগুলি ঘাবড়ে গিয়ে থেমে গেল। কিন্তু মাছের গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে একেবারে পিছনের পিঁপড়াগুলি এগিয়ে এল, ফলে গোটা সারিটাই আবার এগোতে লাগল। ওঁরা দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁবুর বাইরে, আর সর্দার তাঁবুর মধ্যে পালিয়ে, গায়ের কাঁটা খাড়া করে যত জোরে পারে ঘেউ ঘেউ করছে। দু'জনে ঠিক করলেন যে, আর এক রাউণ্ড গুলি চালিয়ে, ছুরি

আর বন্দুকের কুঁদাকে লাঠির মতো করে নিয়ে হাতাহাতি লড়াইয়ে লেগে যাবেন। কিন্তু সে-লড়াইয়ে জয়ের কোনো সম্ভাবনা আছে বলে মনে হল না—কেননা শত্রুর সংখ্যা অত্যন্ত বেশি।

এমন সময় নদীর মোহানায়, ঝোপের পিছন থেকে হঠাৎ দু'টি গুলির আওয়াজ শোনা গেল। তারপরেই জলন্ত এক গোছা শুকনো ডাল ঘোরাতে ঘোরাতে কাশ্‌তানভ শত্রুবাহিনীর একেবারে মাঝখানে ছুটে এলেন, তার ফলে পিঁপড়াগুলি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

ওঁরা দু'জনে ছুটে গিয়ে তাঁবুর আগুন থেকে জলন্ত কাঠ নিয়ে পিঁপড়াদের দিকে ছুঁড়তে লাগলেন। এই নতুন অস্ত্রে কাজ হল চমৎকার। মৃত, আহত আর পুড়ে ঝলসানো সৈনিকদের যুদ্ধক্ষেত্রে ফেলে রেখে, প্রথম সারিটি ছত্রভঙ্গ হয়ে দ্রুত পিছু হটে ঝোপঝাড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

পিঁপড়ার প্রথম সারির যা অবশিষ্ট ছিল, সব খতম করে, ওঁরা তিন জন ছুরি আর জলন্ত মশাল নিয়ে যে পিঁপড়াগুলি মাছ খাচ্ছিল, সেগুলির উপর আক্রমণ চালালেন। সর্দার এখন নির্ভীক; সেও আক্রমণে যোগ দিল। কিছু কিছু পিঁপড়ার লোভের পরিণতি হল মৃত্যু, অন্যান্যগুলির কোনো কোনোটি গোটা মাছ কিংবা আঠাল ভিজা সাগুর টুকরা চোয়ালে চেপে ধরে পালিয়ে গেল। দু'টো পিঁপড়া একখানা কম্বল টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল, তাদের ধরে মেরে ফেলা হল। আহত পিঁপড়াদের মাথা কামড়ে ছিঁড়ে ফেলে সর্দার সেগুলিকে শেষ করে দিল।

পলাতকদের অবশিষ্ট দলটি জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলে, ব্যাপারটা কি দাঁড়াল দেখবার জন্য সবাই থামলেন। সমুদ্রতটে মৃত কিংবা মৃত-প্রায় অবস্থায় পড়ে রয়েছে পঁয়তাল্লিশটি পিঁপড়া। পঞ্চাশটা মাছ ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তার থেকে অবশিষ্ট আছে মাত্র পনরটি, আর ছুটতে গিয়ে পিঁপড়াগুলি জঙ্গলের কিনারে যে কটা ফেলে গেছে তাই। অর্ধেকের বেশি সাগু হয় খেয়ে গিয়েছে, নইলে বালির মধ্যে মাড়িয়ে দিয়ে গেছে। গ্রমেকোর হাত সামান্য একটু ছড়ে গিয়েছে, আর কাশ্‌তানভের পায়ে পিঁপড়ে কামড়েছে, কিন্তু সে-কামড় তাঁর চামড়ার মোটা বুট ভেদ করতে পারেনি।

শেষপর্যন্ত সবাই তাঁবুর কাছে বসলে, মাকৃশেইয়েভ বললেন, "আপনি একেবারে ঠিক সময়ে এসে পড়েছিলেন। আপনার সাহায্য না পেলে, আর আগুন ব্যবহার করবার ঐ চমৎকার কৌশলটি না হলে, ঐ বাহিনীর বিরুদ্ধে আমাদের কোনো আশাই ছিল না। ওরা আমাদের কামড়েই শেষ করে ফেলত।"

গ্রমেকো হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, "সেমিয়ন কোথায়?"

"লড়াইয়ের উত্তেজনায় ভুলেই গিয়েছি যে তাঁকে নৌকায় শুইয়ে রেখে এসেছি।"

"শুয়ে?"

"কেন? কী হয়েছে?"

"উনি বেঁচে আছেন ত?" কাশ্‌তানভ খুব তাড়াতাড়িই ফিরে এসেছেন, সেটা খেয়াল হলে, বন্ধুরা এই সব প্রশ্ন তুললেন।

"হ্যাঁ, বেঁচে আছেন! আমাদেরও পিঁপড়ার সঙ্গে লড়াই হয়েছিল। সেই লড়াইয়ে উনি পায়ে এমন কামড় খেয়েছেন যে, তিনি এখন শয্যাশায়ী। চলুন, ওঁকে তাঁবুতে নিয়ে আসা যাক।"

ব্রন্টোসরের পাল্লায় পড়ে কি রকম স্নান হয়েছে, আর তাঁবুর উপর সহসা পিঁপড়ার আক্রমণের কথা ওঁরা যেতে যেতে কাশ্‌তানভকে বললেন। কাশ্‌তানভ সাথীদের সাহায্য করতে ছুটে যাওয়ার সময় নৌকা বেঁধে রেখে গিয়েছিলেন, এবং গোটা লড়াইয়ের সময় পাপচ্‌কিন সেইখানে ঘুমিয়েই ছিলেন। ওঁকে তুলে তাঁবুর দিকে নিয়ে যাবার সময় ঘুম ভাঙল।

পাপচ্‌কিনকে আরাম করে শুইয়ে দেওয়া হল। তারপর বাকি মাছগুলি টাঙ্গিয়ে দিয়ে ওঁরা মরা পিঁপড়াগুলি সমুদ্রে ফেলে দিলেন। এই সব বাজে কাজ শেষ করে, কাশ্‌তানভ এক প্লেটভর্তি মাংসের ঝোল নিয়ে বসে নদীর উজানে অল্প সময়ের অভিযানের অভিজ্ঞতার কথা বলতে শুরু করলেন।

সব দিক ভেবেচিন্তে ওঁরা এটা বুঝলেন যে, দু'-দু'বার পরাজয়ের পর পিঁপড়াগুলি নিশ্চয়ই প্রতিশোধ নেবার জন্য ঝাঁকে ঝাঁকে ফিরে আসবে, কাজেই কি করা যায়, তা ঠিক করা দরকার। পাপচ্‌কিন এবং গ্রমেকো বললেন যে, এখুনই এ জায়গা ছেড়ে, পিঁপড়ার ঢিবি থেকে যতদূর সম্ভব নৌকা বেয়ে চলে যাওয়া উচিত। কাশ্‌তানভ, নদীর উজানে গিয়ে অদ্ভুত 'কালো মরুভূমির' অভ্যন্তরভাগে অনুসন্ধান চালাবার পক্ষপাতী; মাকৃশেইয়েভও সেই পরিকল্পনা সমর্থন করলেন। পিঁপড়াগুলির অস্তিত্বই এই নতুন অভিযানের পক্ষে সর্বক্ষণের বিপদ। সুতরাং পরিকল্পনা কাজে পরিণত করতে হলে, যেমন করেই হোক আগে ঐ চতুর কীটের একটা ব্যবস্থা করা চাই। ঠিক হল যে, সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করে, নদীর উজানে বেয়ে গিয়ে, পিঁপড়াগুলি যখন ঘুমিয়ে থাকবে, তখন ঢিবিটায় আগুন লাগিয়ে দিতে হবে। ঐ পরিকল্পনা সফল হলে, নৌকা দু'খানা নিয়ে ওঁরা চার জনই নদীর উজানে যেতে পারবেন। ভেলা আর বাড়তি রসদ সমুদ্রতটের কাছে ঝোপঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে রেখে যাওয়া হবে।

দ্বিতীয় পিঁপড়া-ঢিবি ধ্বংস

কয়েক ঘণ্টা বিশ্রামের পর কাশ্‌তানভ এবং মাক্‌শেইয়েভ রাইফেল, একটা কুড়ুল আর কয়েক বাণ্ডিল শুকনো ডাল নিয়ে একখানা নৌকা করে বেরিয়ে পড়লেন। পাপচ্‌কিন তখনও রীতিমতো খোঁড়া; আর সামান্য আঁচড়টা থেকেই গ্রমেকোর হাতে ব্যথা শুরু হয়েছে; তাই রুগ্ন দু'জনকে তাঁবু পাহারা দেবার জন্য রেখে যাওয়া হল।

দু'জনে নদীর উজানে দ্রুত এগিয়ে চললেন। বাঁধের বাকি অংশ থেকে ধোঁয়া উঠছিল, তার চারিপাশে পোড়া পিঁপড়াগুলি ছড়িয়ে আছে। বাঁধ ছাড়িয়ে প্রান্তরে পৌঁছে ওঁরা ঝোপঝাড়ের পিছনে দাঁড়িয়ে ভালো করে দেখে নিলেন যে, কোথাও কোনো পিঁপড়া রয়েছে কিনা। কিন্তু দেখেই বোঝা গেল যে, পিঁপড়া সবই ভিতরে ঘুমিয়ে আছে। পিঁপড়াগুলি নদীর উপর দিয়ে নতুন একটি কাঠের সাঁকো তৈরি করে ফেলেছে। তার কাছে গিয়ে ওঁরা দেখলেন যে, সাঁকো থেকে ঢিবি অবধি একটা পথ চলে গেছে এবং সে-পথটায় যাতায়াত যে প্রচুর হয়, তা স্পষ্ট।

সাঁকোর কাছে নৌকা বেঁধে, বন্দুকে টোটা ভর্তি করে, কাঠের আঁটিগুলি কাঁধের উপর দিয়ে ঝুলিয়ে নিয়ে দু'জনে পিঁপড়ার ঢিবির দিকে চললেন। প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে থাকতে, ওঁরা ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে আর একবার দেখে নিলেন যাতে পরিকল্পনার পথে কোনো বাধা না আসে।

সব চুপচাপ; কাজ আরম্ভ করা যেতে পারে। প্রধান প্রবেশপথ-গুলির প্রত্যেকটিতে এক একটা কাঠের আঁটি রেখে, ঢিবির কাঠামো থেকেই সবচেয়ে সরু, সবচেয়ে শুকনো ডাঁটাগুলি টেনে নিয়ে তার উপর গাদা করে দিলেন।

পশ্চিমের প্রবেশপথ সবচেয়ে দূরে। প্রথমে সেইটায় আগুন লাগান হল। তারপর প্রত্যেকেই অন্যান্য প্রবেশপথে ছুটে ছুটে গিয়ে আগুন লাগিয়ে দিলেন। ব্যবস্থা ছিল যে, দু'জনেই ঘুরে গিয়ে পূবের প্রবেশ-পথে মিলিত হবেন; সেই পথটাই নদী আর নৌকার সব চাইতে কাছে।

উত্তরের প্রবেশপথে আগুন লাগাবার সময় কাশ্‌তানভ পথের পিছনে গ্যালারিতে একটা পিঁপড়া দেখতে পেলেন। পিঁপড়াটা দৌড়ে বেরিয়ে আসবে এবং তখন উনি সেটাকে মেরে ফেলতে পারবেন, তাহলে সেটা গিয়ে আর অন্যান্য পিঁপড়াদের জাগাতে পারবে না, এই আশায় কাশ্‌তানভ আগুনের পিছনে হামাগুড়ি দিয়ে রইলেন। পিঁপড়াটা কিন্তু জ্বলন্ত ডালগুলি টানাটানি করে সরাতে না পেরে সাহায্যের জন্য সুড়ঙ্গ

ধরে ছুটে চলে গেল। সমগ্র উপনিবেশ এখুনই লড়াইয়ে নেমে পড়বে! কাশ্‌তানভ শেষের প্রবেশপথের দিকে ছুটে গেলেন।

মাকৃশেইয়েভ আগেই সেখানে পৌঁছে কাঠের আঁটিতে আগুন লাগাচ্ছিলেন।

কাশ্‌তানভ এসে পৌঁছতে পৌঁছতেই তিনি বললেন, "শিগ্‌গির! নৌকায় এখুনি ফিরতে হবে।"

দু'জনে সাঁকোটার পথ ধরে ছুটে যেতে যেতে, একবার পিছনে দেখবার জন্য থামলেন। পূবের প্রবেশপথ দিয়ে প্রকাণ্ড অগ্নিশিখা লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে; উত্তর দিকেও কয়েক জায়গায় জ্বলছে, আর উপরের ফাঁকগুলি দিয়ে ঘন ধোঁয়ার মেঘ বেরুচ্ছে। কিন্তু মাকৃশেইয়েভ বড় তাড়াতাড়ি করতে যাওয়ায় দক্ষিণের প্রবেশপথে ভালো করে আগুন ধরেনি,—ঢিবির দক্ষিণ দিক কালো কালো পিঁপড়ায় ছেয়ে গেছে; সেগুলি ঢুকছে আর বেরুচ্ছে। কতকগুলি পিঁপড়া শূক কিংবা ক্রিসালিস টেনে টেনে এনে জ্বলন্ত ঢিবি থেকে দূরে গাদা করে রাখছে; অন্যান্যগুলি নিরর্থক ছুটোছুটি করে আগুনের শিখার কাছে, কিংবা ধূমায়িত ফাঁক-গুলিতে ছুটে গিয়ে পুড়ে অচৈতন্য হয়ে পড়ছে।

কাশ্‌তানভ বললেন, "আমরা সব ভণ্ডুল করে ফেলেছি! বড় বেশি পিঁপড়া বেরিয়ে পড়েছে। ওগুলি এখন সর্বত্র ঘুরে বেড়াবে এবং আমা-দের খোঁজ পেয়ে যাবে নিশ্চয়ই। সব গুটিয়ে কালই সরে পড়তে হবে।"

এক সারি পিঁপড়া সাঁকোর দিকে ছুটে আসছিল। সেই দিকে দেখিয়ে মাকৃশেইয়েভ চেঁচিয়ে বললেন, "আমি বলি, এখনই সরে পড়া ভালো।"

কাশ্‌তানভ তাঁর সঙ্গীর পিছন পিছন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে বললেন, "পিঁপড়াগুলি হয়ত আগুন নেভানর জন্য জল নিতে বেরিয়েছে।"

পিঁপড়াগুলি ওঁদের লক্ষ্য করে তাড়া করেছে, সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই! সেগুলি ক্রমেই আরও কাছে এসে পড়ছে।

কাশ্‌তানভ হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, "আমি আপনার সঙ্গে তাল রাখতে পারছি না! আমার ফুসফুস বোধ হয় ফেটে যাবে!" উনি মাকৃশেইয়েভের চেয়ে বয়সে বড়, তাছাড়া বহুকাল এমন ছোটা ছোটেননি।

মাকৃশেইয়েভ বললেন, "থেমে এক রাউণ্ড গুলি চালিয়ে দেওয়া যাক।"

ওঁরা একটু দম ফিরে পেতে পেতে পিঁপড়াগুলি পঞ্চাশ ফুটের মধ্যে এসে পড়ল। তখন ওঁরা গুলি চালালেন। সামনের সারিটা পড়ে যেতে অন্যান্যগুলি দাঁড়িয়ে গেল। প্রথম সারিতে বারটারও বেশি পিঁপড়া ছিল; দ্বিতীয় সারি তখন ঢিবি থেকে সেইদিকে ছুটে আসছে।

শেষ শক্তি সঞ্চয় করে ওঁরা দু'জন সাঁকোর দিকে চললেন ছুটে।

পিঁপড়ার রিজার্ভ বাহিনী লড়াইয়ের ময়দানে এসে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ওঁরা সাঁকোয় পৌঁছে গেলেন।

মাক্‌শেইয়েভ চেঁচিয়ে উঠলেন, "নৌকা কোথায় গেল?"

"নেই?"

"ঠিক এইখানেই নৌকা বাঁধা হয়েছিল কি?"

"নিশ্চয়ই।······এই দেখুন, ঝোপ থেকে দড়িটা ঝুলে রয়েছে!"

"নৌকা খুলল কে তাহলে?"

"হয়ত আপনা থেকেই খুলে নৌকা স্রোতে ভেসে চলে গেছে!"

"পিঁপড়ায় নিয়ে গেছে, তাও হতে পারে।"

"এখন উপায়?"

কাশ্‌তানভ বললেন, "চলুন, নদীর ওপারে গিয়ে সাঁকোটা সরিয়ে নেওয়া যাক। তাহলে মাঝখানে অন্ততঃ নদী থাকবে।"

দোলায়মান সাঁকোর উপর দিয়ে দৌড়ে ওঁরা নদী পার হয়ে গেলেন। পিঁপড়াগুলি তখন মাত্র শ'খানেক ফুট দূরে।

মাক্‌শেইয়েভ বললেন, "কাঠগুলি আমাদের দিকে টেনে আনুন, নইলে পিঁপড়ারা আবার জল থেকে টেনে তুলে নেবে।"

এক মিনিটের মধ্যেই প্রথম পিঁপড়াগুলি পারে পৌঁছে গেল, কিন্তু ওদের দেরি হয়ে গেছে—কাঠগুলি ইতিমধ্যে অন্য পারে উঠে গেছে। গোটা কুড়ি পিঁপড়া সেই গভীর জলের কিনারে এসে হকচকিয়ে থেমে গেল; কিন্তু আরও পিঁপড়া পিছন থেকে ছুটে আসছিল। এদিকে তাদের পিছনে গোটা ঢিবিটা একটা প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হয়েছে। আকাশে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠতে লাগল আগুনের শিখা, আর কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠল পাক খেতে খেতে।

মাক্‌শেইয়েভ বললেন, "যেন আগ্নেয়গিরি থেকে আগুন বেরুচ্ছে! ওদের জঘন্য শয়তানির উচিত ফল হয়েছে!"

"কিন্তু আমরা পরিকল্পনা হাসিল করতে পারলাম না; ওদের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া গেল না। এখন ত অপদস্থ হয়ে পালাতে হবে।"

"কিন্তু সমুদ্র অবধি আমরা পৌঁছব কেমন করে?"

"জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে নিশ্চয়ই নদী বরাবর যাওয়া সম্ভব হবে না।"

"আমরা ঝোপঝাড় পেরিয়ে যেতে পারব না কিছুতেই, অথচ ইতিমধ্যে পিঁপড়াগুলি ছুটে এগিয়ে গিয়ে আবার তাঁবু আক্রমণ করবে।"

"আচ্ছা, একটা কাজ করা যায় না? হেঁটে যাবার যখন উপায় নেই, আমরা ভেসে যেতে পারি। এই কাঠ দু'খানা দিয়ে ছোট ভেলা তৈরি করা যায়—বাকি কাজ স্রোতের উপর ছেড়ে দিলেই হবে।"

"হ্যাঁ, মগজের খেল দেখালেন বটে! কিন্তু ভেলা তৈরি করে ভাসাবার জন্য আগে পিঁপড়াগুলিকে ভয় পাইয়ে দেওয়া দরকার।"

বন্দুকে টোটা পুরে ওঁরা ওপারে পিঁপড়ার দঙ্গলে চারবার গুলি চালিয়ে প্রায় ডজনখানেক খতম করলেন। কয়েকটা জলে পড়ে গেল, বাকিগুলি ছড়িয়ে পড়ল। কয়েক মিনিট পরে, কাঁচা ডাল দিয়ে কাঠ দু'খানা চটপট বেঁধে ফেলা হল। ওঁরা ভেলায় চড়ে ভাঁটার টানে ভেসে চললেন। দরকার মতো বন্দুক দিয়ে কূল থেকে ভেলাখানা ঠেলে ঠেলে দিতে হচ্ছিল। কতকগুলি পিঁপড়া কূল বরাবর তাড়া করে এগিয়েছিল, কিন্তু তারা স্রোতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারল না—একটু পরেই সেগুলি পিছিয়ে পড়ে নজরের বাইরে চলে গেল।

কাশ্‌তানভ যেখানে খানিক আগে ভাসমান আগুনের নৌকা তৈরি করেছিলেন, সেই বাঁকে পৌঁছে ওঁরা দেখলেন যে, নৌকাখানা কূলের কাছে ঝোপে আটকে রয়েছে।

ওঁদের ভেলাখানা স্রোতের মুখে সেই দিকেই চলছিল, তাই নৌকা-খানা ধরে, তাতে চড়ে দু'জনে সাগরতটে বেয়ে চলে গেলেন।

আবার ভিতর দিকে

ভিতরের দিকে এখন যে কোনো জায়গাতেই পিঁপড়ার সঙ্গে দেখা হওয়া সম্ভব। তখন ক্ষিপ্ত নিরাশ্রয় এই কীটগুলির সঙ্গে নিরর্থক লড়াইয়ে বাদবাকি কার্তুজও ফুরিয়ে যাবে, শক্তিক্ষয়ও হবে প্রচুর, তাই ওঁরা তখনই চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। তাঁবুর উপর আবার আক্রমণ হবে, এমন মনে করবার কারণ রয়েছে এবং তার ফলাফল আগের চেয়ে কম অনুকূলই হবে।

সেদিন সকালে ওঁরা একটু আগে আগেই খেতে বসলেন। এখন 'গিরগিটির সাগরে'র দক্ষিণ কূল বরাবর পশ্চিম দিকেই যাওয়া হবে, না, ফিরে পুব দিকে যাওয়া হবে, এই নিয়ে খেতে খেতে গরম তর্কবিতর্ক চলল। শেষপর্যন্ত পশ্চিম দিকে যাবার সিদ্ধান্ত হল।

আগের মতোই কূলের কাছাকাছি থেকে ওঁরা কিছু সময়ের মধ্যেই উপসাগরটি পিছনে ফেলে এগিয়ে গেলেন। সামনে দক্ষিণ কূলটি একঘেয়ে ফাঁকা। যুরা যুগের গাছপালা আর জন্তুজানোয়ারের মধ্যে দু'সপ্তাহ কাটবার পর, এখন পারিপার্শ্বিকে কিছু পরিবর্তন এলে ওঁদের ভালো লাগে। আরও দক্ষিণে গিয়ে আরও প্রাচীন উদ্ভিদ এবং প্রাণিকূল আবিষ্কার হবে, নতুন নতুন অভিজ্ঞতা আর অ্যাডভেঞ্চার হবে, এই আশায় ওঁরা এগিয়ে চললেন।

'কালো মরুভূমি' দক্ষিণের পথ রুদ্ধ করে রেখেছে; পুবে-পশ্চিমে যুরা যুগের জগৎ ছাড়া কিছু পাবার সম্ভাবনা নেই। এবার একেবারে ঘুরে উত্তর দিকেই এগোবার কথা ওঁরা চিন্তা করতে শুরু করলেন।

কূল বরাবর কয়েক জায়গায় পিঁপড়া দেখা গেল। এর থেকে ওঁরা সিদ্ধান্ত করলেন যে, 'গিরগিটি সাগরের' দক্ষিণ কূলে এই জীবটির ব্যাপক প্রসার এবং যুরা যুগের জগতে পিঁপড়াই হল প্রকৃত শাসক।

পাপচ্‌কিন বললেন, "ভাগ্য ভালো, ওরা অন্ততঃ কিছুটা সময় ঘুমিয়ে কাটায়! নইলে অনেক আগেই আমরা খতম হয়ে যেতাম!"

মাকৃশেইয়েভ সেই কথায় কথা জুড়ে বললেন, "অসি-দন্তী বাঘ আর মাংসাশী গিরগিটি, দুইয়ে মিলে যা, তার চেয়েও ভয়ানক।"

সাগরতটে রাত কাটিয়ে অভিযাত্রীরা আরও একটা দিন পশ্চিম দিকে এগোতে মনস্থ করলেন। দক্ষিণ দিকে ঢুকবার কোনো রাস্তা পাওয়া না গেলে, ফিরতে হবে।

ওঁরা যা চাইছিলেন, সেটা পরদিন পাওয়া গেল। তটরেখার প্রকৃতি বদলাল না, কিন্তু সেটা একেবারে পুরাপুরি দক্ষিণে সরে যেতে লাগল। কয়েক ঘণ্টা পরেই দেখা গেল যে, গাছপালার সবুজ দেওয়াল শেষ হয়ে এসেছে, সামনে ক্লিফ্।

দূরবীন দিয়ে দেখতে দেখতে কাশ্‌তানভ নিতান্ত অসহায়ের মতো বলে উঠলেন, "সেই একই মালভূমি, সেই একই কালো মরুভূমি!"

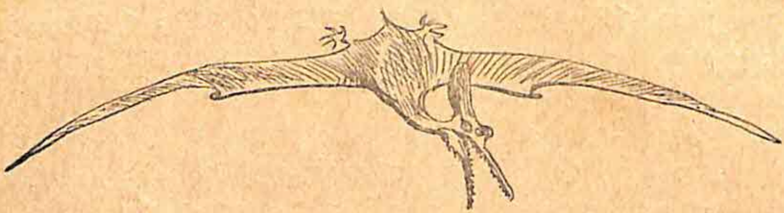
জঙ্গলের কিনার পার হয়ে ওঁরা একটা বড় উপসাগরে গিয়ে পড়লেন। জঙ্গল আর মালভূমির মাঝখানে এই উপসাগর। উপসাগরের পিছন দিকে শ্যামল উপত্যকা, তার পটভূমিতে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে উঁচু, কালো, তীক্ষ্ণশীর্ষ পর্বতের জটলা।

গ্রমেকো বললেন, "আবার আগ্নেয়গিরি! কিন্তু দেখুন, সাগরের কত কাছে!"

উপসাগরের দক্ষিণ মাথায় উপত্যকা আরম্ভ হয়েছে; সেইদিকে সমতল বালির এক ফালি তটভূমি লক্ষ্য করে ওঁরা নৌকা চালালেন।

উপত্যকার মধ্যে দিয়ে একটা বড় নদী বয়ে চলেছে। নদীটার দু'ধারে গাছ, ঝোপ, আর ফাঁকা মাঠ। সাগরতটে তাঁবু ফেলে, সেখানে ওঁরা ফাঁকা মাঠে কাচপোকা, ঝিল্লী-ফড়িং আর মাছি, এবং বালিতে ইগোয়ানোডন আর উড়ুক্কু গিরগিটির পায়ের চিহ্ন দেখতে পেলেন; কিন্তু কোথাও পিঁপড়ার সন্ধান পাওয়া গেল না।

দুপুরে খাবার পর সকলে আগ্নেয়গিরিগুলির দিকে চললেন; কিন্তু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে, নৌকা দু'খানা, তাঁবু এবং সমস্ত বাড়তি রসদ জঙ্গলে লুকিয়ে রেখে গেলেন। এমনকি কোনো কোনো



জিনিস গাছে তুলে ঝুলিয়ে রাখা হল। সর্দার এবার ওঁদের সঙ্গেই গেল।

উপত্যকার মধ্যে দিয়ে—নদীর পাড়ের কাছ বরাবর পথ ধরলেন। এখানে ঝোপঝাড়গুলি আগেকার মতো অগম্য নয়, তার মাঝে মাঝে ঝোপ ভেঙ্গে ভেঙ্গে ইগোয়ানোডনের যাতায়াতের পথ। কাশ্‌তানভ লক্ষ্য করলেন যে, এখানকার ক্লিফ্‌গুলি ক্রাইসোলাইটঘটিত, তার মধ্যে মধ্যে নিকেলযুক্ত লোহার শিরা। সুদূর উত্তরে মাকৃশেইয়েভ নদী বরাবর যেমন দেখা গিয়েছিল, ঠিক তেমনি এখানেও শিরাগুলি প্রায়ই নিরেট ধাতুর গোলায় পরিণত হয়েছে ; সেগুলির ব্যাস এক গজ পর্যন্ত—এই শুধু পার্থক্য।

একটা খাড়া ক্লিফের গোড়ায় অনেকগুলি ছোট-বড় ধাতুর পিণ্ড রোদে চকচক করছিল ; সেখানে দাঁড়িয়ে মাকৃশেইয়েভ বলে উঠলেন, "এই ধাতু দিয়ে খুব সহজে ইস্পাত তৈরি করা যায়!"

কাশ্‌তানভ হেসে বললেন, "ছোট্ট ছেলে যেমন বড় বড় কিশমিশে ভরা দারচিনি মেশানো পিঠের সামনে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে, আপনিও ঠিক তেমনি করছেন।"

মাকৃশেইয়েভ সখেদে বললেন, "বিরাট একটা কারখানার পক্ষে কী চমৎকার ঐ জায়গা!"

কাশ্‌তানভ মুচকি হেসে বললেন, "পিঁপড়া সত্ত্বেও?"

"সব কিছু সত্ত্বেও! আপনি কি বলতে চান যে, এমন সম্পদ পাবার সম্ভাবনা থাকলে মানুষ ঐসব পোকা নিশ্চিহ্ন করে দিতে একটুও ইতস্ততঃ করত? শুধু একটা কামান আর কয়েক ডজন গ্রিনেড হলেই প্রত্যেকটি পিঁপড়ার ঢিবি আর পিঁপড়াদের ধুলো ধুলো করে উড়িয়ে দেওয়া যেত না!"

শিকারের সন্ধানে উৎসর্প কূর্ম মাঝে মাঝে উপত্যকার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে, খাড়া পাহাড়গুলিতে, কাছাকাছিই ওদের বাসা। ওঁদের আক্রমণ করবার সাহস নেই, কিন্তু সর্দার যখনই ছুটে এগিয়ে যাচ্ছিল, কিংবা পিছিয়ে পড়ছিল, তখনই একটা উৎসর্প কূর্ম তার উপর দিয়ে চক্কর দিচ্ছিল—যেকোনো মুহূর্তে নেমে এসে ছোঁ মারতে পারে। গ্রমেকো সেই গিরগিটির উপর দু'টো গুলি চালিয়ে, দ্বিতীয় বারে

মারলেন। ভীষণভাবে পাখা ঝাপটাতে ঝাপটাতে সেটা একটা প্রকাণ্ড পর্ণাঙ্গের উপর এসে পড়ল।

আর একটা ক্লিফের গোড়ায় ফাঁকা জায়গায় এক পাল ইগোয়ানোডনকে বিশ্রাম করতে দেখা গেল; কিন্তু যাতে মাংসের বোঝা বইতে না হয়, তাই ঠিক হল, ফিরবার পথে ওর একটা শিকার করা হবে।

প্রায় তিন ঘণ্টা সমানে হাঁটবার পর ওঁরা একটা জায়গায় এসে পড়লেন, সেখানে উপত্যকাটা পশ্চিম দিকে বিষম বাঁক খেয়েছে। সেখান থেকে উপত্যকা কয়েকটা আগ্নেয়গিরির পাশ দিয়ে গেছে; আগ্নেয়গিরিগুলি সেখানে হয়েছে উপত্যকাটির ডান পাশের ঢাল। চলা আরও কঠিন হয়ে উঠল, কেননা লাভার কালো কালো দাঁড়া আর গণ্ডশিলার উপর দিয়ে হাঁটতে হচ্ছিল।

ছোট্ট একটা ফাঁকা জায়গায় রাত্রের মতো থেমে ওঁরা আগুনের জন্য কিছু শুকনো ঘোড়ালেজা কুড়িয়ে আনলেন। আর অনুসন্ধানে বেরুবার সময় যাতে থলিগুলি নিয়ে যেতে না হয়, তাই সমস্ত জিনিসপত্র গাদা করে রেখে দিলেন।

একটা আগ্নেয়গিরির গা দিয়ে গড়িয়ে এসে লাভার দু'টো প্রকাণ্ড স্রোত কঠিন হয়ে রয়েছে। সেই স্রোত দু'টি যেখানে শেষ হয়েছে, তার মাঝখানে থাকের মধ্যে একটা সরোবর। সরোবরকে ঘিরে রয়েছে ছোট ছোট তালগাছ, ঘোড়ালেজার ঝোপ, আর সরু এক ফালি জমিতে চিনি-ডাঁটা। সরোবর থেকে উঠে নিচের লাভাস্রোতের ভিতর দিয়ে একটা জলস্রোত। সরোবরের জল একেবারে আয়নার মতো মসৃণ, সবুজ পাড়, কালো কালো লাভাস্রোত আর মালভূমির ম্লান ক্লিফ্‌গুলির সমস্ত খুঁটিনাটি সেই আয়নায় প্রতিফলিত হচ্ছে।

পাপচ্‌কিন বললেন, "সংসারের সমস্ত ঝঞ্ঝাট থেকে কেউ সরে থাকতে চাইলে, ঐ হবে তার জন্য একেবারে আদর্শ জায়গা। কালো ক্লিফের পাশে একখানা কুটির বেঁধে সে ঐ শান্তিময় সরোবরের ধারে তালের ছায়ায় বসে বসে স্বচ্ছ আকাশ, চিরন্তন সূর্য্য আর বিপুল সুন্দর আগ্নেয়-গিরির ধ্যান করে দিন কাটিয়ে দিতে পারে।"

কাশ্‌তানভ সেই কথারই জের টেনে বললেন, "আর হঠাৎ একদিন ঐ ছলনাময় আগ্নেয়গিরি থেকে উৎক্ষিপ্ত প্রস্তরবৃষ্টিতে কিংবা লাভা-স্রোতে সে নিশ্চিন্ত হয়ে যাবে।"



"নইলে মরবে না খেয়ে, কেননা," গ্রমেকো বললেন, "এই তালগাছে

খাবার ফল হয় বলে মনে হয় না, আর ডাঁটাগুলিও এখানে মোটেই মিষ্টি নয়।"

মাকশেইয়েভ বললেন, "কোনো শিকার পাওয়া যায় বলেও মনে হচ্ছে না।"

"আপনারা সব অতি জঘন্য একদল বাস্তববাদী! কাউকে একটু স্বপ্ন দেখতেও দেবেন না! সাধু এসে এখানে এক টুকরো জমিতে চাষ লাগাতে পারে, একটা আঙুরের বাগিচা করে একটা বাগানও তৈরি করতে পারে। প্রচুর জল রয়েছে, পুরানো লাভার উপর আঙুরলতা ভালোই জন্মায়, তাছাড়া…"

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই সবচেয়ে কাছের আগ্নেয়গিরি থেকে একটা প্রচণ্ড গর্জন উঠল। সর্বসাম্প্রতিক লাভা-স্তর জমাট হয়ে আগ্নেয়-গিরির প্রধান শীর্ষ ঢাকা ছিল, কিন্তু কয়েক মিনিট পরেই এক ঝাঁক ছোট ছোট কালো নুড়ি ওঁদের উপরে এসে পড়ল।

মাকৃশেইয়েভ বললেন, "দেখলেন ত! মহামহিমময় এখনই জানিয়ে দিলেন যে, তাঁর ঐ প্রিয় লাভাস্রোতের উপর কোনো সাধুসন্ন্যাসীর আঙুরলতার চাষ তিনি সহ্য করবেন না।"

কাশ্‌তানভ বললেন, "চলুন, সরোবর দেখে তাঁবুতে ফেরা যাক। এখানে থাকা বিপজ্জনক।"

সকলে যখন সরোবরের দিকে চলেছেন, এমন সময় আর একটা গর্জনের পরই এক পশলা নুড়ি-বৃষ্টি হয়ে গেল।

"অনাহুত অতিথিদের প্রতি আগ্নেয়গিরি ক্রুদ্ধ হয়েছেন! 'শয়তান' জেগে উঠবার আগেই আমরা যেমন তার গন্ধক চুরি করে নিয়েছিলাম, তেমনি ভাবে এর গহ্বর থেকে কোনো সম্পদ অপহরণ করি, তাই এর ভয়।"

গ্রমেকো বললেন, "ঐ আগ্নেয়গিরির নাম রাখা যাক 'খিটখিটে বুড়ো'।"

নামটা সবার পছন্দ হল। কাশ্‌তানভ যে-মানচিত্র আঁকছিলেন তাতে নামটা লিখেও নিলেন। সরোবরটির নাম হল 'সাধুসন্তের সরোবর', আর যেখান থেকে স্রোতটি উঠেছে তার নাম রাখা হল 'পাপচ্‌কিন নদী'।

মাকৃশেইয়েভ হেসে বললেন, "আপনার শূন্যের সৌধ আমরা অমর করে দিলাম, দেখুন।"

সরোবরের জল ঠাণ্ডা, মিষ্টি—'ভিশি জলে'র* কথা মনে পড়ে যায়।

সরোবর ঘুরে যাবার সময় ওঁরা সাঁতরাবার উপযোগী একটা জায়গা পেলেন। চমৎকার জল দশ ফুটের বেশি গভীর নয়, তাতে মাছ নেই, উদ্ভিদ নেই, পোকামাকড়ও নেই।

* ফ্রান্সের ভিশি নামক জায়গায় কুণ্ড থেকে ঠাণ্ডা জল ওঠে, তাতে নানা পেটের পীড়া আরোগ্য হয়।—তর্জমাকার

তখনও ফিরবার সময় হয়নি, ফিরে গিয়ে শুয়ে পড়া চলে না, তাই সবাই মালভূমিতে উঠতে মনস্থ করলেন। ওঠা কঠিন নয়, কেননা উপরের লাভাস্রোত মালভূমির কিনারে গিয়ে পড়েছে, আর গণ্ডশিলাগুলি যেন বিশাল একটা সিঁড়ি তৈরি করে রেখেছে। তাই একটা থেকে আর একটা গণ্ডশিলায় চড়ে চড়ে ওঁরা একটু পরেই উপরে উঠে গেলেন।

তখন নিচে, পুব দিকে সরোবরটা একটা গভীর খাদের মধ্যে যেন জড়সড় হয়ে রয়েছে। তার পিছন দিয়ে উঠেছে 'খিটখিটে বুড়োর' দাগ কাটা কাটা কালো ঢাল, মাথায় একটা সূক্ষ্মাগ্র মুকুট। কালো ধোঁয়ার একটা কুণ্ডলী নিস্পন্দ বাতাসে মাইলের পর মাইল উর্ধ্বে উঠে গেছে। অন্যান্য আগ্নেয়গিরির মতো এখানেও, আগ্নেয়গিরিগুলির উত্তরে, দক্ষিণে, পশ্চিমে সেই 'কালো মরুভূমি' প্রসারিত। আরও উত্তরে মরুভূমি সাগরে গিয়ে মিশেছে, কিন্তু দক্ষিণে আর পশ্চিমে দিগন্ত অবধি মরুভূমি।

কাশ্‌তানভ লক্ষ্য করে বললেন, "'খিটখিটে বুড়ো' 'শয়তানের' চেয়ে অনেক উঁচু। এর ঢালগুলিও বেশি খাড়া।"

মাকৃশেইয়েভ বললেন, "অগ্ন্যুৎপাত শুরু হয়ে গেছে, এখন আর চড়া যাবে না।"

"সে কাল দেখা যাবে। গন্ধকের আর দরকার নেই, সুতরাং এখন আমরা যখন খুশি ফিরে যেতে পারি।"

ওঁরা নেমে সরোবরে গেলেন, তারপর কঠিন লাভাস্রোত পেরিয়ে এক ঘণ্টা পরে তাঁবুতে ফিরে গেলেন।

খিটখিটে বুড়োর রসিকতা

সেদিন রাত্রে 'খিটখিটে বুড়ো' ওঁদের ঘুমোতে দিল না। ঘুমিয়ে পড়বার কয়েক ঘণ্টা পরেই একটা প্রচণ্ড গর্জনে সকলে ভয়ে লাফিয়ে উঠলেন।

"এ আগ্নেয়গিরি থেকেও কি সেই উত্তপ্ত মেঘ উঠতে লাগল নাকি!" —গ্রমেকো চেঁচিয়ে বললেন, "দেখুন, দেখুন, ব্যাপারটা দেখুন!"

পুঞ্জ পুঞ্জ কালো মেঘে পর্বত ছেয়ে গেছে, আর সেই মেঘ ঢাল বেয়ে নেমে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। গন্ধক এবং ক্লোরিনের উগ্র গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। মেঘ চিরে চিরে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, আর বজ্রের প্রচণ্ড আওয়াজ ছাপিয়ে উঠছে আগ্নেয়গিরির ভীষণ গর্জন।

"না," কাশ্‌তানভ বললেন, "অগ্নিমেঘের ভয় নেই। এ এক

অন্য রকমের উদ্‌গার। আগ্নেয়গিরি থেকে এখন ছাই আর পাথর উঠছে, লাভা বোধ হয় পরে বেরুবে।"

"আমাদের পর্বতে চড়া বোধ হয় এইখানেই শেষ?"

"পাগল হইনি যে সক্রিয় আগ্নেয়গিরিতে উঠতে যাব!"

"তা এখন কি করা যায়?"

"এইখানে কিছুক্ষণ থাকা যাক, কিংবা আবার শোয়া যাক, তারপর সাগরে ফিরে যাওয়া যাবে।"

"এখনই ফিরে যাওয়া যেতে পারে?"

"এত কাছে থেকে অগ্ন্যুৎপাত দেখা তাহলে ফসকে যাবে।"

"গরম গরম পাথর যদি গায়ে এসে পড়ে।"

"তা বোধ হয় আসবে না। আমরা আছি পর্বতের একেবারে গোড়ায়; এতদূর পৌঁছবে না।"

"কিন্তু লাভা এদিকে গড়িয়ে আসতে পারে।"

"লাভা তাড়াতাড়ি ছোটে না। হেঁটে হেঁটেই সরে পড়বার সুযোগ পাওয়া যাবে।"

"বেশ, তাহলে এইখান থেকেই 'খিটখিটে বুড়ো'র কাণ্ডকারখানা দেখা যাক। ইতিমধ্যে খেয়ে নেওয়া ভালো।"

আগুন জ্বেলে কেতলি চাপিয়ে খেতে খেতে সবাই আগ্নেয়গিরি দেখতে লাগলেন।

আগ্নেয়গিরি সম্পূর্ণতঃই মেঘের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। এমন কি মাথার উপরে আকাশও ধূসর একটা পর্দায় ছেয়ে গিয়েছে। তাই প্লুটোকে মনে হচ্ছিল যেন রশ্মিহীন একটা চাকতি; নিরানন্দ পারিপার্শ্বিকের উপর প্লুটো থেকে একটা ভয়াল আলো ছড়িয়ে পড়ছে।

একটু পরেই কালো ছাই ওঁদের উপর ঝরতে লাগল। পেয়ালা ঢেকে ফেলতে হল, নইলে চায়ের সঙ্গে মুখ পুরে আগ্নেয়ভস্ম গিলতে হবে। ঘাস, চিনি-ডাঁটা, তালগাছ, নদীর জল পর্যন্ত একেবারে ঝুলের মতো কালো হয়ে গেল।

মাক্‌শেইয়েভ বললেন, "ভাগ্য ভালো, জলের টিনগুলি সকালে ভর্তি করা হয়েছিল, নইলে আজ সারা দিনের মতো আর জল জুটত না। ঐ শুনুন! ওটা কিসের আওয়াজ?"

আগ্নেয়গিরি তেমন জোরে গর্জন করছিল না, তাই মেঘের গর্জনের মাঝে মাঝে একটা চাপা আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল; যেন সমুদ্রের কূলে ঢেউ-ভাঙার আওয়াজ ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসছে। সবাই ভয়চকিত হয়ে পরস্পরের মুখের দিকে চাওয়া-চাওয়ি করলেন।

"এখান থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে!" কাশ্‌তানভ চেঁচিয়ে উঠলেন,

"নদী থেকে কাদার একটা ঢেউ কিংবা স্রোত বয়ে আসছে! এমন যে হতে পারে, সে-কথা আমি ভুলে গিয়েছিলাম! তাড়াতাড়ি! জিনিসপত্র সব নিয়ে চলুন, যত দূর সম্ভব উপরে গিয়ে উঠতে হবে!"

পেয়ালাগুলি খালি করে, জিনিসপত্র ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে চার জনে সেই জমাট লাভাস্রোতের উপর দিয়ে ছুটে চললেন। গণ্ডশিলাগুলির উপর দিয়ে হেঁচড়ে হেঁচড়ে, ওঁরা নদীর খাতের উপরে গিয়ে উঠবার চেষ্টা করছিলেন। পা ক্রমাগত পিছলে যাচ্ছিল।

যেখানে তাঁবু ছিল সেখান থেকে প্রায় দেড়শ ফুট উপরে উঠে ওঁরা একটু দম নেবার জন্য থেমে একবার পিছন ফিরে তাকালেন। টুকরা টুকরা জমাট-বাঁধা লাভা উপড়ে নিয়ে আগ্নেয়গিরির ঢাল বেয়ে প্রচণ্ড একটা কালো ধারা ছুটে চলেছে। একটু আগেই সবাই যেখানে বসে মহা-নিশ্চিন্তমনে চা খাচ্ছিলেন, সেইখানে, সেই দশ ফুট উঁচু ভয়ানক ঢেউ কয়েক মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গেল। মুহূর্তে সবুজ ঝোপগুলি অদৃশ্য হয়ে গেল, প্রচণ্ড ধাক্কায় তালগাছগুলি কেঁপে কেঁপে ঘোলা জলের তলায় পড়ে গেল, সমগ্র ফাঁকা জায়গাটা গেল ডুবে, কোনো দিন সেটার অস্তিত্ব ছিল, এমন চিহ্নটুকুও রইল না।

পাপচ্‌কিন বলে উঠলেন, "বাঁচা গেছে! আমরা সময় মতো সরে পড়েছিলাম!"

ওঁরা এখন জমাট লাভাস্রোতের উপরে উঠে এসেছেন। দু'টি পাহাড়েরই চূড়া বেশ ভালোভাবে দেখা যাচ্ছিল। কাদার স্রোত ডাইনের চূড়ার পাশ দিয়ে বয়ে এসেছে; বাঁয়ের চূড়াটায় কি হচ্ছে, তাই দেখবার জন্য সকলে ফিরে তাকালেন। কয়েক মিনিট পরে, বাঁয়ের চূড়ার পাশে সংকীর্ণ উপত্যকার ভিতর দিয়ে আর একটা কর্দম স্রোত বইতে লাগল। এ স্রোতের বেগ একটু কম, কেননা, স্রোতের জল ছাই আর নুড়িতে ভরা, সব মিলিয়ে যেন পাতলা কালো মণ্ডের মতো হয়ে উঠেছে; ঝোপ-ঝাড় আর তালগাছগুলি উপড়ে এসে তার মধ্যে পাক খেয়ে খেয়ে চলেছে।

পাপচ্‌কিন বললেন, "এগুলো আসছে সরোবর থেকে।"

কাশ্‌তানভ বললেন, "আপনার সেই মনোরম তপোবনের দৃশ্য শেষ হয়ে গেল! সরোবর এখন একটা প্রকাণ্ড কাদার গর্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

গ্রমেকো তার সঙ্গে বললেন, "এই আগ্নেয়গিরিগুলি মোটেই ভালো প্রতিবেশী নয়। 'শয়তান' আমাদের উপর অগ্নিমেঘের নিঃশ্বাস ছেড়েছিল, আর 'খিটখিটে বুড়ো' কাদার স্রোত উগরে দিল।"

কাশ্‌তানভ বললেন, "আমরা কিন্তু দু'টো থেকে পার পেয়ে, প্রকৃতির এই ভয়ানক বিস্ময় দেখতে পেলাম।"

পাপচ্‌কিন হতাশ সুরে বললেন, "দেখুন দু'দিকের ঐ স্রোত আমাদের সাগরে যাবার পথ, আমাদের নৌকায় যাবার পথ বন্ধ করে দিল! এখনও 'খিটখিটে বুড়ো' রয়েছে পিছনে; হয়ত নতুন ভয়ানক কিছু করবার মতলবে আঁটছে।"

গ্রমেকো ব্যঙ্গের সুরে বললেন, "এখন লাভার স্রোত নেমে এলে, আমরা আগুন আর জলের মাঝখানে পড়ে যাব—অবশ্যি যে কোনোর একটাকে বেছে নেওয়া যাবে!"

মাকৃশেইয়েভ বললেন, "'খিটখিটে বুড়োর' কারদানি এখনও শেষ হয় নি।"

কাশ্‌তানভ বললেন, "অবস্থা আরও খারাপ হতে পারত; চাঙ্গা হয়ে উঠুন! কাদার স্রোত কিছুক্ষণের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে, তারপর লাভা এ পথে এলেও, আমাদের ধরে ফেলবার আগে সাগরে পেঁাছে যেতে পারব।"

পাপচকিন গজগজ করে বললেন, "ইতিমধ্যে ভিজে একশা হতে হবে; একটা ঝোপও নেই যে তার তলায় একটু দাঁড়াব।"

উনি ঠিকই বলেছেন। কিছুক্ষণ হল টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল, কাদার স্রোত দেখবার ব্যস্ততায় ওঁরা সেদিকে নজর দেননি। এখন বৃষ্টি পড়ছে আরও জোরে। এবার সবাই একটা কিছু আশ্রয়ের জন্য চারিদিকে তাকাতে লাগলেন। এতদিন আবহাওয়া ভালোই গেছে, তাই সে বিষয়ে কোনোও চিন্তা না করে—তাঁবু আর বর্ষাতিগুলি নৌকার সঙ্গে জঙ্গলে রেখে আসা হয়েছে।

ঢালের আরও উপরের দিকে দেখিয়ে মাকৃশেইয়েভ বললেন, "ঐ বড় বড় গণ্ডশিলাগুলির কাছে বোধ হয় কম ভিজতে হবে।"

পাপচ্‌কিন বললেন, "আগ্নেয়গিরি থেকে দূরত্বও কমে আসবে।"

গ্রমেকো বললেন, "কেউ আপনাকে বাধ্য করছে না, ইচ্ছা হয় এইখানেই থাকুন।"

কিন্তু পাপচ্‌কিন একলা থাকতে চাইলেন না। সবাই মিলে সেই খাড়া জমাটবাঁধা লাভাস্রোত ধরে উঠতে লাগলেন। পাথরও ভিজা, ওঁদের বুটও ভিজা;—বারবার সবার পা পিছলে যাচ্ছিল। এইভাবে ওঁরা গাদাকরা গণ্ডশিলার একটা শিরায় এসে উপস্থিত হলেন। আগের লাভাস্রোতের উপর দিয়ে অপেক্ষাকৃত হাল আমলে যে লাভাস্রোত বয়ে গেছে, এটা তারই প্রান্ত। জায়গায় জায়গায় গণ্ডশিলাগুলির মাঝে মাঝে এক-এক জনের আশ্রয়ের মতো স্থান রয়েছে; চার জন এমনি চারটি ফাঁকে গিয়ে দাঁড়ালেন। সর্দার একেবারে ভিজে গিয়েছে, তার গা দিয়ে জল গড়াচ্ছে! সে মাকৃশেইয়েভকে সঙ্গী হিসাবে বেছে নেওয়ায় উনি মোটেই খুশি হলেন না।

ভিজে ঠাণ্ডা হয়ে চারজনে সেই এবড়োখেবড়ো পাথরের উপর অদ্ভুতভাবে গুটিসুটি মেরে রইলেন। 'খিটখিটে বুড়ো' যখনই একটু শান্ত হচ্ছিল, অমনি ওঁরা পরস্পরকে ডাকাডাকি করে চাঙ্গা হবার চেষ্টা করছিলেন।

বৃষ্টি ততক্ষণে চেপে শুরু হয়েছে। একটু পরেই, জমাটবাঁধা লাভার গা বেয়ে ছাইভর্তি জল প্রথমে ছিঁটেফোঁটা, তারপর ধারায় গড়িয়ে এসে সকলের অসুবিধা আরও বাড়িয়ে তুলল।

একজনের পাশের দিকে, আর একজনের পিঠে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা লাগল। পাপচ্‌কিন একটা সংকীর্ণ খাদের মধ্যে উপুড় হয়ে ছিলেন; তিনি হঠাৎ অনুভব করলেন যে, গর্তটা জলে ভরে উঠেছে। সেখান থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে উনি আর একটা নতুন আশ্রয়ের জন্য গণ্ডশিলাগুলির মধ্যে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করতে লাগলেন।

মাকৃশেইয়েভ তাঁকে দেখে হাসলেন; উনি আর সর্দার ছোট্ট গুহাটায় বেশ ভালো আশ্রয়ই পেয়েছেন।

ভিজা গণ্ডশিলাগুলির উপর দিয়ে হেঁচড়ে যেতে যেতে পাপচ্‌কিন বলতে লাগলেন, "এ ত খিটখিটে নয়! কে জানে, এ 'বাদুলে,' কাঁদুনে,' না, 'জবজবে'!"

মাকৃশেইয়েভ চেঁচিয়ে বললেন, "তাহলে নাম রাখা যাক, জলীয়!"

পাপচ্‌কিন সে-কথা শুনতে পাননি। একটা ফাঁক পেয়ে উনি আগে মাথা ঢুকিয়ে ভিতরে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ফাঁক নিতান্তই ছোট, তাই পা রইল বেরিয়ে।

হঠাৎ ভয়ানক একটা বিস্ফোরণ হল। মনে হল যেন গণ্ডশিলাগুলির নিচেয় একেবারে পিষে যেতে হবে, তাই সবাই হুড়মুড় করে বেরিয়ে এলেন।

গ্রমেকো চেঁচিয়ে বললেন, "ভূমিকম্প!"

পাপচ্‌কিন বলে উঠলেন, "আগ্নেয়গিরি ফেটে গিয়েছে! আমাদের উপর নেমে আসছে!"

কাশ্‌তানভ বিবর্ণ হয়ে বললেন, "অগ্নিমেঘ না হয়!"

বৃষ্টি এবং মেঘের মধ্যে দিয়ে কেউ কিছুই দেখতে পাচ্ছিলেন না। কয়েক মুহূর্তে আতঙ্ক কেটে গেলে সবাই শান্ত হয়ে গেলেন। এমন সময়, প্রকাণ্ড বল্‌এর মতো একখানা পাথর ঢিপ করে এসে পড়ল ওঁদের পায়ের কাছে কাদায়! পাথরখানার সারা গায়ে গভীর খাঁজ; বৃষ্টির জলে সেটা হিসহিস পটপট আওয়াজ করতে লাগল আর ধোঁয়া বেরুতে লাগল সেটার গা দিয়ে। তখন উপরে, নিচেয়, ডাইনে, বাঁয়ে, ওঁদের চারিদিক থেকে অমনি পাথরবৃষ্টির ঢিপঢিপ আওয়াজ উঠতে লাগল।

মাকৃশেইয়েভ চেঁচিয়ে বললেন, "ফিরে চলুন!" খিটখিটে বুড়ো এবার গোলাবর্ষণ শুরু করেছে!"

তাড়াতাড়ি ওঁরা যে-যার গর্তে ফিরে গিয়ে গুটিসুটি হয়ে সন্ত্রস্ত মনে চারিদিকে 'বোমা' বর্ষণ দেখতে লাগলেন। এক একটা পাথর গণ্ডশিলার উপর পড়ে হাতবোমার মতো টুকরা হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। বৃষ্টি থেমে আসছে। ঢাল বেয়ে গরম হাওয়ার একটা হলকা নেমে এসে, পোড়া আর গন্ধকের ধোঁয়ার গন্ধে বাতাস ভরিয়ে তুলল। মেঘ উপরে উঠে গেল, কিংবা ছড়িয়ে গেল। পাথরবৃষ্টিও বন্ধ হয়ে গেল, তখন মাকৃশেইয়েভ সাহস করে গুহা থেকে বেরিয়ে এলেন।

'দেখুন, দেখুন' বলে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন।

সবাই বেরিয়ে এসে উপরে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন।

কালো মেঘের ফাঁক দিয়ে আগ্নেয়গিরির চূড়া তখন দেখা যাচ্ছে। ঢালের উপর দিয়ে ঝুলে এসেছে খাটো, আগুনে-লাল লাভার একটা জিহ্বা; পর্বতের চির-নিস্তব্ধতা যারা ভঙ্গ করেছে, তাদের ভয় দেখাচ্ছে যেন।

মাকৃশেইয়েভ গম্ভীরভাবে পাপচ্‌কিনকে বললেন, "এই বোধ হয় শেষ।"

উনি সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা জবাব দিলেন, "তাহলে গুলির মতো উড়ে যেতেন!"

কাশ্‌তানভ আবার বললেন, "ব্যস্ত হবার কিছু নেই। লাভাস্রোত থেকে হেঁটে সরে যাবার সময় পাওয়া যাবে।"

কিন্তু কোথাও যাবার কোনো জায়গা নেই। দু'টো নদীরই খাত দিয়ে তখনও ঘোলা জলের স্রোত ছুটে চলেছে; সেটা পার হওয়া অসম্ভব। লাল জিহ্বা প্রতি মিনিটে আরও লম্বা হতে লাগল, আর তার গা থেকে সাদা বাষ্প উঠতে লাগল।

" 'খিটখিটে বুড়ো' আমাদের ভিজিয়ে দিয়েছে, এবার শুকিয়ে দেবে। লাভা আরও কাছে এলে আমরা আগে কাপড়চোপড় শুকিয়ে নেব, তারপর..."

"তারপর, কাদার স্রোত পার হতে গিয়ে যদি না ডুবি, তাহলে আবার ভিজা"—এই বলে পাপচ্‌কিন কথাটা শেষ করলেন।

আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। ছেঁড়াখোঁড়া মেঘ আর ছাইয়ের আবরণের ভিতর দিয়ে প্লুটো হঠাৎ দেখা দিল। আগ্নেয়গিরির ঢালগুলি শুকিয়ে উঠতে লাগল। জমাটবাঁধা লাভার স্তূপ থেকে বাষ্প উঠতে লাগল, তার তলায় যেন জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড লুকান রয়েছে।

সবাই ভিজা জামাকাপড় খুলে, নিঙড়ে, শুকোবার জন্য পাথরের উপর মেলে দিলেন।

কাশ্‌তানভ বললেন, "লাভাস্রোত দেখা দিলে সাধারণতঃ বোঝা যায় যে, বিস্ফোরণ আর পাথরবৃষ্টি শেষ হল।"

মাকৃশেইয়েভ বললেন, "লাভার হাত থেকে ছুটে পালাতে হলে কিন্তু জামাকাপড় পরবার সময় পাওয়া যাবে না।"

তৎক্ষণাৎ আগ্নেয়গিরির মুখ দিয়ে বাষ্পের একটা সাদা মেঘ উৎক্ষিপ্ত হল, আর মুখের কিনারে একটা আগুনের ঢেউ উঠে সেটা দ্রুত ঢাল বেয়ে নেমে আসতে লাগল।

কাশ্‌তানভ বললেন, "প্রথম স্রোত সরোবরে গেছে, কিন্তু এটা সহজেই এখানে পৌঁছে যেতে পারে।"

"কখন?"—কথাটা সবাই জানতে চাইলেন।

"ঘণ্টাখানেক, কিংবা বেশিও হতে পারে। কী ধরনের লাভা, তারই উপর সব নির্ভর করছে। যদি ভারি হয়, আর সহজে গলে যায়, তাহলে তাড়াতাড়ি ছোটে; নইলে, আস্তে আস্তে। পুরানো লাভাস্রোতগুলি দেখে মনে হয় যে, এ আগ্নেয়গিরি থেকে শুধু ভারি স্রোতই ওঠে এবং এটাও বোধ হয় সেই একই রকমের।"

"তার মানে, এখান থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়াই ভালো।"

"ঠিক। লাভা এখানে পৌঁছবার আগেই কাদার স্রোত বোধ হয় শুকিয়ে যাবে, তখন আমরা একটা নদীর খাত পার হয়ে যেতে পারব।"

প্লুটোর রশ্মি আর আগ্নেয়গিরির গরম নিঃশ্বাসে ওঁদের কাপড়চোপড় একটু পরেই শুকিয়ে গেল। কাপড়চোপড় পরে নিয়ে সবাই সেই জায়গা থেকে সরে যাবার একটা সুযোগের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আগ্নেয়গিরির দিকে নজর রাখতে লাগলেন।

লাভার লম্বা জিহ্বার অগ্রভাগ পর্বতের শিরার পিছনে অদৃশ্য হয়ে, বোধ হয় পশ্চিমের ঢালের গোড়ায় যে-গর্তে এক সময়ে একটা সরোবর ছিল, সেই দিকে বইতে লাগল। আগ্নেয়গিরির মুখ দিয়ে বেরুতে লাগল লাভার ঢেউ। তার কিছু অংশ একই পথে, আর কিছু অংশ উত্তর দিক দিয়ে বইছিল। ওদিকে উত্তর কিংবা উত্তর-পশ্চিমের ঢাল দিয়ে নিশ্চয়ই আর একটা স্রোত আসছে। তা যদি হয়, সেটা ওঁদের দিকেই আসবে। রাশি রাশি জমাটবাঁধা পুরানো লাভার জন্য কেউ সেটা দেখতে পাচ্ছিলেন না।

নদী দু'টো ইতিমধ্যে অনেকটা ছোট হয়ে এসেছে। বিশেষতঃ বাঁ দিকের নদীতে এখন আর খরস্রোত নেই। সেটা এখন ছোট্ট একটা ঘোলা স্রোতে পরিণত হয়েছে; সেই নদী হেঁটে পার হওয়া যেতে পারে।

বন্দী

আধ ঘণ্টা কেটে গেল। অগ্ন্যুদ্গার ধীরে ধীরে একনাগাড়ে চলছিল। আগ্নেয়গিরির মুখে বিস্ফোরণে এখন ক্ষীণ এবং কম, ঘটছিল অনেক পরে পরে। কিন্তু, ওঁরা যে-ঢালে ছিলেন, তার আরও উপর থেকে, একটা চাপা গর্জন এবং বড় নদীতে বরফ-ভাঙার মতো আওয়াজ আসছিল। আওয়াজ আসছিল একটা পুরানো লাভাস্রোতের কিনারে প্রকাণ্ড গণ্ডশিলার পিছন থেকে।

কাশ্‌তানভ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "এবার আমাদের চলে যাওয়া ভালো ; লাভা এগিয়ে আসছে।"

আগের দিন যেখানে রাত কেটেছে সেই দিকে ওঁরা ঢাল বেয়ে নেমে চললেন। আওয়াজ ক্রমেই বাড়ছে। যে দিক থেকে আওয়াজ আসছিল, সেদিকে ওঁরা বারবার ফিরে ফিরে তাকাতে লাগলেন। পুরানো স্রোতের দাঁড়ার কিনারের উপর দিয়ে নতুন লাভাস্রোতের প্রান্ত ওঁরা এবার দেখতে পেলেন। এঁদের মধ্যে একমাত্র কাশ্‌তানভই আগে গলিত লাভাস্রোত দেখেছেন। আর তিন জনের কল্পনা ছিল যে, লাভা-স্রোত হবে একটা অগ্নি-পাঁচিলের মতো ; কিন্তু তা নয়, এ যেন কোনো অদৃশ্য দানবীয় শক্তির ঠেলা খেয়ে খেয়ে গণ্ডশিলাগুলির একটা কালো ঢেউ।

গাদা গাদা হয়ে, একটার উপর একটা আছড়ে পড়তে পড়তে গণ্ড-শিলাগুলি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছিল। উপরের গণ্ডশিলাগুলি দাঁড়ার উপর দিয়ে গড়িয়ে পড়তে পড়তে, সে জায়গায় নতুন গণ্ডশিলা দেখা দিতে লাগল, আর অন্যগুলি ঢাল বেয়ে অনেক নিচেয় গড়িয়ে যেতে থাকল। বাষ্পের মেঘ উঠতে লাগল, কোথাও কোথাও বাষ্প উঠতে লাগল ফিনকি দিয়ে। এখানে-ওখানে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠতে লাগল নীল শিখা। নিবন্ত আগুনের ছাইয়ের মধ্যে জ্বলন্ত কাঠের শেষ থেকে যেমন হয়, তেমনি আগুনের দাগ দেখা যেতে লাগল এক-একবার। আগুন কিন্তু এগিয়েই আসতে লাগল। ঈষৎ কম্পমান কালো বর্মের তলা দিয়ে বিষাক্ত ধোঁয়া আর তপ্ত শিখা উদ্গিরণ করতে করতে সেই মহাকায় দানব গুড়ি মেরে মেরে সমানে নেমে আসছে।

গড়িয়ে-আসা গণ্ডশিলাগুলি থেকে বাঁচবার জন্য ওঁরা ছুটে নদীর ডাইনের শাখাটার দিকে, আগের দিন রাতে যেখানে বিশ্রাম করা হয়েছিল তার একটু উপরে গিয়ে উঠলেন। সেই জায়গা থেকে ছোট ছোট ঘোলা জলের ধারা বেরিয়ে গেছে, তাই জায়গাটা এখন জবজবে হয়ে গেছে।

সবাই নদী পার হতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু কয়েক পা এগোতে না-এগোতেই সবাই হাঁটু অবধি কাদায় আটকে গেলেন।

"আরে!"

"পা টেনে তুলতে পারছি না!"

"এ যে ঠাসা ময়দার মতো!"

গ্রমেকো সবার পিছনে ছিলেন, তাঁর পা তখনও আর সবার মতো আটকে যায়নি। তিনি কোনোমতে বুটের মধ্যে থেকে পা টেনে বের করলেন, কিন্তু বুট রইল কাদার তলায়। তারপর, পাড়ে একটা প্রকাণ্ড গণ্ডশিলার উপরে উঠে, বেশ কিছুক্ষণ সময় নিয়ে তবে সেই কাদার মধ্যে থেকে বুট উদ্ধার করলেন। বাকি তিন জন মাছি-ধরা আঠাল কাগজের উপর মাছি যেমন পড়ে থাকে তেমনি অসহায় হয়ে রইলেন।

লাভাস্রোত ইতিমধ্যে সমানে এগিয়ে প্রায় দু'শ গজের মধ্যে এসে পড়েছে। ওদের অবস্থা একেবারে নিরুপায় হয়ে উঠছে। গ্রমেকো কাদার উপর দিয়ে একখানা কাঠ, তক্তা, কিংবা ছোট্ট লাঠি বাড়িয়ে বন্ধুদের টেনে তুলতে পারেন এমন কিছুই সেখানে নেই।

হঠাৎ একটা বুদ্ধি ওঁর মাথায় এল। পাপচ্‌কিন সব চাইতে হালকা; গ্রমেকো চৌকা চৌকা লাভার টুকরা পরপর পেতে দিলেন পাপচ্‌কিনের দিকে। তারপর রাইফেল রেখে, থলি আর শার্ট খুলে হাঁটুর উপর অবধি প্যাণ্টের পা গুটিয়ে নিলেন। তারপর সেই পাথরগুলির উপর দিয়ে সন্তর্পণে পাপচ্‌কিনের কাছে পৌঁছে তাঁর হ্যাপস্যাক আর রাইফেল খুলে নিয়ে, তাঁর দুই বগলের তলায় জাপটে ধরে তুলে নিলেন। পাপচ্‌কিনের পায়ে ছিল লেসিং বুট, সেটা কাদায় আটকে গেল না। দু'জনে মিলে আর একটা পাদানি করে নিয়ে মাকৃশেইয়েভকে বুট ছাড়াই টেনে তুললেন। কাশ্‌তানভ সবচাইতে লম্বা আর ভারি। তিন জনে মিলে তাঁকেও বুট-ছাড়া টেনে তুললেন।

লাভাস্রোত ততক্ষণে অনেক কাছে এসে গেছে; গা-পোড়ানো তাপ ওঁদের গায়ে লাগছে। কাদায় আটকান বুট ফিরে পাবার চেষ্টা করার সময় আর নেই। মৃত্যুর স্রোত গুড়ি মেরে মেরে আসছে—তার কবল থেকে পালাতে হবে।

তাড়াতাড়ি জিনিসপত্র তুলে নিয়ে ওঁরা নদী পার হবার একটা ভালো জায়গার সন্ধানে পাড় ধরে ছুটে চললেন।

সর্বত্র কিন্তু সেই ধূসর রংয়ের বিপজ্জনক কাদা, তার মধ্যে পা দিতে ভরসা হল না।

বৃথাই নদী পার হবার জায়গা খুঁজতে খুঁজতে ওঁরা আগের দিন রাত্তিরের জায়গাটায় গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানে একটা ছোট সরোবর

দেখা গেল। সরোবরে জল সামান্যই, কিন্তু তার তলদেশে সেই একই ধূসর রংয়ের কাদার আস্তরণ। কাদার স্তর কত পুরু, সেটা বুঝবার উপায় নেই।

পিছনে লাভাস্রোত আরও কাছে এসে গেল।

গণ্ডশিলাগুলি গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে; তার সনসন চড়চড় আওয়াজ, আর বাষ্পের হিসহিস শব্দের বিরাম নেই। প্রতি মিনিটে তাপ বেড়ে চলেছে।

পুরানো লাভাস্রোতের কিনার ধরে ছুটে ওঁরা সরোবরের কাছে গেলেন। নদীর দু'টি শাখা সেখানে গিয়ে মিশেছে; কিন্তু বাঁয়ের চূড়ার কাছে নদীর খাতে গিয়ে ওঁরা দেখলেন, সেটাও কাদায় ভর্তি। আগের দিনের মতো বাঁ দিকের শাখাটি ধরে 'সাধুসন্তের সরোবর' অবধি যাওয়াই এখন ওঁদের একমাত্র উপায়। সেখানে গেলে দ্বিতীয় লাভাস্রোত থেকে বাঁচা যায়, কিন্তু প্রথমটার মধ্যে গিয়ে পড়বার আশঙ্কা আছে। মালভূমির খাড়া ক্লিফ্ আর আগ্নেয়গিরির ঢালের মাঝখানে নদীর খাত সংকীর্ণ হয়ে গেছে, তাই ওঁদের আশা যে, এমন একটা সরু জায়গা পাওয়া যাবে, যেখানে কাদার মধ্যে চ্যাপটা চ্যাপটা গণ্ডশিলা ফেলে; কিংবা হয়ত লাফ দিয়েই পার হওয়া যাবে। ঐ ধরনের একটা জায়গা পাওয়াও গেল বটে কিন্তু তার অন্যদিক হল দশ ফুট উঁচু ক্লিফের একটা মসৃণ দেওয়াল। সেই দেওয়াল টপকে যাবার কোনো সম্ভাবনা নেই, আর ক্লিফ্গুলির কিনার বরাবর এদিকে বা ওদিকে একটু এগিয়ে যাবারও জো নেই, কেননা সে জায়গাও কাদায় ভর্তি।

উত্তেজনা আর ছুটোছুটিতে সকলে একেবারে অবসন্ন। হতাশ হয়ে ওঁরা কাদার কাছে কয়েকটা গণ্ডশিলার উপরে বসে পড়লেন। যে ভাবেই হোক মৃত্যু আসবে; তারই জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই কেননা, নদী পার হতে গেলে কাদায় টেনে নেবে, পাড়ে বসে থাকলে, লাভাস্রোত পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে ঝলসে পুড়ে মরতে হবে।

কয়েক মিনিট বসে থাকতে থাকতে কাশ্তানভ লক্ষ্য করলেন যে, লাভাস্রোত আগের মতো দ্রুত বইছে না। তিনি লাফিয়ে উঠে চেঁচিয়ে বললেন:

"চলুন! নদীর এপার ধরে তাড়াতাড়ি উপরে উঠে গেলে, আমরা লাভাস্রোতের সামনে দিয়েই পার হয়ে যেতে পারব। স্রোত প্রায় থেমেই এসেছে!"

পাপচ্কিন হতাশভাবে বললেন, "কিন্তু তাহলে যে অন্য স্রোতের মধ্যে গিয়ে পড়তে হবে। 'সাধুসন্তের সরোবর' উপচে সেটা নিশ্চয়ই নদীর খাত ধরে নেমে এসেছে!"

"কিন্তু, ঐ আমাদের একমাত্র আশা!"—কাশ্‌তানভ বললেন, "নদীতে একটা সংকীর্ণ জায়গা পাওয়া যেতে পারে, তার ওপারে ক্লিফ্‌গুলি হয়ত অত খাড়া হবে না। তাছাড়া, ছু'টো লাভাস্রোত মিশে না যাবার সম্ভাবনাও রয়েছে। তার মানে···"

"তার মানে, ছু'টোর মাঝখানে একটা পরিষ্কার জায়গা আছে"—কথাটা মাক্‌শেইয়েভ চেঁচিয়ে বলে উঠলেন।

"হ্যাঁ, সেখানে তাহলে অপেক্ষা করা যাবে, ততক্ষণে কাদা শুকিয়ে আমাদের ভার নেবার মতো শক্ত হয়ে উঠবে।"

পাপচ্‌কিন আর গ্রমেকো ছু'জনেই 'হুর্‌রে' বলে চেঁচিয়ে উঠলেন।

সবাই হুড়মুড় করে উঠে দাঁড়িয়ে নতুন আশায় বুক বেঁধে পুরানো লাভাস্রোতের উপর দিয়ে আগের দিনেরই পথ ধরে দক্ষিণ দিকে চললেন। গলিত লাভার অগ্নিতপ্ত দাঁড়া তখন মাত্র কয়েক শ ফুট বাঁয়ে, কিন্তু স্রোত এখন আরও আস্তে বইছে। ওঁরা ক্রমে সেই কালো মৃত্যুরাশির থেকে দূরত্ব বাড়িয়েই চললেন। একটু পরেই ওঁরা লক্ষ্য করলেন যে, দাঁড়াটা আগ্নেয়গিরির ঢাল বেয়ে উঠতে উঠতে বেঁকছে। অবশেষে সকলে বিপদের নাগালের বাইরে এসে গেলেন।

নদী পার হওয়া যায়, এমন কয়েকটা সংকীর্ণ জায়গা দেখা গেল, কিন্তু সেগুলির অপর পারে একেবারে খাড়া পাথরের দেওয়াল। অভিযাত্রীদের এগিয়েই চলতে হল। একটু পরেই ওঁরা আগ্নেয়গিরির পশ্চিমের ঢালে পুরানো লাভাস্রোতগুলির সবচেয়ে উঁচু স্রোত বেয়ে উঠতে লাগলেন। তার ওদিকে রয়েছে 'সাধুসন্তের সরোবর'। সেইখানে উঠতে উঠতে ওঁরা দেখলেন যে, লাভাস্রোত থেকে বাঁচবার সম্ভাবনা এখন অনেক বেশি।

জমাটবাঁধা পুরানো লাভাস্রোত একটা চেটাল উঁচু ঢিবির মতো হয়ে উঠে নতুন লাভাস্রোতকে ছু'ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছে। তার চূড়া থেকে ওঁরা নিচের গহ্বর বেশ ভালোভাবে দেখতে পেলেন; সেখানে গতকাল ছিল শান্ত, আয়নার মতো স্বচ্ছ একটি সরোবর। এখন সেই সরোবর, পামগাছ, ঘাস, সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে; শুধু কাদা আর কাদা, তার মাঝে মাঝে জমে রয়েছে কালো জল। দ্বিতীয় লাভাস্রোত সেই দিকেই এগোচ্ছে, ভিজা কাদার সংস্পর্শে এসে লাভাস্রোতের সামনের দিকের উত্তপ্ত গণ্ডশিলাগুলি ফেটে ফেটে পুঞ্জ পুঞ্জ বাষ্প ছড়াচ্ছে।

উত্তপ্ত স্রোত থেকে ওঁরা এখন প্রায় পঁচিশ ফুট দূরে; কিন্তু চারিদিকে সবই গরম। শত অসুবিধার উপরে, নির্মেঘ আকাশ থেকে প্লুটোও এখন সজোরে তাপ ছড়াচ্ছে।

একে গরম, তায় আবার সবাই ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত। আগের দিন রাত্রে তেমন ঘুম হয়নি এবং তারপর থেকে চলার বিরাম নেই।

পাপচ্‌কিন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "এখন এক পেয়ালা চায়ের জন্য কী না দিতে পারি!"

"চারিদিকে এত গরম, অথচ আমাদের জ্বালানি নেই!" খুনসুড়ি কেটে মাকৃশেইয়েভ বললেন, "কেতলিটা নিয়ে যাব নাকি ছুটে? গরম লাভার উপর রাখলে জল মুহূর্তে ফুটে উঠবে!"

"জল আছে আর?"

টিনের মধ্যে তাকিয়ে গ্রমেকো বললেন, "হ্যাঁ, জল অনেকটা রয়েছে।"

"চা না হলেও, কিছু খাওয়া যেতে পারে।"

সবাই মিলে বসে শুটকি মাছ, বিস্কুট, আর কিছুটা গরম হয়ে-ওঠা জল খেলেন। খাওয়া বেশ ভালোই হল।

কাশ্‌তানভ বললেন, "আজ সকালে বোকার মতো যে ভুল করা হয়েছে, তারই জন্য এই দুর্ভোগ।"

"কি বলছেন বুঝতে পারছি না।"

"কাদার স্রোত আমাদের দিকে যখন ছুটে আসছে শোনা গেল তখন পর্বতে না উঠে, সঙ্গে সঙ্গে নদী পার হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। তাহলে কাদা এবং লাভা থেকে বাঁচবার জন্য এই ছুটোছুটি না করে, এতক্ষণে আমরা সাগরতটে পৌঁছে যেতে পারতাম।"

"ঠিকই বলেছেন। ওপার থেকে সহজেই সাগরে পৌঁছান যেত।"

"একেবারে অত সোজা নয়! উপত্যকার মধ্যে দু'টো কাদার স্রোত বয়ে গিয়েছে; তাছাড়া, উপত্যকাও হয়ত ডুবে গেছে।"

"তাহলে উপত্যকাতেই আটকে যেতে হত!"

"কিন্তু, 'কালো মরুভূমি' পর্যন্ত উঠে সাগরে চলে যাওয়া যেত।"

"ওসব ভেবে আর লাভ কি। শেষে কি হবে না-হবে, তা কি আর আগে জানার উপায় ছিল? তখন আমাদের মনে হয়েছিল যে, কাদার পথ থেকে সরে যত উপরে উঠে যাওয়া যায় ততই ভালো।"

"আগ্নেয়গিরি সম্পর্কে জন দুই বিশেষজ্ঞ সঙ্গে থাকলে, কোন দিকে ছুটতে হবে সেটা তাঁরা বলে দিতে পারতেন।"

"আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের যাবতীয় লক্ষণ দেখেও আমরা আগ্নেয়গিরির গোড়ায় রাত কাটাবার সিদ্ধান্ত করলাম, সেটাই হল আমাদের সবচেয়ে বড় ভুল।"

"কিন্তু অগ্ন্যুৎপাত দেখব বলেই ত থাকা হল!"

"দেখা হয়েছে বটে! তবে কিনা, সারা জীবনে আর একটি বারও আগ্নেয়গিরি দেখতে না হলেই বাঁচি! 'শয়তান'কে আমার রাইফেলটা উপহার দিতে হয়েছে আর 'খিটখিটে বুড়ো'..."

'খিটখিটে বুড়ো'র তহবিলে চাঁদা দিতে হল আমাদের বুট। আপনার

চেয়ে আমাদেরই চাঁদা দিতে হয়েছে বেশি, বুঝলেন। আপনাদের বুট রয়েছে, তবুও খুঁতখুঁত করছেন; কিন্তু ইয়াকভ আর আমাকে যে 'কালো মরুভূমি'র গরম পাথরের উপর দিয়ে খালি পায়ে সাগর অবধি হেঁটে যেতে হবে।"

"ঠিক ঠিক, ও নিয়ে আর একটি কথাও বলব না।"

"এখন তাহলে কী করা হবে?"

"একটু ঘুমোবার চেষ্টা করাই বুদ্ধিমানের কাজ, অবশ্য ঐ পাথরের উপর যদি ঘুমানো সম্ভব হয়।"

"চেষ্টা করা যেতে পারে। পালা করে পাহারা দেবার ব্যবস্থা রাখা ভালো। কী হয় কিছুই বলা যায় না; 'খিটখিটে বুড়ো'র উপর নজর রাখা উচিত।"

"কতক্ষণ ঘুমানো চলবে?"

"যতক্ষণ পারা যায়।"

"কিংবা, নদীর খাতে কাদা যতক্ষণ পার হবার মতো শুকিয়ে না ওঠে।"

তিন জন সেই কঠিন পাথরের উপর কুঁকড়েমুকড়ে শুয়ে সত্যিই ঘুমিয়ে পড়লেন। আর একজন জেগে আগ্নেয়গিরির উপর নজর রাখলেন। লাভা এবং প্লুটোর তাপ সত্ত্বেও কাদা অত্যন্ত আস্তে আস্তে শুকোচ্ছিল। পুরো ছ' ঘণ্টা কেটে যাবার আগে শুকিয়ে-ওঠা কাদার উপর পা ফেলতে ভরসা হল না। জিনিসপত্র সব গুটিয়ে নিয়ে ওঁরা এক-একজন করে নিরাপদেই পার হলেন। তারপর, পাথর আর পাথরের তাকের উপর দিয়ে হেঁচড়ে হেঁচড়ে, পরস্পরকে ঠেলে উপরে তুলে, আধ ঘণ্টা পরে সবাই বিপদের নাগালের বাইরে মরুভূমিতে গিয়ে পড়লেন।

পাপচ্‌কিন একবার পিছন ফিরে, টুপি খুলে, গম্ভীর ভাবে মাথা নুইয়ে বললেন,

"বিদায়, 'খিটখিটে বুড়ো' বিদায়! আমাদের জন্য যা কষ্ট আর তদ্বির-তদারক করলেন, তার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি!"

সবাই হাসলেন। কাশতানভ বললেন, "আহা, বুটজোড়া যদি থাকত— আমি এ জায়গা ছেড়ে যেতাম না!"

"কী করতেন এখানে?"

"আগ্নেয়গিরির পিছনে কি আছে দেখবার জন্য আমি মরুভূমি পার হয়ে দক্ষিণ দিকেই যেতাম।"

"এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছেন যে, ওখানে মরুভূমি ছাড়া কিছুই নেই।"

মাক্‌শেইয়েভ বললেন, "বুট নেই, তাছাড়া খাবারও তেমন নেই।"

টিনটা নেড়ে গ্রমেকো বললেন, "জলের অবস্থাও তথৈবচ।"

"ঠিকই বলেছেন, তাড়াতাড়ি সাগরে ফিরে যাওয়াই ভালো। কিন্তু, এই কালো পাথর একেবারে পুড়িয়ে দিচ্ছে; অত ছুটোছুটির পর আমার পশমী মোজারও কিছু নেই। মনে হচ্ছে দাঁড়িয়ে আছি যেন গরম উনুনের উপর।"

মাকৃশেইয়েভ বললেন, "পায়ে শার্ট জড়িয়ে নিলে হয় না? এমন ভাবে আর চলা যাচ্ছে না!"

কথা বলতে বলতে মাকৃশেইয়েভ আর কাশ্‌তানভ পায়ের তেলো ঠাণ্ডা রাখবার জন্য, পা বদলে বদলে এক পায়ে লাফাচ্ছিলেন। শার্ট খুলে পায়ে জড়িয়ে, রাইফেলের স্ট্যাপ দিয়ে সেটা ভালো করে বেঁধে নেওয়া হল। তারপর, ধুমায়িত আগ্নেয়গিরির দিকে শেষ বারের মতো তাকিয়ে নিয়ে, মরুভূমির উপর দিয়ে দক্ষিণে চললেন। সবজে-কালো রংয়ের লাভার একটা প্রাচীন স্তর হাওয়ায় মসৃণ হয়ে গেছে, তার উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া সহজই হল। 'শয়তানে'র আগ্নেয়গিরি আশেপাশে যেমন, তেমনি এখানেও উদ্ভিদের তেমন কোনো চিহ্ন নেই। দিগন্ত অবধি প্রসারিত এই কালো সমভূমি। আকাশ নির্মল; প্লুটোর লালচে রশ্মি নিচেয় সমতলের উপর পড়ে প্রতিফলিত হচ্ছিল লক্ষ সবুজ স্ফুলিঙ্গে। সেই উজ্জ্বল আলোকে ওঁদের চোখ বুজে বুজে চলতে হচ্ছিল।

নদীর ভাঁটির দিকে যাবার জন্য ওঁরা উত্তর-পুবে চললেন; মালভূমি থেকে নেমে যাবার উপযুক্ত একটা ভালো জায়গা সেখানে পাওয়া যাতে পারে, তাই। তিন ঘণ্টা পরে ওঁরা ক্লিফের প্রান্তে পৌঁছে, একটা ফাটল খুঁজতে লাগলেন। গতকাল নিচের উপত্যকা ছিল একটা সবুজ মরুদ্যান; এখন সেটা ছারখার হয়ে পুরু কাদার আস্তরণে ঢাকা পড়ে গেছে। গাছপালা, ঝোপঝাড় উপড়ে গেছে; ঘাস নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে একেবারে। ক্লিফের গোড়ার কাছে কয়েকটা সবুজ গুচ্ছ কি করে যেন প্লাবন থেকে বেঁচে গেছে। এই নিরানন্দ দৃশ্য দেখে ওঁদের মনে পড়ল যে, ফিরবার পথে এই উপত্যকায় একটা ইগোয়ানোডন শিকার করা হবে বলে সবাই স্থির করেছিলেন।

"ইগোয়ানোডনগুলি নিশ্চয়ই সাগরে পালিয়ে গেছে।"

"কিংবা কাদায় ডুবে মরেছে।"

ওঁরা দেখতে পেলেন, ঘটেছে তাইই। একটু এগিয়ে দেখা গেল, উপত্যকার উপরে এক ঝাঁক উৎসর্প কূর্ম চক্কর দিচ্ছে। আরও এগিয়ে দেখা গেল যে, রীতিমত একটা ভোজ চলেছে। কাদার মধ্যে দিয়ে পাহাড়ের মতো ঠেলে উঠেছে কতকগুলি ইগোয়ানোডনের লাশ, আর কয়েক ডজন উড়ুক্কু গিরগিটি তার উপরে লেগে রয়েছে। দাঁতাল ঠোঁট দিয়ে মাংস আর নাড়ীভুঁড়ি খুঁড়েখুঁড়ে ফেলছে, কিচিরমিচির করছে,

পরস্পরকে তাড়া করছে, লড়াই করছে, একবার করে উড়ে উঠে আবার গিয়ে বসছে। এক মুহূর্তের জন্য কর্কশ চিৎকার আর ক্যাঁ ক্যাঁ আওয়াজের বিরাম নেই।

সেই জঘন্য দৃশ্য দেখে গ্রমেকো বললেন, "দেখুন, ঐ আমাদের শিকার! এখন কি করা যায়?"

মাকৃশেইয়েভ বললেন, "একটা উৎসর্প কূর্ম শিকার করলে কেমন হয়?"

"ঐ মড়া খেয়ে পেট ভরাবার পর? না, থাক, দরকার নেই।"

"কিন্তু আগে ত খেয়েছি।"

"তখন জানতাম না যে, ওরা মড়া খায়। তাছাড়া, পিঁপড়ারা সব চুরি করে নিয়ে যাবার পর কোনো উপায় ছিল না বলেই আমরা উৎসর্প কূর্ম খেয়েছিলাম।"

"আমাদের কাছে এখন কোনো মাংস নেই।"

"নৌকায় কিছু শুকনো মাংস রয়েছে, আর নদীর মোহানায় গিয়ে কিছু মাছ ধরা যাবে।"

কাশ্‌তানভ বললেন, "ভুলে যাচ্ছেন, নদী এখন আর নেই। উপ-সাগর হয়ত এখন কাদায় ভর্তি, সুতরাং মাছ সব মরে গেছে, কিংবা সাগরে পালিয়ে গেছে।"

গ্রমেকো বললেন, "আমার সন্দেহ হচ্ছে যে, খাবার জলও পাওয়া যাবে না।"

"ঠিক কথা; নদী যখন আর নেই।"

মাকৃশেইয়েভ বলে উঠলেন, "যা কিছু আমরা জঙ্গলে রেখে এসেছিলাম সবই হয়ত গেছে। জিনিসগুলি ছিল নদীর কাছে; জল থেকে বেশি উপরেও ছিল না। কাদার স্রোত উপরে যেমন ছিল, মোহানার দিকেও তেমনি স্রোত থাকলে সব ভাসিয়ে সাগরে নিয়ে গেছে, কিংবা তা না হলেও, জিনিসপত্র সব কাদায় ডুবে গেছে।"

এই কথায় সবাই উৎসর্প কূর্মের বিষয় চিন্তা না করে তাড়াতাড়ি এগিয়ে চললেন। সত্যিকারের বিজ্ঞানীর মতো পাপচ্‌কিন এরই মধ্যে গিরগিটির ভোজের কয়েকটা ফোটো তুলে নিয়েছিলেন।

খাড়া সংকীর্ণ একটা গিরিদরি, মোহানার কাছে গিয়ে উপত্যকায় পড়েছে। তাড়াতাড়ি সাগরে পৌঁছবার জন্য সবারই ছুটবার ইচ্ছা, কিন্তু আঠাল কাদার মধ্যে দিয়ে পা টেনে টেনে চলতে হচ্ছিল। কাদার আস্তরণ এ জায়গায় তেমন পুরু না হলেও, বেশ চটচটে। নদীর বেশ কিছু দূর থেকেই দেখতে পাওয়া গেল যে, কাদার স্রোতে সেখানেও ক্ষতি হয়েছে। ঘোড়ালেজা আর পর্ণাঙ্গের দেওয়ালের মাঝখান দিয়ে

যেখানে নদী ছিল, সেখানে এখন একটা চওড়া রাস্তা, গাছগুলি সব গাদা গাদা হয়ে কাদায় পড়ে রয়েছে। জলের প্রধান স্রোত নদীর খাত ধরেই এসেছিল; কিন্তু গোটা জঙ্গলটাই বন্যায় ভেসে গিয়েছিল; তার চিহ্ন রয়েছে এখানে ওখানে।

কাদার মধ্য দিয়ে কোনোমতে পা টেনে টেনে শেষপর্যন্ত উপসাগরে পৌঁছে ওঁরা যা দেখলেন, তাতে সবাই একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলেন। নির্মল নীল জলের বদলে গোটা উপসাগরে এখন ভাসছে পাতা, ডাল-পালা, ঝোপঝাড় আর গাছের কাণ্ড।

যেখানে নৌকা লুকান ছিল, মাকৃশেইয়েভ আর গ্রমেকো সেই দিকে ছুটে গেলেন। নদীর মোহানার কাছে সাগরতটও কাদায় ভর্তি দেখে সবাই নিশ্চিত ছিলেন যে, কোনো কিছু জিনিস পাওয়া যাবে না।

কিন্তু দু'জনে সানন্দে চিৎকার করে উঠলেন, "আরে! আসুন, আসুন! —হাত লাগান, সবই আছে!"

ভাগ্য ভালো। সমস্ত জিনিস নৌকার মধ্যে রেখে তাঁবু দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছিল। পরে নৌকা দু'টির উপর ভেলাখানা চাপিয়ে দিয়ে আশে-পাশের গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছিল। এবার সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। নৌকা দু'খানা খুঁড়ে বের করা হল। নদী থেকে কিছু দূরে একটা জায়গায় কাদার স্রোত পৌঁছয়নি, সেইদিকে ওঁরা নৌকা টেনে নিয়ে গেলেন। নদী গেছে শুকিয়ে, কাজেই সবাই সেখান থেকে চলে যেতে বাধ্য হলেন। আরও পশ্চিমে যাওয়ায় ভীষণ ঝুঁকি আছে, কেননা সেখানে সাগরতট হল 'কালো মরুভূমি'র কিনার বরাবর খাড়া ক্লিফের একটা দেওয়াল এবং সেখানে খাবার জল না পাবার সম্ভাবনাই বেশি। গ্রমেকো শেষ সিদ্ধান্ত করে ছিলেন; "পুবে একটা ঝরনা আছে, জায়গাটা আমাদের জানা; সেই, যেখানে আমরা রাত্তিরের মতো থেমেছিলাম।"

প্রত্যাবর্তন

এক ঘণ্টা পরে সকলে নোংরা কাদাজলের এক বিশাল জলাশয়ের ভিতর দিয়ে নৌকা বেয়ে চললেন—আগে সেটাই ছিল একটা উপসাগর। অন্তরীপ ঘুরে, পুবে বেঁকে সেই একঘেয়ে নিচু তটরেখা আর গাছপালার সবুজ দেওয়াল বরাবর এগিয়ে চলল নৌকা। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খাবার জলের জায়গায় পৌঁছান দরকার, তাছাড়া গত দু'দিনের কঠোর অভিজ্ঞতার পর বিশ্রামও প্রয়োজন, তাই সবাই জোর দাঁড় বাইছিলেন। কিন্তু সাগরতটে ইগোয়ানোডন দেখে শিকার করবার জন্য একবার থামলেন।

পরদিনও সেই একই বেগে ওঁরা এগিয়ে চললেন। যেখানে পিঁপড়ার ঢিবিতে আগুন লাগান হয়েছিল, সেই নদীর মোহানায় এসে পড়লেন সন্ধ্যার দিকে। সেখানে সমুদ্রতটে বালি রয়েছে। টিনগুলি খাবার জলে ভর্তি করে নেওয়া হল, কেননা আরও পুবে গিয়ে জল পাওয়া যাবে না।

অভিযাত্রীরা উপকূলে রাত কাটালেন। কিছুই ঘটল না।

পূর্ব সাগর আর পশ্চিম সাগরের মাঝখানে যে-দ্বীপগুলি তারই মধ্যে দিয়ে ওঁরা পরদিন পুব দিকে এগিয়ে গেলেন।

উত্তর কূলে একটা নদী এসে পড়েছে। নদীটা ভালো করে দেখবার জন্য ওঁরা কূলের দিকে মোড় ফেরালেন। সেটা 'মাকৃশেইয়েভ নদী'র চেয়ে অনেক বড়, কিন্তু প্রায় একই রকমের দেখতে। নদীর নিচু দু'পাড় ধরে একটানা গাছপালার দেওয়াল জলের কিনার অবধি নেমে এসেছে। তাঁবু ফেলা যায়, এমন এক ইঞ্চি ফাঁকও সেখানে নেই, তাই নৌকাতে বসে শুকনো খাবার খেতে হল।

বিশ্রাম করতে করতে পাপ্‌চকিন হঠাৎ বললেন, "এইটেই ত উত্তর কূল, তাই না?"

"নিশ্চয়ই।"

"তাহলে, বিপজ্জনক পাড়ি দেবার মধ্যে না গিয়ে এই পার বরাবর একেবারে 'মাকৃশেইয়েভ নদী'র মোহানায় গিয়ে পড়া যাক।"

গ্রমেকো তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, "কিন্তু, আমরা যে নামবার প্রথম জায়গাটার দক্ষিণ কূলে অনুসন্ধান করে দেখব ঠিক করেছিলাম।"

পাপ্‌চকিন বললেন, "এবার আমাদের তুষারক্ষেত্রে ফিরে যাবার কথা ভাববার সময় হয়েছে।"

"কেন, এত তাড়াতাড়ি কেন?"

"নদীর ভাঁটায় আসতে যা সময় লেগেছিল তার চেয়ে স্রোতের বিরুদ্ধে উজান ঠেলে যেতে তার তিন-চারগুণ সময় লাগবে।"

"তাহলেও, এখনও প্রচুর সময় আছে।"

"যতটা ভাবছেন, তা নয়। এখন আগস্ট মাসের শেষ; এখানে হয়ত চিরগ্রীষ্ম কিন্তু আমার মনে হয়, আরও উত্তরে গিয়ে, তুষারক্ষেত্রের কাছাকাছি শীত নিশ্চয়ই পড়বে। ফিরতে বেশি দেরি করলে, আমাদের পরিকল্পনা মতো উজানে বেয়ে যাওয়া আর হবে না। শেষে জমাট-বাঁধা নদীর বরফে ঢাকা কূল দিয়ে হেঁটে হেঁটেই যেতে হবে।"

মাকৃশেইয়েভ বললেন, "তার উপর আবার আমাদের স্কি'ও নেই, গরম কাপড়চোপড়ও নেই।"

কাশ্‌তানভ্ বললেন, 'কথাটা ভাববার মতো বটে, একেবারে উড়িয়ে

দেওয়া চলে না; কিন্তু দক্ষিণ কূলে আর একটা সপ্তাহ অনুসন্ধান করে গেলে খুব বেশি তফাত হবে বলে মনে হয় না।"

পাপচ্‌কিন তবু আপত্তি তুলে বললেন, "আরও একটা ব্যাপার রয়েছে। দক্ষিণ কূল বরাবর ভ্রমণ করতে গিয়ে প্রত্যেকবারই পিঁপড়ার জন্য সেটা বিপজ্জনক আর কঠিন হয়ে উঠেছে। উপকূলের পুব দিকেও কিছু পিঁপড়া রয়েছে নিশ্চয়ই। ফিরবার পথে শিকারের জন্য কিংবা বুনো জন্তু-জানোয়ার তাড়াবার জন্য প্রত্যেকটি বুলেট দরকার হবে; পিঁপড়ার সঙ্গে লড়াই করে বুলেট নষ্ট করা চলে না।"

গ্রমেকো বললেন, "তাছাড়া, হাতে যা দু'-চার দিন সময় আছে, তার ভিতর বিশেষ আগ্রহজনক কিছু আবিষ্কার হবে কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আমরা জানি যে, মালভূমির খাড়া খাড়া ক্লিফ্‌গুলি উপকূল বরাবর মাইলের পর মাইল ধরে চলেছে, আবার, 'শয়তানের' চূড়া থেকে তাকিয়েও পূবে সেই 'কালো মরুভূমি' ছাড়া কিছুই নজরে পড়েনি।"

সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতাগুলি মনে পড়তে পাপচ্‌কিন কিছুটা আবেগভরে বলে উঠলেন, "বড় জোর একটা নদী আর তার উপরের দিকে গিয়ে আর এক জোট মতলববাজ আগ্নেয়গিরি আবিষ্কার হতে পারে। আমরা দু'বার দৈবক্রমে বেঁচে গিয়েছি। ভাগ্য নিয়ে আবার ঐ পরীক্ষা করা কি ভালো হবে?"

কাশ্‌তানভ একটু হতাশ হয়ে বললেন, "তাহলে দেখা যাচ্ছে, এক দিকে তিন, অন্য দিকে এক। আপনাদের বিচক্ষণ যুক্তিই আমি মেনে নিচ্ছি।"

গ্রমেকো প্রশ্ন করলেন, "তাহলে উত্তর কূল ধরেই চলা হবে?"

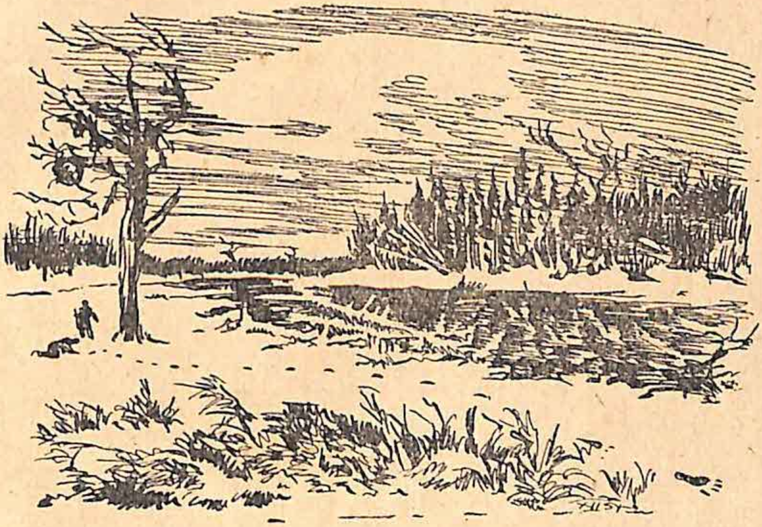
"তাই ঠিক হয়ে গেল, নয় কি?"

"আজ সন্ধ্যায় 'মাকৃশেইয়েভ নদী'তে কিছুতেই পৌঁছন যাবে না। পথে অন্য নদী পড়বে কিনা বলা যায় না, সুতরাং জলের টিনগুলি এখন ভরে নেওয়া যাক।"

একটা ছোট নদীর মুখে দু'টি টিনে জলভর্তি করে, সেটার নাম দেওয়া হল 'গ্রমেকো নদী'। তারপর, নির্দিষ্ট পথে চলবার জন্য দ্বীপপুঞ্জ আর নদীর বদ্বীপের কচ্ছগুলির মধ্যে দিয়ে নৌকা আবার চলল।

দ্বীপগুলির সংখ্যা কমে আসতে আসতে, শেষপর্যন্ত দ্বীপ আর রইল না। তটরেখা খাড়া উত্তরে বেঁকে গেল। এই জায়গা থেকে অপর পারে বালিয়াড়িগুলির আরম্ভ। 'শয়তানে'র গহ্বর থেকে এখনও ধোঁয়া উঠছে। আকাশ সেখানে এখনও কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে আছে।

জলের উপর কীটপতঙ্গ উড়তে লাগল, ছোট ছোট উড়ুক্কু গিরগিটি সেগুলিকে শিকার করছে, কূল থেকে দূরে মাঝে মাঝে লম্বগ্রীব কূর্মের



মাথা উঠছে জেগে। কূলের কাছে জল অত্যন্ত অগভীর; মাঝে মাঝে দাঁড় তলায় ঠেকে যাচ্ছিল। জায়গায় জায়গায় নলখাগড়া আর গাছপালার সবুজ সারির মধ্য দিয়ে জন্তু-জানোয়ারের চলার পথ এসে সাগরে মিশেছে।

'মাকৃশেইয়েভ নদী'র পারে যে নিশান তৈরি করা হয়েছিল সেখানে ওঁরা পরদিন দুপুরের আগে গিয়ে পৌঁছলেন। মাছ ধরে, সেগুলি শুকিয়ে নেওয়া হল। সামনে দীর্ঘ যাত্রার জন্য নৌকা দু'খানা এবং ভেলাখানা মেরামত করে নেবার দরুন সেখানেই চব্বিশ ঘণ্টা কেটে গেল।

উজান বেয়ে যাওয়া কঠিন; নৌকা এগোচ্ছিল আস্তে আস্তে। বিশ্রাম, ঘুম আর খাবার জন্য যথাসম্ভব কম সময় দিয়ে ওঁদের একনাগাড়ে দাঁড় বাইতে হচ্ছিল। তবু স্রোতের তীব্রতা অনুসারে, দিনে পঁচিশ-ত্রিশ মাইলের বেশি চলা সম্ভব হচ্ছিল না।

এমনি করে চলার পথে প্রথম কয়েক সপ্তাহে পারিপার্শ্বিকে লক্ষণীয় কোনো পরিবর্তন দেখা গেল না। কিন্তু, আরও এগিয়ে, পাতাবাহারের জঙ্গল এলাকায় পৌঁছে ওঁরা দেখলেন যে, গাছগুলি হলদে হয়ে গেছে, পাতা নেই। উত্তরে যতই এগোতে লাগলেন নেড়া গাছের সংখ্যা ততই বেড়ে চলল।

আবহাওয়া একেবারে খারাপ হয়ে গেল। প্লুটো প্রায়ই ঘন মেঘের আড়ালে ঢাকা, আর ঠাণ্ডা উত্তরের হাওয়া বয়ে আনছিল বৃষ্টি। মেঘ কেটে গেলেই আবার গরম বাড়ে, কিন্তু উষ্ণতা মোটের উপর কমই।

মুখে এসে লাগছিল ঠাণ্ডা হাওয়া আর বৃষ্টি পড়ছিল প্রায়ই। গরম হবার জন্য বারবার তাঁবুতে গিয়ে কিংবা ছোট্ট আগুন জ্বেলে বসবার দরুন ওঁদের অগ্রগতি অনেক কমে গেল। কয়েক মাস শুকনো, উষ্ণ আবহাওয়ায় কাটবার পর ঠাণ্ডা আর স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় কষ্ট হচ্ছিল আরও বেশি।

ম্যামথের এলাকায় পৌঁছে দেখা গেল শীত পড়ে গেছে। উষ্ণতা হিমাঙ্কে দাঁড়িয়ে গেল। পরিষ্কার দিনে উষ্ণতা সামান্য বাড়লেও, আকাশ সাধারণতঃ পুঞ্জ পুঞ্জ ধূসর মেঘে সম্পূর্ণ ছেয়ে রয়েছে। উত্তরের হাওয়া বইছে জোরে, আর থেকে থেকে তুষার পড়ছে। সেই সঙ্গে নদীর জলও বেশ কমে গেল। কূলের কাছে কাছে বরফের চাদর, এবং নদী বরাবর মাঠে আর জঙ্গলে তুষারের একটা পাতলা আস্তরণ দেখা দিল। খর-স্রোতের ফলে নদীর মাঝখানটা বরফমুক্ত রইল; কিন্তু তাও যেকোনো দিন জমাট বেঁধে যেতে পারে। জলপথ সংকীর্ণ হয়ে আসায়, ভেলাখানা ওঁরা আগেই ছেড়ে দিয়েছেন সুতরাং ভারি বোঝাই নৌকা দু'খানা এখন উজানের স্রোতের বিরুদ্ধে দশ থেকে তের মাইলের বেশি চলতে পারছিল না।

প্রধান ঘাঁটি থেকে অভিযাত্রীরা এখনও ষাট মাইল দূরে।

রহস্যময় পদচিহ্ন

গ্রমেকো আর মাকৃশেইয়েভ একদিন বিকালে এক ফালি বেলে-জমিতে মাছ ধরতে গেলেন। পাড় বরাবর শীতে-মলিন, কুঁকড়ে-যাওয়া ঘাসের পিছনে বেলে-জমির রং উজ্জ্বল হলদে। মাকৃশেইয়েভ ছিপ ফেলে ফাতনার দিকে নজর দিলেন। তিনি হঠাৎ একবার নিচেয় তাকিয়েই দেখেন—নিজের পায়ের কাছে বালিতে মানুষের খালি পায়ের ছাপ।

নিচু হয়ে উনি ছাপ পরীক্ষা করে দেখলেন। ছাপ বাঁ পায়ের, পাখানা চ্যাপটা এবং পাশেই ওঁর নিজের বড় বুটসমেত পায়ের চিহ্ন রয়েছে, তার চেয়েও বড়। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, যার পা, সে খালি পায়ে চলতে বেশ অভ্যস্ত। পাঁচটা আঙুলই খুব লম্বা, আর বুড়ো আঙুলটা অন্য আঙুলের থেকে তেরচা। আসলে, দেখতে মনে হয় যেন অত্যন্ত লম্বা চেটোওয়ালা প্রকাণ্ড একখানা হাতের ছাপ।

ডান পায়ের ছাপ পড়েছে দু'ফুট দূরে, কিন্তু তার প্রায় সবটাই জলের তলায় এবং জলে ধুয়ে গেছে। জল থেকে উঠে পাড়ের দিকে

কোনো চিহ্ন পড়েনি, তাই মনে হয় যে, জীবটি জলের মধ্যে দিয়েই হেঁটে গেছে।

মাক্‌শেইয়েভ চেঁচিয়ে ডাকলেন, “তাড়াতাড়ি! আসুন, দেখবেন আসুন!”

গ্রমেকো জিজ্ঞাসা করলেন, “কী ব্যাপার? একটু দাঁড়ান, বোধ হয় মাছ ঠুকরেছে!”

“আরে, ছিপ রেখে এসে দেখুন কী পেয়েছি!”

“কী—কাঁকড়া, না, কচ্ছপ?”

“বালিতে মানুষের পায়ের ছাপ।”

“কী?”

গ্রমেকো ছিপ ফেলে ছুটে গেলেন। তিনি ছাপ পরীক্ষা করে দেখে বললেন, ছাপের আকৃতি অত্যন্ত অস্বাভাবিক।

গ্রমেকো বললেন, “বনমানুষের হতে পারে।”

“এখানে, এই বার্চ আর লার্চগাছের মধ্যে, এই সুমেরু এলাকায়?”

“পৃথিবীতে ম্যামথ আর গণ্ডারের আত্মীয়রা থাকে গ্রীষ্মমণ্ডলে, কিন্তু এখানে তারা তুন্দ্রায় আর উত্তরের জঙ্গলে থাকতে পারলে, বানর এবং বনমানুষও এই ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় অভ্যস্ত হয়ে যেতে পারবে না কেন?”

“তা ঠিক কথা। তাহলে সমস্যার সমাধানের জন্য প্রাণীবিদ আর ভূতত্ত্ববিদকে ডাকা যাক।”

“আপনি ছিপ দু'টোর উপরে নজর রাখুন, আমি ওঁদের নিয়ে আসছি।”

গ্রমেকো নৌকা করে তাঁবুতে গিয়ে সঙ্গী দু'জনকে নিয়ে এলেন।

কাশ্‌তানভ বললেন, “এটা বোধ হয় একটা প্রকাণ্ড বনমানুষ।”

পাপচ্‌কিন বললেন, “না, আমার মনে হয় এটা বনমানুষের মতো মানুষ। দেখুন, সোজা হয়ে হেঁটে গেছে, হাত ব্যবহার করেনি একটুও। বনমানুষ হলে এমন খাড়া পাড় দিয়ে যাবার সময় হাতের কবজিতে ভর না দিয়ে পারত না, কিন্তু হাতের চিহ্ন এখানে একেবারেই নেই।”

দু'পাড় ভালো করে দেখতে দেখতে ওঁরা দু'পাড়েই জল অবধি পথ আর নদী হেঁটে পার হবার উপযোগী একটা জায়গা দেখতে পেলেন। পথে পায়ের ছাপ তেমন স্পষ্ট নয়, কিন্তু দু'টো ছাপের মধ্যেকার দূরত্ব দেখে মনে হয় যে, জীবটা প্রায় ছ'ফুট লম্বা হবেই।

মাক্‌শেইয়েভ যেখানে ছিপ ফেলেছিলেন, সবাই সেখানে ফিরে এলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, “দেখে কি বুঝলেন?”

কাশ্‌তানভ বললেন, “খুব সম্ভব বনমানুষ সদৃশ মানুষ; হেঁটে নদী পার হবার জায়গা দিয়ে একটা অভ্যস্ত পথে তারা চলাফেরা করে।”

“তার মানে, আমাদের আগেই এখানে মানুষ পৌঁছে গেছে?”

গ্রমেকো বলে উঠলেন, “আর, সে কী মানুষ! বরফের উপর তারা

খালি পায়ে চলে বেড়ায়, আর বরফে জমা নদীর উপর দিয়ে অনায়াসে হেঁটে যায়!"

"বোধ হয় অসভ্য মানুষ। বনমানুষের মতো পা, তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে!"

"তাদের সঙ্গে দেখা না হলেই বাঁচি—নিশ্চয়ই নরখাদক।"

"প্লুটোনিয়ার আর সমস্ত অধিবাসীর হাত থেকে যখন পার পেয়েছি, তখন অসভ্য মানুষের সঙ্গেও নিশ্চয়ই দোস্তি করতে পারব।"

হঠাৎ কোনো আক্রমণ হতে পারে, তাই ওঁদের আগের চেয়ে সাবধান হয়ে থাকতে হল। কোথাও থামলেই পালা করে শুরু হল পাহারা দেওয়া। নদীর উজানে নৌকা বেয়ে এগোবার সময় দু'পাড়ের উপর সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলতে হল।

আর একদিন পরে ওঁরা তুষার-ঝড়ের মধ্যে পড়ে গেলেন। নদী জমাট বেঁধে গেল; তার উপর এখন ছ'ইঞ্চি পুরু তুষার।

নৌকা ফেলে যেতে হলে, জিনিসপত্র সব ঘাড়ে করে বইতে হবে, তাই ওঁরা নৌকার তলায় পটি লাগিয়ে, সেই ভারি ভারি নৌকা নদীর খাত বেয়ে টেনে নিয়ে চললেন। এইভাবেও চলা কঠিন হয়ে উঠল। নরম তুষারে দিনে সাত থেকে দশ মাইলের বেশি কখনও এগোন যাচ্ছিল না। ঘন মেঘের ফাঁক দিয়ে প্লুটোও আর দেখা দেয় না; উষ্ণতা ২৪ ডিগ্রী, এমনকি ১৪ ডিগ্রী পর্যন্ত নেমে গেল। পাতলা জামাকাপড়ে সবারই খুব শীত লাগছিল। ক্যাম্বিসের তাঁবুতেও তেমন সুবিধা হচ্ছে না, তাই যেখানেই থামা হচ্ছিল, সেখানেই পালা করে একজন জেগে থেকে আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থা করছিলেন। নৌকা ঠেলে ঠেলে এগিয়ে চলা, আর শরীর গরম রাখবার ব্যাপার নিয়ে ওঁরা এতই ব্যস্ত ছিলেন যে, সেই আদিম মানুষের কথা সবাই ভুলেই গেলেন। তাছাড়া পায়ের ছাপও আর দেখা যায়নি। জীবন্ত প্রাণী সবই যেন দক্ষিণে চলে গেছে, জঙ্গল তেমন ঘন নয়, সাদা ঘোমটায় নিঃশব্দ।

জমাটবাঁধা নদী দিয়ে নৌকা টেনে চলবার অষ্টম দিনে ওঁরা জঙ্গলের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছলেন। দূরে, উত্তরে তখন তুষারক্ষেত্রের শুভ্র প্রান্ত দেখা যেতে লাগল। সাদা তুষারের পটভূমিতে একটা কালো ফুটকি, সেই হল পাহাড়ের উপর ওঁদের কুটির!

আর ছ'মাইল কঠিন দুর্গম পথ গেলেই—বন্ধুদের সঙ্গে মিলন, এবং এই ভ্রমণের পর আরাম করে কুটিরে দীর্ঘ বিশ্রাম। তিন ঘণ্টা পরে ওঁরা তাঁবু থেকে এক মাইলের মধ্যে পৌঁছে ভাবলেন যে, এবার কুকুরগুলির ডাক শোনা যাবে, বন্ধুরা কুটির থেকে ছুটে বেরিয়ে আসবেন, ওঁদের এগিয়ে নেবার জন্য স্লেজ আর স্কি নিয়ে তাঁরা বেরিয়ে পড়বেন। কিন্তু

কিছুই শোনা গেল না, দেখাও গেল না কিছু। সাদা পাহাড়ের উপর মনে হল কুটির যেন শূন্য, পরিত্যক্ত।

এবার অভিযাত্রীদের চিন্তা হতে লাগল।

"এমন সময়ে কি ঘুমিয়ে রয়েছে সব?"

"কুকুরগুলি কোথায়?"

"কী জানি, কিছু হল নাকি!"

আশঙ্কায় চঞ্চল হয়ে ওঁরা সেই হাঁটু অবধি তুষারের মধ্য দিয়ে পড়িমরি করে তাড়াতাড়ি কুটিরের দিকে এগিয়ে চললেন।

ওঁরা পাহাড়ের নিচেয় পৌঁছবার পরও সব নিস্তব্ধ। এবার দাঁড়িয়ে সবাই একসঙ্গে ডাকতে লাগলেন ঃ

"হেই, হ্যালো, ইভান! ইলিয়া! আমরা ফিরে এসেছি!"

আরও কয়েক বার ওঁরা ডাকাডাকি করলেন, কিন্তু পাহাড়ের উপর কুটিরে নিঝুম নিস্তব্ধতা; কোনো সাড়া এল না।

মাকৃশেইয়েভ বললেন, "ওঁরা যদি মারা না গিয়ে থাকেন, তাহলে শুধু এই ভাবা যেতে পারে যে, কুকুর এবং স্লেজ নিয়ে দু'জনে কোনো বড় রকমের জন্তু-জানোয়ার শিকারে বেরিয়েছেন।"

পাপচ্‌কিন আপত্তি করলেন, "এক সপ্তাহের বেশি হল, আমরা কিন্তু কোথাও শিকার করবার মতো কিছু দেখতে পেলাম না।"

"ওঁরা হয়ত আরও দক্ষিণে গেছেন।"

গ্রমেকো বললেন, "আমরা এত দেরি করছি দেখে বন্ধুরা হয়ত আমাদের দিকেই বেরিয়ে পড়েছেন। শীত নেমে বরফ পড়তে শুরু করলে ওঁদের হয়ত মনে পড়েছে যে, আমরা গ্রীষ্মের পোশাক পরে স্কি না নিয়েই বেরিয়েছি।"

কাশ্‌তানভ বললেন, "এটা সম্ভব বলে মনে হচ্ছে না। আমরা নদী ধরে গিয়েছি, সেটা ওঁরা জানতেন; সুতরাং নদী ধরে এগোলে ত আমাদের সঙ্গে দেখা না হয়ে পারে না।"

মাকৃশেইয়েভ বললেন, "বোধ হয় কুটিরে গেলেই এসবের জবাব পাওয়া যাবে। আমি বলি, আগে পাহাড়টা ঘুরে নিয়ে দেখা যাক কোনো চিহ্ন আছে কিনা, কেননা চিহ্ন থাকলে সেটা আবার আমরা মাড়িয়ে নষ্ট করে না ফেলি।"

স্লেজগুলি রেখে ওঁরা সারা পথ তুষার পরীক্ষা করে দেখতে দেখতে পাহাড়ের তলদেশ ঘুরে চললেন। কিন্তু সদ্য কিংবা পুরানো কোনো চিহ্নই দেখা গেল না। এটা স্পষ্ট যে, শেষ তুষারপাতের পর কেউ পাহাড় থেকে নাবেওনি কিংবা ওঠেওনি।

পরিত্যক্ত কুটিরে

নেমদা দিয়ে তৈরি কুটিরের ভারি দরজা বাইরে থেকে বেশ আঁট করে বাঁধা রয়েছে। তার মানে, ভিতরে কেউ নেই। দরজা খুলে চার জনে ভিতরে ঢুকলেন। যন্ত্রপাতি, অভিযানের সংগ্রহ এবং অপেক্ষাকৃত মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রীর বাক্সগুলি পিছনের দেওয়াল ঘেঁষে সাজান রয়েছে। সঙ্গীদের রাইফেল, কার্তুজের থলি, কাপড়চোপড় দেওয়ালে ঝুলছে; স্লিপিং ব্যাগ রয়েছে এক কোণে গুটান। মেঝের মাঝখানে আগুন জ্বালবার জায়গায় ছাই পড়ে রয়েছে; তার উপরে একটা তেপায়া থেকে ঝুলছে একটা চায়ের পাত্র। আগুনের জায়গার পাশে এক আঁটি জ্বালানি কাঠ। সব দেখে শুনে মনে হয় যেন দু'জন খুব অল্প সময়ের জন্য কোথাও গেছেন।

ঐসব দেখে ওঁদের উদ্বেগ আরও বেড়ে গেল। রাইফেলও রয়েছে, স্লিপিং ব্যাগও রয়েছে, তার মানে বন্ধুরা শিকারে কিংবা কোনো রকমের ভ্রমণে বেরোননি। বন্য জন্তু-জানোয়ার হোক, অসভ্য মানুষ হোক, নিশ্চয়ই কোনো শত্রু কুটিরের কাছে অতর্কিতে আক্রমণ করেছে, আর কুকুরগুলি একেলা পড়ে হয় না খেয়ে মরে গেছে, নইলে জঙ্গলে পালিয়ে গেছে। কিন্তু কোনো শত্রু যদি আক্রমণ করবে, তাহলে কুটিরে একেবারে হাত দেয়নি কেন?

আরও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেল যে, সব জিনিসপত্রে ধুলো জমে রয়েছে। চায়ের পাত্রের মধ্যে তাকিয়ে মাক্‌শেইয়েভ দেখলেন, চায়ের পাতাগুলির উপর সবুজ ছাতা গজিয়েছে। তার মানে, কয়েক সপ্তাহ আগেই বন্ধুরা কুটির ছেড়ে গেছেন।

একটা বাক্সের উপর অদ্ভুত একটা কাঠের জিনিস দেখিয়ে কাশ্‌তানভ বললেন, "ওটা কি?"

জড়ো হয়ে সবাই দেখলেন যে, সেটা হল আনাড়ী হাতে কাঠে খোদাই করা একটা ম্যামথ। কালো প্রলেপ আর চর্বি লাগান; সেটা দেখতে অতি বিশ্রী।

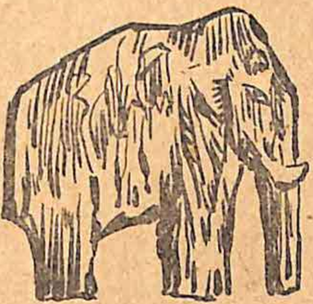
পাপচকিন বললেন, "ইলিয়া কি ভাস্কর হবার চেষ্টা করছিলেন নাকি?"

মাক্‌শেইয়েভ বললেন, "না, ওটা একটা বিগ্রহ। বলি হিসাবে ওটাকে নিহত জন্তু-জানোয়ারের রক্ত আর চর্বি দিয়ে লেপা হয়েছে। আমাদের বন্ধুরা ওটাকে কোথাও পেয়েছিলেন নিশ্চয়ই।"

কাশ্‌তানভ বললেন, "সেদিন বালির উপর যে-পায়ের ছাপ দেখা গেল, তার সঙ্গে এই বিগ্রহ মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে, এখানে আদিম মানুষ রয়েছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।"

গ্রমেকো চেঁচিয়ে উঠলেন, "ওঁদের খুন করেছে, নইলে বন্দী করে নিয়ে গেছে!"

"কিন্তু কুটির থেকে কিছুই নেয়নি কেন?"



মাকৃশেইয়েভ বিগ্রহটাকে একটু ভালো করে দেখবার জন্য তুললে ওঁরা অবাক হয়ে দেখলেন যে, বেশ যত্ন করে ভাঁজ করা দু'খানা কাগজ রয়েছে তার নিচেয়। কাশ্‌তানভ কাগজ দু'খানি তাড়াতাড়ি খুলে নিয়ে চেঁচিয়ে পড়তে লাগলেন।

প্রথমটিতে তারিখ রয়েছে ২৫শে সেপ্টেম্বর, তাতে লেখা আছে:

দু' সপ্তাহ আগে একদল অসভ্য হঠাৎ তুন্দ্রায় আসে। আমরা তাদের হাতে বন্দী। জিনিসপত্র দেখবার জন্য আমরা বরফ-ঘরে গিয়েছিলাম, সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র ছিল না। এমন সময় ওরা আমাদের সেখানে আটকে ফেলে, পরে জঙ্গলে নিয়ে যায়। কুটির কিংবা বরফ-ঘরে তারা হাত দেয়নি, কিন্তু আমাদের সঙ্গে করে কিছুই নিতে দেয়নি। কুকুরগুলি আমাদের সঙ্গে এসেছে। এরা আমাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করছে। খেতে দেয়, এমনকি বোধ হয় ওঝা কিংবা দেবতা মনে করে, আমাদের অত্যন্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপের উপর নজর, আর, পাহারা দিচ্ছে সতর্কতার সঙ্গে। আমাদের বুটজুতা এবং প্রায় সমস্ত কাপড়চোপড় খুলে নিয়েছে। এরা চামড়া পরে থাকে, আর খুঁটিতে টাঙান চামড়ার তাঁবুতে বাস করে। এদের আগুনের ব্যবস্থা নেই, কাঁচা মাংস খায়। এদের অস্ত্র বল্লম, তীর আর ছুরি; সেগুলি হাড় আর কাঠ দিয়ে তৈরি। এই গোষ্ঠীতে একশ'র বেশি লোক, কিন্তু পুরুষের চেয়ে মেয়ের সংখ্যা বেশি। মেয়ে পুরুষ উভয়েই শিকার করে। পুরুষদের দেহ অপরিণত, তারা দুর্বল; মেয়েরা লম্বা, বলশালী। এদের সারা গায়ে খাটো খাটো ঘন রোম; দেখতে বড় বড় লেজহীন বানরের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে, কিন্তু কথ্য ভাষা রয়েছে, সেটা আমরা বুঝতে শিখেছি। আমরা এখন বুঝতে পেরেছি যে, আমাদের কুটিরখানাকে ওরা পুণ্যস্থান বলে মনে করে এবং সেখানে পুজা করতে আসে। সেই সুযোগ নিয়ে আমরা আমাদের দেবতার উৎসর্গ হিসাবে এই পত্র পাঠাতে পারলাম। ওরা এটাকে কুটিরে রেখে আসবে কথা দিয়েছে। মরা ম্যামথ আনতে যাবার সময় আমরা যে নদী পার হয়েছিলাম, সেই নদীর ভাঁটায় ওরা আমাদের প্রায় তিরিশ-চল্লিশ মাইল দক্ষিণ-পুবে নিয়ে এসেছে। আপনারা যদি সহসা দেবতার মতো আবির্ভূত হতে পারেন তাহলে বোধ হয় শান্তিপূর্ণভাবেই আমাদের

মুক্ত করতে পারবেন। আমাদের জন্য কিছু গরম জামাকাপড়, কিছু দেশলাই আর তামাক আনবেন। গরমকালটা আমাদের বেশ ভালো কেটেছে। বরফ-ঘরে জিনিস মজুদ করা গেছে।

—ইভান, ইলিয়া

অন্য পত্রটিতে তারিখ রয়েছে ২রা নভেম্বর।

খুব ঠাণ্ডা পড়ে গেছে আর প্রায়ই বরফ পড়ছে। অসভ্যরা দক্ষিণে যাবে বলে প্রস্তুত হচ্ছে। মাংস সেঁকবার জন্য আর গরম হবার জন্য আমরা আগুন জ্বেলে রাখি, কিন্তু ওরা আগুন দেখে আতঙ্কিত হয়ে আমাদের আরও বেশি ভক্তি করে। আমরা প্রধানতঃ মেয়েদেরই হাতে বন্দী। ওদের নিজেদের পুরুষের চেয়ে আমরা বলশালী আর দেখতে ভালো বলে তারা আমাদের পছন্দ করে। পুরুষরা আমাদের পালাতে সাহায্য করতে পারলে খুশিই হয়। এই শেষ চিঠি, কেননা ওরা কুটিরে আর যাবে না। আমরা বোধ হয় সেই নদীর ভাঁটায়ই এগোব; প্রত্যেকটা থামবার জায়গায় চিঠি রেখে যাব, কিংবা পথের চিহ্ন রাখবার জন্য ঝোপে চিঠি আটকে রেখে যাব। পুরুষদের সাহায্যে যদি পালাতে না পারি, তাহলে আপনারা এসেছেন, সেটা জানাবার জন্য কয়েকটা গুলির আওয়াজ করবেন। হাওয়ায় গুলি চালাতে চালাতে বন্যদের হতভম্ব সন্ত্রস্ত করে প্রকাশ্যেই এগোবেন। তাতেও কাজ না হলে, কয়েকটি মেয়েকে জখম করবেন। আমাদের মানসিক অবস্থা ভালোই, ভয়ও পাইনি, কিন্তু শীতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে, আর একঘেয়ে মাংস খাওয়া সহ্য হচ্ছে না। আপনারা এখনও ফিরলেন না কেন? সব ঠিক আছে ত?

—ইভান, ইলিয়া

পাপচ্‌কিন বলে উঠলেন, "দু'জনেই বেঁচে রয়েছেন!"

গ্রমেকো তাঁর ডায়েরীটা দেখে নিয়ে বললেন, "খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে, প্রায় তিন মাস হল ওঁরা বন্দী।...আজ ৫ই ডিসেম্বর।"

মাক্‌শেইয়েভ বললেন, "ওঁরা লিখেছেন যে, অসভ্যরা এখানে কোনো জিনিসে হাত দেয়নি। তার মানে, স্লেজ আর স্কি খাদ্যের সঙ্গে বরফের ঘরেই রয়েছে। তাহলে বরফ খুঁড়ে সেখানে গিয়ে বেরিয়ে পড়বার জন্য তৈরি হওয়া যাক।"

পাপচ্‌কিন বললেন, "সবই ঠিকঠাক রয়েছে বলে মনে হয়। ওঁরা যদি দরজা খুলে না রেখে থাকেন, আর কুকুর না ঢুকে থাকে, তাহলে বরফের ঘরেও সবই ঠিকঠাক থাকা উচিত।"

বরফের উপর দিয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম, হালকা ক্যাম্বিসের তাঁবুতে রাতের পর রাত কাটান, আর সমানে মাংস আর বিস্কুট খাবার পর গরম কুটির এবং টিনের খাবার বড় ভালো লাগল। চার জনে ঠিক করলেন

যে, কয়েক দিন বিশ্রাম করে তারপর নতুন পথে বেরুন যাবে। কিন্তু এ যাত্রায় কয়েক সপ্তাহও লাগতে পারে। অসভ্যদের গোষ্ঠীটা কতদূর দক্ষিণে চলে গেছে, তার উপর সব নির্ভর করছে। তার জন্য একটু প্রস্তুত হয়ে নেওয়া দরকার।

পাহাড়ে তখন কয়েক ফুট তুষার জমেছে। বরফের ঘরে সবকিছুই রয়েছে। মেরামতের দরকার আছে কিনা দেখবার জন্য ওঁরা প্রথমেই স্লেজ আর স্কিগুলি টেনে বের করলেন। প্রধান গুদাম-ঘর একটা শক্ত দরজা দিয়ে বন্ধ রয়েছে, তাই পাহারা না থাকলেও, বন্য জন্তু-জানোয়ার খাবারের কাছে পৌঁছতে পারেনি। বন্ধুরা বসে ছিলেন না; প্রচুর ঝলসানো মাংস তাঁরা গুদামজাত করে রেখে গেছেন। মাংসটা খুব কাজে লাগল, কেননা শিকারের সময় গেল বেঁচে।

বরোভই কুটিরের কাছে ছোট্ট একটা হাওয়া আপিস তৈরি করেছিলেন। তার ভিতরে যন্ত্রপাতি ভালো অবস্থায়ই রয়েছে। সেখানে বরোভই'এর দৈনিক বিবরণী থেকে ওঁরা তুন্দ্রায় গ্রীষ্মের শেষের দিক আর শরতের গোড়ার দিককার আবহাওয়া সম্পর্কে একটা ধারণা করতে পারলেন।

ওঁরা ঠিক করলেন যে, বাড়তি সমস্ত জিনিস বরফ-ঘরে রেখে, কুটিরখানা সঙ্গে নিয়ে যাবেন। আর অবাঞ্ছিত যেকোনো আগন্তুকের দৃষ্টি এড়াবার জন্য দরজায় মজবুত তালা লাগিয়ে প্রবেশপথে তুষারের স্তূপ তৈরি করে দেবেন।

ওঁরা সঙ্গে নিলেন দু'টো স্লেজ, ছ'জোড়া স্কি, এক মাসের খাবার, গরম জামাকাপড় এবং স্লিপিং ব্যাগ। অসভ্যরা যদি শান্তিপূর্ণভাবে বন্দীদের মুক্তি দিতে রাজী হয় তাহলে তাদের উপহার দেবার জন্য কিছু মিষ্টি, চিনি, ছুরি, আর সূচ-সুতার একটি বাণ্ডিল তৈরি করে সঙ্গে নেওয়া হল।

চিহ্ন ধরে ধরে

তিন দিন বিশ্রাম করে নিয়ে উদ্ধারকারীরা বেরিয়ে প্রথমে গেলেন দক্ষিণ-পূবে। কাশ্‌তানভ আর পাপচ্‌কিন প্রথমবার ম্যামথ-শিকারে যাবার সময় যে-নদী পার হয়েছিলেন, সেই অবধি গিয়ে তারপর চললেন নদীর ভাঁটায়।

দ্বিতীয় দিন সবাই নদীর বাঁ পারে একটা ফাঁকা জায়গায় পৌঁছলেন; বন্যরা সেখানে তাঁবু ফেলেছিল। তাঁবুর গোটা কুড়ি খুঁটি তুষারের মধ্যে

পোঁতা রয়েছে ; সেগুলি এস্কিমো কিংবা ইণ্ডিয়ান 'তীরপী' মতো শঙ্কুর আকৃতি।

একটা খুঁটিতে একখানা পত্র রয়েছে ঃ

এখানে আমরা কিছুদিন ছিলাম, কিন্তু গোষ্ঠীটা আজ আরও দক্ষিণে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা চেষ্টা করব যাতে পালা...

চিঠির বাকি অংশ ছিঁড়ে গেছে।

ঠিক হল নদী ধরে যাওয়া হবে। প্রতি দশ-বার মাইল অন্তর ওঁরা পত্রের জন্য খুব ভালোভাবে নজর রাখতে থাকলেন। গৃহস্থালির জিনিস-পত্রের বোঝা নিয়ে বন্যদের দৈনিক গতি ঐ রকমই মনে হয়।

সেদিন বিকালে একটা বড় ফাঁকা জায়গার কিনারে একটা ঝোপে সুতা দিয়ে বাঁধা একখানা পত্র পাওয়া গেল। তাতে লেখা ঃ

নদীর কাছে জংলী পথ দিয়ে, কিংবা নদীর খাতে জলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে হেঁটে আমরা দিনে প্রায় বার মাইল করে চলছি। জল একেবারে বরফের মতো ঠাণ্ডা, প্রায়ই হাঁটুর উপরে ওঠে, কিন্তু বন্যদের এতে ভ্রূক্ষেপ নেই। কিছু জামাকাপড় আমাদের ফেরত দিয়েছে, কিন্তু রাত্রে আবার নিয়ে নেয়। রাত্রে আমাদের গরম রাখবার জন্য পশুর চামড়া দেয়। রাত্রের জন্য এরা তাঁবু খাটায় না ; ঝোপের নিচেয় শুয়ে ঘুমোয়। যখনই কোথাও থামি, আগুন জ্বালি, শুধু এই জন্যই এখনও বেঁচে আছি। —ইভান

তার পরদিন ওঁরা পঁচিশ মাইলের মধ্যেও কোনো পত্র পেলেন না, হয়ত হাওয়ায় উড়ে গেছে।

তার পরদিন দুপুরে খাবার পর একখানা পত্র পাওয়া গেল ঃ

ঝোপে আমাদের পত্র দেখতে পেলেই বন্যরা সেটা নিয়ে তাবিজ হিসাবে রেখে দেয়। ওরা মনে করে যে, কোনো অপদেবতাই শীতকালে ঠাণ্ডা আর তুষার সৃষ্টি করে, আর আমরা বুঝি সেই অপদেবতার উৎসর্গ হিসাবে কাগজ রেখে যাই। হঠাৎ সুযোগ পেলে তবেই চিঠি রেখে যেতে পারি। এবার থেকে জলের কাছে ঝোপেঝাড়ে ছেঁড়া কাগজ রাখবার চেষ্টা করব, তাই দিয়ে বুঝবেন আমরা কোন পথে চলেছি। যেখানে দেখবেন তুষার শেষ হল এবং নদীতে বরফ জমেনি, সেখানে খুব সাবধান থাকবেন। গোষ্ঠীটা বোধ হয় সেইখানে কিছুদিন থাকবে। —ইভান

আরও ছ'দিন এই ভাবে চলল। মাঝে মাঝে সংক্ষিপ্ত চিঠি পান, বেশির ভাগই পান নদীর পাড়ের কাছে ঝোপে লাগান ছোট্ট টুকরাটাকরা কাগজ। দশম দিনে মাটিতে আর প্রায় পাঁচ ইঞ্চি মাত্র তুষার রইল। নদীতে মাঝে মাঝে পায়ের তলায় বরফ ফেটে ফেটে যাচ্ছে, উষ্ণতা

সমানে হিমাঙ্কের দু'-এক ডিগ্রী নিচেই রইল। বরফ অত্যন্ত পাতলা হয়ে আসছিল, নদীতে মাঝে মাঝে জলের বড় বড় অংশ দেখা যেতে লাগল, তাই পাড় ধরে চললেন এবার। পাড়ের কাছে জঙ্গলে একটা পথ পেয়ে সেটা ধরে চললেন এবার। সন্ধ্যার দিকে নদীর মাঝখানটা বরফমুক্ত হয়ে গেল—বরফ মাটিতেও দু'ইঞ্চির বেশি নয়। শেষপর্যন্ত বার দিনের দিন ঝোপের নিচেয় আর জঙ্গলে শুধু তুষারবিন্দু দেখা যেতে লাগল। সুতরাং পথে শুকনো পাতার উপর দিয়ে স্লেজ টেনে নিয়ে চলতে হল। দুপুরে খাবার আগে আরও একখানা পত্র পাওয়া গেল। তাতে লেখা আছে যে, একদিনের মধ্যেই একটা ফাঁকা জায়গা পাওয়া যাবে এবং তুষারের ফলে আরও দক্ষিণে যেতে বাধ্য না হলে গোষ্ঠীটি বাকি শীতকাল সেইখানেই কাটাবে বলে স্থির করেছে।

কোনো বন্য তাঁবুর কাছে শিকারে বেরুতে পারে এবং হঠাৎ তাদের উপর গিয়ে পড়বার আশঙ্কা রয়েছে বলে সবাই আগের চেয়ে অনেক বেশি সতর্ক হয়ে গেলেন। এক একজন পালা করে সর্দারকে নিয়ে স্লেজের কিছুটা আগে আগে চললেন, যাতে কোনো বিপদ দেখা দিলেই হুঁসিয়ারি জানান যায়।

রাত্রের মতো নদীর কাছে ছোট একটা ফাঁকা জায়গায় থেমে কাশ্‌তানভ আর মাকৃশেইয়েভ একটু খোঁজাখুঁজি করে দেখবার জন্য বেরুলেন। নদীর ভাঁটায় প্রায় দু'মাইল যাওয়ার পর দু'জনে চেঁচামেচি আর গোলমাল শুনতে পেলেন। নিঃশব্দে গুড়ি মেরে মেরে এগিয়ে একটা বড় ফাঁকা জায়গার কিনারে গিয়ে ওঁরা আদিম যাযাবরদের তাঁবু দেখতে পেলেন।

একটু ছোট একটা তাঁবুকে চক্রাকারে ঘিরে শঙ্কুর আকৃতি বারটা তাঁবু। খুঁটির কাঠামোর উপর পশুর চামড়া বিছিয়ে প্রত্যেকটা তাঁবু তৈরি এবং সমস্ত তাঁবুর দরজা বৃত্তের কেন্দ্রে। কেন্দ্রীয় ছোট তাঁবুটার সামনে আগুন জ্বলছে। দু'জনে বুঝলেন যে, ওঁদের বন্ধুরা সেখানেই রয়েছেন।

বৃত্তের কেন্দ্রীয় জায়গায় বহু ছোট ছেলেমেয়ে রয়েছে। তারা প্রায় সবাই চার হাত-পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে ছুটোছুটি করছে, দেখতে লেজহীন কালো কালো বানরের মতো। তারা খেলা করছে, লাফালাফি, মারামারি করছে, আর সব সময়ে চেঁচাচ্ছে। একটা তাঁবুর দরজায় বানরের মতো দেখতে একজন বসে আছে। দূরবীন দিয়ে দেখা গেল, তার সর্বাঙ্গে কালো কালো লোম। তার মুখের হাড়ের গড়ন অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের মতো, কিন্তু চোয়াল আরও উঁচু, এবং কপাল আরও চাপা। মুখের রং ফ্যাকাসে বাদামী ; থুতনির নিচে ছোট দাড়ি।

একটু পরেই তাঁবুর মধ্যে দিয়ে আর একজন বেরিয়ে আগের

লোকটির পিঠে ঠেলা দিয়ে এক পাশে সরিয়ে দিল। বসে-থাকা লোকটি সামনে ঝুঁকে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। তখন ওরা দু'জন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। নবাগতটি আগেরটির চেয়ে লম্বা, কাঁধে বেশি চওড়া, দাবনা আরও বড় বড়—তার তুলনায় আগের লোকটিকে রুগ্ন যুবক বলে মনে হয়। দ্বিতীয় জনের মুখ অপেক্ষাকৃত সুশ্রী, তার মাথায় জটপাকান চুল কাঁধ অবধি ঝুলে পড়েছে এবং গায়ে লোম মোটের উপর কম। এ হল একটি আদিম মেয়ে।

চক্রটা পার হয়ে সে ছোট তাঁবুটার দিকে গেল। সে সামান্য কুঁজো, একটু দুলে দুলে চলছে। হাত দু'খানা ঢিলাঢালা হয়ে ঝুলে প্রায় হাঁটু অবধি পৌঁছেছে। তার বাহু আর পায়ের পেশীগুলি বেশ পুষ্ট।

বন্দীদের তাঁবুর কাছে গিয়ে সে দু'বাহু বাড়িয়ে দিয়ে আগুনের কাছে নতজানু হল, তারপর গুড়ি মেরে তাঁবুর মধ্যে ঢুকল।

কাশ্‌তানভ বললেন, "মেয়েটি ওঁদের সঙ্গে দেখা করতে এল।"

মাকৃশেইয়েভ বললেন, "বন্যরা ওখানে সংখ্যায় বেশি আছে বলে মনে হচ্ছে না। আমরা এসেছি, সেটা বন্ধুদের এবার জানিয়ে দিলে হয়।"

"কেমন করে? আর এগোতে গেলেই বন্যরা আমাদের দেখে ফেলবে।"

"জঙ্গলের মধ্যে থেকে আমরা কয়েকটা গুলির আওয়াজ করতে পারি, ওঁরা তাইই বলেছিলেন।"

"বন্যরা ভয় পেয়ে যেতে পারে।"

"বন্যরা বুঝতেই পারবে না কি ব্যাপার।"

"যদি খুঁজে দেখতে আসে।"

"আসবে বলে মনে হয় না। ভীষণ ভয় পেয়ে যাবে।"

"বেশ, তাহলে গুলিই ছোঁড়া যাক।"

দু'জনে জঙ্গলে ফিরে গেলেন। প্রথমে মাকৃশেইয়েভ এবং কয়েক মিনিট পরে কাশ্‌তানভ গুলি ছুঁড়লেন। তারপর আবার ফাঁকা জায়গাটার কিনারে ফিরে এলেন।

তাঁবুর ওখানে হুলস্থূল পড়ে গেল। কয়েকজন বয়স্থ, তাদের প্রায় সবই মেয়ে, আর নানা বয়সের ছেলেমেয়েরা জটলা বেঁধে তাঁবুগুলির কাছে দাঁড়িয়ে। সবাই জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে উত্তেজিত হয়ে কথা বলতে লাগল। তাঁবুর আগুনের কাছে ইগলৃকিন আর বরোভই দাঁড়িয়ে; কোমর অবধি খালি গা, পরনে শতচ্ছিন্ন প্যাণ্ট। তাঁদের গায়ের রং রোদে-পোড়া, এবং লম্বা চুল-দাড়িতে জট ধরেছে।

তাঁরাও ফাঁকা জায়গাটার অপর প্রান্তের দিকে তাকিয়ে, চোখে-মুখে আনন্দের ছাপ।

হঠাৎ, 'এইবার' বলেই ওঁরা দু'জনেই দু'হাত তুলবার সঙ্গে সঙ্গে

বন্দীরা প্রত্যেকে নতজানু হয়ে মাটিতে মুখ ঝুঁকিয়ে বসল। চারিদিক নিস্তব্ধ হয়ে গেল। ইগল্‌কিন তখন দু'হাতের পাতা মুখে ভিড়িয়ে চিৎকার করে বললেন,

"পুরুষেরা প্রায় সবাই আজ ভোরে শিকারে গেছে। ওরা গেছে অনেক দূরে। শিকার আনতে হাত লাগাবার জন্য মেয়েরাও কাল যাবে। এখানে শুধু ছেলেমেয়ে আর বুড়োরা থাকবে। তখন এসে আমাদের নিয়ে যাবেন। আমাদের জন্য কিছু কাপড়চোপড় আনবেন। সব ঠিক আছে কি? আপনারা সবাই ভালো আছেন ত? সব যদি ঠিক থাকে তাহলে একটা গুলির আওয়াজ করবেন, নইলে দু'টো।"

মাক্‌শেইয়েভ অমনি একটু পিছিয়ে গিয়ে একবার গুলি চালালেন। গুলির আওয়াজ শুনে ইগল্‌কিন আবার দু'হাত তুললেন। উনি যখন চেঁচিয়ে কথা বলছিলেন তখন সবাই হতভম্ব হয়ে দেখবার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে ছিল; আবার সবাই মুখ থুবড়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ তাদের ঐভাবে শুইয়ে রেখে ইগল্‌কিন আগুনের দিকে ফিরে খুব জোরগলায় উদ্দীপনাময় একটা নাবিকের গান ধরলেন। বন্য মানুষগুলি কুঁকড়ে কুঁকড়ে উঠে আগুন ঘিরে একটা প্রকাণ্ড চক্রাকারে বসল। তাদের প্রত্যেকের মুখে বিস্ময়। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, ওদের বন্দীরা এর আগে এমন কাণ্ড কখনও করেনি।

মাক্‌শেইয়েভ গুনে দেখলেন, বয়স্ক লোক পঞ্চাশ জন। বাচ্চাকাচ্চা এবং বালকবালিকা আরও অনেক বেশি। তারা বয়স্কদের থেকে একটু পৃথক হয়ে বসে ইগল্‌কিনের গানে বেশ মজা পাচ্ছিল, কিন্তু বয়স্করা সেই গানে চকিত, এমনকি আতঙ্কগ্রস্ত।

ইগল্‌কিন প্রায় দশ মিনিট ধরে গান গাইলেন। তারপর তিনি আবার দু'বাহু তুললেন। বরোভই এতক্ষণ নিথর হয়ে আগুনের কাছে বসে ছিলেন, এবার তিনি উঠলেন এবং দু'জনে তাঁবুর মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। শ্রোতারা ক্রমে যে-যার তাঁবুতে চলে যেতে লাগল, কিন্তু দু'টি মেয়ে ছোট্ট তাঁবুর কাছে গিয়ে ওঁদের ঘুমের সময় পাহারা দেবার জন্য দরজার কাছে গিয়ে বসল।

অল্পকালের মধ্যেই সব তাঁবু নিস্তব্ধ হয়ে গেল। ফাঁকা বৃত্তাকার জায়গায় কাঠকয়লা ঝিকমিক করে জ্বলতে লাগল।

কাশ্‌তানভ আর মাক্‌শেইয়েভ ফিরে গিয়ে অন্যদের সব ঘটনা বললেন। তারপর বন্ধুদের মুক্ত করবার পরিকল্পনা নিয়ে সবাই মিলে আলোচনা করতে বসলেন।

বন্দীদের মুক্তি

রাত্রে ভালো করে ঘুমিয়ে পরদিন সকালে ওঁরা সমস্ত জিনিসপত্র বেঁধেছেঁদে স্লেজে তুলে ফিরবার জন্য সব তৈরি করে ফেললেন। তারপর, বন্ধুদের জন্য কাপড়চোপড়, বুট, রাইফেল এবং বন্যদের জন্য উপহার নিয়ে ওদের তাঁবুর দিকে চললেন। ফাঁকা জায়গাটার কাছে চিৎকার আর কুকুরের ডাক শুনতে পেলেন সবাই, তার মানে, শিকারীরা তখনও চলে যায়নি। চার জনে গুটিসুটি মেরে এগিয়ে একটা ঝোপের আড়াল থেকে দেখতে লাগলেন।

গোটা তাঁবুটায় কর্মচাঞ্চল্য। শিকারীরা যাবার জন্য প্রস্তুত ; মাঝখানের চত্বরে তারা ভিড় করে দাঁড়িয়ে। মেয়ে এবং পুরুষেরা তাঁবু থেকে বল্লম, কোঁচ, চাঁচবার হাতিয়ার আর চামড়ার দড়ির গোছা নিয়ে যাচ্ছে। ছেলেমেয়েগুলি চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা অস্ত্রশস্ত্রে গিয়ে হাত দিচ্ছে, আর কিল-চাপড় খেয়ে হাউমাউ করছে। যারা একটু বড়, তারা বল্লম আর কোঁচের ধার পরীক্ষা করে দেখছে, আর পরস্পরকে খোঁচা দিয়ে তামাশা করছে। চত্বরের ওধারে প্রায় পনরটা আধা-জংলী কুকুর ; সেগুলি এক সময়ে ছিল অভিযাত্রীদলের। কুকুরগুলি বোধ হয় শিকারীরা কখন বেরুবে, তাই অপেক্ষা করছে। ইতিমধ্যে নিজেদের মধ্যে দাঁত খিঁচচ্ছে এবং কামড়াকামড়ি করছে।

অবশেষে বন্যরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তৈরি হয়ে গেল। বয়স্করা বল্লম নিয়ে এক জোট বেঁধে পুব দিকে চলল, আর তরুণ-তরুণীরা কোঁচ, ছুরি এবং চামড়ার দড়ি নিয়ে চলল তাদের পিছন পিছন। তারা বোধ হয় অস্ত্রবাহী, এবং শিকার বয়ে আনবার জন্য। ছোট ছেলেমেয়েগুলি কেউ চার হাত-পায়ে, কেউ সোজা হয়ে চিৎকার করতে করতে ওদের পিছনে ছুটতে লাগল। কুকুরগুলি একটু দূরে পিছন পিছন চলল। ফাঁকা জায়গাটার কিনারে গিয়ে বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলি ফিরল। পঞ্চাশ জন শিকারী একজনের পিছনে একজন করে সারি বেঁধে পথ ধরে চলে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তাঁবুতে রইল শুধু বুড়ো-বুড়ীরা। কয়েকটি বুড়ী কোনো কোনো তাঁবু থেকে বেরিয়ে দরজার কাছে এসে বসল। কোনোমতে হাঁটতে শিখেছে যেসব ছেলেমেয়ে তারাও বেরিয়ে এল। কচি শিশুগুলিকে মাটিতে চামড়ার উপর শুইয়ে দেওয়া হল।

বন্দীদের তাঁবু পাহারা দেবার জন্য রইল তিনটি তরুণী। এক একটা কাজ নিয়ে তারা বাইরে বসল। একজন একটা পাথরের ছুরি দিয়ে পাতলা পাতলা ছিলা করে চামড়া কাটছিল। আর একজন তীরের জন্য

কাঠ তৈরি করছিল, আর একজন বড় বড় হাড় ভাঙছিল, তীক্ষ্ণ টুকরাগুলি দিয়ে তীর এবং বর্শার ফলা হবে।

একটু পরেই ইগলুকিন তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলেন। আগুনে কয়েকটা কাঠের টুকরা ফেলে দিয়ে তিনি মেয়েদের কাছে বসলেন। ওদের একজনকে কি বলে, নিজের প্রকাণ্ড শিকারের ছুরিখানা বের করে তিনিও চামড়ার ছিলা কাটতে লাগলেন। তাঁর সাহায্যে চামড়ার ছিলার গাদা দ্রুত উঁচু হয়ে উঠতে লাগল। বরোভইও এলেন। তিনি কাজে হাত লাগালেন না। আগের দিন রাত্রে যেদিক থেকে গুলির আওয়াজ শোনা গিয়েছিল, জঙ্গলের সেই দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকলেন।

বিংশ শতকের একজন নাবিক, প্রস্তর যুগের একটি মেয়েকে কাজে সাহায্য করেছে ; এই দৃশ্য দেখে ওঁদের সবার মুখে হাসি ফুটে উঠল। তাঁবু প্রায় খালি। বাদবাকি বয়স্থ মানুষের হাতে যা আদিম অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে, তাতে বন্ধুদের শান্তিতেই, কিংবা প্রয়োজন হলে বলপ্রয়োগে মুক্ত করা যাবে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ রইল না। কিন্তু, কোনো হৈ চৈ কিংবা গুলির আওয়াজ হলে শিকারীদের কানে না পৌঁছয় এবং দেহরক্ষী মেয়ে তিনটি ছুটে গিয়ে তাদের নিয়ে আসতে পারে, তাই শিকারীরা আরও কিছু দূর এগিয়ে যাবার জন্য চার জনে আরও দু'এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে মনস্থ হলেন।

বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলি ক্রমে তাঁবুতে ফিরে এসে খেলাধুলা করতে লাগল। বাচ্চাগুলি কুস্তি, মারামারি, ঠেলাঠেলি করতে লাগল, যারা একটু বড় তারা হাওয়ায় কিংবা তাঁবুর চামড়ায় কোঁচ ছোঁড়া অভ্যাস করতে লাগল।

গোটা চামড়াখানা কাটা হয়ে যাবার পর ইগলুকিন তাঁবুর মধ্যে চলে গেলেন। তারপর একখণ্ড কাঁচা মাংস নিয়ে বেরিয়ে এসে টুকরা টুকরা করে কেটে ফেললেন। ছোট ছোট তীরের ফলায় টুকরাগুলি বিঁধে ঝলসাবার জন্য রেখে দিলেন আগুনের চারপাশে। দেখা যাচ্ছে বন্দীদের এখনও সকালের খাওয়া হয়নি, তাই পালাবার আগে ভালো করে খাবার ব্যবস্থা করছেন। মাংসটা তৈরি হয়ে গেলে, দু'জনে আগুনের কাছে বসে বেশ তৃপ্তির সঙ্গে খেতে লাগলেন। ইগলুকিন মাঝে মাঝে পাশে-বসা মেয়েদের একটু খেতে বলছিলেন, কিন্তু তখন তারা হেসে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিল। তারপর একটি মেয়ে উঠে নিজের তাঁবুতে গিয়ে প্রকাণ্ড এক খণ্ড কাঁচা মাংস নিয়ে এল। ওরা তিন জনেই সেটাকে লম্বা লম্বা পাতলা ফালি করে কেটে তৃপ্তির সঙ্গে খেতে লাগল। বাচ্চারা কেউ এলে, তাদেরও ছোট ফালি কেটে কেটে দিচ্ছিল।

দু'জনের খাওয়া শেষ হলে, উদ্ধারকারীদল ঠিক করলেন যে, এবার শুরু করবার সময় হয়েছে।

চার জনে লাইনবন্দী হয়ে উদ্যত রাইফেল থেকে ফাঁকা আওয়াজ করতে করতে তাঁবুর দিকে দ্রুত এগিয়ে চললেন।

গুলি ছোঁড়ার প্রথম আওয়াজেই তাঁবুতে সব স্তব্ধ হয়ে গেল। এমন ভয়ানক বজ্রের আওয়াজ যারা করতে পারে তারা এগোচ্ছে, দেখতে দেখতে সবাই একেবারে ভয়ে কাঠ হয়ে গেল।

তাঁবুর চত্বরে পৌঁছলে বন্যরা সবাই মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে রইল; সবচেয়ে ছোট্ট বাচ্চাগুলি ভয়ে চেঁচাতে লাগল।

ওঁরা বন্ধুদের কাছে গিয়ে গরম কাপড়জামা দিলেন। বন্দীরা যখন কাপড় পরছিলেন তখন চার জনে সমানে হাওয়ায় গুলি চালাতে থাকলেন। মাকৃশেইয়েভ ইগল্‌কিনকে বললেন,

"এদের বলুন যে, আপনারা অনেক কাল ওদের সঙ্গে রয়েছেন, এখন আরও ক্ষমতাশালী ওঝারা আপনাদের নিতে এসেছে। আপনাদের সঙ্গে এরা যা ভালো ব্যবহার করেছে তাতে খুশি হয়ে এবং চির-তুষারের দেশ থেকে যে অজানা লোকেরা এসেছিল তাদের কথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য ওদের জন্য উপহার আনা হয়েছে। ওদের বলুন যে, আমাদের অনুসরণ করবার দুঃসাহস যেন না করে। অনুসরণ করলে কিন্তু ভীষণ শাস্তি পাবে। এদের বলুন যে, শত্রুকে নিপাত করবার জন্য ভীষণ বিদ্যুৎ আর প্রচণ্ড বজ্র সৃষ্টি করতে জানে এই 'তুষার দেবতা'রা।"

দু'জনের জামাকাপড় পরা হয়ে গেলে গুলির আওয়াজ থামান হল। দণ্ডবৎ বন্যদের ডেকে ইগল্‌কিন মাকৃশেইয়েভের কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করে দিলেন। তাঁর দেহরক্ষীণী মেয়ে তিনটির দিকে ফিরে তিনি বললেন,

"শিকার থেকে ফিরলে তোমাদের দলপতিদের এই উপহার দেবে; তারা যেন সকলের মধ্যে ভাগ করে দেয়। এই আগুনটা তোমাদের ব্যবহারের জন্য আমরা রেখে যাচ্ছি। এটাকে কখনও নিভে যেতে দেবে না; আমরা যেমন করতাম, অমনি ছোট ছোট ডালপালা দিয়ে সব সময় জ্বেলে রাখবে। এই আর একবার বলে দিচ্ছি—আমাদের অনুসরণ করবার চেষ্টা কোরো না যেন। আমরা চির-তুষারের দেশে চলে যাচ্ছি, গরম পড়লে আবার আসব।"

তিনি উপহারগুলি ছোট তাঁবুর বাইরে রাখলেন। তারপর, ছ'জনে অনবরত হাওয়ায় গুলি চালাতে চালাতে চত্বর পার হয়ে এলেন।

দণ্ডবৎ বন্যদের একজনও নড়তেও সাহস করেনি।

জঙ্গলের কিনারে গাছপালার মধ্যে বেশ ভালোভাবে আড়াল পড়লে, তখন বন্যরা কি করছে দেখবার জন্য ওঁরা ফিরে তাকালেন। গুলির শেষ আওয়াজ মিলিয়ে যাবার পর বন্যরা একে একে উঠে, কি হয়ে গেল, তাই নিয়ে বলাবলি শুরু করেছে। কেউ কেউ তাঁবুর আগুনের

চারিদিকে হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে শিখার দিকে চেয়ে আছে। তিনটি মেয়ে দু'টি বল্লম নিয়ে শিকারীদের উদ্দেশ্যে ছুটে বেরিয়ে গেল। কৌতূহলী ছেলেমেয়েদের হাত থেকে উপহারের বাণ্ডিলগুলি বাঁচাবার জন্য অন্য মেয়েটি রইল, কিন্তু নিজেও সেসব জিনিস স্পর্শ করতে সাহস করল না।

জঙ্গলে, যেখানে স্লেজগুলি রেখে যাওয়া হয়েছিল সেখানে পৌঁছে, অভিযাত্রীরা সরু পথে গাছের পাতার উপর দিয়ে সেই স্লেজ টেনে নিয়ে ফিরে চললেন।

তাঁবু থেকে দূরে চলে যেতে যেতে ইগল্‌কিন মাঝে মাঝে তীব্র সিটি দিচ্ছিলেন। কুকুরগুলিকে তিনি ঐ সিটি অনুসারে চলতে শিখিয়েছিলেন। ওঁরা যতদিন বন্দী ছিলেন, কুকুরগুলিকে গোষ্ঠীর কাছাকাছিই রেখেছিলেন। উনি বরাবরই কুকুরগুলিকে এটা ওটা খেতে দিয়েছেন, কিন্তু বন্যরা কুকুরকে ভয় করত, তাঁবুর মধ্যে আসতে দিত না, তাই সেগুলি আধা-জংলী হয়ে গেছে। বন্য পশুর আক্রমণে কয়েকটা কুকুর মারা পড়েছে; বাকিগুলি প্রায় সবই শিকারীদের পিছু নিয়েছে। পাঁচটা মাত্র তাঁবুর কাছে ছিল, তারা ঐ পরিচিত ডাক শুনেই চলে এল। সেগুলি স্লেজের কিছু দূরে দূরে থেকে চলল, কাউকে কাছে যেতে দিল না এবং সর্দার কাছে ছুটে গেলে গজরাতে লাগল। কিছুদিন নিয়মিত খাইয়ে-দাইয়ে এগুলিকে পোষ মানাতে হবে, তাহলে অন্ততঃ স্লেজ টানার একটা দল হবে।

স্লেজগুলি টেনে নিয়ে বার ঘণ্টা হেঁটে, তাঁবু থেকে প্রায় তিরিশ মাইল দূরে গিয়ে তবে ওঁরা থামলেন। যখন নিশ্চিত হলেন যে, বন্যদের নাগালের বাইরে চলে আসা গেছে, তখন ওঁরা রাত্রের মতো থামলেন।

আদিম মানুষের আক্রমণ

বড় একটা ফাঁকা জায়গা বেছে নিয়ে, পাছে অতর্কিত আক্রমণ হয় তাই অতিরিক্ত সাবধানতা হিসাবে, তার মাঝখানে কুটিরখানি বসান হল, আর পালা করে পাহারা চলল। কুকুরগুলি যেন কুটিরখানি চিনতে পেরেছে, তাই কাছেই তুষারে তারা এবার স্থির হয়ে বসল—সর্দার কিন্তু তাদের বেশি কাছে আসতে দিল না।

তখন কাশ্‌তানভ পাহারায় ছিলেন। সর্দার গরগর করতে লাগল, তারপর ক্রমেই জোরে ঘেউ ঘেউ শুরু করল। কাশ্‌তানভ দেখলেন যে, ফাঁকা জায়গার চারিদিকে ঝোপঝাড়গুলি নড়ছে, খসখস আওয়াজ উঠছে। উনি বন্ধুদের জাগিয়ে দিতে সবাই রাইফেল বাগিয়ে লাফিয়ে এলেন।

বন্যরা দেখল, তাদের অতর্কিত আক্রমণ চালাবার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে। তখন তারা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে ধীরে এবং দ্বিধাগ্রস্তভাবে কুটিরের দিকে এগোতে লাগল। হাতে বল্লম, দাঁতে ছুরি চেপে মেয়েরা এসেছে। তাদের পিছনে রয়েছে কোঁচ হাতে তরুণীর দল। ওরা যেন অস্ত্র প্রয়োগ করতে অনিচ্ছুক। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল যে, ওঝাদের আগের বারের মতোই জীবন্ত অবস্থায় ধরে ফেলে জোর করে তাঁবুতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়াই ওদের ইচ্ছা। ইগল্‌কিন বন্ধুদের বললেন যে, তিনি বন্যদের সঙ্গে কথা বলবেন, ততক্ষণ যেন গুলি করা না হয়; তবে, দোনলা বন্দুকগুলির একটা নলায় বুলেটের বদলে ছররা পুরতে বললেন।

তিনি বললেন, "কয়েকবার ওদের পায়ে ছররা চালালেই যথেষ্ট হবে; তবে তাতেও কাজ না হলে বুলেটই চালাতে হবে।"

মেয়েরা প্রায় তিরিশ ফুট দূরে থাকতে ইগল্‌কিন হাত তুলিয়ে চিৎকার করে বললেন, "থামো! আমার কথা শোন! পিছনে আসতে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছিল। তোমরা আমার আদেশ অমান্য করেছ। আমাদের আগুনের তীর তৈরি রয়েছে। তোমরা আর একটু এগোলেই আমরা সেই তীর ছুঁড়ব। ফিরে যাও!"

উঁনি যখন বলছিলেন তখন মেয়েরা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তারপর পরস্পরের মধ্যে পরামর্শ করতে লাগল। শেষে একটি মেয়ে চিৎকার করে কি বলল এবং আর সবাই বল্লম তুলিয়ে তাতে সম্মতি জানাল।

ইগল্‌কিন তরজমা করে বন্ধুদের বুঝিয়ে দিলেন যে, "ইভানকে আর আমাকে ওরা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়, কারণ, ওরা বলছে যে, আমাদের ছাড়া ওদের গোষ্ঠী বাঁচতেই পারে না, কিন্তু আপনাদের সবাইকে ওরা যেতে দেবে।"

তারপর তিনি চেঁচিয়ে ওদের বললেন, "ওঝারা মানুষের সঙ্গে বেশি দিন থাকতে পারে না। শীতকালের মতো আমরা বরফে আমাদের তাঁবুতে চলে যাচ্ছি, তবে গরম পড়লে ফিরে আসব। তোমরা চলে যাও! এক্ষুনি!"

কয়েকটি মেয়ে দু'চার পা এগিয়ে এল এবং একটি গোঁয়ার তরুণী হঠাৎ কাশ্‌তানভকে তাক করে শূল ছুঁড়ে দিল। শূলটা তাঁর কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে কুটিরে বিঁধল।

বরোভই বললেন, "উপায় নেই। ওদের সাহস বড় বেশি বেড়ে যাবার আগেই গুলি চালাতে হবে। কিছু টোটা চালান যাক—এক, দুই, তিন।"

ছটা রাইফেল গর্জে উঠল। জঙ্গলটার বিভিন্ন অংশ থেকে আহত মেয়েদের হাউমাউ চিৎকার উঠল। বন্যরা পিছন ফিরে জঙ্গলের দিকে



ছুটে চলল—অনেকে খোঁড়াচ্ছিল। যে-মেয়েটি কাশ্‌তানভকে তাক করে শূল চালিয়েছিল, সে কয়েক পা এগিয়ে এসে নিথর হয়ে পড়ে গেল।

শেষ বন্যটি অদৃশ্য হয়ে গেলে গ্রমেকো বললেন, "তারপর? আবার ওরা আক্রমণ করবে? তাই অপেক্ষা করে থাকতে হবে? না, আর সাহস পাবে না।"

ইগল্‌কিন বললেন, "আমার মনে হয়, ওরা এবার বুঝেছে; তবে সাবধানে থাকা ভালো; ভিতরে চলুন। মেয়েদের শূলের খোঁচায় আহত হবার দরকার নেই।"

সাবধানতার আর কোনো প্রয়োজন ছিল না। হাউমাউ করতে করতে দঙ্গলটা ছুটেই চলল, শেষে ওদের চিৎকার আর কানে শোনা গেল না। কুকুরগুলির ডাক থামল। সেগুলি ছুটে গিয়ে আহত মেয়েটির ক্ষত থেকে উষ্ণ রক্ত চাটতে লাগল। ওঁরা গিয়ে কুকুরগুলিকে তাড়িয়ে দিলেন।

ডান পায়ের উরুতে জখম হয়ে মেয়েটির প্রচুর রক্তক্ষয় হয়েছে।

পাপচ্‌কিন বললেন, "এ বড় অদ্ভুত! টোটায় এমন জখম হতে পারে না।

"কেউ নিশ্চয়ই ভুলে বুলেট চালিয়েছেন।"

কাশ্‌তানভ বললেন, "আমি ওকেই তাক করেছিলাম।"

মেয়েটিকে পরীক্ষা করে দেখতে দেখতে গ্রমেকো বললেন, "বেচারা বেঁচে আছে, যন্ত্রণায় আর ভয়ে মূর্চ্ছা গেছে। বুলেট হাড়ে না লেগে পায়ের মধ্যে দিয়ে চলে মাংসপেশী কেটে দিয়েছে।"

"ওকে নিয়ে আমরা কি করব? বাদবাকি সবাই ত পালিয়েছে।"

"ওকে এখন বন্দী হিসাবে নিতে হবে, একটু ভালো হলেই ছেড়ে দেওয়া যাবে।"

"ছেড়ে দেব!"—পাপচ্‌কিন সভয়ে বললেন, "কিছুতেই না। বানর পরিবার থেকে তেমন বেশি দূরের নয়, এই আদিম মানুষের চমৎকার নমুনাকে আমরা 'নর্থ স্টার' জাহাজে নিয়ে যাব। নৃতত্ত্ববিদদের জন্য কি চমৎকার জিনিস হবে!"

গ্রমেকো ফার্স্ট-এইড বক্স নিয়ে এসে রক্তটা বন্ধ করে ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ করে দিলেন। ব্যাণ্ডেজ বাঁধবার সময় হঠাৎ মেয়েটির জ্ঞান ফিরে এল, সে চোখ খুলল। চারিপাশে ওঝাদের দেখতে পেয়ে সে আতঙ্কিত হয়ে উঠল।

মেয়েটি মাঝারী লম্বা, তার শরীরের গড়ন আর মাংসপেশী এখনও বয়স্থা মেয়েদের মতো বলশালী এবং অতি-পুষ্ট হয়নি। মুখ, হাতের চেটো আর পায়ের তলা ছাড়া তার সারা গায়ে ছোট ছোট ঘন কালো লোম। তার মাথার চুল একটু লম্বা আর সামান্য কোঁকড়ানো। পায়ের পাতা যেন বানর আর মানুষের শঙ্কর। পায়ের আঙ্‌লগুলি সুপরিণত; বুড়ো আঙুলটা অন্য চারটে আঙুল থেকে তেরচা।

মেয়েটির মুখ আরও ভালো করে দেখে বরোভই বললেন, "আরে, এ যে আমার পুরানো বন্ধু, কাতু!"

কাশ্‌তানভ বললেন, "তার মানে, আপনি এদের আলাদা করে চিনতে পারেন? আমার কাছে সব একই রকমের মনে হয়েছিল।"

"প্রথমে ওই রকমই মনে হয় কিন্তু পার্থক্য আছে রীতিমতো। আমরা অনেককে নাম ধরেও জানতাম; বিশেষতঃ একটু বড় ছেলেমেয়েদের, আর বাচ্চাগুলিকে। মাংস, মূল, এবং আরও এটা-ওটা যা ও সবচাইতে উপাদেয় মনে করত, কাতু তাই আমাকে এনে দিত। এই ভাব দেখাত যে, আমাকে ওর কত ভালো লাগে।"

মাকৃশেইয়েভ হেসে বললেন, "তাই বুঝি ও, ওর প্রিয়কে যারা অপহরণ করে এনেছে তাদের একজনের উপর শূল ছুঁড়তে সাহস করেছে!"

কাশ্‌তানভ বলে উঠলেন, "আর দু'ইঞ্চি ডাইনে হলেই আমার একটা চোখ যেত।"

গ্রমেকোর ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হয়ে গেলে, ওঁরা কাতুকে কুটিরে নেবার

জন্য তুলতে গেলেন, কিন্তু সে চিৎকার করে হাত-পা ছুঁড়তে লাগল। ইগল্‌কিন বুঝতে পারলেন, সে ওঁদের কাছে মিনতি করে বলছে যে, ওকে খেয়ে ফেলবার জন্য তাঁবুতে না নিয়ে, বরং এই তুষারের উপর পড়েই মরতে দেওয়া হোক।

গ্রমেকো অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, "খাবার জন্য? ওরা কি নর খাদক?"

"হ্যাঁ। শিকার কিংবা লড়াইয়ের সময় নিহত কিংবা ভীষণভাবে আহত সাথীর মাংস ওদের কাছে বড়ই উপাদেয়।"

"ওকে বলুন, ভয় পাবার কিছু নেই। ওকে খাবার কোনো ইচ্ছা আমাদের নেই, আমরা শুধু ওকে তাঁবুতে নিয়ে যেতে চাই বিশ্রাম আর ঘুমের জন্য। বলুন, ভালো হয়ে গেলেই ওকে আমরা নিজের তাঁবুতে ফিরে যেতে দেব।"

অনেক বুঝিয়ে শুঝিয়ে বলা হল, শেষে বরোভই ওর হাত ধরলে মেয়েটিই শান্ত হল এবং তাঁবুতে নিয়ে যেতে দিল। একটা বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হলে, মেয়েটি একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ল এবং তখনও বরোভইয়ের হাত ধরে রইল।

ঘুমের জন্য যা সময় বরাদ্দ ছিল, সেটা প্রায় ফুরিয়ে আসতেই অভিযাত্রীরা এগিয়ে চলবার জন্য প্রস্তুত হতে শুরু করলেন। আগুন জ্বেলে কেতলি চাপিয়ে ওঁরা প্রাতরাশ খেতে বসলেন। কেতলিতে কিছু তুষার পুরে নেবার জন্য বাইরে গিয়ে ইগল্‌কিন দেখলেন যে, জঙ্গলের কিনারে আরও কয়েকটা কুকুর ঘুরে বেড়াচ্ছে। স্পষ্টতঃই এগুলি বন্যদের সঙ্গে এসে থেকে গেছে। হয়ত কুটিরখানা দেখে এক সময়ে যে সুস্বাদু উকোলা খেয়েছে সেই কথা এবং আগেকার প্রভুদের কথা মনে পড়ে গেছে। ইগল্‌কিন কয়েকবার সিটি দিতেই বারটা কুকুর ফাঁকা জায়গায় ছুটে এল। এই বারটি, সর্দার, এবং বন্যদের তাঁবু থেকে আরও যে পাঁচটি কুকুর এসেছিল তাদের দিয়ে ওঁরা স্লেজের জন্য কোনোমতে তিনটি দল তৈরি করতে পারবেন।

ইগল্‌কিন জিজ্ঞাসা করলেন, "এদের কি খেতে দেওয়া যায়? এগুলি যাতে পালিয়ে না যায় এবং আবার পোষ মানে, তার একমাত্র উপায় হল খাওয়ানো।"

গ্রমেকো বললেন, "আমরা একমাসের খাবার সঙ্গে এনেছিলাম এবং প্রায় এক সপ্তাহের মধ্যেই বরফের ঘরে পৌঁছে যাব। কুকুরগুলির জন্য যথেষ্ট মাংস আছে নিশ্চয়ই।"

বরোভই বললেন, "খুব বেশি খেতে দেবেন না কিন্তু! পেটে ক্ষিধে থাকলে, থামলে খাবার পাবার আশায় ওরা আরও ভালো ছুটবে।"

সকলে খাবার পর অবশিষ্ট যা টুকরাটাকরা এবং হাড় ছিল তাই, এবং এক এক টুকরা মাংস কুকুরগুলিকে খেতে দেওয়া হল। তারপর বাঁধাছাঁদা হল। কুটিরের ফেল্টে-মোড়া তক্তাগুলির সঙ্গে কাতুকে একখানা স্লেজে বসিয়ে নিয়ে অন্যসব জিনিস আর একখানা স্লেজে বোঝাই করা হল। স্কি ব্যবহার করার পক্ষে তুষার ছিল যথেষ্ট গভীর। বোঝা বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও, ওঁরা আগের দিনের চেয়ে বেশি পথই এগোলেন। কাতু যখন দেখল যে, তাকে তার তাঁবুর দিক থেকে দূরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তখন সে চেঁচিয়ে, স্লেজ থেকে লাফিয়ে পড়ল। ছুটে পালাতে গিয়ে কয়েক পা এগিয়েই পড়ে গেল। ওকে আবার স্লেজে তুলবার সময় কাতু ভীষণভাবে ধস্তাধস্তি করতে করতে ওঁদের কামড়াবারও চেষ্টা করেছিল।

স্পষ্ট বোঝা গেল, সে মনে করেছিল যে, ইগল্‌কিন তাকে গোষ্ঠীর মধ্যে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন বলেছিলেন; কিন্তু দেখল যে, এখন ওকে বরফের দেশে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আবার যাতে পালাবার চেষ্টা করতে না পারে, তাই কাতুর হাত বেঁধে স্লেজের সঙ্গে বেঁধে নেওয়া হল। বেচারা কাতু ভয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল; তার নিশ্চিত বিশ্বাস যে, শেষপর্যন্ত ওকে খাওয়াই হবে।

দুপুরের পর ওঁরা নদীর খাতে পৌঁছলেন। তুষার সেখানে শক্ত, তাই জঙ্গলের পথে স্কি আর স্লেজ যেমন বসে যাচ্ছিল, এখানে তেমন বসল না। সেদিনও অভিযাত্রীরা প্রায় তিরিশ মাইল পথ অতিক্রম করলেন।

সেদিন রাত্রে ওঁরা পালা করে পাহারা দিলেন; কিন্তু সবই শান্ত ছিল। কাতুকে দিনে কিছুই খাওয়ান যায়নি, রাত্রে তাকে বেঁধে রাখতে হল। দুবেলাই খাবার সময় কাতু সর্বক্ষণ নজর রাখছিল; ওঁরা চকচকে ছুরি দিয়ে হ্যাম কাটবার সময় সে ভয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছিল। ওঁদের কবজি যখনই একটু নড়ে উঠছিল, অমনি তার মনে হচ্ছিল যে, এই বুঝি হ্যাম'এর মতোই তাকে কাটবার পালা এল।

আরও এক সপ্তাহ উত্তর দিকে এগিয়ে, আট দিনের দিন অভিযাত্রীরা তুন্দ্রায় পৌঁছলেন; দুপুর নাগাদ ওঁরা পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছে গেলেন। কাতু ক্রমে ক্রমে তার ভাগ্য মেনে নিচ্ছিল; ওঝাদের সঙ্গে সে অভ্যস্ত হয়ে উঠল, কিন্তু কাঁচা মাংসই খেত—রান্না-করা মাংস দেখলেই বিতৃষ্ণা লাগত তার। চলবার পথে তৃতীয় দিনে ওর হাত খুলে দেওয়া হল, এবং আর পালাবার চেষ্টা করবে না বলে কথা দেবার পর, পাঁচ দিনের দিন পায়ের বাঁধনও খুলে দেওয়া হল।

বন্দীদের কাহিনী

পাহাড়ে ফিরবার পথে যতবার থামা হয়েছে তখন ইগল্‌কিন এবং বরোভই, বন্ধদের সঙ্গে তাঁদের যে-দিনগুলি কেটেছে, সেই অভিজ্ঞতার কিছু কিছু বলছিলেন, আর কাশ্‌তানভ সেগুলি টুকে রাখছিলেন।

আর সবাই যেদিন দক্ষিণ দিকে চলে গেলেন, তখন থেকে ওঁরা দু'জন যন্ত্রপাতির জন্য একটা 'হাওয়া আপিস,' এবং কুকুর আর বন্য জন্তু-জানোয়ারের গ্রাস থেকে রসদ বাঁচাবার জন্য বরফের ঘরের এক-খানা মজবুত দরজা তৈরি করতে শুরু করেছিলেন। উষ্ণতা সমানে বেড়ে চলায় তুষারক্ষেত্রের কিনার ক্রমাগত সরে সরে যাচ্ছিল, এবং কুকুরগুলিও একটু আরামের জন্য সেখানে চলে যেতে বাধ্য হত। তাই ঐ কাজটা শেষ হলে ওঁরা কুকুরগুলির আশ্রয়ের জন্য পাহাড়ের ঢালে আরও নিচেয় একটা সুড়ঙ্গ কাটতে শুরু করলেন। ওঁরা যখন এইসব জরুরী কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, তখন নিতান্ত প্রয়োজন হলে তবেই শিকারে যেতেন; কিন্তু, সামনে শীত আসছে, তাই কুকুরগুলির জন্য শুকনো আর নিজেদের জন্য ঝলসান মাংস অনেক পরিমাণে গুদামজাত করে রাখবার জন্য ওঁরা পরে প্রতিদিনই শিকারে যেতে আরম্ভ করলেন। প্রত্যেক দিনই জঙ্গল থেকে শিকার করে ফিরবার সময় ওঁরা স্লেজ-বোঝাই শুকনো ডালপালা নিয়ে আসতেন। এইভাবে, আগামী শীত-কালের জন্য দু'জনে রীতিমতো এক পাঁজা জ্বালানি কাঠ মজুদ করে ফেললেন।

ওঁরা শিকার করতেন ম্যামথ, গণ্ডার, কস্তুরী বৃষ, আর হরিণ। নদী এবং তুন্দ্রায় পাতিহাস, রাজহাঁস এবং অন্যান্য পাখি পাওয়া যেত—প্রায় তাই দিয়েই গ্রীষ্মকালে ওঁদের খাওয়া চলে গেছে। বড় বড় শিকারগুলির মাংস শুকিয়ে, ঝলসে রাখতে ওঁদের এত সময় লেগে যেত যে, প্রায়ই যথেষ্ট ঘুমের সময়ও পাওয়া যেতনা।

বন্ধুরা চলে যাবার অল্প কাল পরেই আবহাওয়া ভালো হয়ে উঠতে লাগল। নিরবচ্ছিন্ন পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘে ফাঁক দেখা দিতে লাগল, দিনে কয়েক ঘন্টা করে প্লুটোর রোদ পেয়ে ছায়াতেই উষ্ণতা ৬৮ ডিগ্রীতে উঠল। অবশেষে তুন্দ্রায় এল গ্রীষ্ম। কিন্তু আগস্ট মাসের মাঝামাঝিই হাওয়ায় শরতের পূর্বাভাস দেখা দিল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকত, মাঝে মাঝে বৃষ্টি পড়ত, বৃষ্টির পরে মাটি থেকে ঘন কুয়াশা উঠে সবকিছুই আচ্ছন্ন হয়ে যেত।

উষ্ণতা কমেই চলল। সেপ্টেম্বর মাসে যেদিন বেশি হাওয়া চলত সেদিন ৩২ ডিগ্রী পর্যন্ত নেমে যেত। গাছের পাতা হলদে হয়ে গেল।

সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝিই তুন্দ্রা গ্রীষ্মের শ্যামলতা হারিয়ে রিক্ত গেরুয়া বাদামী রংএর বসন পরল।

শীতের জন্য প্রস্তুত হতে গিয়ে ওঁরা বরফের ঘরে সমস্ত রসদ আর একবার দেখে বুঝে নিয়ে তার একাংশ কুটিরে নিয়ে এলেন। মাল-গুদামের হিসাব মেলাবার দ্বিতীয় দিনে, বরফের ঘরে তালা লাগিয়ে ওঁরা দুপুরে খেতে বসতে যাবেন, এমন সময় পাহাড়ের অন্য দিক থেকে গুড়ি মেরে এসে বন্যরা অতর্কিতে আক্রমণ করল। প্লুটোনিয়ায় মানুষ থাকতে পারে, তা ওঁরা কেউ কখনও স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। তার উপর আবার ছুরি ছাড়া কোন অস্ত্রও সঙ্গে ছিল না। আক্রমণকারীদের হাতে ছিল বল্লম, ছুরি এবং তীর কাজেই দেখা গেল যে, বাধা দেওয়া নিরর্থক। বন্যরা এই শ্বেতাঙ্গদের, তাঁদের কুটির এবং হাওয়া আপিস ভালো করে দেখে এই অজানা অদ্ভুত লোকগুলি সম্পর্কে যেন সসম্ভ্রম হয়ে উঠল। প্রায় ছ'মাইল দূরে ফাঁকা ফাঁকা গাছের একটা জঙ্গলে নিজেদের তাঁবুতে নিয়ে গেল। (পরে ওঁরা জানতে পেরেছিলেন যে, বন্যরা তার আগের দিনই পুব দিক থেকে সেখানে এসেছিল)।

বন্দীদের কি করা যায়, তাই নিয়ে বন্যদের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল। পুরুষরা ওঁদের দেবতার উদ্দেশে বলি দিতে চেয়েছিল, কিন্তু অধিকাংশ মেয়ে তার বিরুদ্ধে। মেয়েরা মনে করল যে, এই নতুন মানুষেরা গোষ্ঠীর সঙ্গে থাকলে, শুধু তাতেই গোষ্ঠীটি সর্বশক্তিমান হয়ে উঠবে এবং শিকারে আর অন্যান্য গোষ্ঠীর সঙ্গে লড়াইয়ে জয় হবে। সুতরাং ঠিক হল যে, ওঁদের মেরে ফেলা হবে না, বরং ভালো ব্যবহার করতে এবং শিবিরের মধ্যে একটি পৃথক তাঁবুতে ওঁদের রাখতে হবে।

ওঁদের বন্দী করবার সময় বন্যরা শীতকালের খাদ্যের জন্য এই তুন্দ্রায় নানা রকম জাম আর মূল সংগ্রহ করছিল; সেখানে রইল কয়েকদিন। জঙ্গল এলাকায় ভীষণ শীতের প্রকোপ থেকে আশ্রয় পাওয়া যাবে বলে, প্রবল তুষার-পাতের সময় তারা প্রায় পঁচিশ মাইল দক্ষিণে চলে যেতে বাধ্য হল।

প্রথমে ওঁরা খুব কষ্ট পেয়েছিলেন। বন্যরা যা দিত—কাঁচা মাংস, জাম আর মূল—তাই ছিল ওঁদের একমাত্র খাদ্য। দুর্গন্ধময় পশুর চামড়ায় শুতে হত, গায়েও দিতে হত তাই। এক এক সময় ইশারায় নিজেদের বক্তব্য ওদের বুঝাতে পারতেন; কিন্তু কি যে হবে, তা কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। দিন রাত যা কড়া পাহারা তার ফলে পালাবারও কোনো সম্ভাবনা ছিল না।

একবার এক ঘন জঙ্গলে একটা বড় ফাঁকা জায়গায় পৌঁছে ঐ আদিম মানুষগুলি তাঁবুর খুঁটির জন্য সরু সরু শুকনো চারাগাছ কাটতে

লাগল। শিবিরের চারিদিক শুকনো গাছের ছাল আর কাঠের টুকরা ছড়িয়ে ছিল। ইগল্‌কিন'এর হঠাৎ মনে হল যে, যে-দিন বন্দী হন, সেদিন লণ্ঠন জ্বালাবার জন্য বরফের ঘরে নাববার সময় সঙ্গে যে দেশলাইটা নিয়েছিলেন, সেটা এবার কাজে লাগান যেতে পারে। বেশ কিছু শুকনো কাঠ জড়ো করে উনি আগুন জ্বালালেন। আগুনের প্রথম শিখা লাফিয়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই শিবিরের প্রত্যেকটি বন্য আশ্চর্য ব্যাপার দেখবার জন্য ছুটে এল। আগুন ছুঁতে গিয়ে হাত পোড়বার পরে আগুন তাদের পূজার বস্তু হয়ে উঠল, আর যাঁরা সেই জিনিসের অধিকারী তাঁরা আরও বেশি ভক্তিমিশ্রিত ভয়ের পাত্র হয়ে উঠলেন। তখন থেকে বন্দীরা নিজেদের তাঁবুর সামনে সব সময় আগুন জ্বালিয়ে রাখতেন এবং ওঁদের যে-কাঁচা মাংসের ছোট ছোট টুকরা দেওয়া হত, সেগুলি আগুনে ঝলসে নিতেন।

শিগগিরই ওঁরা বন্যদের অত্যন্ত সরল ভাষা বুঝতে আরম্ভ করলেন। বন্যদের মানসিক পরিধি—শিকার, খাওয়া আর জীবনযাত্রার আদিম প্রণালীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এক বা দুই-মাত্রার সব কথা নিয়ে তাদের ভাষা; তাতে শব্দরূপ নেই, ক্রিয়া নেই, ক্রিয়ার বিশেষণও নেই, অব্যয়ও নেই। সেই অপ্রতুল কথার সঙ্গে মুখ ভেঙ্গে আর আকার-ইঙ্গিত মিলিয়ে তারা ভাব প্রকাশ করে। হাত এবং পায়ের আঙুলে কুড়ির বেশি গুনতে জানে না।

পুরুষরা শিকারে যায়। চকমকি পাথরের টুকরা দিয়ে বল্লম, তীরের ফলা, ছুরি আর চাঁচুনি তৈরি করে। মেয়েরা জাম আর মূল সংগ্রহ করে, চামড়া আর লোম পরিষ্কার করে, এবং প্রকাণ্ড জন্তু-জানোয়ার শিকার করতে যখন সমগ্র গোষ্ঠীর শক্তি প্রয়োজন হয়ে পড়ে তখন শিকারে সাহায্য করে।

বন্যরা যেকোনো জন্তু পায়, তাই শিকার করে এবং মাংস, নাড়ীভুঁড়ি সবই খায়। জ্যান্ত কেঁচো, শামুক, শুঁয়োপোকা আর কাচপোকাও তাদের খাদ্য। কোনো জন্তু ঘায়েল হলে তার মাংস গরম থাকতে থাকতেই ওরা পেট পুরে খায়, আর রক্ত বেরুতে থাকলে, তাই পান করে। তারপর বাদবাকি লাশ আর চামড়া শিবিরে নিয়ে যায়। ম্যামথ এবং গণ্ডারের মতো প্রকাণ্ড জানোয়ারকে ঘিরে ফেলে, পশুদের চলার পথে খোঁড়া গর্তে গিয়ে পড়তে বাধ্য করে; তারপর ঢিল ছুঁড়ে কিংবা বল্লম দিয়ে মেরে ফেলে।

এক-একটা পরিবার, কিংবা কয়েকটা পরিবার একজোট হয়ে তারা শিকার করে। শিকার যদি খুব বড় হয়, সমগ্র গোষ্ঠীই যখন একত্রে যাবার দরকার হয়, তখন শুধু দু'টি কি তিনটি মেয়ে বন্দীদের পাহারা দেবার জন্য শিবিরে থাকত।

সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝিই তুন্দ্রা গ্রীষ্মের শ্যামলতা হারিয়ে রিক্ত গেরুয়া বাদামী রংএর বসন পরল।

শীতের জন্য প্রস্তুত হতে গিয়ে ওঁরা বরফের ঘরে সমস্ত রসদ আর একবার দেখে বুঝে নিয়ে তার একাংশ কুটিরে নিয়ে এলেন। মালগুদামের হিসাব মেলাবার দ্বিতীয় দিনে, বরফের ঘরে তালা লাগিয়ে ওঁরা দুপুরে খেতে বসতে যাবেন, এমন সময় পাহাড়ের অন্য দিক থেকে গুড়ি মেরে এসে বন্যরা অতর্কিতে আক্রমণ করল। প্লুটোনিয়ায় মানুষ থাকতে পারে, তা ওঁরা কেউ কখনও স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। তার উপর আবার ছুরি ছাড়া কোন অস্ত্রও সঙ্গে ছিল না। আক্রমণকারীদের হাতে ছিল বল্লম, ছুরি এবং তীর কাজেই দেখা গেল যে, বাধা দেওয়া নিরর্থক। বন্যরা এই শ্বেতাঙ্গদের, তাঁদের কুটির এবং হাওয়া আপিস ভালো করে দেখে এই অজানা অদ্ভুত লোকগুলি সম্পর্কে যেন সসম্ভ্রম হয়ে উঠল। প্রায় ছ'মাইল দূরে ফাঁকা ফাঁকা গাছের একটা জঙ্গলে নিজেদের তাঁবুতে নিয়ে গেল। (পরে ওঁরা জানতে পেরেছিলেন যে, বন্যরা তার আগের দিনই পূব দিক থেকে সেখানে এসেছিল)।

বন্দীদের কি করা যায়, তাই নিয়ে বন্যদের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল। পুরুষরা ওঁদের দেবতার উদ্দেশে বলি দিতে চেয়েছিল, কিন্তু অধিকাংশ মেয়ে তার বিরুদ্ধে। মেয়েরা মনে করল যে, এই নতুন মানুষেরা গোষ্ঠীর সঙ্গে থাকলে, শুধু তাতেই গোষ্ঠীটি সর্বশক্তিমান হয়ে উঠবে এবং শিকারে আর অন্যান্য গোষ্ঠীর সঙ্গে লড়াইয়ে জয় হবে। সুতরাং ঠিক হল যে, ওঁদের মেরে ফেলা হবে না, বরং ভালো ব্যবহার করতে এবং শিবিরের মধ্যে একটি পৃথক তাঁবুতে ওঁদের রাখতে হবে।

ওঁদের বন্দী করবার সময় বন্যরা শীতকালের খাদ্যের জন্য এই তুন্দ্রায় নানা রকম জাম আর মূল সংগ্রহ করছিল; সেখানে রইল কয়েকদিন। জঙ্গল এলাকায় ভীষণ শীতের প্রকোপ থেকে আশ্রয় পাওয়া যাবে বলে, প্রবল তুষার-পাতের সময় তারা প্রায় পঁচিশ মাইল দক্ষিণে চলে যেতে বাধ্য হল।

প্রথমে ওঁরা খুব কষ্ট পেয়েছিলেন। বন্যরা যা দিত—কাঁচা মাংস, জাম আর মূল—তাই ছিল ওঁদের একমাত্র খাদ্য। দুর্গন্ধময় পশুর চামড়ায় শুতে হত, গায়েও দিতে হত তাই। এক এক সময় ইশারায় নিজেদের বক্তব্য ওদের বুঝাতে পারতেন; কিন্তু কি যে হবে, তা কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। দিন রাত যা কড়া পাহারা তার ফলে পালাবারও কোনো সম্ভাবনা ছিল না।

একবার এক ঘন জঙ্গলে একটা বড় ফাঁকা জায়গায় পৌঁছে ঐ আদিম মানুষগুলি তাঁবুর খুঁটির জন্য সরু সরু শুকনো চারাগাছ কাটতে

লাগল। শিবিরের চারিদিক শুকনো গাছের ছাল আর কাঠের টুকরা ছড়িয়ে ছিল। ইগল্‌কিন'এর হঠাৎ মনে হল যে, যে-দিন বন্দী হন, সেদিন লণ্ঠন জ্বালাবার জন্য বরফের ঘরে নাববার সময় সঙ্গে যে দেশলাইটা নিয়েছিলেন, সেটা এবার কাজে লাগান যেতে পারে। বেশ কিছু শুকনো কাঠ জড়ো করে উনি আগুন জ্বালালেন। আগুনের প্রথম শিখা লাফিয়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই শিবিরের প্রত্যেকটি বন্য আশ্চর্য ব্যাপার দেখবার জন্য ছুটে এল। আগুন ছুঁতে গিয়ে হাত পোড়বার পরে আগুন তাদের পূজার বস্তু হয়ে উঠল, আর যাঁরা সেই জিনিসের অধিকারী তাঁরা আরও বেশি ভক্তিমিশ্রিত ভয়ের পাত্র হয়ে উঠলেন। তখন থেকে বন্দীরা নিজেদের তাঁবুর সামনে সব সময় আগুন জ্বালিয়ে রাখতেন এবং ওঁদের যে-কাঁচা মাংসের ছোট ছোট টুকরা দেওয়া হত, সেগুলি আগুনে ঝলসে নিতেন।

শিগগিরই ওঁরা বন্যদের অত্যন্ত সরল ভাষা বুঝতে আরম্ভ করলেন। বন্যদের মানসিক পরিধি—শিকার, খাওয়া আর জীবনযাত্রার আদিম প্রণালীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এক বা দুই-মাত্রার সব কথা নিয়ে তাদের ভাষা; তাতে শব্দরূপ নেই, ক্রিয়া নেই, ক্রিয়ার বিশেষণও নেই, অব্যয়ও নেই। সেই অপ্রতুল কথার সঙ্গে মুখ ভেঙ্গে আর আকার-ইঙ্গিত মিলিয়ে তারা ভাব প্রকাশ করে। হাত এবং পায়ের আঙুলে কুড়ির বেশি গুনতে জানে না।

পুরুষরা শিকারে যায়। চকমকি পাথরের টুকরা দিয়ে বল্লম, তীরের ফলা, ছুরি আর চাঁচুনি তৈরি করে। মেয়েরা জাম আর মূল সংগ্রহ করে, চামড়া আর লোম পরিষ্কার করে, এবং প্রকাণ্ড জন্তু-জানোয়ার শিকার করতে যখন সমগ্র গোষ্ঠীর শক্তি প্রয়োজন হয়ে পড়ে তখন শিকারে সাহায্য করে।

বন্যরা যেকোনো জন্তু পায়, তাই শিকার করে এবং মাংস, নাড়ীভুঁড়ি সবই খায়। জ্যান্ত কেঁচো, শামুক, শুঁয়োপোকা আর কাচপোকাও তাদের খাদ্য। কোনো জন্তু ঘায়েল হলে তার মাংস গরম থাকতে থাকতেই ওরা পেট পুরে খায়, আর রক্ত বেরুতে থাকলে, তাই পান করে। তারপর বাদবাকি লাশ আর চামড়া শিবিরে নিয়ে যায়। ম্যামথ এবং গণ্ডারের মতো প্রকাণ্ড জানোয়ারকে ঘিরে ফেলে, পশুদের চলার পথে খোঁড়া গর্তে গিয়ে পড়তে বাধ্য করে; তারপর ঢিল ছুঁড়ে কিংবা বল্লম দিয়ে মেরে ফেলে।

এক-একটা পরিবার, কিংবা কয়েকটা পরিবার একজোট হয়ে তারা শিকার করে। শিকার যদি খুব বড় হয়, সমগ্র গোষ্ঠীই যখন একত্রে যাবার দরকার হয়, তখন শুধু দু'টি কি তিনটি মেয়ে বন্দীদের পাহারা দেবার জন্য শিবিরে থাকত।

ইগলূকিন এবং বরোভই'এর কাছে যা শুনলেন, আর বন্যদের অস্ত্রশস্ত্র এবং দক্ষতা নিজে যা দেখেছেন, তার ভিত্তিতে কাশ্‌তানভ বললেন যে, লৌহযুগে যখন ম্যামথ, লম্বা-লোমওয়ালা গণ্ডার, আদিম ষাঁড় এবং তুষার যুগের অন্যান্য প্রাণী বেঁচে ছিল তখনকার দিনের ইউরোপের অধিবাসী নিয়ানডার্থাল মানুষের সঙ্গে এদের প্রচুর মিল আছে।

বন্যরা মনে করত যে, তারা যে-আগুনের পুজা করছে, সেটা একটা ছোট্ট সূর্য্য। ঠাণ্ডায় যখন ওদের আরও দক্ষিণে চলে যেতে হল, তখন তাঁবুর খুঁটিগুলি বয়ে নেবার পক্ষে খুবই ভারি আর জবড়জঙ্গ বলে সেগুলি ফেলে রেখে গেল। বারবার নতুন খুঁটি তৈরি করতে বেশি সময় লাগে, তাই রাত্রে ওরা মাটিতেই শুত, ঠাণ্ডা হাওয়া থেকে বাঁচবার জন্য নিচু ঝোপঝাড়ের মধ্যে ঢুকে যেত।

বন্দীদের আগুনের কাছাকাছি গেলেই ওরা আগুনের তাপ অনুভব করত, এবং এইভাবে, অল্পকালের মধ্যে গোষ্ঠীর প্রত্যেকেই সেই আগুন ঘিরে শুতে আরম্ভ করল। তখন তারা কাছাকাছি যত জ্বালানি কাঠ পেত সব সংগ্রহ করে নিয়ে আসত। ওদের কারও কখনও মনেও হয়নি যে, আলাদা আলাদা আগুনও জ্বালান যেতে পারে, এবং বন্দীরাও বলেননি, কেননা, ওঁরাই আগুনের একমাত্র অধিকারী হয়ে বন্যদের শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে থাকতে চেয়েছিলেন। ওঁদের মনে হত যে, কোনো না কোনো কারণে বন্ধুরা ওঁদের মুক্ত করতে না পারলে, ক্রমে ওঁদের অবস্থা অনেক বেশি কঠিন হয়ে উঠবে।

ক্রমেই আরও বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে ওঁরা শরতের দিনগুলি গুনছিলেন, আর ভাবছিলেন কবে দক্ষিণ থেকে ফিরে বন্ধুরা উদ্ধার করতে আসবেন।

শীত এসে পড়েছে, গোষ্ঠীটা শিগগিরই আরও দক্ষিণে চলে যাবে, তাই, জঙ্গল থেকে সেই প্রথম গুলির আওয়াজ শুনে বন্দীরা সত্যিই পুলকিত হয়ে উঠেছিলেন।

আবার পাহাড়ে

ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে অভিযাত্রীদল তুষারক্ষেত্রের কিনারে সেই পাহাড়টায় গিয়ে পৌঁছলেন। ওঁরা ঠিক করলেন যে, প্রথমে বিশ্রাম নিতে হবে, আর তিনটি অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করতে হবে—নববর্ষ, দক্ষিণে অভিযানের সাফল্য, এবং বন্দীদের মুক্তি। খাদ্যসামগ্রী আর জালানি কাঠ যথেষ্টই

রয়েছে, সুতরাং কোনো কারণেই তুন্দ্রায় কিংবা জঙ্গলে যাবার কোনো প্রয়োজন নেই।

একখণ্ড জমিতে তুষার পরিষ্কার করে কুটিরখানা বসান হল এবং তিন-ফুট পুরু তুষারের ভিতর দিয়ে বরফের ঘর, কুকুরের গুহা আর হাওয়া আপিস অবধি পরিখা কাটা হল। এর পর ওঁরা বুঝলেন যে, সত্যই বিশ্রাম এখন প্রাপ্য বটে। একটা ছোট আগুন জেলে কুটিরখানাকে উষ্ণ আর আমেজী করে রাখা হল। খাওয়া, ঘুমান আর বাইরে ঘুরবার সময় ছাড়া অন্যান্য সময়ে ওঁরা ছ'জনে নানা অ্যাডভেঞ্চারের কথা নিয়ে আর নানা ঘটনা স্মরণ করে আলাপ করতে লাগলেন।

এই শ্বেতাঙ্গ ওঝাদের দেখে দেখে, এই পরিবারের নির্বাক সমস্যা কাতু'র মনে আরও গভীর রেখাপাত করল—কত যে সব অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস এদের রয়েছে। তার পা সেরে উঠেছে, এখন একটু একটু হেঁটে-চলে বেড়াতে পারে। ওঁরা প্রায়ই দেখতেন, শিবিরের বাইরে উবু হয়ে বসে কাতু দক্ষিণ দিগন্তে এক ফালি অন্ধকার জঙ্গলের দিকে সতৃষ্ণ ভাবে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। নিজেদের লোকজনের জন্য ওর মন কেমন করছে।

ইগল্‌কিন তাকে ওঁদের সঙ্গেই থাকবার জন্য বুঝিয়ে রাজী করবার চেষ্টা করলেন এই বলে যে, বরফ পার হয়ে উষ্ণ দেশে গিয়ে সে দেখবে, শ্বেতাঙ্গরা কতসব আশ্চর্য জিনিস সৃষ্টি করেছে। কিন্তু কাতু সমানেই অস্বীকার করল, আর বলল,

"আমি জঙ্গল, শিবির, মাংস, রক্ত মাংস, শিকার।"

কিন্তু ওঁরা আশা রাখলেন যে, শেষপর্যন্ত কাতু ওঁদের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে, সঙ্গে যেতে রাজীই হবে। কী কাণ্ডই হবে!—একটি বৈজ্ঞানিক অভিযাত্রীদল সঙ্গে নিয়ে এসেছে আদিম মানুষের একটি জীবন্ত নমুনা!

তুহিন শুরু হলে, কাতু'র খুবই শীত করতে লাগল, কিন্তু ওঁরা যা কাপড়চোপড় দিলেন সেগুলি পরতে অস্বীকার করল; উষ্ণ কুটির ছেড়ে বাইরে যেতে হলে নিজের কম্বলখানা জড়িয়ে নিত। কুটির পরিষ্কার করা, থালা-বাসন ধোয়া, পরিখাগুলি বরফমুক্ত রাখা, কিংবা জ্বালানি কাঠ আনা—কোনো কাজেই সে হাত দিত না। সে জানতে চাইত, ইগল্‌কিনের কটি বউ, তারা শিকারে যায় কিনা, তাদের গোষ্ঠীটা কত বড়, এবং ইগল্‌কিন যখন সভ্য জীবন, শহর, সমুদ্র আর জাহাজের কথা বলতেন তখন অবিশ্বাসে মাথা নাড়াত। খাওয়া আর ঘুমোবার সময় ছাড়া অন্যান্য সময়ে তার একমাত্র কাজ ছিল তীরের বাঁট তৈরি করা, আর নরম জ্বালানি কাঠ থেকে আনাড়ী হাতে ছোট ছোট ম্যামথ, গণ্ডার, ভাল্লুক, আর বাঘ কুঁদে বার করা। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এইসব বিগ্রহের

প্রকাণ্ড সংগ্রহ তৈরি হয়ে গেল; সেগুলিকে সে পুজা করত। সেগুলির উপর লেপে দেবে বলে কিছু তাজা রক্তের জন্য সে ইগল্-কিনের কাছে মিনতি জানাত। কিন্তু রক্ত ওঁরা দিতে পারবেন না, কেননা শিকারে যাওয়া হয় না, তাছাড়া, তুষারে ঢাকা এই তুন্দ্রায় জীবজন্তুও নেই, পাখিও নেই।

কুকুরগুলিকে আবার লাগামে অভ্যস্ত করাবার জন্য ওঁরা জানুয়ারি মাসে আবার স্লেজে করে বেরুতে আরম্ভ করলেন। কুকুরগুলি এতদিনে বেশ পোষ মেনেছে, খায়ও ভালো, সর্দার ছাড়া অন্যগুলি থাকে বরফের গুহায়। সর্দার পাহারা হিসাবে কুটিরের কাছাকাছিই থাকত। কুকুরগুলি স্লেজ টানতে অভ্যস্ত হয়ে উঠলে, খুবই দরকারী জালানি কাঠ সংগ্রহ করবার জন্য ওঁরা সবাই মিলে আরও দূরে দূরে, তুন্দ্রা পেরিয়ে জঙ্গলের কিনারের দিকে যেতে আরম্ভ করলেন। এইসব খেপে ওঁরা পাঁচজন করে যেতেন, আর একজন থাকতেন কাতুকে পাহারা দেবার জন্য।

জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে একদিন পাপচ্‌কিনের কুটিরে থাকবার পালা পড়ল। ওঁরা যখনই জঙ্গলের দিকে যেতেন, কাতু চঞ্চল হয়ে উঠত, ওঁরা কখন ফিরবেন, তাই উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকত। ওর আশা যে, ওঁরা একটাকিছু জন্তু-জানোয়ার শিকার করে আনলে ওর বড় সাধের কাঁচা মাংস কিছু খেতে পাবে। কিন্তু ওঁরা কোনো জীব-জন্তু পেতেন না এবং কাতু'কে প্রতিবারই হতাশ হতে হত।

সবাই চলে যাবার প্রায় দু'ঘণ্টা পরে পাপচ্‌কিন সেই উষ্ণ কুটিরে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। উনি বেশ কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলেন এবং জেগে দেখেন—কাতু নেই। ছুটে বাইরে গিয়ে উনি দেখলেন, ছোট্ট একটি কালো বিন্দু দূর দক্ষিণ দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। কাতু ইতিমধ্যে স্কি করতে শিখেছে এবং ওঁরই স্কি নিয়ে গেছে; পুরু তুষারের উপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে ওকে ধরতে পারবার কোনো সম্ভাবনা নেই। সে সঙ্গে নিয়েছে নিজের কম্বলখানা, কুটিরে ঝুলছিল একটা দাবনা, সেটা, একখানা বড় ছুরি, এবং একটা দেশলাই, যার ব্যবহার ও ইতিমধ্যে শিখেছে।

সবাই ফিরে এসে খুব রেগে গেলেন। সারা সন্ধ্যা পাপচ কিনকে নিজের অসাবধানতা সম্পর্কে ওঁদের মতামত শুনতে হল। তখন আর কাতুকে ধরবার কোনো সম্ভাবনা নেই। ওঁরা সবাই মিলে পিছু নিলেও, ফল হবে কিনা সন্দেহ। কাতুর সঙ্গে ভারি কিছু নেই, কাজেই গতি শ্লথ হবে না, তাছাড়া, শিকারের সময় দিনে প্রায় ষাট মাইল পথ অতিক্রম করতে অভ্যস্ত ছিল এবং তার তুলনায় স্লেজে করে বড় জোর তিরিশ মাইল পথ চলা যেতে পারে। তবে, যাই হোক না কেন,

কাতু'কে তার পরিবার থেকে জোর করে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবারও কোনো অর্থ ছিল না।

ভাগ্য ভালো, প্ল্যাসটার দিয়ে ওঁরা কাতুর হাত-পায়ের ছাপ আর মুখের একটা মুখোশ তৈরি করে নিয়েছিলেন। নৃতত্ত্বের যাবতীয় নিয়ম অনুসারে মাপজোখও সব নেওয়া হয়েছিল। পাপচ্‌কিন কাতুর ছ'খানা ফোটোও তুলে নিয়েছিলেন।

গ্রীষ্মের প্রথম দিকে মেরু অঞ্চলের দিন খুব লম্বা হয়, তখন বহির্জগতে এবং নাস্‌সেন-ল্যাণ্ডের দক্ষিণ কূলে পৌঁছতে হলে, বরফের মধ্য দিয়ে ওঁদের ফেরত-যাত্রা মার্চ মাসের শেষে কিংবা এপ্রিল মাসের প্রথমেই শুরু করতে হবে। তার মানে, আরও প্রায় দু'মাস অপেক্ষা করতে হবে। তাই ওঁরা একনাগাড়ে আরও বেশি দূর চলবার জন্য নিজেদের এবং কুকুরগুলিকেও অভ্যস্ত করে তুলতে মনস্থ করলেন। জঙ্গলের কিনারে তুষারে কয়েকবার হরিণ, কস্তুরী বৃষ আর নেকড়ের পায়ের সদ্য ছাপ দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। ওঁরা ভাবলেন, পাহাড় থেকে দু'এক দিনের জন্য বেরিয়ে পড়লে কিছু শিকার হতে পারে। তাজা মাংসের অভাব বোধ করছিলেন নিজেরা এবং কুকুরগুলিও। দাবনা আর ভালো লাগছে না, তার উপর আবার কাতুর যা পেটুকের ক্ষিদে, তাতে ঝলসান মাংসের মজুদও খুব কমে গিয়েছিল। যা অবশিষ্ট, সেটা ফিরবার পথের জন্য বাঁচান দরকার; ইতিমধ্যে শিকার করে খাওয়া চালাবার চেষ্টা করতে হবে। পালা করে ওঁরা এই শিকারে যেতেন। দু'খানা স্লেজ, দু'দল কুকুর আর তাঁবু নিয়ে তিন জন যেতেন এবং অন্য তিন জন আর একদল কুকুর নিয়ে আগের খেপের ক্লান্তি মেটাতেন।

বরফে পাড়ি

মার্চ মাসের শেষের দিকে ওঁরা স্থির করলেন যে, এবার বরফের ভিতর দিয়ে ফেরত-পথে বেরিয়ে পড়বার সময় হয়েছে। হাওয়া আপিসের ঘরখানি যেমন তেমনি রেখে, ওঁরা তার মধ্যে একটি এবং পাহাড়ে বরফের ঘরে আর একটি চারপাশ বন্ধ ধাতুর বাক্স রেখে দিলেন। প্লুটোনিয়া আবিষ্কার আর দক্ষিণে অভিযানের প্রধান সাফল্যগুলির বিবরণী সেই বাক্স দু'টিতে রেখে দেওয়া হল। আদিম গোষ্ঠীটি গ্রীষ্মকালে আবার উত্তরে ফিরে এসে বন্ধকরা বাক্স দু'টি নিয়ে না যায়, আর হাওয়া অফিসঘরখানি নষ্ট করে না ফেলে, তাই ঘরখানির একটি তাকে কাতুর তৈরি কাঠের কয়েকটি বিগ্রহ রাখা হল এবং উৎসর্গের মতো

দেখাবার জন্য মেঝেতে টিন, হাড় অন্যান্য জঞ্জাল স্তূপীকৃত করে রাখা হল।

নানা সংগ্রহ, রসদ এবং সরঞ্জামে ভারি বোঝাই স্লেজগুলি তুষারাবৃত তুন্দ্রার মধ্য দিয়ে বরফের প্রান্তের দিকে এগিয়ে চলল।

নান্‌সেন-ল্যাণ্ডের ভিতর দিয়ে ফেরত-পথে পুরা এক মাস সময় লেগে গেল। প্রথমে বরফের প্রাচীর অতিক্রম করতে হল, তারপর রুশ শৈলশিরার উপর দিয়ে দীর্ঘ কঠিন পথ, এবং হিমভূমির তুষারপ্রপাতের উপর দিয়ে উত্তরের ঢাল বেয়ে অবতরণ। ওঁরা চলছিলেন হাওয়ার বিপরীত দিকে, স্লেজগুলি বেশি বোঝাই, তার উপর আবার কুকুরও যথেষ্ট নেই। সবই যেন ওঁদের গতি মন্থর করে দিয়ে ক্লান্ত করে দেবার জন্য চক্রান্ত করেছে। প্রায়ই বরফের ঝড় বইছিল—সেও আর একটা প্রতিবন্ধক, কিন্তু তার ফলে ওঁরা অন্ততঃ বিশ্রামের জন্য কিছু অতিরিক্ত সময় পাচ্ছিলেন। বরফের প্রাচীর অতিক্রম করে এসে ওঁরা দিবালোক আর রাত্রি দেখতে পেলেন; বহুকাল অভিযাত্রীরা ঐ অবস্থা পাননি। প্লুটোনিয়ার যাবার পথে ওঁরা যেসব রসদ রেখে গিয়েছিলেন, তার কিছু কিছু পাওয়া গেল না, কিন্তু ক্রখানভ অন্তরীপে এক বছরের উপযোগী রসদের একটি নতুন গুদাম পাওয়া গেল। 'নর্থ-স্টার' জাহাজের নাবিকেরা রসদ রেখে গেছেন, এবং সঙ্গে একখানা পত্র, তাতে লেখা যে, শীতকালের মতো জাহাজখানি অন্তরীপ থেকে প্রায় দশ মাইল পূবে নোঙর ফেলে থাকবে। সবচেয়ে উঁচু জায়গা থেকে অভিযাত্রীদল দূরে নোঙর ফেলা জাহাজ দেখতে পেলেন। দু'মাইল দূরে থাকতেই অন্যান্যের সঙ্গে ওঁদের পুনর্মিলন হল। 'নর্থ-স্টার' জাহাজেই জন্মেছে, এমন সব কুকুর দিয়ে টানা স্লেজে করে ক্রখানভও অভিযাত্রীদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য চলে এলেন। উত্তেজনার সীমা পরিসীমা রইল না, প্রশ্নের কোনো শেষ নেই। পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ দেশ সম্পর্কে নিজের তত্ত্ব সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয়েছে শুনে ক্রখানভ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন।

বৈজ্ঞানিক আলোচনা

অভিযাত্রীদল ফিরে আসবার কয়েকদিন পরেই প্রচণ্ড তুষারঝঞ্ঝা শুরু হল। ঐ অক্ষাংশে এমন ঝড় স্বাভাবিক ঘটনা, কিন্তু ফলে ওঁদের বাইরের কাজকর্ম হঠাৎ বন্ধ করতে হল। ডেকের নিচেয়ই ওঁদের সময় কাটতে লাগল। মাসের পর মাস বরফের মধ্যে ভেসে ভেসে বেড়ান, আর প্লুটোনিয়ার অভিযানের কাহিনী ওঁরা পরস্পর পরস্পরকে বললেন।

পৃথিবীর গর্ভে অবতরণের ব্যাপারটাই ক্রুখানভ সবিস্তারে শুনবার জন্য বিশেষ আগ্রহশীল। তার মধ্যে এমন অসংখ্য ঘটনা রয়েছে, যা অত্যন্ত আশ্চর্য এবং আপাতদৃষ্টিতে ব্যাখ্যার অতীত।

কাশ্‌তানভ ক্রুখানভকে বললেন, "জানেন, কবে আপনার চিঠি পড়লাম? —যেদিন তুষারক্ষেত্রের জায়গায় সহসা তুন্দ্রা পেলাম এবং সেখানে ম্যামথ দেখা গেল। আমরা কোথায়, তা চিঠি পড়ে বোঝা গেল, কিন্তু তাতে আমরা পুরাপুরি সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। পৃথিবীর শূন্য গর্ভ, এই সিদ্ধান্তে আপনি কি করে পৌঁছলেন, আপনার তত্ত্বের ভিত্তি কি, এইসব কথা, আপনার তত্ত্ব সম্পূর্ণ সঠিক প্রমাণিত হবার পর আমরা জানতে চাইছিলাম।"

ক্রুখানভ জবাবে বললেন, "আসলে এটা কিন্তু আমার নিজের নয়, তত্ত্বটা নতুনও নয়। একশ' বছরের বেশি কাল আগে কোনো কোনো পশ্চিম-ইউরোপীয় বিজ্ঞানী এই মত প্রকাশ করেছিলেন—কিছু পুরানো পত্র-পত্রিকা পড়তে পড়তে আমি সেটা দেখতে পাই। সমস্যায় আগ্রহান্বিত হয়ে আমি সেটা নিয়ে পরীক্ষা শুরু করি; সেইসব পরীক্ষা থেকেই আমি তত্ত্বটার সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হই।"

"এই প্রশ্ন নিয়ে আপনার কাজের কথা বলুন না আমাদের?"

"সানন্দে। বলেন ত, আজ সন্ধ্যায় তার সবিস্তার বিবরণীই আমি জানাব।"

সেদিন সন্ধ্যায় খাবার ঘরে একটি চমৎকার বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা হল। ক্রুখানভও প্রথমে সবাইকে মনে করিয়ে দিলেন, প্রাচীনেরা মনে করতেন যে, পৃথিবীটা হল আদিম মহাসমুদ্রে একটা সমপৃষ্ঠ বস্তু, আর অ্যারস্টট্‌ল'এর তত্ত্বে পৃথিবীকে বর্তুলাকৃতি বলা হয়েছে। তারপর তিনি অপেক্ষাকৃত নতুন নতুন চিন্তাধারাগুলি আরও সবিস্তারে বর্ণনা করলেন।

"১৮ শতকের শেষে লেস্‌লী নামে একজন বিজ্ঞানী বলেছিলেন যে, পৃথিবী বায়ুপূর্ণ, চাপের ফলে সেই বাতাস স্বয়ংপ্রভ। তাঁর মতে, পাতাল-পুরীর বায়ুমণ্ডলে দুটি গ্রহ আছে প্র'সেপিন আর প্লুটো..."

"প্লুটো!" বরোভই চেঁচিয়ে উঠলেন, "নামটা তাহলে আমাদের মৌলিক নয়।"

ক্রুখানভ বললেন, "আমাদের জন্মের আগেই ও নাম দেওয়া হয়। কোনো কোনো বিজ্ঞানী গ্রহ দু'টির গতিপথ পর্যন্ত হিসাব করে বলেছিলেন যে, গ্রহ দু'টি পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ পৃষ্ঠের সর্বাধিক নিকটবর্তী হলে পৃথিবীর বহির্ভাগে চৌম্বক ঝঞ্ঝা আর ভূমিকম্প সৃষ্টি হয়। লেস্‌লীর মতে আভ্যন্তরীণ ভাগটি মৃদু বিদ্যুৎ আলোয় আলোকিত; চিরবসন্তের দেশ, তাই অজস্র উদ্ভিদ আর অনন্যসাধারণ প্রাণিজগৎ তার বৈশিষ্ট্য..."

পাপচ্‌কিন সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, "তিনি ঠিকই বলেছিলেন!"

"লেস্‌লী ধারণা করেছিলেন যে, পৃথিবীর অভ্যন্তরে যাবার পথ ৮২ ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশে কোথাও হবে।"

"কী আশ্চর্য!" মাকৃশেইয়েভ চেঁচিয়ে উঠলেন, "এমন হুবহু সঠিকভাবে তিনি বলে গেলেন কেমন করে? ৮১ ডিগ্রীর একটু পরেই আমরা পথের দক্ষিণ প্রান্ত পেয়েছিলাম!"

"লেস্‌লী মনে করতেন যে, মেরুজ্যোতির উৎপত্তি পৃথিবীর অভ্যন্তর-ভাগে এবং পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ যে বিদ্যুৎ রশ্মি দিয়ে আলোকিত, তারই ফলে ঐ মেরুজ্যোতি। মেরুজ্যোতির তীব্রতম এলাকা পর্যবেক্ষণ করেই লেস্‌লী পথের নির্ধারণ করেছিলেন। তাঁর এই মত অনেকেই বিশ্বাস করতেন; পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগে অভিযাত্রীদল পাঠাবার কথাও সবিস্তারে আলোচিত হয়েছিল।"

গ্রমেকো হেসে বললেন, "তাহলে সে-ব্যাপারেও আমরা প্রায় হারতে বসেছিলাম।"

"সেকালের বড় বড় বিজ্ঞানী বাফঁ, লাইব্‌নিৎস, কির্চার—এঁরা সবাই লেস্‌লীর অনুমানকে উপহাস করে সেটাকে নিতান্ত আজগুবি বলে অভিহিত করেছিলেন, তাই কোনো অভিযান হয়নি। ঐসব বিজ্ঞানী তখনকার দিনের প্রচলিত তত্ত্ব অনুসারে দৃঢ়মত ছিলেন যে, পৃথিবীর কেন্দ্রটা হল একটা গলিত অগ্নিপিণ্ড, এবং তার মধ্যে রয়েছে 'পাইরো-ফিলিয়েশন' নামক বহু গৌণ কেন্দ্র। ১৮ শতকের শেষের দিকে কাণ্ট-লাপলাসের প্রত্যয় জনক প্রকল্প প্রায় সর্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করল, ফলে অন্য সমস্ত অনুমান ও তত্ত্ব অজ্ঞাত হয়ে রইল। সেই প্রকল্পে বলা হয় যে, আমাদের সমগ্র সৌরজগৎই জ্বলন্ত গ্যাস থেকে উদ্ভূত।

"কিন্তু, ১৮১৬ সালে কোর্ম্‌লস প্রমাণ করবার চেষ্টা করলেন যে, পৃথিবী শূন্যগর্ভ এবং ভূত্বক তিনশ মাইলের বেশি পুরু নয়।

"হ্যালী, ফ্র্যাঙ্কলিন, লিচেনবার্গ এবং কোর্ম্‌লস একটি আভ্যন্তরীণ গ্রহের সম্ভাব্য অস্তিত্বের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে পৃথিবীর চৌম্বকত্ব এবং যুগযুগান্তরে সে চৌম্বকত্বের যে-পরিবর্তন ঘটছে, তার ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছিলেন। স্টাইনহাউসর নামে একজন জার্মান বিজ্ঞানী ১৮১৭ সালে বললেন যে, এমনি একটি আভ্যন্তরীণ গ্রহের অস্তিত্ব প্রায় সন্দেহাতীত, এবং তিনি তার নাম দেন মিনার্ভা।

"পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগে একটি অভিযাত্রীদল পাঠাবার নতুন নতুন পরিকল্পনা নিয়ে আবার আলোচনা চলল। মিসৌরির' সেণ্ট্‌ লুই'এর অধিবাসী সিম্‌স নামে পদাতিক বাহিনীর একজন অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন ১৮১৮ সালের এপ্রিল মাসে বিভিন্ন সংবাদপত্রে এক চিঠি পাঠিয়েছিলেন।

আমেরিকা এবং ইউরোপের বহু বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি চিঠিখানির নকল পাঠান। চিঠিখানা লেখা হয়েছিল 'সমগ্র পৃথিবীর প্রতি' এবং তাতে এই নীতিবাক্য ছিল—'আলোকে আলোক আসে—সেই আলোকে হয় অসীমের আলোক আবিষ্কার'। শুনুন, তিনি কি লিখেছিলেন ঃ

"পৃথিবী ফাঁপা, এর অভ্যন্তরভাগে প্রাণী আছে। একটির মধ্যে অন্যটি, একের পর এক এককেন্দ্রীয় বর্তুল নিয়ে এই অভ্যন্তরভাগ; দুই মেরুর কাছাকাছি ১২ ডিগ্রী থেকে ১৬ ডিগ্রী মধ্যে প্রবেশপথ রয়েছে। ইহা সত্য বলেই আমি নিজের জীবন বাজী রাখতে পারি; পৃথিবী আমাকে সাহায্য করলে, সেই আভ্যন্তরীণ গুহায় গিয়ে আমি আবিষ্কার করতে চাই। আমি এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছি, সেটি শীঘ্রই প্রকাশিত হবে; তাতে আমি উপরিউক্ত বিবৃতির প্রমাণ উপস্থিত করেছি, বিভিন্ন ব্যাপারের ব্যাখ্যা দিয়েছি, এবং ডাঃ ডারউইনের আশ্চর্য গোপন কথাটির সমাধান দিয়েছি। আমার একটিমাত্র শর্ত এই যে, ঐ জগত এবং অন্যান্য নতুন জগতের পৃষ্ঠপোষক হব আমি। এটা আমি আমার স্ত্রী আর দশটি ছেলেমেয়েকে উইল করে যাচ্ছি। আমি মাত্র একশ জন সাহসী সঙ্গী চাই; গ্রীষ্মের শেষভাগে আমরা সাইবেরিয়া থেকে বেরিয়ে বল্গাহরিণে-টানা স্লেজে করে উত্তর সাগরের বরফের উপর দিয়ে এগিয়ে যাব।"

"আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি যে, ৮২ ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশ পার হবার পরই সেখানে আমরা পাব অজস্র প্রয়োজনীয় উদ্ভিদ এবং প্রাণী অধ্যুষিত সমৃদ্ধ, উষ্ণ এলাকা—এমনকি মানুষও সেখানে থাকতে পারে। পরের বছর বসন্তকালে আমরা ফিরব।

কাশ্তানভ জিজ্ঞাসা করলেন, "সে-অভিযান হয়েছিল নাকি?"

"দুর্ভাগ্যবশতঃ, কিংবা হয়ত আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ, সেটা হয়নি। সিম্স'এর চিঠির ফলে প্রচুর আলোচনা শুরু হয়ে গেল। পাঠকেরা হতবুদ্ধি হয়ে পত্র-পত্রিকায় এবং সুবিদিত বিজ্ঞানীদের কাছে অসংখ্য চিঠি লিখতে লাগলেন। বিধবা স্ত্রী আর দশটি সন্তানকে পিতৃহীন করে রেখে যেতে প্রস্তুত এই নির্ভীক ক্যাপ্টেন এবং তাঁর পরিকল্পনাটি সংবাদ-পত্রগুলিতে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হল, কিন্তু তাতে করে একশ' সাহসী সঙ্গীও পাওয়া গেল না এবং অভিযানের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থও জুটল না। তখনকার দিনের বিজ্ঞানীরা বেচারা সিম্সকে স্বপ্নচারী কিংবা উন্মাদ মনে করলেন। পৃথিবী শূন্যগর্ভ এবং একটা গ্রহ সেখানে রয়েছে, এমন কথা তখনকার দিনে অনেকে বিশ্বাস করলেও, সেই পাতাল-পুরীতে প্রবেশ করার সুড়ঙ্গও যে ভূত্বকে রয়েছে, এমন তত্ত্ব কেউ কিছুতেই গ্রহণ করতে রাজী ছিলেন না।

“সিম্‌স্‌’এর পত্রের জবাবে ছালাদ্‌নি নামে একজন পদার্থবিদ একটি বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় লিখলেন যে, এমন সুড়ঙ্গ থাকা অসম্ভব। তেমন সুড়ঙ্গ কখনও থাকলেও, সেটা নিশ্চয়ই জলে ভরে গেছে। স্টাইনহাউস আবিষ্কার করেছিলেন যে, আভ্যন্তরীণ গ্রহের গতি অতি ধীর। তাঁর ব্যাখ্যার হিসাবে ছালাদ্‌নি বললেন যে, আভ্যন্তরীণ সমস্ত গতিই সঙ্কুচিত বায়ুর মধ্যে ঘটে—স্থর্য্য এবং চাঁদের মহাকর্ষও হয়ত সেই গতি প্রভাবিত করে। ছালাদ্‌নির আরও কিছু কিছু চমৎকার অনুমান ছিল, তবে সেগুলিকে তিনি একেবারে তর্কের অতীত বলে মনে করতেন না। একটি হল এই : যেহেতু প্রবল চাপে বাতাস থেকে তাপ উদ্ভূত হয়, এবং তীব্রভাবে উত্তপ্ত বস্তু থেকে প্রভা বিচ্ছুরিত হয়, অতএব, পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগের কেন্দ্রে—যেখানে সব দিক থেকেই চাপ সর্বাধিক—উচ্চ মাত্রায় সঙ্কুচিত বাতাস অবশ্যই আলোক ও তাপ বিকিরণকারী পিণ্ডে পরিণত হবে, সেটাই হবে যেন একটি কেন্দ্রীয় স্থর্য্য।

“তিনি বলেছিলেন যে, পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগে কোনো অধিবাসী থাকলে সে সেই স্থর্য্য দেখে সোজা মাথার উপরে, আর চারিদিকে যতদূর পর্যন্ত সেই স্থর্য্যে আলোকিত হয়, সে সবটাই দেখতে পায়।

“আভ্যন্তরীণ গ্রহ সংক্রান্ত এইসব তত্ত্ব বারবার দেখা দিয়েছে। ১৮৩০ সালে বার্ট্রাণ্ডও পৃথিবীকে শূন্যগর্ভ মনে করতেন এবং তিনি বলতেন যে, ভিতরে একটা চৌম্বক কেন্দ্র রয়েছে, সেটা ধূমকেতুগুলির প্রভাবে এক মেরু থেকে অন্য মেরুতে স্থানান্তরিত হয়।

“পৃথিবীর কেন্দ্র একটি গলিত অগ্নিময় পিণ্ড বলে কাণ্ট-লাপলাসের যে তত্ত্ব, সেটাই উনিশ শতকে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এই তত্ত্বের সমর্থকদের মধ্যে একটিমাত্র বিষয়ে মতভেদ ছিল। সেটা ভূত্বকের বেধের পরিমাণ নিয়ে। কেউ বলতেন বেধ পঁচিশ থেকে ত্রিশ মাইল, কেউ বলতেন ষাট মাইলের বেশি, আবার কেউ বা বলতেন যে, ৮০০ থেকে ১৩৮০ মাইল, অর্থাৎ পৃথিবীর ব্যাসার্ধের এক-পঞ্চমাংশ থেকে এক-তৃতীয়াংশ, কিন্তু, আগ্নেয় এবং ভূতাপায় যেসব ব্যাপার রয়েছে, সেগুলি ভূত্বকের এমন বেধের সঙ্গে মেলে না। আবার, পৃথিবী যে সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা কঠিন বস্তু, সে-তত্ত্বও তার সঙ্গে মেলে না। কাজেই, পৃথিবীর বিপুল ত্বক সংক্রান্ত তত্ত্বের সমর্থকেরা ঐসব তথ্যের সঙ্গে খাপ খাওয়াবার জন্য বলেন যে, ভূত্বকের মধ্যে এখনও কিছু কিছু গলিত পদার্থ রয়েছে এবং আগ্নেয় কেন্দ্রগুলি তারই কতকগুলি বিচ্ছিন্ন এলাকা ছাড়া কিছু নয়।

“উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে একটি নতুন (চতুর্থ) তত্ত্ব এসে অন্য সবগুলির জায়গা নিয়ে বসল। এই প্রকল্পে বলা হল যে, একটা পাতলা ভূত্বক রয়েছে, আর আছে কঠিন কেন্দ্রস্থল এবং দুইয়ের মধ্যে গলিত

খনিজের কম-বেশি গভীর একটি স্তর, সেটাকে বলা হয় ক্রাইসোলাইট বেষ্টনী।

"যদি মনে করা হয়, পৃথিবীর কেন্দ্রের কাছাকাছি চাপ এত বেশি যে, সেখানকার সমস্ত বস্তুর প্রচণ্ড উষ্ণতা (স্বাভাবিক চাপে) গলনাঙ্কের বহুগুণ বেশি হওয়া সত্ত্বেও, নিরেট থাকে, তাহলে পৃথিবীর অভ্যন্তরে একটি কঠিন মর্মকেন্দ্রের অস্তিত্বের কথা বোঝা যায়।

"সবচেয়ে হালকা পদার্থ দিয়ে ভূত্বক গঠিত ; লোহা আর ক্রাইসোলাইটে সমৃদ্ধ অপেক্ষাকৃত ভারি খনিজ পদার্থগুলি দিয়ে ক্রাইসোলাইট বেষ্টনীটি গঠিত, আর খাস মর্মকেন্দ্রটি হল সবচেয়ে ভারি, তার উপাদান হল, দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, বিভিন্ন ধাতু। মনে করা হয় যে, যেসব লোহার উল্কাপিণ্ড প্রধানতঃ নিকেলঘটিত লোহা দিয়ে গড়া, সেগুলির উপাদান হল গ্রহগুলির মর্মকেন্দ্রের টুকরা। আর পাথরের উল্কাপিণ্ডগুলির উপাদান হল ক্রাইসোলাইট এবং মাঝে মাঝে নিকেলঘটিত লৌহযুক্ত লোহসমৃদ্ধ বিভিন্ন খনিজ ; ক্রাইসোলাইট বেষ্টনীর সংযুতি সম্পর্কে একটা ধারণা এর থেকে পাওয়া যায়।

"আজও এই তত্ত্বের অনেক সমর্থক রয়েছেন, কিন্তু আর একটি তত্ত্ব এর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে। আমি জুয়েপ্রিৎস'এর তত্ত্বের কথা বলছি। লেস্‌লীর অনুমান এবং আঠার শতকের শেষের দিক আর উনিশ শতকের গোড়ার দিককার অন্যান্য বিজ্ঞানীর ধারণা তাতে নতুন জীবন লাভ করল।

"পৃথিবীর অভ্যন্তরে নিশ্চয়ই অতি উচ্চাঙ্গের উষ্ণতা রয়েছে এবং পদার্থবিদ্যার একটি সূত্র হল এই যে, অতি উচ্চ মাত্রার উষ্ণতায় বিভিন্ন বস্তু, বিপুল চাপ সত্ত্বেও, গ্যাসীয় অবস্থায় পরিবর্তিত হয়ে যায় ; সেই সূত্রই নতুন তত্ত্বটির ভিত্তি।

"গ্যাসের সন্ধি-উষ্ণতার কথা আপনারা জানেন। উষ্ণতা সেই অঙ্কে পৌঁছলে, চাপ যত বেশি হোক না কেন, গ্যাস সঙ্কুচিত হয় না, তরলও হয়ে যায় না। পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে উষ্ণতা যে সন্ধি-অঙ্কের কয়েক গুণ বেশি, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কাজেই, খাস মর্মকেন্দ্রের উপাদান নিশ্চয়ই তথাকথিত এক-পারমাণবিক গ্যাস, যেগুলির পার্থক্য-জ্ঞাপক রাসায়নিক ধর্ম আর নেই, কেননা উচ্চ মাত্রার উষ্ণতায় সেগুলির অণুগুলি পরমাণুতে বিশ্লিষ্ট হয়ে গেছে। অতি-সন্ধি অবস্থাপন্ন অত্যুত্তপ্ত গ্যাসের একটি স্তর দিয়ে এই মর্মকেন্দ্রটি পরিবেষ্টিত ; সেগুলির চারিপাশে আবার রয়েছে স্বাভাবিক গ্যাসের একটি স্তর।

"তারপর রয়েছে গলিত বস্তুর একটি তরল স্তর, তারপর রয়েছে থকথকে লাভা বা আলকাতারার একটি পুরু স্তর, তারপর তথাকথিত ছদ্ম-প্লাস্টিক অবস্থাপন্ন, তরল আর কঠিনের মাঝামাঝি অবস্থায় বস্তুর

একটি স্তর,—মুচি যে-মোম ব্যবহার করে তার সঙ্গে এর তুলনা করা যেতে পারে।

"সবার উপরে রয়েছে কঠিন ত্বক। স্বভাবতঃই, এর কোনো স্তরেরই কোনো স্পষ্ট সীমারেখা নেই,—পৃথিবীর গতির ফলে স্তরগুলি যাতে বিভিন্ন দিকে কিংবা বিভিন্ন বেগে না প্রবাহিত হয়, এবং এইভাবে জোয়ার-ভাঁটা আর পৃথিবীর অক্ষের স্থান-পরিবর্তন ব্যাহত না হয়, তাই স্তরগুলি ক্রমে ক্রমে একটি অন্যটির সঙ্গে মিশে যায়। ভূত্বকের বেধের পরিমাণ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। সুইডেনের ভূগোলবিৎ আরেনিয়স মনে করেন যে, পৃথিবীর ব্যাসের শতকরা ৪৫ ভাগ হল গ্যাসীয় মর্মকেন্দ্র, অগ্নিময় গলিত স্তরগুলি শতকরা চার ভাগ এবং ব্যাসের শতকরা মাত্র এক ভাগ হল ভূত্বক, অর্থাৎ কিনা, প্রায় চল্লিশ মাইল পুরু।

"অন্যান্যরা মনে করেন যে, পঞ্চাশ, ষাট এমনকি ছ'শ মাইল হবে। তবে, আগ্নেয়, শৈলগঠন, ভূতাপ, ইত্যাদি ব্যাপার চল্লিশ থেকে ষাট মাইলের অপেক্ষাকৃত পাতলা ভূত্বকের সঙ্গেই বেশি খাপ খায়।

"তাহলে দেখুন, এই তত্ত্ব অবশ্য আভ্যন্তরীণ গ্রহ আর বাইরের সুড়ঙ্গের কথা ছাড়া লেস্‌লীর ধারণাটিকে পুনরুজ্জীবিত করেছে। এক-কেন্দ্রীয় বর্তুলের পর বর্তুল সম্পর্কে সিম্‌স'এর যে-ধারণা, সেটা পর্যন্ত এতে অনুমোদিত হয়েছে। তবে, যে-উষ্ণতায় গ্যাসের পরমাণু পর্যন্ত বিশ্লিষ্ট হয়ে যায়, তেমন উষ্ণতায় পৃথিবীর অভ্যন্তরে জীবন্ত বস্তুর অস্তিত্বের প্রশ্ন অবশ্য উঠেনি।

কাশ্‌তানভ বলে উঠলেন, "যাই হোক, প্রাণী সেখানে রয়েছে! অভি-যাত্রীদল সংগঠন করবার সময় সে-সম্ভাবনায় আপনার বিশ্বাস ছিল, ঠিক কিনা?

"হ্যাঁ, সে-বিশ্বাস আমার ছিল", ক্রুখানভ বললেন, "আমার অনুমান কি ছিল, সেটা এবার বলছি। আমি অনেক কাল থেকেই জুয়েপ্রিৎস-এর তত্ত্বের সমর্থক। তত্ত্বটিকে আরও বিকশিত এবং প্রমাণিত করবার জন্য আমি নানা হিসাব করেছি এবং বিভিন্ন ব্যাপার পর্যবেক্ষণ করেছি। প্রধানতঃ মধ্যাকর্ষণ; ভূচৌম্বকত্ব এবং ভূগর্ভে কম্পনের গতি-মুখ নির্ধারণ করবার জন্যই আমি পর্যবেক্ষণ চালিয়েছিলাম।

"ভূকম্পন সোজা পৃথিবীরই গভীর দেশের মধ্যে দিয়ে এবং বাইরের কঠিন স্তর বরাবর সঞ্চারিত হয়, সেটা জানা কথা। কাজেই, কোথাও ভূমিকম্প ঘটিলে, সুগ্রাহী যন্ত্রে দু'রকমের কম্পন ধরা পড়ে—পৃথিবীর ব্যাস বরাবর যে-কম্পনগুলি সবচেয়ে কম দূরত্ব অতিক্রম করে এবং যেগুলি ভূত্বক বরাবর, অর্থাৎ পৃথিবীর বহির্ভাগ বরাবর চলে। এইসব কম্পন কত বেগে সঞ্চারিত হবে, সেটা মাধ্যমের ঘনাঙ্ক আর সংসক্তির

উপর নির্ভর করে ; আবার, ঐ বেগ দিয়ে মাধ্যমের অবস্থাও বিচার করা যায়।

"পৃথিবীর সর্বত্র সংগৃহীত ভূকম্পন সংক্রান্ত নানা তথ্য আমি বিচার-বিবেচনা করে দেখেছি। আবার, মুস্কু-সার্দিকে আমি একটা পর্বতশ্রেণীর পাদদেশে এক গভীর খাদে সর্বাধুনিক এবং সবচেয়ে সঠিক এবং সুগ্রাহী যন্ত্রপাতি রেখে, নিজের মানমন্দিরেও পর্যবেক্ষণ চালিয়েছি। সেইসব তথ্য এবং বিশেষতঃ নিজের পর্যবেক্ষণ থেকে আমি অদ্ভুত এবং নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কার করেছি, তা জুয়েপ্রিৎস'এর তত্ত্বের সঙ্গে মেলে না। তখন আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, চাপের ফলে বিশেষভাবে সঙ্কুচিত গ্যাস দিয়ে পৃথিবীর মর্মকেন্দ্র নয় ; প্রকৃতপক্ষে, আমরা যে-বাতাসে নিঃশ্বাস ফেলি তার চেয়ে সামান্য মাত্রায় ঘন, তনূভূত গ্যাসই পৃথিবীর মর্মকেন্দ্রের প্রায় তিন-চতুর্থাংশের উপাদান। অর্থাৎ কিনা, এই গ্যাসীয় মর্মকেন্দ্রের ব্যাস মোটামুটি পাঁচ হাজার মাইল হওয়া উচিত। তার মানে, তরল আর কঠিন স্তরগুলির দু'দিকে দেড় হাজার মাইলের বেশি প্রসার নেই, তার মানে, গ্যাসীয় মর্মকেন্দ্রে কঠিন কিংবা প্রায়-কঠিন বস্তু রয়েছে। অর্থাৎ কিনা, সেটা হল আভ্যন্তরীণ গ্রহ, যার আড়াআড়ি ব্যাস তিনশ' দশ মাইলের বেশি নয়।

বরোভই জানতে চাইলেন, "অদৃশ্য বস্তুর ব্যাস কিভাবে নির্ধারণ করলেন ?"

"আসলে সেটা বেশ সরল উপায়েই হয়েছিল। আমার মানমন্দিরের সরাসরি প্রতিপাদ স্থানে, অর্থাৎ নিউজীল্যাণ্ডের পূবে প্রশান্ত মহাসাগরে ভূকম্পনের পথেই পড়েছিল সেই বস্তুটি। তবে, খাস নিউজীল্যাণ্ডে কিংবা প্যাটাগোনিয়ায় কোনো ভূমিকম্প হলে, তার কম্পনের পথে কখনও কঠিন বস্তু পড়েনি। বহু পর্যবেক্ষণের ফল মিলিয়ে সেই বস্তুটির সর্বাধিক মাপ কি হতে পারে, তা যথেষ্ট সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে।

"কাজেই, আমি প্রমাণ করতে পারলাম যে, পৃথিবীর অভ্যন্তরে গ্যাসে-ভরা একটা বিরাট এলাকা রয়েছে, এবং তার কেন্দ্রে রয়েছে একটা আভ্যন্তরীণ গ্রহ, তার ব্যাস তিনশ' দশ মাইলের বেশি নয়।

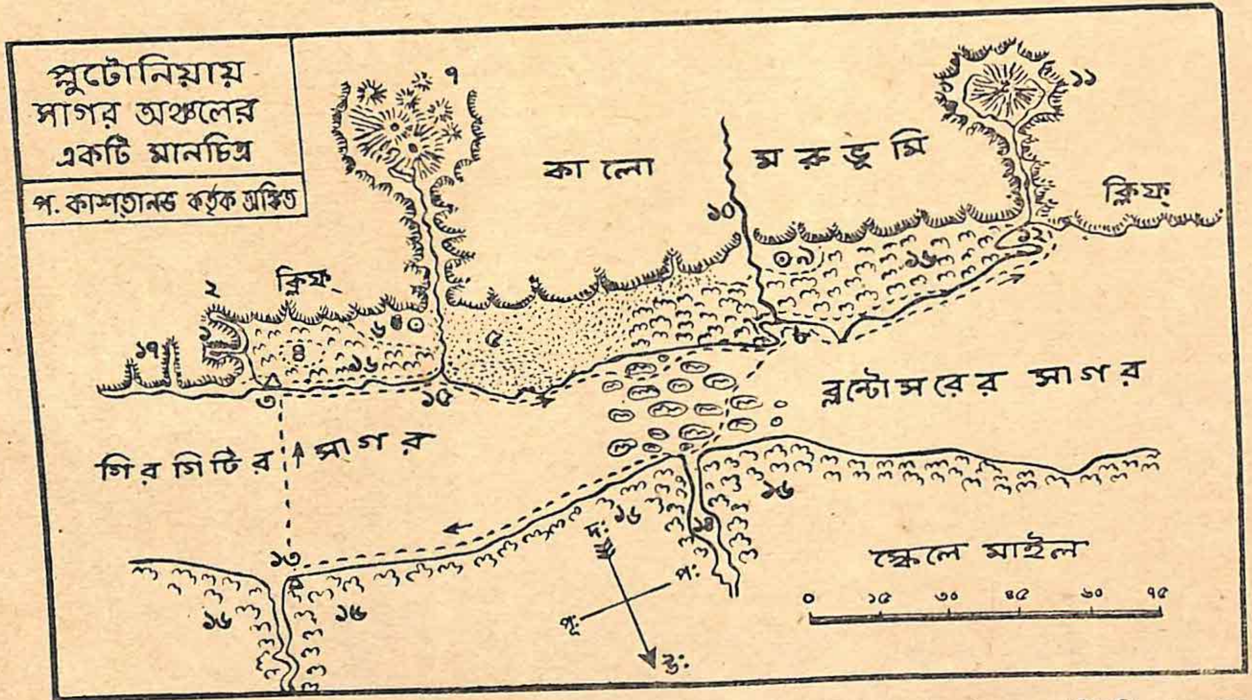
"সাধারণভাবে বলা যায়, জুয়েপ্রিৎস'এর অনেক আগে যে-সব বিজ্ঞানী ছিলেন, তাঁদেরই তত্ত্বের সঙ্গে এইসব পর্যবেক্ষণের সংগতি বেশি দেখা গেল। সে ক্ষেত্রে কিন্তু পৃথিবীর মর্মকেন্দ্রে ভারি পদার্থের বিন্যাস সংক্রান্ত সমস্ত হিসাবেরই যাথার্থ্য নিয়ে সন্দেহ দেখা দিতে পারে। আমরা জানি যে, পৃথিবীর গড়পড়তা ঘনাঙ্ক হল ৫·৫ এবং সমুদ্রের বিপুল জলরাশির কথা হিসাবে রাখলে, ভূত্বকের বহিঃস্তরে শিলাস্তর সমষ্টিগুলির ঘনাঙ্ক হল মাত্র ২·৫ থেকে ৩·৫ কিংবা তারও কম। তাই,

বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, বস্তুর ঘনাঙ্ক পৃথিবীর কেন্দ্রাভিমুখে বাড়তে বাড়তে, একেবারে কেন্দ্রে গিয়ে ১০ কিংবা ১১ হয়। কিন্তু, পৃথিবীর অভ্যন্তরে যদি বাতাসের সমান ঘনাঙ্কসম্পন্ন গ্যাসে-ভরা একটি বিস্তীর্ণ এলাকা থাকে এবং তার মধ্যে যদি একটি ক্ষুদ্র গ্রহ থাকে, তাহলে, গ্যাসে-ভরা আভ্যন্তরীণ দেশের চতুর্দিকের ভূত্বকে পদার্থের বিন্যাস সংক্রান্ত ধারণা সম্পূর্ণ বদলাতে হয়। আমি মনে করি—ভূত্বকের অপেক্ষাকৃত হালকা স্তর প্রায় সম্পূর্ণতঃই নানা ধাতু দিয়ে গড়া ভারি আভ্যন্তরীণ অংশটি প্রায় এক হাজার চারশ' মাইল গভীর, এবং গ্রহ-সমেত আভ্যন্তরীণ দেশটি প্রায় দু'হাজার পাঁচশ' মাইল গভীর। এইগুলির যোগফল হল পৃথিবীর ব্যাসার্ধ—৩৯৬০ মাইল। ভূত্বকের ভারি অংশটির গড়পড়তা ঘনাঙ্ক ৭·৮ ধরলে, ভূপদার্থবিদের মতে সমগ্রভাবে পৃথিবীর ঘনাঙ্ক ৫·৫।"

পদার্থের বিন্যাস সম্পর্কে নিজের বক্তব্য প্রমাণ করার জন্য ক্রখানভ খাবার-ঘরের একটি দেওয়ালে ঝুলান ব্লাক্‌বোর্ডে পৃথিবীর বিভিন্ন স্তরের আয়তন আর ওজন নির্ধারণের হিসাবগুলি কষে দেখালেন। কিছুটা সংশোধিত রূপে জুয়েপ্রিৎস'এর তত্ত্ব গ্রহণ করে, ক্রখানভ সুড়ঙ্গের উৎপত্তি সম্পর্কে বললেন। পৃথিবীর বহির্ভাগ থেকে অভ্যন্তরে প্রসারিত সেই সুড়ঙ্গ দিয়েই আভ্যন্তরীণ দেশের সঙ্কুচিত এবং অত্যুত্তপ্ত গ্যাসগুলির বেরিয়ে যাবার কথা। ক্রখানাভের অনুমান এই যে, কোনো এক সময়ে একটা বিশাল উল্কাপিণ্ড পৃথিবী পৃষ্ঠে পড়ে, ১৪৭৬ মাইল ভূত্বক ভেদ করে ভিতরে থেকে যায় এবং সেখানে প্লুটো নামক গ্রহে রূপান্তরিত হয়। এমন একটা ব্যাপার যে ঘটতে পারে, তার প্রমাণ হিসাবে তিনি উত্তর আমেরিকার আরিজোনা রাষ্ট্রে 'উল্কাপিণ্ডের গহ্বর' নামে পরিচিত বিশাল অবনমনটির কথা উল্লেখ করলেন। কোনো এক সময়ে বিরাট এক উল্কাপিণ্ড সেই গহ্বর সৃষ্টি করেছিল; উল্কাপিণ্ডের টুকরাটাকরা সেই অবনমনে পাওয়া যায়। সেই উল্কাপিণ্ড ভূত্বক ভেদ করে যেতে পারেনি; সেটা বোধহয় ছিটকে ফিরে গিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে পড়ে যায়, কিন্তু প্লুটো ভূত্বক ভেদ করে গিয়ে পৃথিবীর অভ্যন্তরে রয়ে গেছে।

"সেটা ঘটেছিল কখন?"

"আপনারা যতদূর পারেন দক্ষিণে পৌঁছে, সেখানে গিয়ে যুরা যুগের জীবজন্তু আর গাছপালা আবিষ্কার করেছেন, এর থেকে বলা যায় যে, ব্যাপারটা যুরা যুগের আগে ঘটেনি। সুড়ঙ্গ তৈরি হয়ে উত্তপ্ত গ্যাস সব বেরিয়ে গিয়ে, ভিতরের আবহমণ্ডল ঠাণ্ডা হয়ে আসবার পর যুরা যুগের উদ্ভিদকুল আর প্রাণিকুল পৃথিবীর অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করেছিল। পরবর্তী যুগগুলির উদ্ভিদ এবং প্রাণিকুলও পরে ঐ একই উপায়ে



১। স্টেগোসরাস সরোবর, ২। উৎসর্প কূর্মের ঘাঁটি, ৩। অবতরণ ভূমি, ৪। ইগোয়ানডনের আস্তানা, ৫। বালিয়াড়ি, ৬। ১নং পিঁপড়ার ঢিবি, ৭। শয়তানের আগ্নেয়গিরি, ৮। মাছের উপসাগর, ৯। ২নং পিঁপড়ার ঢিবি, ১০। পিঁপড়াদের নদী, ১১। খিটখিটে বুড়ো, সাধুসন্তের সরোবর এবং পাপচ্‌কিন নদী, ১২। আত্মীয়ের উপসাগর, ১৩। মাক্‌শেইভ নদীর মোহনা, ১৪। গ্রমেকো নদী, ১৫। গন্ধকের নদীর মোহনা, ১৬। পর্ণাঙ্গ, তাল এবং ঘোড়ালেজার জঙ্গল, ১৭। লক্ষকোটির গিরিসঙ্কট।

ক্রমে ক্রমে অনুপ্রবেশ করেছিল। প্রত্যেকটি পরবর্তী যুগের উদ্ভিদ আর প্রাণী পূর্ববর্তীদের ক্রমে আরও ভিতরে ঠেলে ঠেলে দিয়েছিল। প্লুটোনিয়ায় আরও প্রাচীন প্রাণী এবং উদ্ভিদও থাকা সম্ভব—'কালো মরুভূমি' পার হয়ে আরও দক্ষিণে যেতে পারলে আপনারা হয়ত দেখতে পেতেন।

"নান্‌সেন-ল্যাণ্ড যতদিন বরফে চাপা থাকবে ততদিন পর্যন্ত আমাদের আধুনিক উদ্ভিদ এবং প্রাণীকুলের সেই আভ্যন্তরীণ জগতে পৌঁছবার কোনো সম্ভাবনা নেই।"

"এই প্রথম বিংশ শতকেরই মানুষ—আপনারাই ঐ বিরাট বরফের বাধা অতিক্রম করে সেই রহস্যময় দেশে গিয়ে পৌঁছলেন। সে দেশ হল আমাদের এই গ্রহের জীবন্ত অতীতের এক মহা-সম্পদ ভাণ্ডার।"

"প্রত্নজীববিদ্যার এক মিউজিয়মই আপনারা আবিষ্কার করেছেন ; তার অস্তিত্ব আমি কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি।"

কাশ্‌তানভ বললেন, "প্রত্নজীববিদ্যাবিদেরা অবশ্য আপনার তত্ত্ব সম্পর্কে কোনো কোনো বিষয়ে প্রশ্ন তুলতে পারেন ; কিন্তু অভ্যন্তরভাগে আমরা যেসব জিনিস দেখেছি তার অতি প্রাঞ্জল ব্যাখ্যাই আপনি আমাদের দিয়েছেন। আমি একটা কথা জানতে চাই, সুড়ঙ্গ তৈরি হবার সময় ভূত্বকের যেসব টুকরা বেরিয়েছিল, সেগুলি কি হল ?"

"আমার মনে হয়, যে-গ্যাস বেরিয়ে গিয়েছিল, তাতে অপেক্ষাকৃত ছোট টুকরাগুলি সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে ফিরে এসেছিল। অপেক্ষাকৃত বড় টুকরাগুলির কিছু কিছু, উল্কাপিণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্লুটো গ্রহটি গঠিত হয়। অন্যান্যগুলি অভ্যন্তরভাগে পড়ে হয়ত পাহাড় কিংবা এক একটা মালভূমি রচনা করেছে।

"মাকৃশেইয়েভ নদী'র ধারে আপনারা খনিজ লোহায় সমৃদ্ধ যে-ক্রাই-সোলাইট পর্বতগুলি আবিষ্কার করেছেন, সেগুলিই হয়ত কোনো কোনো টুকরা। গোটা 'কালো মরুভূমি' সমেত মালভূমিও একটা বিশাল টুকরা হতে পারে। আরও বিচার-বিশ্লেষণের আগে এসব প্রশ্নের জবাব দেওয়া যায় না।"

"মালভূমিতে আমরা যেসব নিষ্ক্রিয় এবং সক্রিয় আগ্নেয়গিরি দেখলাম, সেগুলির অস্তিত্বের ব্যাখ্যা কি ?"

"তাও খুব কঠিন নয়। জুয়েপ্রিৎস'এর মতে, গ্যাসীয় স্তরগুলির উপরে অগ্নিময়-গলিত একটা স্তর ছিল। এই স্তরটির কোনো কোনো অংশ বাষ্প এবং বিভিন্ন গ্যাসে পরিণত হয়। সুড়ঙ্গটি হবার পর বাদবাকি অংশ অগ্নিময় ফুটন্ত সাগরের মতো থেকে যায় এবং গ্যাসগুলিকে তার মধ্যে দিয়ে সজোরে বের করে দেয়, ফলে পৃথিবীর অভ্যন্তরে চাপও খুব কমিয়ে দেয়। বাষ্প আর গ্যাসগুলি সুড়ঙ্গ দিয়ে বেরিয়ে যাবার সময়

আভ্যন্তরীণ দেশে চাপ আর উষ্ণতা তদনুযায়ী নামিয়ে লাভার সাগরের উপর একটা কঠিন ত্বক গড়ে তোলে। এই ত্বক প্রথমে পাতলা আর ভঙ্গুর ছিল এবং গলিত পিণ্ড থেকে তখনও যে-বাষ্প আর গ্যাস উঠছিল, তাতে ত্বক প্রায়ই ফেটে ফেটে যেত। ত্বক ক্রমে কঠিন হওয়ায় ঐ রকমের উদ্‌গারও ক্রমে কমে এসেছিল। পৃথিবীর অস্তিত্বের প্রথম যুগে ঠিক যেমন হয়েছিল তেমনি। ঐসব আগ্নেয়গিরি দেখে শুধু বোঝা যাচ্ছে যে, ত্বকের নিচেয় এখনও গলিত লাভারাশি রয়েছে এবং সেই হল উদ্‌গারের কারণ। এখানে একমাত্র পার্থক্য দেখা যাচ্ছে এই যে, ঐ লাভার উপাদান হল সম্পূর্ণতঃই লোহায়-ভরা খুব ভারি ভারি খনিজ, পৃথিবীতে সেই খনিজের অস্তিত্বই নেই।"

মাকৃশেইয়েভ এইখানে কথায় বাধা দিয়ে বললেন, "আপনি বললেন, অভ্যন্তরভাগ প্রথমে ছিল গলিত সাগরের মতো। তার মানে কি এই নয় যে, ভূত্বকের যেসব টুকরা তার ভিতরে পড়েছিল, সেগুলি হয় ডুবে গিয়েছে, নইলে গলে গিয়েছে?"

কাশ্‌তানভ পাল্টা বললেন, "সেরকম হয়েছে এমন কোনো কথা নেই। ছোট ছোট টুকরাগুলি নিশ্চয়ই গলে যায়; কিন্তু যেগুলি আরও বড় বড়—ব্যাসে হয়ত কয়েক মাইল পর্যন্ত—সেগুলি শুধু অংশতঃ গলেছিল। আর, সেই অগ্নিময় সমুদ্রে ডুবার ব্যাপারটা সম্পূর্ণতঃই সেগুলির আপেক্ষিক গুরুত্বের উপর নির্ভর করে। গলিত বস্তুরাশির চেয়ে সেগুলি হালকা হলে, সেগুলি সমুদ্রে হিমশৈলের মতো ভাসত, আবার, সমুদ্রে হিমশৈলের মতোই সেগুলির শুধু পাশ আর তলা থেকে গলে যেত এবং হালকা হওয়াটাই ছিল খুব সম্ভব।"

ক্রুখানভ বললেন, "আমার ব্যাখ্যাই যে একমাত্র ব্যাখ্যা হতে পারে, সে কথা আমি বলছি না। আপনার প্রশ্ন শুনে আমার মনে প্রথমে ঐ জবাবই এল। এসব ব্যাপার নিয়ে আরও অনেক বিচার-বিশ্লেষণ করা দরকার হবে। এখনও আমরা প্লুটোনিয়া সম্বন্ধে যা জানি, তা শুধু 'মাকৃশেইয়েভ নদী' বরাবর একফালি জমি আর 'গিরগিটির সাগরে'র কূলেই সীমাবদ্ধ। নদীর পাড় ছাড়িয়ে বিশাল এলাকাটা কেমন? 'কালো মরুভূমি' আরও কত দক্ষিণে প্রসারিত? সেই মরুভূমির অন্য দিকেই বা কি আছে? সেখানেও হয়ত জীবন থাকতে পারে তাই নয় কি?"

পাপচ্‌কিন বললেন, "জীবন আছে বলে আমার মনে হয় না। কারণ, আর্দ্রতা ছাড়া জীবন সম্ভব নয় এবং উত্তরের হাওয়া সুড়ঙ্গে আর্দ্রতা বয়ে নিয়ে যায়। প্রধানতঃ পৃথিবীপৃষ্ঠে এই আর্দ্রতার সৃষ্টি। 'গিরগিটি সাগরে'র দক্ষিণ কূল ছাড়িয়ে বৃষ্টি পৌঁছায় না, সেটা আমরা দেখেছি। হাওয়া সমস্ত আর্দ্রতাই সুড়ঙ্গের কাছাকাছি অপেক্ষাকৃত ছোট এই এলাকায়

বয়ে নিয়ে ফেলে। সমুদ্রের অন্য দিকে সমগ্র প্লুটোনিয়া হল কঠিন লাভার শুষ্ক শূন্য মরুভূমি। এটাই বলব যে, প্রথম দিকে যুরা যুগের উদ্ভিদ এবং প্রাণীকুল সুড়ঙ্গের চারিদিকে একটা ছোট্ট এলাকায় সীমাবদ্ধ ছিল এবং পরে, বাইরের নদী আর সরোবরের থেকে আসা জলের পরিমাণ ক্রমে বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে জীবনও ক্রমে আরও দক্ষিণে সম্প্রসারিত হয়। এমনকি 'গিরগিটি সাগর'টাও বোধ হয় অপেক্ষাকৃত নতুন, তাই তার জল সমুদ্রের জলের মতো অতটা লোনা নয়।"

কাশ্‌তানভ বললেন, "এ আমি কিছুতেই মানতে পারি না। আপনি যা বলছেন সাগর যদি অত নতুনই হবে, তাহলে মাছ, লম্বগ্রীব কূর্ম, মৎস্যমকর, যুরা যুগের এইসব জীবের কোনটাই সেখানে পাওয়া যেত না। তাছাড়া, মাছ কিংবা মৎস্যমকর পিঁপড়ার মতো ডাঙ্গা দিয়েও সাগরে আসতে পারে না এবং উৎসর্প কূর্মের মতো উড়েও গিয়ে পড়তে পারে না। এর থেকে মনে হয় যে, সাগর হয়ত খুব অল্প সময়ের জন্য এবং সংকীর্ণ খাত দিয়ে, সুড়ঙ্গের মধ্যেই প্রসারিত ছিল—কিন্তু তবুও প্রসারিতই ছিল।"

"দাঁড়ান একটু দাঁড়ান!"—পাপচ্‌কিন বলে উঠলেন, "উল্কাপিণ্ডের পিছন পিছন সাগর সুড়ঙ্গে ঢুকবে কেমন করে? সাগরের সামনে তাহলে পড়ত জ্বলন্ত গ্যাস, আর অগ্নিময় স্থলভাগ। সমস্ত মাছ আর গিরাগিটি মিলে নিশ্চয়ই বিপুল পরিমাণ ব্যঞ্জনের সৃষ্টি করত, কিন্তু তাদের বংশ বজায় থাকতে পারত না।"

মন্তব্য শুনে সবাই থামলেন, কিন্তু কাশ্‌তানভ বললেন, "সেমিয়ন আপনি হঠাৎ একটা সিদ্ধান্ত করছেন। সমুদ্র একেবারে উল্কাপিণ্ডের পিছন পিছন গিয়ে পড়েছিল, তা আমি বলিনি। ক্রুখানভ মনে করেন যে, উল্কাপিণ্ড পড়েছিল ত্রায়সিক যুগে, কিন্তু সাগরের প্রাণিকুল যুরা যুগের। সুতরাং, এই দুই যুগের মধ্যে প্রচুর সময় কেটে গেছে, সে সময় নিশ্চয়ই সব গ্যাস বেরিয়ে গিয়ে অভ্যন্তরভাগ ঠাণ্ডা হয়ে উঠবার পক্ষে যথেষ্ট। 'গিরগিটির সাগর' হয়ত প্লুটোনিয়ার অন্য এক অংশে উত্তরে বহু দূরে প্রসারিত। সাগরের প্রাণিকুল এক সময়ে অভ্যন্তরভাগে কিভাবে পৌঁছেছিল, তার ইঙ্গিত সেখানে পাওয়া যেতে পারে।"

"প্লুটোনিয়া—এ এক অদ্ভুত ব্যাপার। এ নিয়ে আলোচনা আর বিশ্লেষণ শুরু করলেই কত যে গুরুত্বপূর্ণ আর আগ্রহজনক প্রশ্নে উঠে পড়ে! আমরা প্রত্যেকেই যে-যার ক্ষেত্রে অসংখ্য প্রশ্ন তুলতে পারি! সুতরাং প্লুটোনিয়ায় আরও একটা অভিযান চালাতেই হবে। আপনাদের কি মত?"

উপসংহার

মে মাস এসে, চলে গেল, কিন্তু বহু আকাঙ্ক্ষিত বসন্ত এল না। সূর্য্য যদিও এখন সন্ধ্যায় দিগন্তের ওপারে আর নামে না, কিন্তু রশ্মি উষ্ণ নয়, তাই শুধু জাহাজের দক্ষিণে এবং কূল বরাবর খাড়া ক্লিফ্‌গুলিতেই তুষার গলছে। মেঘাচ্ছন্ন দিন, অস্থির হাওয়া, মাঝে মাঝে তুষারঝঞ্ঝা, মনে হয় আবার বুঝি শীত এল। নতুন তুষারপাতের ফলে আগের তুষারের গলন হল আরও ধীরে। ফলে, অবশেষে জুন মাস আরম্ভ হবার পরে সে বছর সুমেরুতে বসন্ত এল।

ক্লিফের ঢাল বেয়ে অসংখ্য জলধারা এল নেমে। যেখানে যেখানে তুষার নেই, তার সর্বত্র ওঁদের চোখের সামনেই ছোট ছোট ফুল ফুটে বেরিয়ে এল। সূর্য্যের উত্তাপে উষ্ণ জলের গর্ত যেন আপনাথেকেই ঝাঁকে ঝাঁকে অদ্ভুত পোকায় উঠল ভরে। কিন্তু সমুদ্র তখনও জমাট বেঁধে রয়েছে। ঝড় কিম্বা তুষারপাত না থাকলে জাহাজের পর্যবেক্ষণ-কক্ষ থেকে দক্ষিণে বহু দূরে ওঁরা এক ফালি কালো জল দেখতে পেতেন।

একদিন সবাই ডেকে জড়ো হলে, ক্যাপ্টেন বললেন, “এবার বসন্ত কালের যে কি হল তা বুঝতে পারছি না!”

চারিদিকে প্রায় সমস্ত বরফেরই উপর জল, তাই ওঁরা জাহাজেই আটক থাকলেন।

মাকৃশেইয়েভ বললেন, “গত বছর এমনি সময়ে আমরা কূলের কাছাকাছি আসছিলাম।

“তখন হাওয়ার জোরে বরফ ফাঁক ফাঁক হয়ে গিয়েছিল। এবার সামান্য দক্ষিণে হাওয়া ছাড়া, এই গত কদিন সব একেবারেই শান্ত।”

চুপচাপ বসে থেকে পাপচ্‌কিন বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন; তিনি বললেন, “আর একটা শীতও কি এখানে কাটাতে হবে নাকি, কি বলেন?”

“না না, তা হবে না নিশ্চয়ই! হাওয়া উঠুক, চাই না উঠুক জুলাই মাসে, কিংবা খুব দেরি হলে আগস্ট মাসে সমুদ্র বরফমুক্ত হয়ে যাবে।”

“জুলাই কিংবা আগস্ট!” গ্রমেকো চেঁচিয়ে উঠলেন, “তার মানে বলছেন, গ্রীষ্মের আধাআধি এইখানে আটকে পড়ে থাকতে হবে!”

“সুমেরুতে এমনই হয়। বছর খারাপ গেলে এক মাস, কি ছ’সপ্তাহ, আর ভালো থাকলে বড়জোর দু’তিন মাস জাহাজ চলাচল করে।”

‘নর্থ-স্টারে’ সবাই অস্থির হয়ে উঠেছিল। জুন মাসের দ্বিতীয়ার্ধে

ঠাণ্ডা পড়ল, অবস্থা খারাপ হয়ে উঠল। রাত্রে হিম পড়তে শুরু করল, কয়েক বার বরফও পড়ল—গ্রীষ্ম যেন শেষ হয়ে যাচ্ছে, এমনি ভাব।

অবশেষে জুলাই মাসের গোড়ায় প্রবল ঝড় এসে ভেঙ্গে দিল বরফ। জাহাজ অনেক আগেই বরফমুক্ত হয়ে যাত্রা করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল; এবার ওঁরা সেই অপ্রসন্ন নান্‌সেন-ল্যাণ্ডের উদ্দেশে একবার তোপধ্বনি করে বিদায় অভিবাদন জানিয়ে দক্ষিণ দিকে ফিরে চললেন।

তুষার, বৃষ্টি, কুয়াশা, স্যাঁতসেঁতে ভাব সব মিলিয়ে আবহাওয়া তখনও অনিশ্চিত ছিল; এক এক সময় কুয়াশা কাটাবার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হচ্ছিল।

অবশেষে আগস্ট মাসের গোড়ায় 'নর্থ-স্টার' বেরিং প্রণালীর মধ্য দিয়ে পুরা বেগে এগিয়ে চলতে পারল। দু'-তিন সপ্তাহের মধ্যেই ভ্লাদিভস্তকে পৌঁছে যাওয়া যাবে, তাই সবাই চাঙ্গা হয়ে উঠলেন।

তখন আগস্ট মাসের মাঝামাঝি এক দিন। ক্ষেপা বেরিং সাগর ছিল শান্ত স্নিগ্ধ পুকুরের মতো মসৃণ, শরতের নির্মল হাওয়া এত স্বচ্ছ যে, বেরিং দ্বীপের চূড়াগুলি এবং দক্ষিণ-পূবে কোমান্দ্রস্কিয়ে দ্বীপের নিকটতম অংশ দেখা যাচ্ছিল। সেদিন ওঁরা দেখলেন একখানা প্রকাণ্ড জাহাজ পুরা দমে যেন নিজনিয়ে-কাম্‌চাৎস্ক্‌'এর দিকে চলেছে।

মাক্‌শেইয়েভ বললেন, "এটা বোধ হয় একখানা টহলদার রুশ ক্রুজার।" সবাই ডেকে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সমুদ্র শান্ত, অভিযানও সফল, তাই মনে আনন্দ।

কাশ্‌তানভ বললেন, "কিন্তু টহলটা কিসের জন্য?"

"মার্কিন আর জাপানী চোরাই শিকারীদের উপর নজর রাখবার জন্য বোধ হয়। শীল মাছের ডিম ফুটবার জায়গা আরও আছে, কিন্তু এই দ্বীপগুলিই দুনিয়ার সেরা। শীল মাছ আজকাল একেবারে ভীষণভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হচ্ছে। আমাদের সরকার তাই শিকারের সময়ের উপর কতকগুলি বাধানিষেধ চালু করেছে; মাদী আর বাচ্চা শীল মাছ শিকারের সংখ্যাও আইন করে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু শীল-মাছশিকারী মুনাফাবাজেরা আইন ফাঁকি দেবার চেষ্টা করে থাকে। সেই জন্যই নৌবহরের জাহাজ অমনি টহল দেয়; এ এলাকায় কোনো সন্দেহজনক জাহাজ দেখলে তারা থামায়।"

"ওরা বোধ হয় আমাদেরও থামাবে"—ক্রখানভ বলে উঠলেন, "সোজা আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে জাহাজটা।"

তিন-মাস্তুলওয়ালা ক্রুজারখানা কিছুক্ষণের মধ্যেই বেশ কাছে এসে গেল। চকচকে কামানগুলি আর পর্যবেক্ষণ-মঞ্চের উপর একদল লোক তখন দেখা যাচ্ছিল। একটা কামানের মুখ থেকে হঠাৎ এক কুণ্ডলী ধোঁয়া

উঠল—জলের উপর দিয়ে কামান-গর্জন এল ভেসে। সঙ্গে সঙ্গে ক্রুজার থেকে হুকুম উঠল: "থামো, নইলে আমরা গোলা চালাব!"

নির্দেশ অনুসারে নর্থ-স্টার এঞ্জিন থামিয়ে দিল। ক্রুজারখানি দেখেই ক্যাপ্টেন প্রথমে রুশ নিশান তুলতে বলেছিলেন; সমুদ্রে চলাচলে তাইই নিয়ম, কিন্তু ক্রুজারখানা সেই নিয়ম মাফিক কাজ করল না।

দূরবীন দিয়ে দেখে ক্যাপ্টেন বলে উঠলেন, "জাহাজখানা ত রুশ নয়—নাম 'ফার্দিনান্দ্'; নামটা লেখা রোমক লিপিতে!"

কাশ্‌তানভ প্রশ্ন করলেন, "তাহলে রুশ জলভাগে রুশ জাহাজ থামাবার অধিকার এরা পেল কোথায়।"

"কোন দেশের জাহাজ? 'ফার্দিনান্দ্' শুনতে ত জার্মান বলেই মনে হয়।"

তাড়াতাড়ি দুনিয়ার নৌবহরের পঞ্জীর পাতা উল্টাতে উল্টাতে ক্যাপ্টেন বললেন, "এক্ষুণই দেখে দিচ্ছি। হ্যাঁ, এই যে! ফার্দিনান্দ্—অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় নৌবহরের ক্রুজার, ১৯০৯ সালে তৈরি...হ্যাঁ—টনেজ...১০ কামান-যুক্ত জাহাজ...উ—২৫০ জন নাবিক।"

ক্রুজারখানি ইতিমধ্যে নর্থ-স্টার থেকে এক রশির নাগালের মধ্যে এসে নিজের এঞ্জিন বন্ধ করে দিল।

কয়েক সেকেণ্ড পরে ক্রুজার থেকে একখানা নৌকা নামান হল। প্রায় কুড়ি জন সশস্ত্র নাবিক আর দু'জন অফিসারকে মই দিয়ে নেমে সেই নৌকায় উঠতে দেখলেন সবাই। নর্থ-স্টারের ক্যাপ্টেন, নাবিক আর যাত্রীরা সবাই রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে সেই ছোট্ট নৌকাখানাকে আসতে দেখতে লাগলেন। সেই অবাঞ্ছিত আগন্তুকদেরই জন্য মই লাগিয়ে দেওয়া ছাড়া কোনো উপায় ছিল না।

অফিসার দু'জন আর নাবিকের মধ্যে থেকে দশ জন নর্থ-স্টারে উঠে এলেন।

সিনিয়র অফিসারটি অভিবাদন করে ভাঙ্গা ভাঙ্গা রুশ ভাষায় প্রশ্ন করলেন, "এটা রুশ জাহাজ?"

ক্রুখানভ জবাব দিলেন, "হ্যাঁ, রুশ। 'নর্থ-স্টার' ব্যক্তিগত মালিকানার জাহাজ।"

"আপনি ক্যাপ্টেন?"

"না, আমিই মালিক।"

"বাণিজ্য-জাহাজ, না, তিমিমাছধরা জাহাজ?"

"কোনোটিই না। নর্থ-স্টার একটি বৈজ্ঞানিক অভিযাত্রীদলকে সুমেরু সাগর দিয়ে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে চলেছে। কিন্তু জানতে পারি কি, কী অধিকারে আপনারা রুশ জলভাগে রুশ জাহাজ থামিয়ে জেরা করছেন?"

"নৌযুদ্ধের আইন এবং সামরিক আইন অনুসারে।"

আতঙ্কিত যাত্রী আর নাবিকদের মধ্যে থেকে প্রশ্ন উঠল, "কিসের সামরিক আইন?"..."বলছেন কি আপনারা?"..."তার মানে?"

অফিসারটি একটু হাসলেন।

"শোনেননি আপনারা? সুমেরু সাগরে আপনারা ঘুরছেন কতদিন?"

"গত বছর বসন্ত কাল থেকে।"

অফিসারটি তাঁর সঙ্গীর দিকে ফিরে জার্মান ভাষায় কথা বললেন; সঙ্গীটি রুশ ভাষা জানেন না বোঝা গেল।

"এই রুশরা বোধ হয় আকাশ থেকে পড়েছে—যুদ্ধ চলেছে, তাও জানে না!"

অন্য অফিসারটিও মৃদু হাসলেন।

মুখপাত্র অফিসারটি আবার রুশদের বললেন, "আপনাদের জানান হচ্ছে যে, অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্য আর জার্মান সাম্রাজ্য এক বছর হল রুশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধরত রয়েছে এবং সম্রাটের ক্রুজার 'ফার্দিনান্দ্' আপনাদের জাহাজকে যুদ্ধে-পাওয়া পারিতোষিক হিসাবে গ্রহণ করছে। আমার কথাটা নিশ্চয়ই স্পষ্ট।"

ক্রখানভ আপত্তি জানিয়ে বললেন, "কিন্তু আমার জাহাজ ত সামরিক নয়। এটা বৈজ্ঞানিক কাজের জাহাজ এবং শান্তিপূর্ণ। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হতে পারে না।"

অভিবাদন আর সংকেত জানাবার জন্য হালের কাছে যে-ছোট্ট কামানটি রয়েছে সেটা দেখিয়ে অফিসারটি বললেন, "শান্তিপূর্ণ জাহাজ? তাহলে ওটার নাম কি? ওটা ত কামান!"

ক্রখানভ একটু বিদ্রূপ হাসি হাসলেন।

অস্ট্রীয় অফিসারটি বলে চললেন, "যে কোনো শান্তিপূর্ণ জাহাজকে সশস্ত্র করা যায়। সেই জাহাজে করে অন্য দেশে গিয়ে নামাবার ফৌজও নিয়ে যাওয়া চলে; গোলা-বারুদ আর সামরিক ডাকও নিয়ে যেতে পারে। আপনাদের আটক করা ছাড়া আমাদের উপায় নেই।"

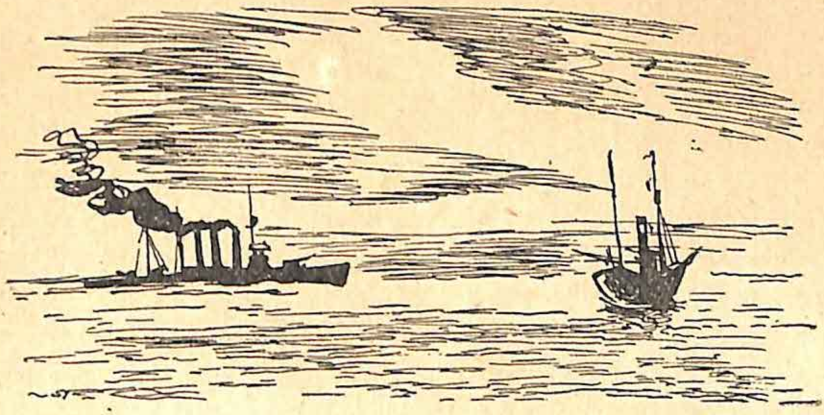
ক্রখানভ জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনাদের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে একবারটি দেখা করতে পারি?"

"আপনি জার্মান বলতে জানেন?"

"না, তবে ফরাসী আর ইংরেজী জানি।"

"বেশ, তাহলে চলুন আমাদের সঙ্গে।"

অফিসারটি তাঁর গলা খাটো করে কি বললেন। তারপর তিনি আর ক্রখানভ নৌকায় নেমে গেলেন। অন্য অফিসারটি এবং সশস্ত্র নাবিকেরা 'নর্থ-স্টার' জাহাজেই থাকলেন।



কাশ্‌তানভ বেশ ভালো জার্মান বলতে পারেন। দ্বিতীয় অফিসারটি খুবই নম্র। গত বছর যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে, সে সম্পর্কে সমস্ত প্রশ্নেরই তিনি জবাব দিলেন। একটু পরেই, দু'জন অফিসার আর কয়েক জন নিরস্ত্র নাবিকের সঙ্গে ক্রুখানভ ফিরে এলেন।

ক্রুখানভ বললেন, "এঁরা আমাদের কাম্‌চাৎকায় নামিয়ে দেবেন; চলুন, আমরা কেবিনে গিয়ে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিই,—ওঁরা 'নর্থ-স্টার' দখল করে নিচ্ছেন। জাহাজে যা আছে, সবসমেত 'নর্থ-স্টার' বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে।"

'নর্থ-স্টারে'র নাবিকদের পরিদর্শন করবার জন্য অষ্ট্রীয়রা সবাই উপরে ছিল; ইতিমধ্যে ওঁরা সবাই ক্রুখানভের কেবিনে গেলে, তিনি ক্রুজারে গিয়ে কি হল, ওঁদের সবাইকে জানালেন।

"অফিসারটি যা বললেন, ক্যাপ্টেনও ঠিক তারই পুনরাবৃত্তি করলেন। অফিসারদের সঙ্গে পরামর্শ করে প্রথমে তিনি আমাদের গ্রেপ্তার করারই পক্ষপাতী ছিলেন। আমি বেশ ভালো জার্মান বলতে পারি, কিন্তু ওরা নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করে তাই শুনবার জন্য আমি জার্মান বলতে চাইনি। বুঝলাম যে, ওদের রসদ একেবারে ফুরিয়ে এসেছে, তাই আমাদের রসদ নিয়ে নিজেদের সরবরাহ ঠিক করে নিতে চাইছে। সুতরাং, অতিরিক্ত পেট চালাবার দায় নিতে চাইছে না—বন্দী করলে খেতে দিতে হবে। একজন অফিসার জিদ করছিলেন যে, পঁয়তাল্লিশ বছরের নিচেয় সবাই সামরিক বয়সের, তাই আটক করা হোক এবং আমাদের মধ্যে একমাত্র আমিই পঁয়তাল্লিশ বছরের উপরে। ক্যাপ্টেন তাঁকে শান্ত করে বললেন যে, আমরা কাম্‌চাৎকা থেকে মস্কো পৌঁছবার আগে রুশিয়া এবং ফ্রান্স সম্পূর্ণ হেরে যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে।

"কাজেই ওরা আমাদের ডাঙ্গায় নামিয়ে দেবে ঠিক করেছে। কিছু বাড়তি কাপড়চোপড়, খাবার, আর আমাদের ব্যক্তিগত টাকা পয়সা নিতে পারব; কিন্তু অভিযানের তহবিল ছেড়ে যেতে হবে—জাহাজ আর অন্য সব জিনিসের সঙ্গে তহবিলও বাজেয়াপ্ত হবে।"

পাপচ্‌কিন রেগে জানতে চাইলেন, "তার মানে, আমাদের সমস্ত সংগ্রহ, অভিযানের যত ফল, সবই নিয়ে নেবে?"

"হ্যাঁ, সবই—চুল, দাঁত পর্যন্ত সবই! ডায়েরী আর যা কিছু টুকে রাখা হয়েছে, সেগুলি আমরা পকেটে পুরে নিতে পারি, কিন্তু সমস্ত ফোটো, মাথার খুলি, চামড়া, গাছগাছড়া, সবই ছেড়ে যেতে হবে। ওরা কথা দিয়েছে যে, সবই সযত্নে ভিয়েনায় নিয়ে যাওয়া হবে এবং যুদ্ধ শেষ হলে আমাদের ফেরত দেওয়া হবে।"

বরোভই সক্ষোভে বললেন, "তার একটা শর্ত আছে—ফরাসী কিংবা রুশ সাবমেরিন কিংবা মাইনে জাহাজখানা যদি ইতিমধ্যে ডুবে না যায়।"

ক্রখানভ বললেন, "সেটা ঘটতে পারে—বিশেষতঃ বৃটেন যখন যুদ্ধে যোগ দিয়েছে।"

মলিন হাসি হেসে মাকৃশেইয়েভ বললেন, "অর্থাৎ কিনা, সেই পিঁপড়াদের চুরির মতো আবার আমাদের সব গেল!"

ক্রখানভ বললেন, "জিনিসপত্র পাবার একটা সম্ভাবনা আছে। ওদের নিজেদের মধ্যেকার কথাবার্তায় বুঝতে পেরেছি, কাছাকাছি কোথাও, খুব সম্ভব কোমান্দরস্কিয়ে দ্বীপে ওদের একটা ঘাঁটি আছে—ক্রুজারখানা সেই দিক থেকেই আসছিল। ভ্লাদিভস্তকে পৌঁছে আমরা সামরিক কর্তৃপক্ষকে খবর দিলে, আমাদের জাহাজ গিয়ে ব্যবস্থা করতে পারবে।"

"কিন্তু, আমাদের ভ্লাদিভস্তকে যেতে অনেক সময় লাগবে!"

"তবু, ঐ হল একমাত্র ভরসা। তা, এবার চলুন, সব গুছিয়ে নেওয়া যাক।"

সবাই নিজের নিজের কেবিনে চলে গেলেন। পাহারাধীন অবস্থায় 'নর্থ-স্টার' পূর্ণ বেগে পেত্রপাবলব্‌স্ক-অন্‌-কাম্‌চাৎকা থেকে সবচেয়ে কাছের উপকূলবর্তী বসতি অঞ্চল উস্ত্‌-কামচাৎস্ক্‌'এর দিকে চলল। যাত্রীরা সবাই স্যুটকেস আর ন্যাপস্যাক নিয়ে বিরসবদনে ডেক'এ জড়ো হলেন। অস্ট্রীয়রা ওদের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র নিতান্ত উপরে-উপরেই পরীক্ষা করে দেখল—তল্লাসী করল না। মাকৃশেইয়েভের ভাগ্য ভালোই। তিনি তাঁর সোনা, চামড়ার থলে থেকে অভিযাত্রীর একটা চওড়া বেল্টের মধ্যে পুরে নিয়েছিলেন,—কোমরে প্রায় পঞ্চাশ পাউণ্ড সোনার গুঁড়া জড়িয়ে তাঁকে অবশ্যি অত্যন্ত জবুথবু দেখাচ্ছিল। ঢোলা স্থানীয় কুখ্‌-লিয়াঙ্কা পরিহিত পেটমোটা এঞ্জিনিয়ারটির দিকে অস্ট্রীয়রা কোনো নজর

দিল না। ওঁদের সংগ্রহ আর যন্ত্রপাতি সব বাক্সবন্দী করে ট্রেনে পাঠাবার জন্য আগে থেকেই তৈরি ছিল, তার একটা তালিকা সমেত জিনিসগুলি অস্ট্রীয়দের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ওঁরা ঠিক কোথায় গিয়েছিলেন, সেটা জানান হল না।

জিনিসপত্র সব নেবার জন্য যে-অফিসারটি ছিলেন, তাঁকে ক্রখানভ বললেন, "আমরা চুকোৎকার উপদ্বীপে অনুসন্ধান চালিয়েছি—শীতটা কাটিয়েছি র‍্যাঙ্গেল দ্বীপে।"

অফিসারটি বুঝবার ভাব দেখিয়ে মাথা নেড়ে বললেন, "অস্ট্রীয়ার 'টেগেট্‌হফ্' নামক কর্ভেট জাহাজে করে ফ্রাঞ্জ যোসেফল্যাণ্ডে যে মেরু-অভিযাত্রীদল গিয়েছিল, আমার বাবা সেই দলে ছিলেন। আপনারা হয়ত সে সম্পর্কে পড়েছেন।"

ক্রখানভ বললেন, "হ্যাঁ, পড়েছি!"

সন্ধ্যার দিকে দু'খানা জাহাজই কাম্‌চাৎকা নদীর মোহনায় একটা লম্বা কচ্ছের কাছে নোঙর ফেলল। তার ওপারে ছোট মাছধরা গ্রামটি। তিনখানা নৌকা করে ওঁদের আর ওঁদের জিনিসপত্র ডাঙ্গায় নাবিয়ে দেওয়া হল। যানবাহনের কি উপায় পাওয়া যায়, তাই দেখবার জন্য ইগল্‌কিন আর 'নর্থ-স্টারে'র ক্যাপ্টেন গ্রামের দিকে চলে গেলেন। আর সবাই তটভূমিতে রইলেন। নৌকা তিনখানা ডেক'এ তোলা হল, জাহাজ দু'খানা ঘুরে আবার বাহির-দরিয়ার দিকে চলে গেল—বাদবাকি সকলে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে তাই দেখলেন। গ্রামে একটিমাত্র ঘোড়া পাওয়া গিয়েছিল, তাই নিয়ে অন্য দু'জন যখন ফিরে এলেন ততক্ষণে জাহাজ দু'খানা আবছা আলোয় মিলিয়ে গেছে।

দক্ষিণে যাবার কোনো উপায় নেই, তাই দশ দিন ওঁদের গ্রামেই থাকতে হল। শরৎকালের মরশুম তখন পুরাদমে চলেছে; গ্রামের সমস্ত মানুষ মাছধরার কাজে ব্যস্ত। এত লোককে শালতি করে কেউ পেত্র-পাব্‌লব্‌স্ক'এ নিয়ে যেতে গেলে সারা শীতে তার পরিবারের কিংবা কুকুরগুলির জন্য খাবারদাবারের কোনো ব্যবস্থা থাকবে না, তাই সে ঝুঁকি নিতে কেউ চাইল না। ইগল্‌কিন সর্দারকে নিয়ে একখানা শালতি করে পেত্রপাব্‌লব্‌স্ক যাত্রা করলেন। ক্রখানভ তাঁর হাতে গবর্ণরের কাছে একখানা চিঠি পাঠালেন। চিঠিতে তিনি জানালেন যে, কমান্দরস্কিয়ে দ্বীপে শত্রুর একটা ঘাঁটি রয়েছে, 'নর্থ-স্টার' আটক পড়েছে। এ ব্যাপারে তিনি গবর্ণরের সাহায্য চাইলেন।

আগস্ট মাসের শেষের দিকে একখানা জাপানী মাছধরা জাহাজ উস্ত্-কাম্‌চাৎস্ক'এ এসে ভিড়ল; তারা ভাড়া নিয়ে ওঁদের জাপানে নিয়ে যেতে রাজী হল।

তিন সপ্তাহের সেই সমুদ্র যাত্রা মোটেই আনন্দদায়ক হল না। ওঁরা কেউ কেউ ডেক'এ জায়গা পেলেন, কিন্তু আর সবাইকে মাছভর্তি ব্যারেলগুলির মধ্যে জাহাজের খোলে গিয়ে থাকতে হল। ওঁরা খেতেন ভাত, মাছ, আর চা। সমুদ্র অত্যন্ত অশান্ত ছিল, তার উপর কুয়াশা, বৃষ্টি আর ঝড় লেগেই রয়েছে। কুরিল দ্বীপের কাছে একবার ঝড়ে পড়ে জাহাজখানা সমুদ্রতলের পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে প্রায় ডুবে যাবার উপক্রম হয়েছিল। তের্পেনিয়া উপসাগরে পৌঁছে জাপানীরা বলল যে, সাখালিন দ্বীপের দক্ষিণাংশ জাপানের, সুতরাং সেখানেই ওঁদের নেমে যেতে হবে, এবং অতিরিক্ত ভাড়া পেয়ে বাকি পথটা ওঁদের নিয়ে যেতে রাজী হল।

হোক্কাইদো দ্বীপের উত্তর প্রান্তে ওয়াক্কানাইয়ে পৌঁছে অবসন্ন যাত্রীরা সেই মাছধরা জাহাজ ছেড়ে নেমে যাবার সুযোগ পেয়ে বেঁচে গেলেন— ট্রেনে করেই ওঁরা হাকোদেৎ'এ অনেক তাড়াতাড়ি আর আরামে পৌঁছতে পারবেন।

দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে হাকোদেৎ আর ব্লাদিভস্তকের মধ্যে সোজা জাপান সাগরের মধ্যে দিয়ে নিয়মিত স্টীমার সার্ভিস রয়েছে; স্টীমার ছাড়েও ঘন ঘন। জাপান আঁতাতে যোগ দিয়েছিল, তাই কিছু জেরা আর আইনী ব্যাপারের মধ্যে দিয়ে যেতে হল। তারপর ওঁরা প্রথম ডাক-জাহাজ ধরে ব্লাদিভস্তকে গিয়ে পৌঁছলেন।

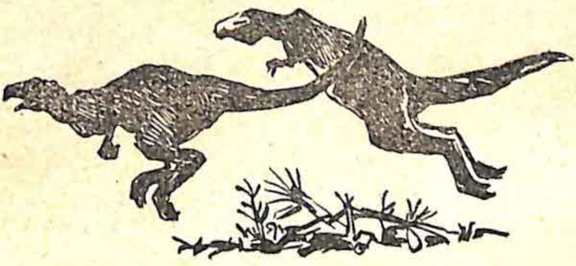
পোতাশ্রয়ে ঢুকতে ঢুকতেই অন্যান্য জাহাজের মধ্যে 'নর্থ-স্টার' দেখে ওঁদের বিস্ময় আর আনন্দের সীমা রইল না। 'নর্থ-স্টারে' একজন শান্ত্রী মোতায়েন রয়েছে। ইতিমধ্যে যা ঘটেছে তা হল এই যে, কাম্‌চাৎকার গবর্ণর ক্রুখানভের চিঠি পাবার পর, অস্ট্রীয়ার ক্রুজারখানা আক্রমণ করবার মতো জাহাজ নিজের হাতে নেই দেখে, ব্লাদিভস্তকে একটা বেতারবার্তা পাঠান। একখানা রুশ ক্রুজার ব্লাদিভস্তক থেকে কমান্দরস্কিয়ে দ্বীপে গিয়ে সেখানে 'নর্থ-স্টার' জাহাজখানা পায়। দুর্ভাগ্যবশতঃ অস্ট্রীয়রা আগেই পালিয়ে যেতে পেরেছিল।

বন্দরের কম্যাণ্ডিং অফিসারের কাছ থেকে ওঁরা সব শুনলেন, কিন্তু সংগ্রহের জিনিস পাওয়ার আশা একটু পরেই ধূলিসাত হয়ে গেল। ওঁদের সংগ্রহ, সরঞ্জাম, রসদ, এমনকি কেবিনের আসবাব এবং এঞ্জিনের সবচেয়ে মূল্যবান অংশগুলি পর্যন্ত, যা কিছু সরান যায়, সবই অস্ট্রীয়রা নিয়ে গেছে; 'নর্থ-স্টার'কে টেনে আনতে হয়েছে। জাহাজখানিকে আবার চালাবার উপযোগী করতে হলে প্রচুর মেরামতের কাজ করতে হবে। নৌবহর থেকে বলা হল যতদিন যুদ্ধ চলছে ততদিনের জন্য 'নর্থ-স্টার'কে সংকেত-জাহাজ হিসাবে ব্লাদিভস্তকে রাখা হোক; ক্রুখানভ রাজী হলেন।

মনমরা এবং চুপচাপ হয়ে ওঁরা সাইবেরিয়ান এক্সপ্রেস করে বাড়ি ফিরে চললেন। পরিস্থিতি নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা করে ওঁরা শেষপর্যন্ত স্থির করলেন যে, আশা করা যায় যুদ্ধ শিগগিরই শেষ হবে, তখন সংগ্রহ আর ফোটোগুলি ফেরত পাওয়া যাবে। ইতিমধ্যে প্লুটোনিয়ায় যাবার ব্যাপার কিছু প্রকাশ না করাই ভালো। বিস্ময়পূর্ণ এক দেশ প্লুটোনিয়া সত্যিই বর্তমান রয়েছে এবং মানুষ সেখানে পৌঁছতে পারে তা প্রমাণ করবার মতো স্পষ্ট কোনো তথ্য এখন ওঁদের হাতে নেই। যে কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলবেন যে, ওঁদের কাহিনী কাল্পনিক এবং ওঁদের প্রতারক কিংবা পাগল বলেও মনে করবেন।

যুদ্ধ চলল আরও তিন বছর। তারপর এল মহান অক্টোবর বিপ্লব, এবং তারপর গৃহযুদ্ধ। অভিযাত্রীদলের সদস্যদের পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেল। তাঁদের সংগ্রহ আর দলিলপত্র কোথায় কি হল, তা আর জানা গেল না। ক্রুখানভ তাঁর মুক্ষু-সার্দিক মানমন্দিরে গিয়ে সাধু-সন্ন্যাসীর মতো জীবনযাপন করতে লাগলেন; জিনিসপত্র ফিরে পাবার আশাও তিনি ছেড়ে দিলেন।

পাপচকিনের ডায়েরী আর রেখাচিত্রাবলী দৈবাৎ এই লেখকের হাতে পড়ে। তারই ভিত্তিতে এই বইখানি লেখা।





লেখক সম্বন্ধে দু-একটি কথা

১৮৬৩ সালে অ্যাকাডেমিশিয়ান ভ্লাদিমির আফানাসিয়েভিচ অবরুচেভ'এর জন্ম হয়। তিনি ছিলেন সর্বাগ্রগণ্য সোবিয়েৎ ভূতত্ত্ববিদ। সাইবেরিয়া, মধ্য এশিয়া আর চীনের ভূতত্ত্ব এবং ভূগোল সম্পর্কে তাঁর বৈজ্ঞানিক রচনাগুলি সুবিদিত। তরুণ-তরুণীদের জন্য তিনি খুব জনপ্রিয় তিনখানি বৈজ্ঞানিক-কাল্পনিক কাহিনী লিখেছেন। বই তিনখানি হল—'প্লুটোনিয়া' (১৯২৪), 'সান্নিকভ'এর দেশ' (১৯২৬) এবং 'মধ্য এশিয়ার প্রান্তরে' (১৯৫০)।

ভ. অবরুচেভ ছেলেবেলা থেকেই বৈজ্ঞানিক-কাল্পনিক কাহিনীর উৎসাহী পাঠক ছিলেন। তিনি লিখেছেন: "......দূর দূরান্তর দেশের অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী পড়ে আমি আকৃষ্ট হয়ে যেতাম। যাঁরা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছেন, আমি খুব মন দিয়ে তাঁদের কাছে গল্প শুনতাম।

"জেম্স ফেনিমোর কূপার, মেইনে রীড এবং পরে জ্যুল ভার্ণ'এর বইয়ের প্রবল প্রভাব আমার উপর পড়ে। আমি আর আমার ভাইরা যেন সুমেরুর বিজন প্রান্তর জয় করছি, উঁচু উঁচু পাহাড়ে চড়ছি, মহাসমুদ্রের বুকে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছি, সিংহ-বাঘ-হাতি শিকার করছি, এমনি সব খেলা খেলতাম। আমরা বৈজ্ঞানিক অভিযাত্রী সেজে খেলা করতাম এবং আমাদের বন্য জন্তু-শিকার, নিগ্রোদের সঙ্গে যুদ্ধ আর জাহাজডুবির খেলার জন্য নানা জীবজন্তু আর মানুষের ছবি কেটে কেটে নিতাম। শিকারী আর নাবিকদের আমার ভালো লাগত; আর ভালো লাগত জ্যুল ভার্ণ'এর মতো বিজ্ঞানীদের—তাঁরা এক এক সময় কেমন অদ্ভুত আর আনমনা, কিন্তু সবাই প্রকৃতি সম্পর্কে প্রচুর জানতেন। আমিও ভাবতাম, বড় হয়ে বিজ্ঞানী হব, প্রকৃতিবাদী হব, আর বৈজ্ঞানিক অভিযাত্রী হব।"

১৮৮৬ সালে একটি খনিবিদ্যামন্দির থেকে গ্রাজুয়েট হয়ে অবরুচেভ তুর্কমেনিয়ায় ট্রান্সকাস্পিয়ান রেলপথ নির্মাণের কাজে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

তখন তিনি কারা-কুম মরুভূমি, আমুদরিয়া নদীর কূল, আর উজবয়'এ নানা প্রাচীন নদীর খাতে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চালান। আফগানিস্তানের সীমান্তে বালি এবং পর্বত পার হয়ে তিনি রেলপথের কর্মীদের সঙ্গে প্রথমে বোখরা এবং পরে সমরখন্দে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে যান আল্‌তাই পর্বতে। রেলপথ নির্মাণ শেষ হলে অবরুচেভ ভূতত্ত্ববিদ হয়ে সাইবেরিয়ায় কাজ করতে যান। সেই কাজে তাঁকে যেতে হয়েছিল বৈকাল হ্রদের কূলে, লেনা নদীর ধারে, ভিতিমা নদীর কাছে সোনার খনিগুলিতে। অনেক বছর তিনি শিক্ষকের কাজ করেছিলেন। তিনি ছিলেন কয়েক পুরুষের ভূতত্ত্ববিদ আর খনি-এঞ্জিনিয়ারের অভিজ্ঞ উপদেষ্টা।

১৮৯২-৯৪ সালে মঙ্গোলিয়ার মরুভূমি আর স্তেপভূমিতে এবং নান্‌-শান পর্বতমালা আর উত্তর চীনে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক-অভিযাত্রী পোতানিন যে অভিযান সংগঠন করেছিলেন, তাতে অবরুচেভ একজন সদস্য ছিলেন। পরে তিনি ট্রান্সবৈকাল এলাকায় আবিষ্কার-অভিযান চালান এবং জুঙ্গারিয়ার আর আল্‌তাই অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন।

১৯২৯ সালে ভ. অ. অবরুচেভ সোবিয়েৎ বিজ্ঞানপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।

ভ. অ. অবরুচেভ বৈজ্ঞানিক রচনার লেখক। তার মধ্যে রয়েছে— সাইবেরিয়ার ভূতাত্ত্বিক গবেষণার ব্যাপকতম বিবরণী এবং সাইবেরিয়ার ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে পাঁচ-খণ্ডে লিখিত ইতিহাস। এই ইতিহাসের জন্য তিনি ভ. ই. লেনিন পুরস্কার এবং কতকগুলি বৈজ্ঞানিক সমিতির পুরস্কার আর পদক লাভ করেন। নিজের পর্যবেক্ষণ এবং প্রত্যেকটি অভিযাত্রীর পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে তিনি ১৯৫৪ সালের নভেম্বর মাসে চীনের নান্‌শান পর্বতমালার একটি সবিস্তারিত ভৌগলিক বিবরণী রচনার কাজ শেষ করেন। জীবনের শেষ কয়েক বছর তিনি নান্‌শান পর্বত-মালার ভূতাত্ত্বিক গবেষণা নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন।

১৯৫৬ সালের ১৯শে জুন ৯২ বছর বয়সে ভ্লাদিমির আফানাসিয়েভিচ অবরুচেভ মারা যান।

